শ্রীহরি সংকীর্তন
তত্ত্ব রস মঞ্জরী

# শ্রীহরি সংকীর্ত্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী

শ্রীকামদেব শর্ম্মা

রাধারাণী নিতাই প্রকাশন
খৃষ্টান বস্তি, বিষ্ণুনগর, গৌহাটী- ৫

পয়লা প্ৰকাশ : বৈষ্ণৱ চূড়ামণি শ্ৰীশ্ৰীভুবনেশ্বৰ সাধুঠাকুৰৰ ১৩৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে

স্বত্ব : লেখক শ্ৰীকামদেব শৰ্ম্মা

প্ৰকাশিকা : শ্ৰীমতী চন্দনা শৰ্মা
বিষ্ণুনগৰ, গৌহাটী- ৫

পুস্তকাবৰণ সিজিলে : শ্ৰীসুনীল কুমাৰ সিংহ

লেইতেৰেঙ
কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্স : শ্ৰীঅমল কুমাৰ সিংহ
শ্ৰীগুণধৰ ভট্টাচাৰ্য

মূল্য : ৰূপা আহৌহান

মুদ্ৰণ : এডওয়াৰ্ল্ড, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া,
বামুণীমৈদান, গৌহাটী - ২১
মোবাইল - ৯৮৫৪০-০১৪৩৭

# —ঃ সূচীপত্র ঃ—

⌘ উৎসর্গ
⌘ কৃতজ্ঞতা
⌘ মন্তব্য
⌘ নিবেদন আকচুটি

'ক' অংশ

পাতা

পাতা



'খ' অংশ



'গ' অংশ



'ঘ' অংশ



'ঙ' অংশ

# উৎসর্গ

পরম পূজ্য পিতৃদেব ঁনিতাই শর্ম্মা মাতা ঁরাধারাণী দেবী যার কৃপা ধন্যই এ ভবে জরম অইলু। তথা আমার জাতর ধ্বজ চূড়ামণি যার গুণে মণিপুরী আমি।

মহারাজা বব্রুবাহন সিংহ, মহারাজা পামহৈবা সিংহ (গরীব নেওয়াজ), মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহ, মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ, মহারাজা চূড়াচান্দ সিংহ, বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধুঠাকুর আমার সমাজর কলাগুরু ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, ঝমুণ পণ্ডিত, কীর্তনী, রাসধারী, জ্ঞানী-গুণী সৎজন পুণ্যাত্মাই আমার জাতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি এহানরে উজ্জ্বল তথা ধারাবাহিক ভাবে সাজেইয়া লেইতেরেং করে দিয়া গেছিগা। ঔ সৎজন ওঝাগুরু সুধী মণ্ডলীর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করিয়া তানুর স্মরণে ও স্মৃতিত "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" পুস্তিকা লেংকরিয়া ভগবান শ্রীহরি চরণ কমলে সমর্পণ (কাত) করলো। প্রভু ভূল-ভ্রান্তি অপরাধ থাইলেও ক্ষমা করে দিছ।

ইতি —
পুংনিং চিলয়া
শ্রীকামদেব শর্ম্মা

ওঝা, গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার বামুণ, পণ্ডিত মহাজনর নাঙ গাঙর ঠিকানা সমাজর সুধীবর্গর জ্ঞাতার্থে দেনা অইল।

**বামুন পণ্ডিত ওঝা**

১) রাজ্যেশ্বর মুখার্জী - ঘাঘারা (শ্রীধরপুর)।
২) বিনোদ বিহারী সিংহ - বারপুয়া, কাছাড়।

৩) অশ্বিনী মুখার্জী - লোহারপোয়া।
৪) মাঘসেনা রাজকুমার - মনপুর, কাছাড়।
৫) শচীনন্দন এইগা - কালিঞ্জর, কাছাড়।
৬) বাবাহাল মুখার্জী - নয়াগ্রাম, কাছাড়।
৭) ক্ষীরোদশায়ী বানার্জী (স্মৃতি ভূষণ) - রাজবারী, ধর্মনগর।
৮) নন্দকিশোর মুখার্জী - চেংকুড়ি, কাছাড়।
৯) শচীভূষণ মুখার্জী - বারমুনি, কাছাড়।
১০) নবদ্বীপ মিশ্র - বারমুনি, কাছাড়।
১১) সাজৌবা পণ্ডিত - প্রতাপগড় বুরুংগা।
১২) যোগেশ্বর পণ্ডিত - খালপার।
১৩) থংলেম পণ্ডিত - কৈলাশহর।
১৪) নিংথেম পণ্ডিত - ভানুগাছ।
১৫) তুলানন্দ সিংহ - বিষগাওঁ।
১৬) ক্ষীরগোপাল এইগা - বারপুয়া, কাছাড়।

## ঢাকুলা ওঝা

১) দেব সিং ওঝা - বাগরাংগন, কাছাড়।
২) দুর্গেশ্বর ওঝা - বিক্রমপুর, কাছাড়।
৩) নিংথৌ ওঝা - মেহেরপুর, কাছাড়।
৪) হুরু ওঝা - কাছাড়।
৫) বুলু ওঝা - বিলবারী (প্রতাপগড়)
৬) সেনারূক ওঝা - সিংলা।
৭) নন্দী ওঝা - বুরুংগা।
৮) দামাঞ্জী এইগা - সিংগারী, কাছাড়।
৯) বাবুলোক ওঝা - বারমুনি, কাছাড়।
১০) রাজবেহারী ওঝা - ফটিকরায়।
১১) ঙৌবা ওঝা - কৈলাশহর।
১২) নদীয়া সিং - দলিবিল।
১৩) কালা ওঝা - পিপালা

১৪)　বদন ওঝা - বিক্রমপুর, কাছাড়।
১৫)　তমালবাবু ওঝা - মহনপুর, কাছাড়।
১৬)　দুগ্ধগোপাল ওঝা - ধর্মনগর রামনগর।
১৭)　সূর্যমুনি ওঝা - বাঘাডর সিংগারী।
১৮)　গোকুল চন্দ ওঝা - উনাম।
১৯)　শ্রীনীলমাধব মুখার্জী - লোয়ারপোয়া (বর্তমান গৌহাটী)।
২০)　কুঞ্জলাল ওঝা - বনরগাঙ।
২১)　শ্রীগিরিচান্দ সিংহ - ঘররবন্ধ।
২২)　বিদ্যা ওঝা - ফটিরায়।
২৩)　আতল ওঝা - কাটাবারী।

## ইশালপা ওঝা

১)　দংগ ওঝা - পুংপুল (কানাই বাজার)
২)　বাবুচান ওঝা - সিংলা।
৩)　বাবুধন ওঝা - সিংলা।
৪)　কালিদাস ওঝা - বারমুনি, কাছাড়।
৫)　শুকদেব ওঝা - প্রতাপগড়।
৬)　শালিয়া ওঝা - বারমুনি, কাছাড়।
৭)　থাবাল ওঝা - বেতুবারী।
৮)　খাইমুনি ওঝা - সিংলা (ফেতিপাত)
৯)　নীলেশ্বর মুখার্জী - ভানুগাছ।
১০)　রাজেশ্বর মুখার্জী - ঘাঘরা, কাছাড়।
১১)　শালিয়া ওঝা - বারমুনি, কাছাড়।
১২)　রাম সিংহ - ভানুগাছ।
১৩)　বসন্ত ওঝা - বেতছড়া (ত্রিপুরা)
১৪)　কালাসেনা রাজকুমার - রাজারগাওঁ (প্রতাপগড়)
১৫)　নীল ওঝা - ছয়ারণ, কাছাড়।
১৬)　বরপাত্র ওঝা - দুধপুর, কাছাড়।
১৭)　মৌর ওঝা - মছাঔলী (ত্রিপুরা)
১৮)　মেরা ওঝা - রাজনগর, কাছাড়।
১৯)　গোপেশ্বর মুখার্জী (বাঘ) - বারমুনি, কাছাড়।

২০) পেঙারু ওঝা - কৈলাশহর (ত্রিপুরা)
২১) সেনাতল ওঝা - ধর্মনগর (ত্রিপুরা)
২২) সেনারূপ ওঝা - মহনপুর, কাছাড়।
২৩) মনিমোহন রাজকুমার - কাটাখাল।

## দোহার ওঝা

১) দেওয়ান ওঝা - দুধপুর, কাছাড়।
২) মদানাচান ওঝা - বারমুনি, কাছাড়।
৩) হুনা সিংহ - কৈলাশহর।
৪) গোলাপ ওঝা - সিংগারী, কাছাড়।
৫) বকসল ওঝা - পূর্ব্ব কচুধরম।
৬) ধনমানু ওঝা - পাথারকান্দি (উনাম)।
৭) হুনা ওঝা - বুরুংগা (প্রতাপগড়)

## কলা - নৃত্য গুরু

১) নীলেশ্বর মুখার্জী - কৈলাশহর, ত্রিপুরা।
২) সেনারিক রাজকুমার - কালিঞ্জর, কাছাড়।
৩) পাম্থই দেবী - রাখালটিলা, কাছাড়।
৪) বিপিন ওঝা - সিংগারী, কাছাড়।
৫) নীলমাধব মুখার্জী-নৃত্য মৃদংগাচার্য্য - লোয়ারপোয়া (বর্ত্তমান গৌহাটী)
৬) চন্দ্রকান্ত সিংহ - বারমুনি, কাছাড়

## অনুগামী

১) সুরেন্দ্র সিংহ- সিংগারী, কাছাড়।
২) রথীন্দ্র সিংহ (ধুম্র) - (বর্তমান যোরহাট)।
৩) বাবুসেনা সিংহ - (বর্তমান গৌহাটী)।
৪) দেবেন্দ্র সিংহ - সিংগারী, কাছাড়, (বর্তমান মুম্বাই)।
৫) বনমালী সিংহ - মাছুঘাট, কাছাড় (বর্তমান লক্ষ্ণৌ)।
৬) আদিত্য সেনা রাজকুমার - শিলচর।
৭) তাম্ফাসেনা সিংহ - (বর্তমান গৌহাটী)।
৮) সত্যজিত সিংহ - (বর্তমান অরুনাচলপ্রদেশ)

## পদকীর্তনী ওঝা

১) গোকুলানন্দ গীতিস্বামী - ভানুগাছ পিছে রাতাছড়া।
২) জিবাই মিশ্র - বারমুনি, কাছাড়।
৩) তনু কীর্তনী - মাছুঘাট, কাছাড়।
৪) ধনসেনা ওঝা - সিংলা।
৫) ঝুলন ওঝা - বাগরাংগন, কাছাড়।
৬) কামিনী ঠাকুরাণী - গড়রবন্ধ।

## রাজধারী ওঝা

১) কৌয়া ওঝা - রাখালটিলা, কাছাড়।
২) ধনজিত রাজকুমার - বাগরাংগন, কাছাড়।
৩) মৌর ওঝা - বিলর বরুংগা, কাছাড়।
৪) ধন ওঝা - ছয়ারন, কাছাড়।
৫) ঠাকুরধন ওঝা - রাজনগর, কাছাড়।
৬) খেতক দেবী - রাজনগর, কাছাড়।

## মহাজন সুধীমণ্ডলী

১) কৃষ্ণকুমার দেববর্মা - মাছুঘাট, কাছাড়।
২) হরিদাস দেববর্মা - মাছুঘাট, কাছাড়।
৩) গিরীজ বাবু সিংহ - দুধপুর, কাছাড়।
৪) মধুসূধন সাধুঠাকুর - দুধপুর, কাছাড়।
৫) শ্যামানন্দ রাজকুমার - দুধপুর, কাছাড়।
৬) নবকুমার রাজকুমার - রাজনগর, কাছাড়
৭) শ্রীরাখাল দাস দেববর্মা - রাজারগাওঁ, পাথারকান্দি।
৮) রামসেনা রাজকুমার - দুধপুর, কাছাড়।
৯) রামপ্রসাদ সিংহ - সিংগারী, কাছাড়।
১০) চাউবা সিংহ - কাটাখাল, হাইলাকান্দি।
১১) কুঞ্জেশ্বর সিংহ - ভকতপুর, কাছাড়।
১২) উদয়চান্দ সিংহ - দলি বিল।
১৩) গোসাই সিংহ - ঘাঘারা, কাছাড়।
১৪) কামেশ্বর সিংহ - দুধপুর, কাছাড়।

# কৃতজ্ঞতা

প্রথমে পরম পূজ্য পিতৃদেব ঁনিতাই শর্ম্মা মাতা ঁরাধারাণী দেবী যার কৃপা ধন্যই এ দুর্ল্লভ জন্ম পেইলু। দীক্ষাগুরু ঁনন্দবাবু শর্ম্মা তথা শিক্ষাগুরু ঁশ্যামানন্দ রাজকুমার, ঁরামসেনা রাজকুমার, ঁপ্রফুল্ল সিংহ, ঁগিরিজা সিংহ, ঁনিত্যগোপাল রাজকুমার, ডঃ কালিপ্রসাদ সিংহ, কচুধরম, শ্রীরাধারমণ বানার্জী, গোকিলা এইগা গিরকর কৃপা ধন্যই যৎ কিঞ্চিত জ্ঞানর পহর পেইলু। ঔ কৃপাধন্যরকা কৃতজ্ঞতারে পদ কমলে কৃতাঞ্জলী (হমা) কাতকরৌরী।

**দ্বিতীয়ে -**

পরমপূজ্য নর্তন, মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীনীলমাধব মুখার্জী, লোয়ারপোয়া বর্ত্তমান গৌহাটী খৃষ্টানবস্তি। এইগা গিরকে কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, মণিপুর, বাংলাদেশ তথা অন্যান্য দেশ বিদেশেত্ব বহু জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞ-পণ্ডিত, ওঝা গুরু বিচক্ষণ, বামুন, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, আদিরাংত অর্জন করা হরি সংকীর্তন তত্ত্ব তথ্য তথা নিজস্ব সাধনার অভিজ্ঞতাল লাভ করা নিগুঢ় তত্ত্ব ভাগবত বিধিত আদিল যোগান ধরিয়া এ পুস্তিকা "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" লেংকরানিত সহায় করানিয়ে এইগা গিরকরে কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জানাওরী।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রীরাধারমণ বানার্জী, ব্যাকরণ কাব্যরত্ন এইগা গিরক মোর শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" পুস্তিকা এহান লেঙকরানি অইল। ঔহানরকা এইগা গিরকরাং কৃতজ্ঞতা জানাওরী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীধনসেনা সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত উপ-আরক্ষী অধীক্ষক, পাথারকান্দি বর্তমান গৌহাটী বামুনি মৈদাম, গিরকর বিশেষ আগ্রহ তথা আন্তরিক সহায়তাই এ পুস্তিকা এহান লেঙকরানি অইল। ঔহানরকা গিরকরাং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করৌরী।

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্ম্মা বর্ত্তমান চলিহা নগর গৌহাটী এইগা গিরকে বিশেষ করে সাহায্য করানিয়ে এ পুস্তিকা এহান লেঙকরানিত সফল অইলু। ঔহানরকা গিরকরাং চির কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুভাষ শর্ম্মা, এম.এ. অবসরপ্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক পাথারকান্দি, তাঙালকেই এইগা গিরকর বিশেষ সহায় সহযোগে পুস্তিকা এহান লেংকরানি অইল। ঔহানরকা গিরকরাং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করৌরী।

তদুপরি -

শ্রীবিজয়সেনা রাজকুমার, পাথারকান্দি, বর্ত্তমান খানাপারা, কন্যাধরা, গৌহাটী।

শ্রীরাজকুমার সিংহ, (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারী, অসম সরকার) পাথারকান্দি, রাজারগাওঁ, বর্ত্তমান গৌহাটী দ্বারকানগর।

শ্রীমনীন্দ্র কুমার সিংহ, বি.এ. অবসরপ্রাপ্ত (Suptd. D.P.I. office) জামিরালা, পাথারকান্দি, বর্ত্তমান গৌহাটী খৃষ্টানবস্তি।

শ্রীগৌরগোপাল বানার্জী, এম.এ.,বি.টি.
প্রধান শিক্ষক, ধর্মনগর, ত্রিপুরা, রাজবাড়ী।

শ্রীতম্বকসেনা সিংহ, দোহার, কচুধরম, কাছাড়।

শ্রীশ্যাম সুন্দর মিশ্র, ব্যাকরণ কাব্য রত্ন, বি.এ. (সংস্কৃত অনার্স) শিক্ষক জে. আর. উচ্চতম বিদ্যালয়, রাজনগর, কাছাড়।

শ্রীঝুনু শর্ম্মা, বিচক্ষণ পুরোহিত, পশ্চিম কচুধরম।

শ্রীবাবানে শর্ম্মা, বিচক্ষণ পুরোহিত, বারপুয়া, কাছাড়।

শ্রীপ্রেমানন্দ শর্ম্মা, পুরোহিত, দুধপুর, কাছাড়।

শ্রীগোপীমোহন মুখার্জী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, পাচডালী, করিমগঞ্জ।

শ্রীঅমর সিংহ, শিক্ষক, দুধপুর, কাছাড়।

শ্রীবারীন্দ্র কুমার সিংহ, এম.এ., বি.টি. অবসরপ্রাপ্ত Principal বি.টি, কলেজ, শিলচর।

হাবির সহায় সহযোগে শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী পুস্তিকা লেংকরানিত সফল অনাই সুধীমণ্ডলীরাং কৃতজ্ঞতা জানাওরী।

ইতি —

কামদেব

# — মন্তব্য —

শ্রীনীলমাধব মুখার্জী
নর্তন, মৃদঙ্গাচার্য্য
লোয়ারপোয়া, করিমগঞ্জ
বর্ত্তমান খৃষ্টানবস্তি, বিষ্ণুনগর।

শ্রীকামদেব শর্ম্মাই লেংকরা "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" পুস্তিকা এহান মি মনহান দিয়া পাকরলু। এ পুস্তিকাত বিশেষ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তমাল গ্রন্থ, প্রভাস খণ্ড, নারদ পঞ্চরাত্র, কীর্তন চিন্তামণি, সৌভাগ্য বিলাস, শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দম, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামনি আদি ধর্মগ্রন্থর প্রসংগ পেইলু। তদুপরি মনিপুরর শ্রীগোবিন্দজীউ মন্দিরর হরি সংকীর্তন মণ্ডলী প্রকরণ ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত রাজা সিজা, গিরি লেইমা বেয়াপা বেইবুনি ইমা ইন্দল, বিজ্ঞ ওঝা, গুরু-জ্ঞানী গুণী বামুন পণ্ডিত, ঢাকুলা, ইশালপা দোহার পালা আদি বহানির লেইতেরেং স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যে বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনে ও অনুকরণে আমার সমাজে হরি সংকীর্তন মণ্ডলী ব্যবস্থা চলেছে। এ মতে মণ্ডলী সাজন ও ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত তথা রাজা সিজা, গিরি লেইমা, ইমা ইন্দল, বামুণ পণ্ডিত মুক্তিয়ার আদি সিজিল করিয়া মণ্ডলী লেইতেরেং অনা থক বুলিয়া মনে করৌরী।

কারণ আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি মনিপুরেত্ত উৎপত্তি। আমি যদিও বৈষ্ণব চৈতন্য ধর্মাবলম্বী। আমার হরি সংকীর্তন পরিবেশন মণ্ডলী ব্যবস্থা অন্য জাতর বৈষ্ণব সম্প্রদায়র সংস্কৃতিত্ব তঙাল। এহান আমার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিহান। মহারাজা পামহৈবা, চন্দ্রকীর্তি, চুড়াচান সিংহ আদিয়ে সিজিল করে দিয়া গেছিগা কৃষ্টিহান। গন্ধর্ব, আর্য্য, বংগীয় নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মনিপুর সংস্কৃতি সংমিশ্রনে সৃষ্ট সংস্কৃতি লেইতেরেংহান। মনিপুর কৃষ্টি কেন্দ্র করিয়া অসেহান।

গোবিন্দ কৃপাই সৌভাগ্যক্রমে বহুবার হরি সংকীর্তনে ঢাক বারানির সময়ত বৈষ্ণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বর সাধুঠাকুরর দর্শন পাছিলো। সাধুঠাকুরর শ্রীমুখেত্ব হরি সংকীর্তন তত্ত্ব বিধি ব্যবস্থা মণ্ডলী প্রকরণ সময় অনুযায়ী রস পরিবেশন শ্রবণ করেছিলো। ঔ তত্ত্বর উল্লেখ লেখকে পুস্তিকা এহানাত দেহা দেছে। তথা আমার সমাজর বহু জ্ঞানী গুণী বামুণ পণ্ডিত ওঝা গুরু ঢাকুলা ইশালপা দোহার আদি সংগ পাছিলো। ঔ জ্ঞানীজনর সংকীর্তন তত্ত্বও উল্লেখ আছে।

আজি ঔ জ্ঞানী গুণী বামুন, পণ্ডিত, ওঝারেল ঢাকুলা ইশালপা দোহার কোনগও নেই আগ আগ করে ইহলীলা সাংগ করিয়া দৌওর খয়া পেইলাগা। ঔ গুরুজনার গুণর য়্যারী ভাষাই প্রকাশ নার। কিম্বদন্তী। গুণর প্রভাবে বৌ-বরণ ত্রিপাদ দশা দোষ কাটা পারেছিলা। বর্ত্তমান মিমুত অইল। ধরিয়া থ নুয়ারলাং। সজাগ অয় বেয়াপা বেইবুনি। আমার সমাজর ওঝা গুরুয়ে থ দিয়া গেছিগা কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করিক। নাইলে যেহানি আছে ঔহানীও বিছারেয়া নাপেইতাঙাই। পরিচয় দেনার কিত্তাও নেয়ইতৌ। মহাজনর পথ অবলম্বনে পদাঙ্ক অনুস্মরণে চলিক।

ঔ গুণবন্ত ওঝারেল য়্যারী মোর মনে পরের। তানুর পূণ্যাত্মাই মোরে বারে বারে অনুপ্রেরণা জাগার। কিংকর্ত্তব্য বিমুঢ়। বর্ত্তমান সংগহীন। কারে মাততু। কারাং প্রকাশ করতু। মাতিয়াও হুনেকুরা নেই। নিরলে বহিয়া চাতক পক্ষীর মতো গজেদে চেয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেলেয়া দিন কাটাওরী।

হরি সংকীর্তন উৎযাপনকালে কীর্তনমাপু তত্ত্ব এহানল আমার সমাজে মত দুহান দেহা দেনাই সংকীর্তন শৃঙ্খলা বিনষ্ট অর। যেহানে সমাজর নিয়াম ক্ষতি অর। ঔ তত্ত্ব লেইরিক এহানাত স্পষ্ট করে যুক্তি তত্ত্ব সহ বর্ণনা করিয়া মিমাংসার পথ দেহা দেছে। সমাজর সুধীমণ্ডলী তথা বেয়াপা বেইবুনিয়ে আন্তরিকতারে বিবেচনা ও গ্রহণ করানি থক বুলিয়া নিংকরৌরী।

পরিশেষে লেখক কামদেব শর্মা তথা সমাজর বেয়াপা বেইবুনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা হাবির শুভ কামনায় ভগবান শ্রীহরি শ্রীচরণ কমলে হমা কাতকরলু। ভগবান শ্রীহরি হাবির সহায় থাক।

ইতি —

শ্রী নীলমাধব মুখার্জী

শ্রীরাধারমণ বানার্জি
ব্যাকরণ কাব্যতীর্থ
পাথারকান্দি, গোকিলা, সংস্কৃত পণ্ডিত
জে.আর.উচ্চতম বিদ্যালয়, কাছাড়

শ্রীমান কামদেব শর্ম্মার লেংকরা শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী নাঙর গ্রন্থ এহান মি মন দিয়া পাঠ করলু। এ গ্রন্থ এহান লেংকরতে তা প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ, ভক্তমাল গ্রন্থ, কীর্তন চিন্তামনি, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণি, নারদ পঞ্চরাত্র, শ্রীগীতগোবিন্দম্, চৈতন্যচরিতামৃত তথা অন্যান্য আমার সমাজর বিচক্ষণ বামুণ পণ্ডিত ওঝার আতে ইকরা লেইরিক করপেক আদির উদ্ধৃতি পেইলু। সুতরাং গ্রন্থ এহান সুধীমণ্ডলী ভক্তগণর পুংনিং য়ৌপা হৃদয়র সমাদরর বস্তু আহান বুলিয়া নিংকরৌরী।

এ সৌ এগ মোর ছাত্র হাবির মধ্যে অন্যতম স্নেহাস্পদ ছাত্র আগ। এ অল্প বয়সে তার এতাদৃশ সুগ্রন্থ প্রণয়নর সমোৎসাহ দেহিয়া মি তারে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ দেওরী তা দীর্ঘজীবি অক। শ্রীরাধামাধব জীউ প্রভুয়ে এ সৎ পথ সহায়ক অক।

ইতি —
শম্।

শ্রীশ্যামসুন্দর মিশ্র
ব্যাকরণ কাব্য রত্ন,
বি.এ.(অনার্চ) সংস্কৃত,
রাজনগর, কাছাড়।

শ্রীকামদেব শর্ম্মা পিতা মৃত নিতাই শর্ম্মা গ্রাম দুধপুর জিলা কাছাড় বর্ত্তমান গৌহাটী মোর সহপাঠী আছিল। গিরকে ইকরা শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী নাঙর পুস্তক এহান অতি ধ্যান দিয়া পাকরলো। পুস্তক এহানাত শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভক্তমাল গ্রন্থ, শ্রীগীতগোবিন্দম্, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণি, শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত সংকীর্তন চিন্তামনি, রঘুনাথ ভট্ট বিরচিত নারদপঞ্চরাত্র, মনিপুরর শ্রীচিত্রসেন শর্ম্মা গিরকে লেংকরা সংকীর্তন বিচার তথা অন্যান্য আমার সমাজর গণ্যমান্য বামুণ পণ্ডিতে লেংকরা তথা হাতে ইকরা করপেকর উদ্ধৃতি পেইলু।

এ পুস্তক এহান ইলয়া কর্ম কাছা করলে আমার সমাজ উপকৃত অইতে বুলিয়া মি নিংকরৌরি। ঈশ্বর সহায় থাক।

ইতি —
শ্রীশ্যামসুন্দর মিশ্র।

# নিবেদন আকচুটি

বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, দর্শন, উপনিষদ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, নারদ পুরাণ, শিবপুরাণ, মহাভাগবতম্, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, নারদ পঞ্চরাত্র, ভক্তমাল গ্রন্থ, বৃহৎ সারাবলী, হরিবংশম, শ্রীকৃষ্ণলীলা সমগ্র, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, প্রবাস খণ্ড, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্, কীর্তন বিচার, কীর্তন চিন্তামণি, সৌভাগ্য বিলাস, মৃদঙ্গ মঞ্জুরী, ভক্তিতত্ত্ব মালা, সাধন ভক্তি প্রকাশিকা, গৌর প্রেমামৃত লহরী, হরি সংকীর্তন রহস্য, কীর্তন মাহাত্ম্য, নবদ্বীপ সংকীর্তন বিচার, হরি সংকীর্তন নির্ণয়, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণি তথা অন্যান্য বহু জ্ঞানী-গুণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ওঝা গুরু বৈষ্ণব ও লেখকর পুস্তিকা, করপেক আদির মূল সারাংশ ও তত্ত্ব, তথ্য সংগ্রহ করিয়া "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" নাঙর এ পুস্তিকা লেংকরানি অইল। পুস্তিকা এহানাত লেখকর ব্যক্তিগত কোন মন্তব্য নেই। শুধু উল্লেখিত কাব্য ও পুস্তিকাত্ব সংগ্রহ করা তত্ত্ব প্রকাশ করানি অইল।

পঞ্চতত্ত্বই প্রকাশিত ও পরিবেশিত হরিনাম সংকীর্তন ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলা মাতুঙ ইলয়া আমার পূর্ব্বপুরুষ ওঝা, গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার জ্ঞানী-গুণী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত, সুধীমণ্ডলী আদিয়ে হরি সংকীর্তন লেইতেরেং বিধি ব্যবস্থা জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি শৈলী থ দিয়া গেছিগা। ঔ জাতীয় কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা ও জিংতার মানসে "শ্রীহরি সংকীর্তন তত্ত্ব রস মঞ্জরী" পুস্তিকা লেংকরানি অইল।

কারণ জাতর পরিচয় কৃষ্টি ও ভাষাল। প্রত্যেক জাতি, মহাজাতী, উপজাতী. জনজাতীর নিজস্ব কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি আছে। ঔ জাতীয় কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি জাতীভেদে তঙাল তঙাল। নৃত্য, বাদ্য, সংগীত আদিও তঙাল।

আমি যদিও বৈষ্ণব আমার সমাজ ব্যবস্থা, পূজা, অর্চনা সংকীর্তন ব্যবস্থা মণ্ডলী প্রকরণ শাস্ত্রগত নবদ্বীপ ও ব্রজভাব মতে অইলেও অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়র বিধি ব্যবস্থা আদিত্ব তঙাল।

ইতিহাস মতে আমার পূর্ব্ব পুরুষ গন্ধর্ব যদিও মহারাজা বব্রুবাহন সিংহ গিরকরাংত আর্য্য ক্ষত্রিয় অইলাং।

গিরকে আর্য্য (ক্ষত্রিয়) গন্ধর্ব বিধি দ্বহানির সংমিশ্রণে তৎকালে দেবদেবী পূজা-অর্চনা ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শাস্ত্র কীর্তন করলেও পূর্ব্ব পুরুষর (মনিপুরর) জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি এরা নাদেছিল। আপকপা, পাহাংপা, থাংজিং, সরারেল, সেনামাহিক আদি দৌর পূজা ব্যবস্থা ও থ দিয় গেছেগা। ঔ কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ধারাবাহিক বর্ত্তমানেও চলের ভবিষ্যতেও চলতৈ।

মহারাজা পামহৈবা সিংহ (গরীব নেওয়াজ) গিরকে গৌড়ীয় রামানন্দী বৈষ্ণব ধর্ম ধর্মগুরু সান্ত দাস বাবাজীরাংত গ্রহণ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই চৌষট্টি মহন্ত ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত সাংগ পাংগ সমন্বিতে কলিজীব উদ্ধার ও মুক্তির অভিলাষে প্রকাশিত ও প্রচারিত হরিনাম সংকীর্তন গুরুর য়্যাথাঙে মনিপুরে আরম্ভ করল। ঔ দিনর বংগদেশীয় পালা কীর্তন ওঝা গুরু গায়ক, বাদক আনিয়া। সম্প্রতি গিরকে মনিপুরে কীর্তন ও নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ও করে দেছে।

আমার সংকীর্তন মণ্ডলী প্রকরণ বিধি ব্যবস্থা এহান নবদ্বীপ বারো ব্রজভাব দ্বহানির লগে মনিপুর ভাব এ তিন ভাব তিলকরিয়া অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে তঙাল লেইতেরেঙ জাতীয় কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি আহান স্বয়ং মহারাজা পামহৈবা সিংহ গিরকে সিজিল করে দিয়া থ দিয়া গেলেগাও সম্প্রতি পরবর্ত্তীকালে মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ মহারাজা, চূড়াচান্দ সিংহ গিরকে আরাকৌ উন্নত করিয়া এলা-নাচা, ঢাকর চলন ইত্যাদিল চূড়ান্ত করে দিয়া গেছিগা। যেহান বর্ত্তমানেও আমার সমাজে ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার পালা ওঝা, গুরুয়ে অবলম্বনে ধারাবাহিক পরিবেশন করতারা। যে আদর্শল বিশ্ববাসীরাং খ্যাতি অর্জনে সমর্থ লাভ করেছি.

ঔদিনর বৈষ্ণব কবি মহাপ্রভু পরিষদ শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, নরোত্তম গোস্বামী, জয়দেব ঠাকুর, মধুমংগল, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মনোহর দাস, উদ্ধব দাস আদি বৈষ্ণব কবিয়ে লেংকরা রাধাকৃষ্ণ অষ্টকালিন নিত্যলীলা প্রেমরাজি হরিণাম সংকীর্তন এলার মাধ্যমে পরিবেশন করেছি। বিশেষভাবে

শ্রীমদ্ভাগবতর দশম স্কন্ধর শ্লোকর প্রাধান্যত। সময় মতে সংকীর্তনর রসলীলার ধারাবাহিক শালিলতা ইলয়া।

আমার সংকীর্ত্তনর রাগ সঞ্চার অন্যান্য জাতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়র সংকীর্তনকালীন রাগ-তাল নৃত্য আদিত্ব তঙাল শৈলী। এহান সম্পূর্ণ আমার জাতীয় কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি পূর্ব্বপুরুষর দানহান। আমার বিশেষত্বহান। গন্ধর্ব প্রভাবহান।

আমার সমাজ ব্যবস্থা সংকীর্তন ব্যবস্থা এহান অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মীয় ব্যবস্থার লগে নামিলের। এহান সম্পূর্ণ আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরাহান। আর্য গন্ধর্ব নবদ্বীপ বৃন্দাবন মনিপুর তিন ভাব তিলকরিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষর বহুদিনর অর্জিত ও সুরক্ষিত অমূল্য সম্পদর মহামিলনে মন্থনত সৃষ্টি মহা অমৃতর ভাণ্ড। আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি শৈলী। যে কৃষ্টি সংস্কৃতিল সমগ্র বিশ্ব মানবরাং পরিচিত ও শ্রেষ্টত্বর সুনাম অর্জন করানিত সমর্থ লাভ করেছি।

আমার জাতীয় বেশ ভূষা ফিজাং ফিজেত নৃত্য বাদ্য হাতর মুদ্রা হস্তক কলা কৌশল প্রদর্শন ও পরিবেশন প্রণালী, শৃঙ্খলা মণ্ডলী প্রকরণ ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার পালা, ভাবক, বৈষ্ণব তথা সংকীর্তন মণ্ডলীত আসন গ্রহণ ও উপবেশন পদধৌত সেবা লেইচন্দন পরিবেশন ও গ্রহণ সম্ভাষণ সেবা ব্যবস্থা বারো সংকীর্তনে নাম উচ্চারণ নৃত্য প্রদর্শন এলা পরিবেশন শ্রবনে আত্মা পবিত্র করের।

শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পুরাণে লেখা আছে কলি যুগে হরিনাম সংকীর্তনে শ্রেষ্ঠ। নাম অবিহনে কলিজীবর উদ্ধার ও মুক্তি নার। স্বয়ং ভগবানে মাতিয়া গেছেগা।

ভাগবত, গীতা, পুরাণর মহান উদ্দেশ্য মাতুঙ ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষে হরিণাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ কলিজীব উদ্ধার নিমিত্তে করিয়া গেছিগা। বর্ত্তমানেও করিয়ার।

ঔ আপৌরষিক রীতি-নীতি সমাজ ব্যবস্থা কলা-কৃষ্টি বিধি বিধান সংকীর্তন লেইতেরেং বর্ত্তমান দিনে দিনে মিমুতর পথে সালছে। নিয়াম দিন

নেই লুপ্ত অনিত। বিছারেয়া নাপেইতাঙাই পরিচয় দেনার কিত্তাও নেয়য়ৈতে।

এহান দেহিয়া আমার আপৌরষিক মহা অমৃত রত্ন ভাণ্ডার সমাজ নীতি জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার অভিপ্রায়ে এ পুস্তিকা লেংকরানি অইল।

কলিযুগে নাম রূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

নাম হইতে হইবে সর্ব উদ্ধার।

সংকীর্তন শ্রীহরি অঙ্গস্বরূপ বুলিয়া ভাগবতে প্রকাশ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীহরি নানারূপে অবতার অয়া ভারহরণ করিয়া, দুষ্ট দমন সাধু পরিত্রান করেছে। স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় প্রকাশ করেছে।

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যদিও ইহ কলিযুগে ভগবান শ্রীহরি নামরূপে অবতার। সাধু, বৈষ্ণব, মহাপুরুষ গুরুর মাধ্যমে গুরু আশ্রয়ে প্রভুর অসীম মহিমা তত্ত্বজ্ঞান পানা সম্ভব। নামে পরম ধর্ম। নামেই পরম গতি। নামেই পরম মুক্তি।

গতিকে নাম শ্রবণ নাম কীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছা - ভাব, কান্তি, বিলাসই - হরি সংকীর্তন। পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরই হরি সংকীর্তনর মূল কলেবর প্রকাশক ও প্রচারক। পঞ্চ তত্ত্ব ছাড়া হরি সংকীর্তন অয়া নুয়ারের। পঞ্চতত্ত্বই কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রকাশ করেছি। যত ভাবক, বৈষ্ণব ভক্ত পঞ্চতত্ত্বর পারিষদ ও শ্রুতা। পঞ্চতত্ত্বর যে কোন কলেবর (সদস্য) কম অইলে সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ নার। পঞ্চতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ স্বরূপ। শ্রীমতি রাধিকা প্রকৃতি স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গ লাভর অভিলাষই হরি সংকীর্তন।

রাধা কৃষ্ণ নির্মল প্রেম দৈহিক প্রেম নাগই। আত্মা পরমাত্মার মহামিলনর প্রেম। প্রকৃতি পুরুষর সম্বন্ধ মাত্র। (দেহতত্ত্ব সৃষ্টি তত্ত্ব বিচার তথা গুরু আশ্রয়ে নিগুঢ় তত্ত্ব পেইতাঙাই।)

হাস্য রসে হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার নার। শ্রীমতি রাধিকা প্রেমগুরু বুলিয়া

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতে মাতেছে। চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি। পঞ্চ তত্ত্বই হরি সংকীর্তনর কল্পবৃক্ষ বাগুয়া। চৈতন্য হরিসংকীর্তনর মূল। নিত্যানন্দ কাণ্ড। অদ্বৈত শাখা। শ্রীবাস প্রশাখা। গদাধর পত্র ও ফুল ফল। সর্ব জীব, সর্বজনেরে হরিনাম মহামৃত বিলাছি। ভাবক বৈষ্ণব ভক্তই আস্বাদন করিয়া পরম তৃপ্তি ও মুক্তি পাসি।

গতিকে পঞ্চতত্ত্ব বিচারে পঞ্চতত্ত্ব প্রাধান্য দিয়া হরি সংকীর্তন করানি থক। হরিনাম সংকীর্তন আত্মার সৎগতি ও মুক্তির অভিলাষ। গতিকে মুখ্য চিন্তা ও কর্ত্তব্য হরিণাম সংকীর্তনকালে যাতে ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত শ্রুতায় নাম শ্রবণ নাম আস্বাদন কালে ধ্যান ভঙ্গ তথা ব্যাঘাত নার ঔহানর প্রতি সর্বপ্রযত্ন নেনা থক। নাইলে রসভঙ্গর নামপরাধ দোষ থার।

তত্ত্ব বিচারে ঈশ্বর সর্বত্র সর্বজনর হৃদয়ে বিরাজমান। হরি সংকীর্তন শ্রবনে আত্মার তৃপ্তি ও পরম শান্তি অর। পরমাত্মা ঈশ্বর স্বরূপ। আত্মা প্রকৃতি স্বরূপ। প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গ লাভর অভিলাষ। এই অভিলাষই শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছা। ভক্ত বাঞ্ছা পূরণর নিমিত্তে ঈশ্বর পরমাত্মা দেহত প্রাণরূপে বিরাজ করেছে। পরন্তু স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়া ভক্ত বাঞ্ছা তথা উদ্ধারর নিমিত্তে নানা রূপে নানা দেহ ধারণ করিয়া ভার হরণ তথা দুষ্ট দমন সাধু পরিত্রাণ করেছে। নানা লীলা ভক্তর লগে করেছে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাই হরি সংকীর্তন।

ভাবক, বৈষ্ণব ভক্তর হৃদয়ে নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় রূপ বৃন্দাবন নবদ্বীপে বিরাজ করিয়া নৃত্য লীলা-খেলা করের মহানন্দে।

ঔ তত্ত্ব জ্ঞানে ভাবক বৈষ্ণব ভক্তই নাম শ্রবণ ও আস্বাদন কালে যাতে কোন বিঘ্নি তথা ধ্যানভঙ্গ নার ঔহানর প্রতি ধ্যান দেনা থক।

হরি সংকীর্তন পরিচালন ও প্রকাশ পঞ্চ তত্ত্বর আধারে অনা থক। কীর্তন মাপু, ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার পালা আদি পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্তর আধারে ও পঞ্চতত্ত্ব বিচারে অনা থক।

চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত লগে করিয়া প্রথমে বেদ-শাস্ত্র, ভাগবত,

পুরাণ আদি পাঠে "শাস্ত্র কীর্তন" করিয়া ভাবর আদান প্রদান করেছে। দ্বিতীয়তে নগর কীর্তন পদব্রজে করিয়া নাম বিলাসে। তৃতীয়ে পদকীর্তন করিয়া ভগবানর মহিমা গুণ গান করিয়া পাপী তাপী হাবিরে শ্রবণ করোয়াছে। পরিশেষে ৮ (অষ্ট) কালীন হরি সংকীর্তন শ্রীবাস অঙ্গনে ৪ (চারি) প্রহর অদ্বৈত প্রভুর ঘরে ৩ (তিন) প্রহর রাঘব পণ্ডিতর ঘরে আয়োজনে উৎযাপন করেছে।

ঔ হরি সংকীর্তন মণ্ডপ নির্ণয় তত্ত্ব শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত "কীর্তন চিন্তামনিত" লিপিবদ্ধ করে দিয়া গেছেগো।

বৃন্দাবন লীলায় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড তীরে (পারে) অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জ মধ্যে শ্রীমতি রাধিকার নিত্যকুঞ্জ মন্দির সাজেয়া (হংকরিয়া) ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে খেলা-লীলা নৃত্য করেছে। ঔ তত্ত্বর মাতুঙ ইলয়া কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে ৮ (অষ্ট) প্রহর হরি সংকীর্তন আয়োজন করের। ঔ হরি সংকীর্তন মণ্ডপ অষ্ট দিকে আষ্টখাম্বা মধ্যে মূল খাম্বাল শুভ দিনে শুভ লগ্নত নির্মাণ করোয়েয়া পঞ্চগব্য আদি শুদ্ধ উপচারল মাজন করোয়াছে। হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে মণ্ডলীর অষ্ট দিকে বেষ্টনে আম্রপত্রর মালা সাজোয়াছে। কারণ বিষ্ণু উপাসনা ও যজ্ঞকালে যোগীঋষি মুনিঋষি আদিয়ে আম্র পত্র দ্বারা যজ্ঞপীঠর চতুর্দিকে বেষ্টনে যজ্ঞ সম্পাদন করেছি। ঔ বেদ শাস্ত্রর তত্ত্বর মাতুঙ ইলয়া।

সম্প্রতি বেদ শাস্ত্র বিধি অবলম্বনে হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর চারি কোণে চারি দেবতা মধ্যে ভগবান শ্রীহরি মূল ঘট স্থাপনে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পূজা আদি দানে প্রতিষ্ঠা করোয়াছি। উর্দ্ধে চান্দুয়া অধত বাসুকী দেবরে আহ্বানে পূর্ব্বক বিঘ্নি নাশর দায়িত্ব সপেছে।

অন্য তত্ত্ব মতে শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পানার অভিলাষে সূর্য্যপূজা কালে পঞ্চ দেবতার আহ্বান ও পূজা করেছিলি। ঔ তত্ত্বর অবলম্বনে পঞ্চ দেবতা পূজা হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে করানি অর।

উল্লেখিত তত্ত্ব অবলম্বনে হরি সংকীর্তন উৎযাপনকালে হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর অষ্ট দিক বেষ্টনে অষ্টদল সমন্বিত রক্ত কমল সদৃশ চারি সম্প্রদায়,

পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত আদিয়ে নিজ নিজ পন্থী শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীসহ আসনে বহিয়া অপেক্ষায় আসি। শ্রীরূপ গোস্বামী তথা মনিপুরর গোবিন্দজীউ মন্দিরর লেইতেরেং মাতুং ইলয়া। দক্ষিণে নিত্যানন্দ প্রভু, পশ্চিমে মাধবেন্দ্র পুরী, উত্তরে শ্রীবাস, পূর্বে অদ্বৈত গোবিন্দ।

ঈশানে মুরারী, বায়ুতে শ্রীবাস।

নৈঋতে চৈতন্য মহাপ্রভু অগ্নিতে মুকুন্দ।

সময় বুঝিয়া মাধবেন্দ্র গুরুর আজ্ঞা পেয়া নিত্যানন্দ প্রভুয়ে গিয়া অদ্বৈত, গোবিন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, গৌরীদাস মুকুন্দ, মুরারী লগে পালা পরিষদ আনিয়া সপ্তদিক বেষ্টন করিয়া নৈঋত দিক এরা দিয়া মালাকারে পালা কীর্তন মণ্ডলী সাজেয়া চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন কল্পতরু আদরিয়া সংকীর্তন মণ্ডলীর মধ্যে নিয়া ফুল চন্দন ধূপ দীপ দর্পন মাল্য তাম্বুল আদিল সম্ভাষন করিয়া পিছেদে অদ্বৈত গোবিন্দ, গদাধর, শ্রীবাস মুকুন্দ মুরারী তথা পালা পরিষদে ফুল চন্দন ধূপ দীপ দর্পন মাল্য তাম্বুলে সেবা করেছে।

সেবান্তে নিত্যানন্দ প্রভু মণ্ডলীর দ্বারে দাড়াইলে অষ্টদিকর যত ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত হাবি উবা অয়া সময় বুঝিয়া মাধবেন্দ্রপুরী দাড়াইয়া হরি সংকীর্তন আরম্ভর সংকেত করলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহরি আহ্বানে হরিধ্বনী করের। হরিধ্বনী শ্রবণে মহানন্দে মাধবেন্দ্র গুরু জয়ধ্বনী করের। অষ্ট দিকে যত ভাবক বৈষ্ণব নিজর নিজর সম্প্রদায় অবলম্বনে আসি হাবিয়ে হরি বল হরি বল বুলিয়া হর্ষধ্বনী পঞ্চধ্বনী প্রতিধ্বনীল রাগ সঞ্চারে হরি সংকীর্তন করেছে।

হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে অষ্ট কালিন সময় সূচী মানিয়া করানি থক। সাধু ঠাকুরে নিজে উল্লেখ করেছে। অসময়ে সংকীর্তন রস পরিবেশন নিস্ফল। গোষ্ঠর সময়ত গোষ্ঠ অর্থাৎ ধারাবাহিক শালীনতা মানিয়া হরি সংকীর্তন করানি থক। নাইলে সংকীর্তনর অঙ্গ হানি দোষ থার।

সাধু, সন্যাসী যোগীঋষি মুনিঋষি দেব দেবীয়ে যুগ যুগ ধরিয়া ধ্যান, তপস্যা, যোগ যজ্ঞ পূজা আদি করিয়াও যেগর মহিমা বিন্দুমাত্র হার নাপাছি। ব্রহ্মাই ধ্যানে শিবই সর্ব অঙ্গ বিভুতি গছিয়া ভূত প্রেত আদিল শ্মশানে শ্মশানে

ভাং গাঞ্জা পিয়া বিভুলা অইয়া ব্যাঘ্রচর্ম কপিন পিদিয়া ডম্বরু ত্রিশূল ধারণে ত্রিভুবণ বুলিয়াও ভগবান শ্রীহরির মহিমা বিন্দুমাত্র হার নাপাছে।

শুধু শ্রীমতি রাধিকার আশ্রয় ও অবলম্বনে ব্রজর গোপীনিয়ে ত্যাগ ও সমর্পণে নিষ্কাম প্রেম ভক্তিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহিমা হার পাছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপী তথা শ্রীমতি রাধিকার অহং ভাব চুর্ণ করানির নিমিত্তে অর্ন্তদ্ধান অসে। অর্থাৎ প্রভুর আসল রূপ নিরাকার বায়ু রূপে আত্মগোপন করেছে। এ নিগুঢ় তত্ত্ব জ্ঞান শ্রীমতি রাধা তথা ব্রজ গোপীরে দেছে। যে প্রভু সর্বত্র সর্বজনর হৃদয়ে প্রাণরূপে বিরাজিত। কারোও অধীনে নাগই। প্রভুর অধীনে সর্বজন। প্রভুয়ে হাবিরে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করের। প্রভু আছে বুলিয়া জগত আছে। প্রভু জীবর হৃদয়ে প্রাণরূপে বিরাজিত বুলিয়া হাবি জীবিত। নাইলে মৃত। শুদ্ধ প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সমর্পনে গোপীর ভাবে শ্রীমতি রাধিকার আশ্রয় ও অবলম্বনে সম্ভব। বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত তথা শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধুঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চুড়ামনি"'ত বর্ণিত রাধা কৃষ্ণর দিবা ও নিশাকালীন লীলার মাতুং ইলয়া হরি সংকীর্তন করানি থক। অসময়ে সংকীর্তন কোন ফল নেই। উদ্দেশ্য নিস্ফল। ঔ সংকীর্তনরে মৃত সংকীর্তন আখ্যা দেছি। পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্তই শ্রীবাস অঙ্গনে করেছি হরি সংকীর্তনে গৌড়চন্দ্রিকা নেই। শুধু রাধা কৃষ্ণর অষ্টকালি দিবা ও নিশা (রাতি) লীলার রস নানা সুরে কীর্তন করেছি। সম্প্রতি তৎভক্তই গুরু আশ্রয় অবিহনে হরিসংকীর্তন আরম্ভ নার। এ তত্ত্ব জ্ঞানে গুরু বন্দনা গুরু আশ্রয়ে সংকীর্তন বিধি লেপ করিয়া করেছি।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচালনে পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত সমন্বিতে শ্রীমতি রাধিকা ও গোপী আশ্রয়ে হরি সংকীর্তন করেছি। ঔ তত্ত্বর মাতুঙ ইলয়া সাধক বৈষ্ণব সুধী গুরু মণ্ডলীয়ে বিধি ব্যবস্থা লেপ করে দেছি। গুরু আশ্রয়, নামাশ্রয, মন্ত্র আশ্রয়ে মুক্তির একমাত্র মার্গ।

হরি সংকীর্তন বেদ মন্ত্রর বহু উর্ধে। সংকীর্তন মণ্ডলী বৃন্দাবন তুল্য। ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত গোপী স্বরূপ। পঞ্চ তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ স্বরূপ।

নিগুঢ় তত্ত্ব জ্ঞানে কর্মকর্তা শ্রীমতি রাধিকা স্বরূপ নিংকরানি থক। হরি

নাম সংকীর্তন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত সখী স্বরূপ। ঔ তত্ত্ব জ্ঞানে হরি সংকীর্তন শ্রবণার্থে আগত যত ভাবক বৈষ্ণব ভক্তর যথা বিহিত সেবা করানি বারো পুংনিং চিলয়া একমনে সংকীর্তন শ্রবণ করানি থক। উহান অইলে মুক্তি বারো যে উদ্দেশ্যলো হরি সংকীর্তন করিয়ার ঔহান সার্থক অইতৈ।

হরি সংকীর্তন অষ্টকালিন, দিবা ও নিশাকালীন রসর মাতুঙ ইলয়া সঙ্গীত পরিবেশন করানি থক। হাস্য রসে ভাবক বৈষ্ণবর ধ্যান ভংগ অর। গতিকে হাস্য রসে নিয়াম প্রাধান্য দেনা থক নেই।

✓ সম্প্রতি বর্ত্তমান হরি সংকীর্তনে গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা, গৌরচন্দ্রত নিয়াম গুরুত্ব দিয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়া মূল রস কীর্তন সংক্ষিপ্ত করিয়া সংকীর্তন সমাপ্ত দেহিয়ার। যেহানে হরি সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ নার। গতিকে সময় সূচী অবলম্বনে শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধু ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণি তথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা মতে ধারাবাহিক সংকীর্তন গীত পরিবেশন করানি থক। নাইলে সংকীর্তন রস ভঙ্গ দোষ থার।

তদুপরি সংকীর্তন মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া ইশালপা ঢাকুলা দোহার পালা বাহিরে গিয়া অন্য আলাপে ব্যস্ত বারো আহার গ্রহণ অতি দোষণীয়। সংকীর্তনর অঙ্গহানি তথা নামাপরাধ দোষ থার। তদুপরি সংকীর্তনে সঙ্গীত পরিবেশন কালে ফালুত বহিয়া আসি ভাবক বৈষ্ণবে হৈ হাল্লা করিয়া সংকীর্তনে এলা পরিবেশনে ব্যঘাৎ করানি নিয়াম দোষ থার। রসভঙ্গ দোষ অর। এহানি বর্জনীয়।

লেই চন্দন সেবা সত্য যুগেত্ব চলিয়া আহিলেও বর্ত্তমান আমার সমাজর মাঙ্গলিক কর্ম তথা হরি সংকীর্তনকালে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, বামুন, পণ্ডিত ওঝা গুরু আদিরে ফুল চন্দন ধূপ দীপ, দর্পন আদি পঞ্চ উপচারল সেবা ও পরিবেশন ও গ্রহণ নীতি এহান তঙাল। এ রীত-নীতি এহান সম্পূর্ণ আমার সমাজর জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা বিধি ব্যবস্থাহান। ব্রজ গোপী ভাব নবদ্বীপ সেবা তত্ত্বর মাতুং ইলয়া দ্বিয় ভাবর সদৃশ মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরকে তৎকালর মনিপুরর ভাবক বৈষ্ণব ওঝা গুরু পণ্ডিত বামুন, ইশালপা ঢাকুলা আদির লগে বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া হাবির মতামত ও পরামর্শ ইলয়া সর্বসম্মত্তি ক্রমে নূয়া লেইতেরেং সমাজ ব্যবস্থা সিজিল করে দিয়া গেছেগা।

**ব্রজ ভাব -**

শ্রীমতি রাধিকাই ব্রজর গোপীনি অষ্ট সখী সমন্বিতে রাস লীলা কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিমিত্তে নানা সেবার দায়িত্বত নানা সখী মঞ্জুরী নিয়োগ করিয়া নানা উপচারে সেবার সিজিল করেছিলি।

| | |
|---|---|
| ফুল সেবাই | - চম্পকলতা সখী, আনন্দ মঞ্জুরী। |
| তাম্বুল সেবায় | - ললিতা সখী। |
| দর্পন সেবায় | - শশিরেখা। |
| সম্ভাষণে | - সুদেবী সখী, কস্তুরী মঞ্জুরী। |
| | **নবদ্বীপ সেবা তত্ত্ব** |
| তাম্বুল সেবায় | - স্বরূপ দামোদর। |
| ধূপ সেবায় | - জগদানন্দ। |
| প্রদীপ সেবায় | - হরিদাস। |
| গন্ধ চন্দন সেবায় | - রামানন্দ ঠাকুর। |
| সম্ভাষণে | - শিবানন্দ সেন। |

এ ভাব দ্বিয়হানি তত্ত্বর মাতুঙ ইলয়া মহারাজাই অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কুপাং আহানাত ফুল চন্দন প্রদীপ দর্পন ধূপ আদি উপচারল সাজেয়া অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত বামুণ পণ্ডিত ওঝা গুরু আদিরে সেবা ও সম্ভাষণ বিধি ব্যবস্থাহান। অন্য জাতি সমাজর লগে নামিলের।

সম্ভাষা গিরক তথা আরাংপা গিরকেও ব্রজভাব ও নবদ্বীপ ভাব দ্বিয়হানি তত্ত্ব হারপেয়া নিজর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া লেইচন্দন সেবা ও পরিবেশন করানি থক। অর্থাৎ সম্ভাষা ও আরাংপা গিরকে স্বরূপ ও সেবা তত্ত্ব হাবি তিলকরিয়া এক স্বরূপ ভাবে পরিবেশন ও গ্রহণ করানি থক।

**বিধি —**

যে গিরকে লেইচন্দন গ্রহণ করতে ঔ গিরকে পয়লা নিজর শ্রীমুখ দর্পনে চেয়া পিছেদে পৃথিবী ইমারে স্পর্শ করিয়া হাত শুদ্ধ করানি। পরে ফুল ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে চন্দন ধূপ প্রদীপ স্পর্শ করি কাণে ফুল কপালে

চন্দন ফুটা ধারণ করিয়া পুংনিং চিলয়া ব্রজভাবে শ্রীমতি রাধিকা নবদ্বীপ ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুরে নিংকরিয়া তানুর কৃপা ও অনুগামী সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া হরি সংকীর্তন শ্রবণ ও কৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ য়্যাথাং লনা থক।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মতে - যে গিরকে নিমন্ত্রণ পেয়া যে স্বরূপ ইলয়া হরি সংকীর্তনে আহেছে। ঔ স্বরূপ দর্শন করানি দর্পনে (মেংসেলে) অর্থাৎ পয়লা নিজর সাধারণ স্বরূপ চানা। লেই চন্দন গ্রহণান্তে আধ্যাত্মিক স্বরূপ দর্পনে চানা থক। ঔহান অইলে হরি সংকীর্তন শ্রবণ ও আস্বাদন তথা দর্শন সার্থক অইতৈ।

তদুপরি হরি সংকীর্তন শ্রবণ দর্শন লেইচন্দন গ্রহণ ও পরিবেশন নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় তথা সাধুসঙ্গ করলে পেইতাঙাই।

মনিপুর পূণ্য তীর্থ। সপ্তপর্বত মালাকারে বেষ্টিত। গন্ধর্ব রাজ্য। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়া তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনরে পুনঃ প্রাণদান করেছে। তদুপরি শিব পার্বতী রম্য (বিচরণ) ভূমি। তত্ত্ব বিচারে মনিপুর তথা বৃন্দাবনে গোপী রাস অসে। মনিপুরে শিব পার্বতী বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধিকায়। যেহানরকা গোপী রাসলীলা বৃন্দাবন তথা মনিপুরে ইমা ইন্দলে পরিবেশন করেছি। বর্ত্তমানেও অর ভবিষ্যতেও অইতৈ। এহান আমার জাতীয় কৃষ্টি পরম্পরাহান।

মনিপুর তত্ত্ব মতে মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরক পূর্ব জন্মে শিব বুলিয়া খুমেল পুরাণে প্রকাশ। যে গিরকে দেবী পার্বতী লগে গন্ধর্ব সমন্বিতে মনিপুরে রাসলীলা করেছিল। ঔ রাসলীলা বীজ মনিপুরে রোপন করে দেছিল। সম্প্রতি পরবর্ত্তীকালে বৃক্ষরূপে প্রকাশ অনাই জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বপ্নাদেশে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজা গিরকরে রাসলীলা ভাগবতর দশম স্কন্ধর ২৯ (উনত্রিশ) অধ্যায়ত্ব ৩৩ (তেত্রিশ) অধ্যায় তত্ব অবলম্বনে রাসলীলা করানির য়্যাথাং দের। য়্যাথাংর মাতুঙ ইলয়া মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরকে ওঝা গুরু রসানন্দ ও স্বরূপানন্দ দ্বিয়গর সহায়ে তৎকালর মনিপুরর ইমা ইন্দলরে নৃত্য সঙ্গীত আদিল প্রশিক্ষণ দিয়া মনিপুরর গোবিন্দজীউ মন্দিরে কাতকরেছে। ঔ রাসলীলায় নিজর জিলক সিজা লাইরোইবী (বিম্বাবতী), কুমারী গিথানকরে রাধার ভূমিকা দিয়া মন্দিরর বিগ্রহ বিষ্ণু মূর্ত্তি রাস মণ্ডলীর গোপীর মধ্যে

দিয়া করেছে। বেশ-ভূষা ফিজাং ফিজেত আদিও গিরকে স্বপ্নাদেশে পাছিল বুলিয়া মনিপুর পুরাণে প্রকাশ।

ঔ রাসলীলায় ভাগবত তত্ত্ব মাতুং ইলয়া যাতে গোপীনিয়ে সঙ্গীত নৃত্য পরিবেশন কালে সাধারণ চর্ম চক্ষুরেল যাতে সোজা সোজি গোপনীরে দর্শন নার ঔ তত্ত্ব মতে গিরকে ডাঙর মহরি আহানর ভিতরে কুঞ্জ সাজেয়া গোপী হাবিরে বরেয়া রাসলীলা করেছে।

পরবর্তীকালে মহারাজা গম্ভীর সিংহ, কুশধ্বজ সিংহ, চন্দ্রকীর্তি সিংহ মহারাজা, চূড়াচান্দ সিংহ গিরকে ক্রমান্বয়ে খানি খানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আগর অবস্থা বহাল থয়া যুগর লগে তাল মিলেয়া নৃত্য সঙ্গীত বাদ্য তাল মান উন্নত করিয়া নানা কৌশলে অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লেইতেরেং করে দিয়া গেছিগা। যেহানরকা ঔ তত্ত্ব মতে বর্ত্তমান গোপী মৈখুম্বী বিধি এহান চলেছেহান।

উহানেই আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা সংকীর্তন বারো রাসলীলা ধারাবাহিক শৈলী রীতি-নীতিহান। এ লেইতেরেং এহান অন্য জাতীয় সংস্কৃতির লগে না মিলের এহান আমার সম্পূর্ণ নিজস্বহান। যেহান বর্ত্তমানেও আমার সমাজে চলিয়া আহেছে। ভবিষ্যতেও চলতৈ। তবে বর্ত্তমানে অন্য সমাজে নকল (অনুকরণ) করানি অকরলা। সমাজ সজাগ অয়া উঠ ঘুমত্বে। আমার পূর্ব পুরুষে অতি কষ্টত সংগ্রহ করিয়া আমারকা থ দিয়া গেছিগা জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করিক। কালর বৌ-বরণে ধয়া সালকরেছে। নিয়াম দিন নেই মুতনির। যেহানি আছে রক্ষা করিক নাইলে উহানিও কালর ঘাটর স্রোতে লেইরী ভাগিয়া উরেয়া নিতৈগা। অস্থিত্ব বিছারেয়া আর নাপেইতাঙাই। এহানেই মোর হেইচাহান সুধী মণ্ডলী। ইমা-ইন্দল সমাজবাসীরাং। ভূলত্রুটি মার্জনীয়।

শ্রীকামদেব শর্ম্মা

লেখক।

## "ক" অংশ

# হরি ধ্বনি স্তোত্র

শ্লোক (১)

বন্দেহহং শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ চৈতন্য প্রেম বিগ্রহ।
অভ্যন্তরে শ্যাম মূর্ত্তীং ভজামি শরণং প্রভুঃ।।
একাত্মা রাধিকাশ্যামৌ কৃষ্ণ চৈতন্য বিগ্রহ।
রাধাভাবে সদামগ্ন গোবিন্দ পরমেশ্বর।।
সংকীর্তনে সমাগচ্ছ অত্র সন্নিহিত ভব।
দক্ষে নিত্যানন্দ রামং প্রেমানন্দ কলেবরং।।
বামে গদাধরং দেবমানন্দ শক্তি বিগ্রহ।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈত বিশ্বপাবন।।
দক্ষিণে ভক্ত বর্য্যং শ্রীবাস ছত্র হস্তকম্।
যেষাং শ্রীমদ যশোদা সুত পদ কমলে নাস্তি ভক্তি নারায়ণং।।
যেষাং মভীর কন্যা প্রিয় গুণ কথনে নানুরক্তাবসজ্ঞা।।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা ললিত গুণ কথা কাদধো নিরকর্ণৌ।।
চেতো দর্পন মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং।
শ্রেয়কৈর চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধু জীবনম।।
আনন্দাম্বুধি বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদং।
সর্ব্বাত্মাস্নপনং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণং সংকীর্ত্তনে।।

শ্লোক (২)

হরি গোবিন্দ শ্রীমধদুসূদন রসিক রাজ বিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নন্দ আনন্দ ঘন বৃন্দাবন বিভাবণ সনাতন হে!
হরি গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন।
এস প্রভু হরি সংকীর্তনে প্রকাশ কর নিজ কীর্তন কলিজীব উদ্ধারিতে।
বলো প্রেম সে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলো শ্রীপ্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত
মধুরস বাণী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ...........।

## গুরু

গুরু - ধর্ম, কর্ম, মোক্ষ, বিদ্যা, ন্যায় বিচার আদির শিক্ষা ও জ্ঞান দাতা পথ প্রদর্শক। গুরু ত্রাণকর্তা। পালক ও রক্ষক। পরমগুরু ইমা-বাবার কৃপায় এ ভবে জরম অয়ার। শিক্ষা গুরুয়ে বিদ্যা, দীক্ষা গুরুয়ে ধর্ম, কুল গুরুয়ে বংশর (কুল) মঙ্গল, হিত, আশ্রয় গুরুয়ে, মোক্ষ আদি গুরুয়ে মুক্তি দের। গুরু ছাড়া এ জগতে কোনগও কিত্তাউ নাপাছি। গুরু সর্ব্ব গুণর অধিকারী। গুরু আশ্রয় ও অবলম্বন ছাড়া কৃতকার্য্য নার। প্রমাণ স্বরূপে তত্ত্বই মাতের যে জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাম (বলরাম) দ্বিয়গিয়ে সান্দীপনি মুনিরাং ধর্ম, শাস্ত্র আদির শিক্ষা গ্রহণ করেছি। দক্ষিণা স্বরূপ গুরুর মৃত পুত্রক মধুমঙ্গলরে জিংতা করিয়া সাগরেত্ত আনিয়া অর্পন করেছি। অর্জ্জুনে দ্রোণচার্য্য গুরুরাং অস্ত্র শিক্ষা করিয়া গুরুর কৃপাই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বুলিয়া জগতে খ্যাত। ভগবান শ্রীরামর শিক্ষাগুরু বিশ্বামিত্র মুনি।

## গুরু পুরেল

আদি গুরু ভগবান শ্রীহরি নারায়ণর শিষ্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মার শিষ্য নারদ। নারদর শিষ্য বেদব্যাস। বেদব্যাসর শিষ্য মাধব। মাধবর শিষ্য পদ্মনাভ। পদ্মনাভর শিষ্য নৃহরি। নৃহরির শিষ্য অপর মাধব। অপর মাধব শিষ্য অক্ষোভ। অক্ষোভর শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থর শিষ্য জ্ঞান সিন্ধু। জ্ঞান সিন্ধুর শিষ্য মহানিধি। মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি। বিদ্যানিধির শিষ্য রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রর শিষ্য জয় ধর্মমনি। জয় ধর্মমনির শিষ্য পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমর শিষ্য ব্রহ্মণ্য। ব্রহ্মণ্যর শিষ্য ব্যাসতীর্থ। ব্যাস তীর্থর শিষ্য লক্ষীপতি। লক্ষীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী। মাদবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরীপুরী, ভারতী গোসাই, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত। ঈশ্বরীপুরী ও ভারতী গোসাই শিষ্য চৈতন্য মহাপ্রভু।

তত্ত্ব মতে আদিগুরু ভগবান শ্রীহরি অন্ত গুরু চৈতন্য মহাপ্রভু। যত সব স্বরূপ ও অবলম্বন মাত্র।

## বন্দনা তত্ত্ব

বেদ, ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ, ভক্তমাল গ্রন্থ, প্রবাস খণ্ড, গর্গ

সংহিতা, রামায়ণ  মহাভারত তথা অন্যান্য পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ আদিত গুরু মাহাত্ম্য লেংকরা আছে।

শ্লোক

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি মণ্ডলাকার সমস্ত জগত ব্যাপি বিরাজিত। ঐ শ্রীহরি তত্ত্ব গুণ জ্ঞান দাতা শ্রীগুরু পাদপদ্মে নমস্কার জানাওরী।

শ্লোক

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর

শ্লোক

ধ্যান মূলং গুরু মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরুপদং।
মন্ত্র মূলং গুরোবাক্যং মোক্ষমূলং গুরু কৃপাং।।

ধ্যানর মূল গুরু মূর্ত্তি, পূজার মূল গুরু পাদপদ্ম, মন্ত্র মূল গুরু বাক্য মোক্ষর মূল গুরু কৃপা, ঐ গুরু শ্রীচরণ কমলে প্রণতি জনাওরী।

শ্লোক

কৃষ্ণ রোষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রোষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।

গুরু কৃষ্ণ এক স্বরূপ। গুরু পথ প্রদর্শক। জ্ঞান দাতা। গুরু কৃপামৃত বাণীরে পোহরে অন্ধকার ও অজ্ঞান দূর অর। জ্ঞানর প্রদীপ জ্বলিয়া হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার অর। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ উজ্জ্বল অর। গুরু ভগবান দ্বিয়গি ভিন্ন নাগই। গুরু আশ্রয় ছাড়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি নার। বাঞ্ছিত কর্ম সফল প্রাপ্ত নার।

এ তত্ত্ব জ্ঞানে হরি সংকীর্তনে গুরু বন্দনা দেনা অর। গুরু মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়।

অন্য তত্ত্ব মতে —

শ্লোক

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ কমলং শ্রীগুরন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবং,

শ্রীরাধা কৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

মি শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম শ্রীগুরু বৈষ্ণবর শ্রীচরণ বন্দনা করৌরী। প্রণাম জানাওরী শ্রীরূপ গোস্বামীর অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর লগে আসি অন্যান্য বৈষ্ণব বৃন্দরে। তথা রঘুনাথ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর সমতুল্য মান্য শ্রীগুরু শ্রীরূপ গোস্বামী আদিরে প্রণতি জানাওরী। প্রণাম জানাওরী অদ্বৈত আচার্য্য অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তথা পরিজন সমন্বিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুরে তথা নিজর যুথ সমন্বিতা বিশাখা ললিতা আদি অষ্ট সখীর লগে বিরাজমান শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল পাদপদ্মে প্রণতি জানাওরী।

শ্লোক

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।

যার কৃপাই মূক (বুবা) বাচাল, পংগু (খরাই) পর্ব্বত লঙঘন করে পারের। পরমানন্দ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরি পাদকমলে বন্দনা জানাওরী।

শ্লোক

বন্দে গুরুনীশ ভক্তা নীশমীশাবজতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্।।

শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর বন্দনা করৌরী। তথা শ্রীবাস প্রভৃতি ভগবান ঈশ্বর ভক্ত অদ্বৈত প্রভৃতি ভগবান অবতার নিত্যানন্দ প্রভৃতি ঈশ্বর প্রকাশ গদাধর প্রভৃতি ঈশ্বরর শক্তি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ঈশ্বর ধরাচলে অবতীর্ণ অয়া কলিজীব উদ্ধারর পথ বিধান করেছি। তানুর পাদপদ্মে প্রণতি জানাওরী।

শ্লোক

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোহ্নদৌ।।

গৌড় দেশে একই সময়ত উদয় চৈতন্য নিত্যানন্দ। উদয়গিরিত একই সময়ত উদিত চন্দ্র সূর্য্য। যেসাদে অন্ধকার দূর করের ঠিক অনুরূপ চৈতন্য নিত্যানন্দ উদয়ে অধর্মর নাশ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছি তাদের পাদকমলে প্রণাম।

অর্থাৎ আশ্রয় ছাড়া প্রাপ্তি নার ঔ তত্ত্ব অনুসারে গুরু আশ্রয় গুরু বন্দনা বাঞ্ছনীয়।

## রাগ রাগিনী সৃষ্টি তত্ত্ব

বেদ, ভাগবত, পুরাণ, বৃহৎ সারাবলী, প্রভাস খণ্ড তথা অন্যান্য কাব্যত লেংকরা আছে রাগ রাগিণী সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। কৈলাস পতি। সত্য যুগে শিব কৈলাসে বুলতে বুলতে ঠুকরিয়া গাছ আকজারির তলে বিশ্রাম লয়া আছিল। বিশ্রাম লয়তে লয়তে ঘুমজানি অকরল। ঔহান দেহিয়া মৃদুপবন সেবার নিমিত্তে বহানি অকরল। ঔ গাছ ঔজারিত বহু দিন আগেত্ব গালব নাঙর বান্দর আগ অতি ভাগ্যবান মরিয়া ডালে লটকিয়া আছে। রইদ বরণে বান্দর গিরকর দেহাগর মাংস চামড়া হুকিয়া জঙে জঙে ক্ষয় অয়া হুদ্ধা খইতৌগত নাড়ী ৬ (ছয়) ডাল টিংডিয়া আছে। বারো গাল দ্বিয়গিত চামড়া লাগিয়া আসে। মলয়া পবণ বৌ বহানিত বান্দর গিরকর নাড়ী ৬ (ছয়) ডালে টিং টিরিং শব্দত মধুর স্বরে রহানি (শব্দ করানি) অকরল। শব্দত মহাদেবর ঘুম ভাগিল। গজেদে চেইতে ঔ দৃশ্য দেখল। মহাদেবে গাছ ঔজারেত্ব মৃত বান্দর গিরকর হুকানা কায়া ঔগ অতি যত্নে নামেয়া ৬ (ছয়) নাড়ীল বীণা হংকরিয়া ৩৬ (ছয়ত্রিশ) রাগিণী বারো গাল দ্বিয়গীর চামড়া দ্বিয়হানিল ডম্বরু হংকরিয়া ৬ (ছয়) রাগ সৃষ্টি করিয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবয়ব শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ রচনা করল। পিছেদে মহাদেব হারৌ অয়া বিষ্ণুরে হুনুয়ানির অভিলাষে নিমন্ত্রণ করের। বিষ্ণু মহাদেবর নিমন্ত্রণ পেয়া উপস্থিত অইলে মহাদেব ডম্বরু বারো বীণার মাধ্যমে ৬ (ছয়) রাগ ৩৬ (ছয়ত্রিশ) রাগিণী ভগবান শ্রীবিষ্ণুরে হুনুয়ানি অকরল। ঔ রাগ রাগিনীত শ্রীবিষ্ণুর দেহাগর অবয়ব শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা হুনিয়া বিষ্ণু অতি তুষ্ট অয়া শিবরে ধন্য ধন্য বুলিয়া সম্বোধন করিয়া মাতের।

হে ত্রিপুরারী দেবাদিদেব মহাদেব তোর সৃষ্ট এ রাগ রাগিণী বিফলে না যাকগা। আজিত্ব কুরি দেবদেবীর পূজা, পিতৃকর্ম, যজ্ঞ, হরি সংকীর্তনে পয়লা রাগ রাগিণী সঞ্চার অনা। পরে নাম যজ্ঞ আদি অক। নাইলে কর্ম নিষ্ফল। রাগ রাগিণী সঞ্চারে মোরে আহ্বান করলে যেপইতৌ থাইং মি আহিয়া অবস্থান করতৌ। রাগ মানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবয়ব শ্রীমূর্ত্তি। সঞ্চার

মানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

রাগ রাগিণী বারেয়া মূর্ত্তি স্বরূপ নির্ণয় করলে মি আয়া উদয় অইতৌ। এ তত্ত্ব জ্ঞান অবলম্বনে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন, পিতৃকর্ম, দেবকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম, অনুষ্ঠানে রাগ রাগিনী সঞ্চার অর -

## রাগ রাগিনীর প্রকার ভেদ

(বৃন্দাবন চম্পু - ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্র)

রাগ ছয় প্রকার - শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ।

**কোন ঋতুত কোন রাগ হৌকরানি (সলকরানি) তত্ত্ব -**

| | |
|---|---|
| শ্রী | - শিশির (শীত) |
| বসন্ত | - বসন্ত |
| ভৈরব | - গ্রীষ্ম |
| পঞ্চম | - শরৎ |
| মেঘ | - বর্ষা |
| নটনারায়ণ | - হেমন্ত। |

সদ্য, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান নাঙর (নাম) মহাদেবর পঞ্চ (পাঁচ) মুখেত্ব। শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ নিকুলেছে। নটনারায়ণ রাগ দেবী পার্ব্বতীর শ্রীমুখ (থতাত্ব) নিকুলেছে বুলিয়া পুরাণে ইকরা আছে।

## ছত্রিশ রাগিণী তত্ত্ব

আদি ছয় রাগর প্রত্যেকর ছয়গ করিয়া নিজস্ব রাগিনী তঙাল তঙাল করে আছে।

### শ্রী রাগর

(১) মালবশ্রী (২) ত্রিবণী (৩) গৌরী (৪) ভূপালী (৫) বটারী (৬) কল্যানী নাঙর ছয়গ রাগিণী আছে।

### বসন্ত রাগর

(১) হিন্দোলী (২) গুর্জরী (৩) মালবী (৪) পাঠ মঞ্জরী (৫) সাবেরী

(৬) কৌশিকী।

### ভৈরব রাগর

(১) ভৈরবী (২) তোড়ী (৩) রামকিরী (৪) গুণকিরী (৫) বাংগালী (৬) সৈন্ধবী।

### পঞ্চম রাগর

(১) দেবকিরী (২) ললিতা (৩) বিভাষা (৪) কর্ণাটী (৫) বড়হংসিকা (৬) আভিরী।

### মেঘ রাগর

(১) মধু মাধবী (২) মল্লারী (৩) সৌরাটী (৪) গান্ধারী (৫) হর শৃংগারা (৬) সারংগী।

### নট্ট নারায়ণ রাগর

(১) পাহাড়ী (২) দেশী (৩) কেদারা (৪) কামোদী (৫) নটিকা (৬) হাম্বিরী।

### স্বর তত্ত্ব

ভরত মুনি নাট্য শাস্ত্র তথা যন্ত্রবাদক ডাক্তর সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বিরচিত গ্রন্থাবলী অবলম্বনে।

| নাম | অধিষ্টাতৃ দেবতা | সাংকেতিক চিহ্ন |
|---|---|---|
| ষড়জ্ | অগ্নি | সা |
| ঋষভ | ব্রহ্মা | ঋ |
| গান্ধার | সরস্বতী | গ |
| মধ্যম | মহাদেব | ম |
| পঞ্চম | বিষ্ণু | প |
| ধৈবত | গনেশ | ধ |
| নিষাদ | সূর্য | নি। |
| ত্রানকর্তা | কৃষ্ণ | ত |
| নটিনী | পার্ব্বতী | না। |

(মনিপুর মৃদাঙ্গ তত্ব করপেক)

# বেরি ঘাট তত্ত্ব

হরি সংকীর্তন হৌকরানির (আরম্ভর) উদ্দেশ্যত মণ্ডপ প্রধান (মাপু) গিরকে জয়ধ্বনি করলে পালা কীর্ত্তন মণ্ডলী ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালাই পুংনিং চিলয়া ভগবান শ্রীহরিরে নিংকরিয়া রাগ রাগিনী সঞ্চারে প্রভুরে আহ্বান (ডাহিয়া) হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর হম্বুকে (মেয়ুম) নির্দ্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া পালা কীর্তন পরিষদ ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার পালাই মহানন্দে মণ্ডলী পরিক্রমা করিয়া আগরে আগই কোলাকুলি (আলিঙ্গনে) প্রেম ভক্তি আদান প্রদান করিয়া পান তাম্বুল আদি দেনা দেনি রীতি ঔহানরে বেরি ঘাট বুলতারা। রাগ মানে ভগবান শ্রীহরি অঙ্গ নিরূপন (বর্ণনা)। সঞ্চার মানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বই মাতের - দ্বাপর যুগে ব্রজর শ্রীমতি রাধিকাই রাস মণ্ডলীর কুঞ্জত ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে পেয়া হারৌ অয়া প্রেম আলিঙ্গনে প্রভুর চারি দিকে প্রদক্ষিণ করেছে। সখী হাবিয়ে রাধাকৃষ্ণ দ্বিয়গিরে নানা সেবা আদি করিয়া চারিদিকে পরিক্রমা করেছি। নারদ মুনিয়ে নারায়ণ নারায়ণ সলকরিয়া ত্রিভুবণ পরিক্রমা করেছে। দেবী সীতাই রাম প্রভুরে স্বয়ম্বর সভায় পতি বরণ করতে পরিক্রমা করেছে। দেব দেবীর যজ্ঞ আহূতি সম্পূর্ণ করিয়া দৌ, ঋষি, মুনি, রাজা আদিয়ে যজ্ঞ পরিক্রমা করেছি।

ঔ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে ভগবান শ্রীহরিরে আহ্বান করিয়া হরি সংকীর্তন মেয়ুমগর কল্পবৃক্ষত প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভুর সঙ্গ পেয়া মহানন্দে ভাবে বিভোর অয়া ভক্ত লগে করিয়া পরিক্রমা করেছে।

মতান্তরে অদ্বৈত, গোবিন্দ, গৌরীদাস, গদাধর, পালা পরিষদে হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর হম্বুকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুরে পেয়া প্রেমানন্দে প্রভুর চারিদিকে বুলিয়া কোলাকুলি প্রেম ভক্তি আদান প্রদান করেছি। তত্ত্ব মতে সমস্ত সৌর জগতর গ্রহ আদিয়ে সূর্যদেবরে। বারো উপগ্রহই গ্রহরে না জিরেয়া পরিক্রমা করিয়া আছি। সমস্ত সৃষ্টি জগতর গ্রহ নক্ষত্র মানব-দানব, দেবতা, ঋষি, মুনি আদিয়ে জগত ঈশ্বর শ্রীহরিরে পরিক্রমা করিয়া আছি। অর্থাৎ

পরিক্রমাই জগতর ধর্ম।

ঐ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষ ওঝা, গুরু, ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালাই, হরি সংকীর্তন করতে রাগ সঞ্চার করিয়া বেরিঘাট দিয়া। হরি সংকীর্তন করেছি। বর্ত্তমানেও অর। ভবিষ্যতেও অইতৈ।

## গৌরচন্দ্রিকা

* বৈষ্ণব ধর্মর বিকাশ (আবির্ভাব/উদয়) গৌড় দেশে। গৌড় হিমালয় পর্ব্বত মালার দক্ষিণে বারো বিন্ধ্য পর্ব্বতর উত্তরাং ভূখণ্ডরে মাত্তারা। গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্মর চারি সম্প্রদায় ধর্ম গুরু বিকশিত (জরম) অয়া বৈষ্ণব ধর্মর মুলমন্ত্র শ্রীশ্রী হরিনামর বীজ (আঠিগ) রোয়া দেছি। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়াত উদয় অয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগুরু সম্প্রদায়রাংত বৈরাগ্য ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম মহাসংকীর্তন কল্প বৃক্ষরে বিকশিত করিয়া বিনা মূল্যত অমৃত ফল বিলেয়া জোনাকে (চন্দ্রই) যেসাদে সূর্য্য দেবরাংত পহর (আলো) সংগ্রহ করিয়া রাতি পৃথিবীরে মিঙাল করিয়া অন্ধকার দূর করের। ঠিক ঔসাদে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধর্মগুরুরাংত কলিজীব উদ্ধারর একমাত্র উপায় শ্রীশ্রীহরিনাম মহাসংকীর্তন যজ্ঞ রশ্মি (পহর) বিলেয়া হাব্বির জ্ঞানচক্ষুত মিঙাল দান করের। অর্থাৎ গৌড়ধর্মর মিঙালে হাব্বিরে পহর করের বুলিয়া শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ নাঙে ভক্তই ডাহেছি।

হিন্দুধর্মর বিকাশ পয়লা ভারতর দক্ষিণেত্ব। পরে আস্তে আস্তে উত্তর, পূব, পশ্চিম ভারতে ছিলর। ভারতর যত আদি ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, মহাকাব্যর লেখকমগুলী দাক্ষিণাত্য, উৎকল, বিহার, তামিল, অন্ধ্র আদি পূণ্যভূমিত বারো সংস্কৃত ভাযাত লেংকরেছি। পরে হিন্দী, পয়ার, বাংলা বারো অন্যান্য ভাযাত অনুবাদ অসে বুলিয়া গ্রন্থত প্রকাশ।

গৌরচন্দ্রিকা মানে ভূমিকা, সূচনা বুঝার। শ্রীশ্রী হরিসংকীর্তনর মূল রসকীর্তন অকরানির আগে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুণ গান প্রকাশে বন্দনা বা স্তুতি করিয়া প্রভুর আশ্রয় ও অবলম্বনে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর গুণগান পরিবেশন করানি। ঔহানরে গৌরচন্দ্রিকা বুলতারা।

মঙ্গলাচরণ বিধি লেইতেরেং এহান আদিত্ত বর্ত্তমান পেয়া চলিয়া

আহেছে পরম্পরাহান। শাস্ত্র কীর্তন (বেদ ভাগবত পাঠ) কালে প্রথমে পাঠকে নারায়ণ, সরস্বতী, ব্যাসদেবর বন্দনাল মঙ্গলাচরণ নিবেদনে গুরুর আশ্রয় ও অবলম্বনে মূল কাব্য পাঠ করিয়া ভাব ও অর্থ ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তরে হুনুয়েইতারা। এ বিধি ব্যবস্থা এহান শাস্ত্রগত শৈলীহান।

তত্ত্বই মাতের যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে পঞ্চরত্ন, ছয় গোসাই আদি, চৌষট্টি মহন্ত, ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত, সাঙ্গ পাঙ্গ লগে করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করতে গৌরচন্দ্রিকা দিতে নিজর নাঙ বারো গুণ গান প্রকাশ নাকরেছে। শুধু জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরিরে আহ্বান করিয়া গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনাল মঙ্গলাচরণ দিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন রাধাকৃষ্ণর নিত্য লীলা ব্রজর সখীর আশ্রয়ে ও অবলম্বনে শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছা ভাব, কান্তি, বিলাস নির্মল প্রেম অমৃত রস জীবরে বিলাসে।

সম্প্রতি পরবর্ত্তী কালে তৎ অনুগত ভক্তই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করতে গৌরচন্দ্রিকাত চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ মহিমা প্রকাশান্তে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আশ্রয় ও অবলম্বনে শ্রীশ্রীহরিসংকীর্তন রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা কীর্তন করিয়া প্রকাশ করেছি। বর্ত্তমানেও অর। ভবিষ্যতেও অইতৈ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ভারতী গোসাই দ্বাপর যুগর সান্দীপনি মুনি।

## হরি সংকীর্তন মাহাত্ম্য

বেদ বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ, ভাগবত, পুরাণ, চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, প্রভাস খণ্ড, হরিভক্তি বিলাস, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, হরি বংশম্ তথা অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিত শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর মাহাত্ম্য ইকরা আছে।

হরি সংকীর্তনই কলিজীব উদ্ধারর একমাত্র পথগো। হরি ছাড়া আর গতি নেই। ভগবান শ্রীহরিয়েই মুক্তি দাতা, ত্রান কর্ত্তা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যোগী-ঋষি, মুনি-ঋষি, দৌ, মানুয়ে মুক্তির অভিলাষে ভগবান শ্রীহরির ধ্যান, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, পূজাই একমাত্র পথগ চিনকরিয়া ঈশ্বর উপাসনা ও উৎসর্গ করেছি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে দৌ, মানুয়ে একেলগে তিলয়া বিচরণ

করেছি। ভগবান শ্রীহরি দর্শন ও পাছি-- যদিও হাবিয়ে ভগবান শ্রীহরির মহিমা হার নাপাছি। নানা কারণে নানা কর্ম বারো মায়াত বুরিয়া। ভগবান শ্রীহরি দর্শন পেয়াও চিনে নুয়ারিয়া এরা দেছি। যে যে ভাগ্যবান পুণ্যাত্মাই হার পাছি- - চিনে পারেছি ঔ পুণ্যাত্মাই ভগবান শ্রীহরি সঙ্গ লাভে প্রভুর কৃপাই উদ্ধার অয়া বৈকুণ্ঠত বাস করেছি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি নানারূপে অবতার অয়া ভার হরণ তথা দুষ্টর দমন, সাধুর পরিত্রান করিয়া পুনরায় নুয়া করে ধর্ম সংস্থাপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবত গীতাই প্রকাশ করিয়া গেছেগা। তথা শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী গিরকে লেংকরা শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্ গ্রন্থর প্রথমঃ সর্গঃ /সামোদ দামোদরঃ "দশাবতার স্তোত্রম্" বর্ণনা করেছে।

## দশাবতার স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।।১।।
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ধরণিধারনকিনচক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে।।২।।
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে।।৩।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৪।।
ছলয়সি-বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে।।৫।।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্।।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৬।।
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং, দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ম্।।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে।।৭।।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং, হলহতিভীতিমিলিত যমুনাভম্।।

কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে।।৮।।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।।৯।।
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।।১০।।
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং, শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।।১১।।

## শ্রীমদ্ভাবগবতগীতা - জ্ঞানযোগ

শ্লোক ঃ ৭-৮

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।

- মোক্ষ যোগ-- শ্লোক — ৬৬

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়েষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

**(স্কন্ধ পুরাণ)**

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

দ্বাপর যুগর অন্তত কলির প্রারম্ভে দুই যুগর সন্ধিক্ষণে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপর বাসী ভব বন্ধনেত্ব মুক্তির নিমিত্তে স্বয়ং নানা কুটকৌশল অবলম্বনে কৌরব-পাণ্ডব দ্বিয় পক্ষর মাধ্যমে কুরুক্ষেত্র মহাসমর আয়োজন করুয়েয়া ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রত যত রথী, মহারথী, বীর তথা যুদ্ধার্থীরে আগরে আগরেল হত্যা করুয়েয়া হাবিরে ভব বন্ধনেত্ব মুক্তি করিয়া অবশেষে বাকী যেতা অবশিষ্ট থাছিল ঔতাও আহান আহান করে লেইকরিয়া যেহানি থাইল ঔহানি খম করিয়া বকচা বাধিয়া লেম্পালে ধারণ করিয়া বনে সালইল। কারণ-- পূর্বজন্ম

ত্রেতা যুগে রাম অবতারে বালিপুতক অঙ্গদরে দেছিল প্রতিশ্রুতি মাতুং ইলয়া রক্ষা করানির নিংশিঙে— গভীর (নিগুঢ়) বনে ধ্যান রত অবস্থাত ব্যাধরূপী অঙ্গদর আতে তীর বিদ্ধ (কারগো বিদিয়া) অয়া প্রাণ ত্যাগ করের। অর্থাৎ পঞ্চভূতর দেহাগ এ ভবে থ দিয়া— কারণ ভবের দেহা ভবে থার এহান লোকরে শিক্ষা দেনারকা। পঞ্চভূতর দেহা স্বর্গত নাযারগা।

সম্প্রতি কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরিনাম মহামন্ত্র থ দিয়া।

- শ্লোক -

কলিযুগে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে সর্ব জীব হইবে উদ্ধার।

(গুরু বাক্য)

ঔ হরিনাম মহামন্ত্র শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন গুরু বৈষ্ণব ভাবক মহাপুরুষর আশ্রয়ে তানুর কৃপাই নামরূপ শ্রীহরি সঙ্গ লাভ অইতে। শুধু ভজন ও গুণ কীর্তনে।

নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার
হেরি এ সা জনম নাপাওগে।

(আদি পুরাণ)

শ্লোক

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।।

**শ্লোক** — (নারদ পঞ্চ রাত্র)

নামৈব পরমো ধর্মৌ নামৈব পরমং তপ।
নামৈব পরমো বন্ধু নামৈব জগতং গতি।।

কলি যুগের মহামন্ত্র নাম যেন ভুল নারে মন।
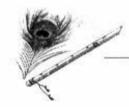
## মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হরি সংকীর্তন নামর গুণ মাহাত্ম্য মাতিয়াও না লেইয়র। স্বয়ং ব্রহ্মা আদি দেবতাই ধ্যানে ভগবান শ্রীহরির নাম গুণ মহিমা বিন্দুমাত্র হার নাপাছে। দেবাদি দেব মহাদেবে সর্ব অঙ্গ বিভুতি গছিয়া ভূত প্রেত লগে করিয়া শ্মশানে শ্মশানে আতে ত্রিশূল, ডম্বরু রহেয়া ভাঙ, গাঞ্জা পিয়া বিভুলা অয়া নাচিয়া নাচিয়া ত্রিভূবনে বুলিয়াও জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমা বিন্দুমাত্রও হার নাপাছে। শুক, সনক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মার্কণ্ড তথা নারদ ঋষি আদিয়ে বীনা বাজেয়া হরি, নারায়ণ নারায়ণ ছল করিয়া ত্রিভুবনে বুলিয়া বুলিয়া (ভ্রমণ করিয়া)ও বিন্দুমাত্র মহিমা হার নাপাছি – ঔ জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরি মহিমা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে অতি গোপনে লুকেয়া অতি যত্নে থ দেছিল স্বয়ং ভগবান শ্রীহরিয়ে। যদিও-- সম্প্রতি কলি জীব, পাপী তাপী, ভক্ত হাবিরে ভব বন্ধনেত্ব উদ্ধার নিমিত্তে স্বয়ং নাম রূপে অবতার অয়া হরিনাম মহা অমৃত ফল বিনা মূল্যত পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই , চৌষট্টি মহন্ত, ভাবক, বৈষ্ণব রূপ ধরিয়া তানুর হৃদয়ে বিরাজ করিয়া দ্বাপর যুগর ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার নির্মল প্রেম তিন বাঞ্ছা হরি শ্রীশ্রীসংকীর্তন জীবরে বিলাসে।

কারণ ব্রজর শ্রীমতি রাধিকা তথা অষ্ট সখীয়ে বিনা মূল্যে নির্মল প্রেমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং দেহ মন ত্যাগ ও সমর্পন করেছিলা। শ্রীমতি রাধিকা বারো ব্রজর সখী হাবিয়ে হার পাছিলা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সৃষ্টি জগতর ঈশ্বর। হাবির পতি। বাকী যত পতি নিমিত্ত মাত্র।

ঔ পথর মাতুঙ ইলয়া পঞ্চতত্ত্ব, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরে কলি জীবরে ভব বন্ধনেত্ব উদ্ধার ও মুক্তির অভিলাষে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন হরিনাম প্রচার ও বিতরণ করিয়া গেছিগা।

উচ্চৈঃ স্বরে হরি সংকীর্তন করলে নিজে তথা সপ্তকুল নরকেত্ব উদ্ধার অয়া বৈকুণ্ঠে বাস করতারা বুলিয়া ভাগবতে প্রকাশ।

হরিনাম সংকীর্তন উৎযাপন তথা শ্রবনে সর্বপাপ, মহাপাপ, ত্রিপাপ

আদি ক্ষয় অয়া ভগবান শ্রীহরি দর্শন ও শ্রীচরণে স্থান পেইতারা।

শ্রীশ্রী হরি নাম সংকীর্তন ইহকাল পরকালর মুক্তির একমাত্র পথগ। নামর গুণে পাষাণ (হিল) সাগরে বাহেছে প্রমাণ রামায়ণে আছে। হুকানা গাছে ফল ধরেছে।

(এলাত প্রকাশ)

শ্লোক

যবে চৈতন্য মহাপ্রভু উদয় নদীয়াতে।
প্রেম সরোবর হইল তাতে দুলিতে লাগিল মৃদুপবনে
শ্রীমতি রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম তিন বাঙ্গা নৌকাখানি।
সেই দুলিত নৌকাই চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতরে
কৃষ্ণপ্রেম রসে আপ্লুত নাচে গাই বাহুল হয়ে।
কালক্রমে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত যত
একে একে আসি মিলে নদীয়াই।
কলিজীব উদ্ধারিতে নগরে নগরে পদব্রজে হরিনাম বিলায়।
এমতে দিন যায় ক্ষণ যায়।
অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল সবাই অষ্টকালিন
হরি সংকীর্তন করিবারে শ্রীবাস অঙ্গনায়।

নাম সংকীর্তন ধ্বনি শুনি যত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, রসিক আসি মিলে চৈতন্য মহাপ্রভু ছত্রছায়ায়।
প্রাণ ভরে আস্বাদন করে রাধাকৃষ্ণ নামামৃত।
পাপী তাপী যত অন্তরীক্ষে স্থিত নামগুণে উদ্ধারিয়ে মহানন্দে বৈকুণ্ঠে ধাই।

হরি সংকীর্তন নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় তথা বৈষ্ণব সঙ্গ করলে হার পেইতাঙাই।

## নামাপরাধ তত্ত্ব

হরি সংকীর্তন ভব বন্ধন ও মুক্তির অভিলাষে উৎযাপন করিয়ার। হরি সংকীর্তনর গুণ ও মাহাত্ম্য মাতিয়াও না ফুরের। ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতা তথা নারদ, মার্কণ্ড, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক আদি ঋষিয়ে ধ্যান ও তপস্যাই হার

নাপাছি। ঔ জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরি নাম মহিমা গুণ, গান কালে তলে ইকরা অপরাধ বর্জনীয়। নাইলে হরি সংকীর্তনর পূণ্যফল পানাতে দূরেই কথা অপরাধর বুজা খকরানি অর।

শ্লোক - ১ (নারদপঞ্চ রাত্র)

দম্ভং নিন্দাক্রোধনুগ্রং ছিদ্রান্বেষং প্রজল্পিতম্।
পিতৃ গুরুদ্বিজাতীনাং দুষ্টাস্তান কীর্তনত্যজেৎ।।

ভাবার্থ ঃ দম্ভ, পরনিন্দা, পরচর্চা, পর ছিদ্রান্বেষী, ক্রোধ সম্পন্ন স্বভাবী, উত্তেজিত ভাষা প্রয়োগকারী, বাচাল, পিতৃগুরু, ব্রাহ্মণ নিন্দাকারী, হরি সংকীর্তনে ত্যাগ করানি থক।

শ্লোক - ২

গৃহস্থা শ্রবনা গীতা বিশ্লেষঃ স্যাচ্চ কীর্তনং।
অদৃষ্টং ধর্ম্ম মাহাত্ম্যং কীর্তন কালস্তন্মতং।।

ভাবার্থ ঃ হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ অইলে কর্মকর্ত্তাই হরি সংকীর্তনে পরিবেশিত ভগবান শ্রীহরি গুণ মহিমা এলা না হুনিয়া অন্যত্র (বাহিরে) গিয়া অন্য য়্যারীত মত্ত অনা। তথা ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত রসিক শ্রুতাই হরি সংকীর্তন এলা, রস না হুনিয়া অন্য য়্যারীত ব্যস্ত বা বাহিরে গিয়া অযথা অপবাদে মত্ত অইলে কাল আইয়া হরি সংকীর্তনে প্রবেশ করের।

শ্লোক - ৩

পরদোষ সমারম্ভং অন্যোহন্যং বাদকীর্তনে।
নাম্নি নিন্দা বিরোধ স্যাৎ মৃত্যুকীর্তন সুচ্যতে।।

ভাবার্থ ঃ হরি সংকীর্তন মণ্ডপে বইয়া হরিসংকীর্তন চলিয়া থানার সময়ত পরদোষ, অন্যর সমালোচনা, সংকীর্তন নামর নিন্দা, দোষণীয়। ঔ সংকীর্তনর ফলাফল শূণ্য মৃত সংকীর্তন বুলিয়া ভাগবতে প্রকাশ।

শ্লোক - ৪

নিন্দাগর্ব্ব সমাযুক্তো গায়কো, ভাবোক গৃহী।
প্রেমে মায়া সমুদ্ভুতং মায়া কীর্তন সুচ্যতে।।

ভাবার্থ ঃ হরি সংকীর্তন আরম্ভ করিয়া ভগবান শ্রীহরি গুণ গান মহিমা রস প্রকাশ কালে হরি সংকীর্তন মণ্ডলী বেলেয়া ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা,

ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত কর্মকর্তা অন্যত্র গিয়া তথা বাদ অপবাদে মত্ত অয়া রস ভঙ্গ করলে ঔ হরি সংকীর্তনরে মরা কীর্তন বুলিয়া তত্ত্বই মাতের। হরি সংকীর্তনে সময়সূচী অনুসারে রস পরিবেশন করানি থক। অসময়ে রস পরিবেশন করলে হরি সংকীর্তনর অঙ্গ হানি তথা মূর্ত্তি পাল নার। ঔহান নিয়াম দোষণীয়। অর্থাৎ গোষ্ঠর সময় গোষ্ঠ, অভিসারে অভিসার কীর্তন বিধেয়। নাইলে অপরাধর বকচা লেম্পালে খক্করানি লাগতৈ।

তথা —

৬। সাধু নিন্দা

৭। ধর্মশাস্ত্রর প্রতি নিন্দা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব।

৮। গুরু প্রতি অবহেলা (অবজ্ঞা)।

৯। বিষ্ণু বারো শিবর নামে পার্থক্য জ্ঞান তুলনা।

১০। হরিনাম স্তুতিত ভক্তিশূণ্য ভাবল মত্ত অনা।

১১। হরিনাম প্রকারান্ত (ভিন্ন ভিন্ন) অর্থ কল্পনা মতামত করানি।

১২। হরিনামর বলে (শক্তিত) পাপ কর্মত প্রবৃত্ত অনা।

১৩। হরিনামর লগে অন্য শুভকর্মর তুলনা।

১৪। হরিনাম গুণ মহিমা, মাহাত্ম্য হুনিয়া ঠাচা (বিশ্বাস) নাকরানি।

১৫। হরিনাম সংকীর্তন কালে হৈ হাল্লা করিয়া ভাবক বৈষ্ণব ভক্তরে নামর রস হুনানিত ব্যাঘাত জন্মানি।

১৬। হরিনাম শ্রবণকালে ধুমপান করিয়া হরি মণ্ডপে বহেছি ভাবক বৈষ্ণব ভক্তর ধ্যান ভঙ্গ করানি।

১৭। হরিনাম সংকীর্তন উপহাস করিয়া রস ভঙ্গ করানি।

১৮। হরিনাম সংকীর্তনে অপ্রীতিকর দৃশ্য প্রদর্শন বর্জনীয়।

১৯। হরি সংকীর্তন মণ্ডপে লুঙ্গী, পায়জামা, লংপেন্ট পিদিয়া হমানি তথা ইশালপা ঢাকুলা দোহার আদিরে প্রেম করানি ডাঙর অপরাধ। ঔহান অইলে সাক্ষাত যম আহিয়া দেহা দের। যে উদ্দেশ্যল হরি সংকীর্তন ঠৌরাং অর ঔ উদ্দেশ্য শূন্য বরং পাপ খক্করানি অর।

২০। হরি সংকীর্তন মণ্ডপে শুদ্ধ পবিত্র ফেইচম পিদিয়া গলবস্ত্র ধারণ কপালে তিলক আদি পিদিয়া বহানি থক। পারলে শার্ট/গেঞ্জী বর্জনীয়।

২১। হরি সংকীর্তন মণ্ডপে প্রবেশ (হমানির) পূর্ব্বে শুদ্ধ পানিল আত, মেইথঙ, পদধৌত করিয়া মণ্ডপে আসন গ্রহণ করানি থক। তথা লহি (মুত্র) করলে জল ধরানি থক।

২২। শ্রদ্ধাহীন, ঈশ্বরর প্রতি যেগর বিশ্বাস নেই দম্ভিক, অহংকারী, লঘু গুরুর প্রতি যেগর জ্ঞান নেই। ঔ গিরুকরে হরিনাম হুনুয়ানির উপদেশ দেনা থক নেই। বরং নিজর ধ্যান ভঙ্গ তথা অপরাধ খরুরানি অর।

সুধীমণ্ডলীরাং হেইচা থাইল এতা হাবি বর্জন করিয়া হরিসংকীর্তন নাম শ্রবণ কীর্তন করানির নিমিত্তে।

## সঙ্গীত তত্ত্ব

ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রর সাদানে সার্ঙ্গদেবে সঙ্গীত রত্নাকর নাঙর মহামূল্যবান গ্রন্থ আহান লেংকরেছে। সঙ্গীত (এলার) মাধ্যমে হৃদয়ে ঈশ্বর ভক্তি প্রেমর উদয় অর। মুক্তির পথ উজ্জ্বল অর। ঔ তত্ত্ব অবলম্বনে নারদ ঋষিয়ে ত্রিভুবন বীণা বাজেয়া ভগবান শ্রীহরি নাম বিতরণ করেছে। বাল্মীকি মুনিয়ে রামায়ণ সঙ্গীতর মাধ্যমে লব-কুশরে শিক্ষা দিয়া রামচরিত গুণ কথা প্রকাশ ও প্রচার করেছে। দ্বাপরে ব্রজর গোপীনিয়ে কৃষ্ণর লগে নৃত্য এলা দিয়া প্রেমভক্তি নিবেদন করেছি। কলিত চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরিনাম সংকীর্তন এলার মাধ্যমে প্রচার করেছে।

ঔ পথ ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষে শ্রীশ্রী হরিনাম মহা সংকীর্তন নৃত্য, সঙ্গীত, রাগ রাগিনীর মাধ্যমে করিয়া গেছিগা। আমিও করিয়ার। ভবিষ্যতেও করতাই। এতা হাবি সোঅইলে হরিনাম সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ অর। (নিগুঢ় তত্ব গুরু আশ্রয় করলে পেইতাঙাই)।

## নৃত্য (নাচা) তত্ত্ব

বেদ, ভাগবত, ভরত মুনি লেংকরা, ভরত নাট্যশাস্ত্র, নন্দীকেশ্বরর অভিনয় দর্পন, সার্ঙ্গদেবর সঙ্গীত রত্নাকর, শুভঙ্কর বিরচিত শ্রীহস্তমুক্তাবলী তত্ত্ব মতে ভরত মুনি ব্রহ্মার মানস পুত্র। নাট্যশাস্ত্র সংস্থাপক ও প্রণেতা। নাট্যশাস্ত্রর শিক্ষা ভরত মুনিয়ে পরম পূজ্য পিতৃদেব ব্রহ্মারাংত লাভ করেছে। পিছেদে তার

১০০ (একশ)গ পুতকরাং বিলাসে। তানুয়েই ত্রিজগতে, গন্ধর্ব, অপ্সরা, দৌ, নাগ, আদিরাং বিলাসি। নৃত্যর আদি গুরু (সৃষ্টিকর্তা) মহাদেব। মানব দেহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আত, জাং, পরিচালনা করিয়া নানা সংকেতে, নানা মুদ্রায় বিধিগত বাবে অঙ্গী ভঙ্গী (কেথক) করিয়া সূত্র মতে নিয়মর মাধ্যমে মনর ভাব প্রকাশে তৃপ্তি করানি (আনন্দ দেনিয়েই) নৃত্য।

- শ্লোক -

যো নৃত্যাতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈরত্যন্ত ভক্তিতঃ
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তর শতৈরপি।

যেগই অতি প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধা, ভক্তিল নৃত্য করের ঔগ জন্ম জন্মান্তরে পাপেত্ব মুক্তি অয়া স্বর্গত দৌর লগে মহানন্দে থার। শাস্ত্রই মাতের।

ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব নাঙে চারি বেদ আছে বুলিয়া সর্ব্বশাস্ত্র পুরাণে আছে যদিও নাট্যশাস্ত্র এহানরে পঞ্চম বেদ বুলিয়া বর্ণনা করেছে ব্রহ্মাপুত্র ভরত মুনিয়ে। চারি বেদর - রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম, প্রভৃতি, বৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য (বাদ্য), গীত, রঙ্গমঞ্চ, একাদশ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নৃত্যর উৎপত্তি বুলিয়া ভরত মুনিরে মাতেছে।

মতান্তরে ভগবান শিবরাংত ব্রহ্মাই নৃত্যশাস্ত্রর তত্ত্ব পাছে বুলিয়া অনেকে প্রকাশ করেছি। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতিকাত মহামুনি ভরতে ৪ (চারি) বেদ, ১৪(চৌদ্দ) শাস্ত্র, ১৮ (আঠারো) পুরাণ তত্ত্ব রস সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মার আদর্শ ও উদ্দেশ্যর মাতুং ইলয়া ব্রহ্মার য্যাথাঙে বারো পরিচালনাই লেংকরেছে। নৃত্যর মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম (কামনা), মোক্ষ (মুক্তি)র অভিলাযে। নাট্যশাস্ত্রর জ্ঞানল সৌভাগ্য, কীর্তি, দক্ষ, শ্রীবৃদ্ধি তথা ধর্মর সৃষ্টি, স্থিতি, শান্তি অর বুলিয়া শাস্ত্রত লেংকরা আছে।

ভগবান শিব নৃত্যর আদিগুরু। সমস্ত ত্রিভূবণ যেগর দেহর অভিনয়ে অন্তর্ভুক্ত শ্রীমুখে সলকরা বচন, বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত অয়া জগত (ব্রহ্মাণ্ডত) ব্যাপ্ত চন্দ্র, তারা আদি যেগর দেহর অলংকার ভূষণ ও সাত্বিক অভিনয়রূপর প্রতীক (চিহ্ন)। ভগবান শিবই ওঝা গুরুর হৃদয়ে প্রেরণা দানে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, দৌ, মুনিয়ে ঈশ্বর সন্তোষ্টিত (হারৌ) কামনায় করেছি। গন্ধর্ব, অপ্সরা, দৌ পরীর মাতুং ইলয়া।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপর যুগে যত লীলা করেছে। রাখাল, গোপীর লগে নৃত্য করেছে হাবি মুক্তি, উদ্ধারর নিমিত্তে।

মহাজন গত স যেন পন্থাঃ।

ঔ পথর মাতুং ইলয়া চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীশ্রীহরিনাম মহা সংকীর্তনে নৃত্য সঙ্গীত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে অষ্টকালীন কৃষ্ণলীলা প্রকাশ ও প্রচার করেছে।

- শ্লোক -

ন তজজ্ঞানাং নতাচ্ছিল্পং ন স বিদ্যা ন সা কলা।
ন সা যোগ ন তৎ কর্ম নাট্যৌহস্মিন যন্ন দৃশ্যতে।

(নাট্য শাস্ত্র প্রথম অধ্যায়)

এসাদে কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ, কর্ম নেই যেহান নাকি নাট্যশাস্ত্রত নেই।

## শ্রীহরি সংকীর্তন উৎযাপনর উদ্দেশ্য

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে দেবতা (দৌ) মানু (মনুষ্য) যোগীঋষি; মুনিঋষিয়ে, ভব বন্ধনেত্ব মুক্তি (পরিত্রাণ)র অভিলাষে ভগবান শ্রীশ্রীহরির যজ্ঞ, উপাসনা, ধ্যান তপস্যা করেছি। যদিও ইহ কলিযুগে শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তনই মুক্তির একমাত্র পথগ। এ তত্ত্ব এহান বেদশাস্ত্র ভাগবত পুরাণ আদিত ইকরা আছে। ঔ পথ ইলয়া পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরি সংকীর্তন প্রকাশ ও উৎযাপন করিয়া ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তরে বিলেয়া গেছিগা।

আমার পূর্বপুরুষেও পঞ্চতত্ত্বর পথ ইলয়া কোন পরিবারর (ঘরর) কোন সদস্য (গিরক/গিথানক) শৌ আদি দেহত্যাগ করলে। ঔ মৃতার আত্মার সৎগতি (মুক্তি)র অভিলাষে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করিয়া গেছিগা। বর্ত্তমানেও করিয়ার, ভবিষ্যতে ও অইতৈ। ঔহানেই আমার জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মব্যবস্থা, সমাজ নীতি, পরম্পরা ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আহেছেহান। তদুপরি বেদ, পুরাণ, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল গ্রন্থ তথা অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্য মহাকাব্যত বর্ণিত আছে যে -- ঔ বংশর পূর্ব পুরুষ যেতাই দেহত্যাগ

করিয়া আত্মার সৎগতি (মুক্তি) নায়া অন্তরীক্ষত মুক্তির আকাঙ্খায় বিচরণ (ভ্রমণ) করিয়া আছি -- কোম্বাকা কিতা বংশর মানুয়ে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন শ্রবণ করুয়েয়া মুক্তি পেয়া বৈকুণ্ঠে গিয়া শ্রীহরি দর্শন পেইতাঙায় বুলিয়া-অপেক্ষাত আছি। টেইপাঙ মানুর সাধারণ চর্ম চক্ষুল উহানর দর্শন নার। যদিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উহান আমি অনুভব করে পারিয়ার। ঔ গিরিগিথানীর আত্মার সৎগতির উদ্দেশ্যে (নিমিত্তে) শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করানি অর।

তদুপরি বদ্ধ জীব-জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশুপক্ষী, ভুত-প্রেত ইত্যাদি যেতাই থতাল ভগবান শ্রীহরি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ তথা গুণ কীর্তন করে নুয়ারিয়া দেহত্যাগ করেছি। যদিও তানুর আত্মা সৎগতি নায়া মুক্তির কামনাই অন্তরীক্ষত বিচরণ করিয়া আছি। তানুর আত্মার সৎগতি কামনায় শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করানি অর।

তদুপরি যে পরিবারে (ঘরর) সদস্য বিয়োগ অনাই ঔ পরিবারর সদস্যর হৃদয়ে বিয়োগ বিরহ জ্বালায় ভূগিয়া আছি। তানুর হৃদয়র বিরহ জ্বালা পশময়র (দূর) উদ্দেশ্যত শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করানি অর।

(শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় তথা বৈষ্ণব সাধু সঙ্গ করলে হারপেইতাঙাই)।

## কীর্তন

**(সম্যক রূপে সর্ব প্রকার প্রেম, ভক্তি, দেহ-মন ত্যাগ ও সমর্পণে ঈশ্বরর নাম ও গুণ গানই কীর্তন।)**

### শ্লোক

নিত্য নৈমিত্তিকং ব্যাপি ঈশ্বর নাম গায়কা।
তৎ কালাদি রসাস্বাদং তৎ নাম সংকীর্তনমুচ্যতে।।

নিত্য নৈমিত্তিক প্রাতঃ-সন্ধ্যায় যে বাক্য বারো মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মুক্তি (পরিত্রাণ) বারো অভিষ্ট পূরণর অভিলাষে ইষ্ট দেবতার গুণ গান কীর্তনে আত্মসমর্পণ ও রস আস্বাদনই সংকীর্তন।

# কীর্তনর প্রকারভেদ

কীর্তন ৫ (পাঁচ) প্রকার -

১। শাস্ত্র কীর্তন ২। নগর কীর্তন ৩। পদ কীর্তন (ঢপ কীর্তন) ৪। বৈদিকী কীর্তন ৫। নামধ্বনি কীর্তন।

## বৈদিকী কীর্তন (শ্রাদ্ধ)

দান বা উৎসর্গই মুক্তি বারো পূণ্য ফল লাভ অর। বৈদিকী কীর্তন বৈদিক যুগে মুনি-ঋষি যোগী-ঋষিয়ে মুক্তির অভিলাষে নানা উপচার জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরিরাং উৎসর্গ করেছি। বেদর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া।

ঔ পথ ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষে ভগবান শ্রীহরিরাং নানা উপচার কাতকরেছি। তথা ফলমূল অন্ন-আহার করানির আগে প্রভুরাং উৎসর্গ (সমর্পন) করিয়া প্রসাদি ভোজন করিয়ার। তথা কোন আগ দেহত্যাগ করলে বৈদিকী কীর্তন করিয়া নানা উপচার শয্যা আদি প্রভুরাং কাতকরিয়ার। এহান বেদ শাস্ত্র বিধিহান।

## বৈঠক কীর্তন

কোন নির্দ্দিষ্ট আসরে গায়ক, বাদক, ভক্ত বারো কর্মকর্ত্তাই আকসাটে বহিয়া বাদ্যযন্ত্র, ঢোলপ, ঢাক, করতাল বাজেয়া রাগ রাগিণী হৌ করিয়া মুক্তি অভিলাষে ভগবান শ্রীহরি গুণ গান করিয়া নিজে বারো অন্যরে হুনুয়ানি ঔহানরে বৈঠক কীর্তন বুলতারা। বৈঠক কীর্তন পয়লা চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, সাঙ্গ-পাঙ্গ লগে করিয়া কলি জীবর উদ্ধারর নিমিত্তে করেছে।

ঔ পথ ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষে বৈঠক কীর্তন মুক্তি অভিলাষে করেছি। বিশেষ করে গৃহ প্রবেশ, তথা কোন মনোবাঞ্ছা পূরণর কামনায় বৈঠক কীর্তন করিয়ার।

## শাস্ত্র কীর্তন

শ্লোক

ভগবচ্ছাস্ত্র মাহাত্ম্যং নাম তীর্থাবলীং তথা।
শ্রবনং গায়নং নাম শাস্ত্র কীর্তনমুচ্যতে।।

ভাগবত, শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ তৎগুণ মাহাত্ম্য তথা ভক্ত তীর্থাবলী তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া সমবেত ভাবক, বৈষ্ণব, সৎজনরে শ্রবণ করোয়ানিহ শাস্ত্র কীর্তন বুলতারা।

## নগর কীর্তন

নগরে নগরে মুক্তির অভিলাষে বাদ্যযন্ত্র, ঢাক, করতাল, শঙ্খ, ঘন্টা আদিল ভাবক-বৈষ্ণব, ভক্ত নগরবাসীয়ে তিলয়া ১৬ (ষোল) নাম, ৩২ (বত্রিশ) অক্ষর মূলমন্ত্র নানা সুরে উচ্চৈঃস্বরে এলা দিয়া পদব্রজে নাম প্রচার ও বিতরণ করানিয়ে নগর কীর্তন।

## পদ কীর্তন (ঢপ কীর্তন)

রাগ-রাগিনী বাদ্যযন্ত্রল সুর, ছন্দ, তাল, মান, লয়, হস্তকে অঙ্গী-ভঙ্গী করিয়া ভগবান শ্রীহরির গুণ মাহাত্ম্য প্রকাশ (পরিবেশন) ঔহানেই পদ কীর্তন বুলতারা।

## বৈদিকী কীর্তন

বৈদিক নিয়ম প্রথা অবলম্বনে বেদর মন্ত্র সলকরিয়া নানা উপচারাদি উৎসর্গ করানিয়ে বৈদিকী কীর্তন। আমার পূর্ব-পুরুষে যোগী-ঋষি মুনি-ঋষির পথগ ইলয়া কোন গিরক-গিথানক দৌরখয়া পেইলে ঔ সৎজনর উদ্দেশ্যত নানা উপচার, ফামফুতি, পিণ্ড তর্পন, ব্রহ্ম ভোজন, বৈষ্ণব সেবা তর্পন আদি করেছি। ঔ পথর মাতুঙ ইলয়া বর্তমানেও করিয়ার ভবিষ্যতেও অইতৈ। অর্থাৎ দানেই পূণ্যফল প্রাপ্ত অর।

## নামধ্বনি কীর্তন

মুক্তি তথা অভীষ্ট পুরণর অভিলাষে কোন নির্দ্দিষ্ট ইষ্ট (উপাস্য) দেব-দেবী, গুরু, তীর্থ, পূণ্যতীর্থ, বন-তপোবন, ঋষি, পুণ্য নদ-নদী, ধাম, পুণ্যধাম, গিরি-পর্বত তথা ঈশ্বরর নাঙ উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈস্বরে আহ্বানর স্তুতি বাক্য। পরিচয় উপাধি শিরোনাম উহানরে নাম ধ্বনি কীর্তন বুলতারা।

## শাস্ত্র কীর্তনর উদ্দেশ্য

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত বারো অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অকরানিত খামকরা পেয়া পুংনিং চিলয়া রাজা, মহারাজা, ঋষি, মুনি আদির পবিত্র জীবন কাহিনী (য়্যারী) তীর্থ, মহাতীর্থ, ধাম, বন, তপোবন বারো ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অমৃত লীলা গুণাবলী কীর্তন (পাঠ) করিয়া নিজে তথা অন্যরে হুনুয়েইলে যত পাপ, মহাপাপ, ত্রিপাপ খণ্ডন অয়া আত্মার পবিত্র অর। যেসাদে সাবোনল ফুতি ধইলে মল ককয়া পরিষ্কার অর ঠিক ঔসাদে।

শাস্ত্র কীর্তন দ্বাপর যুগর অন্তিম কালে কলির প্রারম্ভে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনর নাতিয়ক পরীক্ষিত মহারাজায় শমীক মুনির পুতক শৃঙ্গী মুনিয়ে তক্ষক নাগুর সর্প দংশনে দেহ ত্যাগ করতে বুলিয়া দেছিল ব্রহ্মশাপেত্ব মুক্তি পানার একমাত্র পথ শাস্ত্র কীর্তন বুলিয়া ব্যাসদেবে মাতানিয়ে ব্যাসদেবর হিতবাক্যর মাতুং ইলয়া পরীক্ষিত মহারাজারে শুকদেব মুনিয়ে ৭ দিন ব্যাপি ভাগবত পাঠ করিয়া হুনুয়েয়া ব্রহ্মশাপেত্ব মুক্তি লাভ করেছে। যদিও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু অবধারিত অবরোধ করানির ক্ষমতা আকগরতাও নেই। বিধাতায় যেগর কপালে যেহান ইকরেছে ঔগই ঔসাদে প্রাণ ত্যাগ করের।

### শ্লোক (নীতিবাক্য)

জলম অগ্নি বিষং ক্ষুদ ব্যাধি পতনং শিরে
নিমিত্তং কেন চিৎ আসাদ্য প্রাণৈ বিমুচ্চতে।

মতান্তরে - ব্রহ্মাই সত্যযুগে চারি বেদ রচনা করিয়া জিপুতরাং হুনুয়াছে বুলিয়া ভাগবত তত্ত্বই মাতের।

ঔ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, পঞ্চ রসিক, ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত সাঙ্গ পাঙ্গ লগে করিয়া শাস্ত্র কীর্তন করেছে। মহাজন গত স যেন পন্থাঃ। মহাজ্ঞানী মহাজনে যে পথে গমন করেছি ঔ পথ স্মরণীয় নিংকরিয়া মুক্তির অভিলাষে আমার পূর্ব্ব পুরুষে শাস্ত্র কীর্তন করেছি। বর্ত্তমানেও করিয়ার। ভবিষ্যতেও অইতৈ।

## নগর কীর্তনর উদ্দেশ্য

ভগবান শ্রীহরির গুণ কীর্তনে দেহ, মন পবিত্র অর পাপ মোচন অর। কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, পঞ্চ রসিক, ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, সাঙ্গ-পাঙ্গ লগে করিয়া আটে আটে নগর কীর্তন করিয়া নাম বিলাছে।

মতান্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে নারদ মুনিয়ে বীণা বাজেয়া নারায়ণ নারায়ণ বুলিয়া ত্রিভূবণ বুলে বুলে দৌ, মানু, ঋষি, মুনি হাবিরাং জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণর গুণকীর্তন করিয়া হুনুয়াছে। ঔ পথ ইলয়া মুক্তির অভিলাষে আমার পূর্ব্বপুরুষে নগর কীর্তন করিয়া পথে পথে বুলে বুলে নাম বিলাছি। উহান বর্ত্তমানেও করিয়ার ভবিষ্যতেও অইতে।

## পদ কীর্তনর (ঢপ) উদ্দেশ্য

পদ কীর্তন দর্শন ও শ্রবণে দেহ মন পবিত্র অর, ঈশ্বর ভক্তি হৃদয়ে জাগের, প্রেমর উদয় অর। পাপ খণ্ডন অর বুলিয়া সাধু গুরু, শাস্ত্রই মাতের।

পদ কীর্তন প্রধানত ভগবান শ্রীশ্রীরাম চরিত, লঙ্কাজয় সীতা উদ্ধার, লব-কুশর লগে রাম প্রভুর পুত্র পরিচয়, দ্বাপর যুগর রাধা কৃষ্ণ লীলা, নৌকাবিলাস, মান ভঞ্জন, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর, অন্যান্য। হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম পরীক্ষা বারো কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি য়্যারী কীর্তনীয়াই পরিবেশন ও প্রদর্শন করতারা। পদকীর্তন পয়লা ত্রেতা যুগে লব-কুশে রাম প্রভুরে হুনুয়াছি। পিছে ঔ পথ ইলয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষে করেছি। বর্ত্তমানেও অর ভবিষ্যতেও অইতে।

## হরি সংকীর্তন তত্ত্ব বর্ণন

শ্লোক (নারদ পঞ্চরাত্র)

গায়কা ভাব প্রেমাঙ্কা ভাবকানাঞ্চ প্রেমজাং।
রস কালাদি সং সিদ্ধং সংকীর্তনং তদুচ্যতে।।

রাগ, রাগিনী, বাদ্যযন্ত্র, ঢাক, করতাল, শঙ্খ, ঘন্টা, সেলপুঙর ধ্বনি

প্রতিধ্বনি, ইশালপা-ঢাকুলা, দোহার, পালা, ভাবক-বৈষ্ণব ভক্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ওঝা-গুরু সমন্বিতে তিলয়া নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপে মুক্তির অভিলাষে উচ্চৈঃস্বরে ভগবান শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা গুণ-কীর্তন করিয়া নিজে তথা অন্যরে শ্রবণ করোয়ানি। অর্থাৎ মুক্তির অভিলাষে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন।

দ্বাপর যুগে বৃন্দাবন লীলায় ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার কৃষ্ণ সঙ্গ পানার অভিলাষে তিন বাঞ্ছা ভাব, কান্তি, বিলাস, নির্মল প্রেম ত্যাগ ও সমর্পনে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ জগত ঈশ্বররে পাছে।

ঔ পথ ইলয়া শ্রীমতি রাধারাণীর আশ্রয় ও অবলম্বনে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্য (নিজে) নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর লগে করিয়া রাধা কৃষ্ণ নিত্যলীলা প্রচার ও প্রকাশ করেছে। ঔহানেই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন।

শ্লোক

পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণ ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং।।

ভক্তরূপ চৈতন্য মহাপ্রভু, ভক্ত স্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্ত অবতার অদ্বৈত প্রভু, ভক্তাখ্য শ্রীবাস বারো ভক্তশক্তি গদাধর।

চৈতন্যর ভাব, নিত্যানন্দর প্রেম, অদ্বৈতর জ্ঞান, শ্রীবাসর ভক্তি গদাধরর রস।

মতান্তরে —

মন্ত্রতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব।

তত্ত্ব মতে সমস্ত সৃষ্টিজগত এহানেই ভগবান শ্রীহরির আশ্রয়ে আছে। প্রভুয়ে নিজে নিয়ন্ত্রণ করের। আশ্রয়ই মুক্তির মূল। চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম আশ্রয়ে রাধারাণীর কৃপাই কৃষ্ণ সঙ্গ পাছে।

শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় তথা বৈষ্ণব, সাধু সঙ্গ করলে হার পেইতাঙাই।

# হরি সংকীর্তনর প্রকার ভেদ

হরি সংকীর্তন ৩ (তিন) প্রকার

যেমন -

(১) অষ্টপ্রহর (অধিবাস / হরি মহাসংকীর্তন)

(২) চারিপ্রহর (সন্ধ্যানাম)

(৩) তিনপ্রহর (শ্রাদ্ধকীর্তন / রস কীর্তন)।

**অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনর সময় সুচী -**

প্রাতঃ - সূর্য্যোদয়র ৬টাত্ব- ৮-২৪ মিনিট পেয়া।

পূর্ব্বাহ্নঃ - বিয়ান ৮-২৪ মিনিটেত্ব দিনর ১০-৪৮ মিনিট পেয়া।

মধ্যাহ্ন - দিনর ১০-৪৮ মিনিটেত্ব মাদান ৩-৩৬ মিনিট পেয়া।

অপরাহ্ন - মাদান ৩-৩৬ মিনিটেত্ব গধূলি ৬-৪ মিনিট পেয়া।

সায়াহ্ন - সন্ধ্যা ৬টাত্ব ৮-২৪ মিনিট পেয়া।

প্রদোষ - রাতি ৮-২৪ মিনিটেত্ব ১০-৪৮ মিনিট পেয়া।

**নৈশ (নিশা)** - রাতি ১০-৪৮ মিনিটেত্ব ৩-৩৬ মিনিট পেয়া।

**নিশান্ত** - রাতি ৩-৩৬ মিনিটেত্ব প্রাতঃ ৬টা পেয়া।

অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন শ্রীবাস অঙ্গনে পঞ্চতত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, সমন্বিতে ভাবক-বৈষ্ণব, ভক্তর লগে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে করেছে।

## অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন-রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা রস তত্ত্ব

**শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহৎ সারাবলী,** কৃষ্ণ লীলা সমগ্র, প্রভাস খণ্ড, শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দম্, নারদ পঞ্চরাত্র, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তথা বৈষ্ণব কবি মণ্ডলী—রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম দাস, মনোহর দাস, উদ্ধব দাস, চণ্ডী দাস, বিদ্যাপতি, গোপাল ভট্ট বারো অন্যান্য বৈষ্ণব কবিয়ে লেংকরা গ্রন্থর তত্ত্ব আশ্রয় ও অবলম্বনে রাধা কৃষ্ণ নিত্য-লীলা অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন এহানরে রস অনুসারে দিবা-লীলা বারো নিশা-লীলা বুলিয়া খেই করিয়া দুহান ভাগ করিয়া প্রকাশ করেছি।

ভাগবত তত্ত্ব অবলম্বনে বারো রাধাকৃষ্ণর দিবা-লীলা এহানরে চারি ভাগে খেই করিয়া প্রকাশ করেছি।

**নিশা (রাতি) লীলা উহানরৌ ঔসাদে রস তত্ত্ব অবলম্বনে চারি ভাগে খেই**করিয়া প্রকাশ করেছি। যথা ---

সায়াহ্ন, প্রদোষ, **নৈশ(রাতি) বারো নিশান্ত।**

## প্রাতঃ (প্রভাত) কালীন লীলা

সময় ঃ সূর্য্যোদয়র ৬টাত্ব অকরিয়া ৮-২৪ মিনিট পেয়া।

রস ঃ কৃষ্ণই নিশান্ত (কুঞ্জ ভঙ্গ) লীলা সমাপ্ত করিয়া (লেইকরিয়া) ঘরে ফিরিয়া আহিয়া নিয়াম ঠুকরিয়া নিজর কোঠাত (শয়ন মন্দিরে) ঘুমজিয়া আছে। এবেদে বিয়ান ফুঅয়া হারৌ অয়া গাছর ডালে ডালে বহিয়া পাহিয়া-পলি রহানি অকরলা। ঔহান দেহিয়া ইমা যশোদায় পৌর্ণমাসী (বড়াই) দেবীরে লগে করিয়া কঙালা নুংশিপা সুরে এলা দিয়া কৃষ্ণরে ঘুমেত্ব উঠৈইরি। কৃষ্ণ ঘুমেত্ব উঠলে চুল বাধে দিয়া স্বর্ণ ভৃঙ্গার জলে ঘুমর আলিং শালিং ভাগানিরকা ছিটা দিয়া মেইথং দ দিয়া নিজর শারীর আঁচলল পুছে দিয়া চূড়া পিদাদিরি। পিছেদে যশোদার য়্যাথাঙে গো-ধেনুর সাঙে সেলকম চিপানিরকা যারগা।

অন্যদিকে যাবটে আয়নর ঘরে কুলবধূ শ্রীমতি রাধিকারে শয়ন মন্দিরেত্ব হৌরিয়ক জটিলায় ঘুমেত্ব উঠৈইতে রাধার অঙ্গত (গারিগত) কৃষ্ণর পীত (রাঙা) উত্তরীয় (নুকুন) দেহিয়া সন্দেহ করিয়া তিরস্কার (গালানি) করানি অকরল। উপেইত চতুর (চালাক) বিশাখায় নানা কৌশলে কথা কাঁপিয়া জটিলারে সান্ত্বনা দিলে দাস দাসীয়ে স্বর্ণ ভৃঙ্গারর পানিল রাধারে মেইথং দ দিয়া শুদ্ধ বস্ত্রল (ফুতিল) পুছে দিয়া ঘুমর আলিং শালিং ভাগে দিয়া চুল বাধে দিতারা। পরে জটিলার য়্যাথাঙে স্নান মন্দিরে দাসী হাবিয়ে নিয়া হিনা দিয়া ঘরে আনিয়া উত্তম বেশভূষা অলংকার আদি পিদা দিয়া চুল আচুরিয়া বেণী বাধে দিয়া কপালে সিন্দুর পিদা দিয়া দ্বাদশ তিলক অঙ্গে চর্চা (পিদা) দিয়া বেণীত হবা হবা রঙর সুগন্ধি ফুল আদিল হাজা দিতারা।

অন্যদিকে কৃষ্ণই গো-ধেনু দোহন করিয়া (সেলকম চিপিয়া) আনিয়া নন্দ মহারাজার মুঙে দের। পরে যশোদা রাণীর য়্যাথাঙে কৃষ্ণরে দাস-দাসীয়ে স্নান মন্দিরে নিয়া হিনা দিয়া অতি উত্তম বেশভূষা অলংকার আদিল হাজা দিতারা। কৃষ্ণই বকপেয়া মালক যশোদার মুঙে অঙ্গী ভঙ্গী করিয়া কেথক করলে মালক যাশোদা রাণীয়ে বানা পেয়া চুমা দিয়া দাস-দাসীরে বিয়ানকার ভোজনর য়্যাথাং দিরি। মালক যশোদার য়্যাথাঙে সেবাধারী হাবিয়ে কৃষ্ণরে ভোজন মন্দিরে নিয়া বিয়ানকার আহার খয়েইতারা। খানি জিরেয়া পিছে গোচারণে (গোষ্ঠত) যানার আয়োজন করের।

## পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃষ্ণলীলা রস তত্ত্ব

(গোষ্ঠ লীলা)

সময় - বিয়ান ৮-২৪ মিনিটেত্ব অকরিয়া ১০-৪৮ পেয়া।

কৃষ্ণই গোষ্ঠর সময় অইলহান হারপেয়া গোচারণে যানারকা বুলিয়া বাঁশীগ রহেয়া "মন্দ্র ঘোষ" নাঙৰ শৃঙ্গার ধ্বনি করিয়া রাখাল হাবিরে সংকেত করের। কৃষ্ণর সংকেত পেয়া গোকুলর রাখাল হাবিয়ে গো-ধেনু নিজর নিজর সাঙেত্ব এরা দিয়া আহিয়া নন্দ মহারাজার আঙর থংচিলে য়ৌঅইতারাগা। কৃষ্ণ বারো বলরামে নন্দ মহারাজা বারো যশোদা-রোহিনী রাণী দ্বিয়গিরে হমা দেনার পিছে গো-ধেনু সাঙেত্ব এরা দিয়া গোধেনু মুঙে দিয়া খেদে খেদে আহিয়া রাখাল হাবির লগে তিলইলা। কৃষ্ণ বলরামরে পেয়া রাখাল হাবিয়ে হারৌ অয়া নিজর নিজর বাঁশী বুলা বুলা এলা দিয়া নাচানি অকরলা।

মতান্তরে —

রাখাল হাবিয়ে গোচারণে যানারকা কৃষ্ণ বলরামর সংকেতর অপেক্ষায় (বাছেয়া) থাইতে থাইতে কৃষ্ণর কোন সংকেত নাপেয়া রাখাল হাবিয়ে চিন্তাত পরলা। চিন্তা করতে করতে আগয় আগরে মাতানি অকরলা নিশ্চয় নন্দ মহারাজা, যশোদা রোহিনী মহারাণী দ্বিয়গিয়ে কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার য়্যাথাং নাদানিয়ে ঘরেত্ব নিকুলে নুয়ারিয়া থাইলা পাউরী। রাখাল হাবিয়ে আলাপ আলোচনা করিয়া ঠিক (সিদ্ধান্ত) করিয়া গোধেনু লগে করিয়া নন্দ মহারাজার উঠানে পুলয়া কৃষ্ণ বলরামরে নানা সুরে এলা দিয়া ডাহানি

অকরলা। গো-ধেনু হাবিয়েও ডিলইহান দেহিয়া হাম্বা হাম্বা বুলিয়া রহানি অকরলা। গো-ধেনু রাখাল হাবির ডাহানি হুনিয়া ঘরেত্ব যশোদা রোহিনী দ্বিয়গিয়ে নিকুলিয়া রাখাল হাবিরে মাতানি অকরলা আজি সাকতি হপন দেখলাং হান্তে কৃষ্ণ বলরামরে গোষ্ঠে যানা নাদতাঙাই। রাখাল হাবিয়ে যশোদা রোহিনী দ্বিয়গির কথা হুনিয়া দুঃখ পেয়া আতজোর করিয়া এলা দিয়া নাচে নাচে নানা কেথক করিয়া কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার ভিক্ষা মাগানি অকরলা। রাখাল হাবির অনুরোধে তুষ্ট অয়া যশোদা রোহিনী দ্বিয়গিয়ে নন্দ মহারাজারাং আয়া কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার য়্যাথাং মাকলা। যশোদা রোহিনীর অনুরোধে নন্দ মহারাজাই কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার য়্যাথাং দিল।

যশোদা রোহিনীয়ে কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার উত্তম অলংকার ফুতি পিদা দিয়া মূরে চূড়া বাধে দিয়া আতে পাজন বাঁশী দিয়া এলা দিয়া কৃষ্ণ বলরামরে নাচুয়ানি অকরলা। কৃষ্ণ বলরামে নাচতারা ঔ হান দেহিয়া হারৌ অয়া রাখাল হাবিয়ে ও এলা দিয়া নাচানি অকরলা। এসাদে নন্দ মহারাজার উঠানে জগত ঈশ্বর ভগবান বালক শ্রীকৃষ্ণর গোষ্ঠ যাত্রার দৃশ্য দেহিয়া স্বর্গত্ব দেবদেবীয়ে পুষ্প বৃষ্টি (হিচানি) করানি অকরলা।

পিছেদে কৃষ্ণ বলরামে নন্দ মহারাজা, যশোদা রোহিনী দ্বিয়গিরে হমা কাতকরিয়া গোধেনুর সাঙে গিয়া গোধেনু এরা দিয়া এলা দিয়া নাচে নাচে গোচারণে সালইলা।

নন্দ মহারাজা, যশোদা, রোহিনী রাণী দ্বিয়গি বারো গোকুলর রাখালর মালক বাপক হাবিয়ে চিনকরিয়া কৃষ্ণ বলরাম রাখাল সৌ (বালক) উতা হাবিরে গাঙর শেষ প্রান্ত (সীমা) পেয়া থিল করে দিতারা। ঔহান দেহিয়া কৃষ্ণ বলরাম দ্বিয়গিয়ে বাপক নন্দ মালক দ্বিয়গি যশোদা রোহিনী তথা গোকুলর হাবিরে সান্ত্বনা দিয়া ঘরে আলনিরকা নিবেদন করানি অকরলা। তানুর নিবেদনে নন্দ যশোদা বারো রোহিনী ঘরে আলইলা।

অন্যদিকে শ্রীমতি রাধিকাই কৃষ্ণর বংশী ধ্বনি হুনিয়া কাম করানির ছলনা করিয়া সখী হাবি লগে করিয়া আঙর থংচিলে কৃষ্ণরে বাছেয়া থাইরী। কৃষ্ণ বলরামে গোধেনু মুঙে দিয়া রাখাল সৌর লগে হারৌ অয়া নাচে নাচে

এলা দিয়া বাঁশী রহেয়া যিতারাগা উহান দেহিয়া তেই নিয়াম হারৌ অইলি। গোকুল বেলেয়া যাবট গাঙর হম্বুকেদে যানার সময়ত রাধা রাণীয়ে সখী লগে করিয়া কাম করানির ছলনাত প্রভু দরশনে আছে ঔহান দেহিয়া বংশী ধ্বনি করিয়া তেরাদে চেয়া (কটাক্ষ নয়নে) বনে যানার ঈঙ্গিত (সংকেত) দের। বনে গিয়া গোচারণে গোধেনু এরা দিয়া কৃষ্ণই নানা খেলার যোগার (ঠৌরাং) করিয়া রাখাল হাবিরে বিভোলা করিয়া থর।

অন্যদিকে শ্রীমতি রাধিকাই কৃষ্ণ সঙ্গ পানার বাঞ্ছায় উৎকণ্ঠিতা বারো চঞ্চল অনাই ছলনা করিয়া সূর্য্য পূজার ঠৌরাং (আয়োজন) করিয়া জটিলা কুটিলা স্বামী আয়নর য়্যাথাং লয়া পূজার সামগ্রী যোগাড় করিয়া স্নান আদি করিয়া নানা অলংকার উত্তম বেশ ভূষা পিদিয়া মেংসেল চেয়া মূর আছুরিয়া বেণী বাধিয়া দ্বাদশ তিলক অঙ্গে রচনা করিয়া ঘরে অপেক্ষায় থাইরী। বারো প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণরাং তুলসী দেবী বারো ধনিষ্ঠা মঞ্জরী দ্বিয়গিরে দিয়া পেঠা দিরি। তুলসী দেবী ধনিষ্ঠা মঞ্জরী দ্বিয়গিয়ে রাধার য়্যাথাং পেয়া কৃষ্ণরে তালকরিয়া আইতারা। উহান দেহিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী ভগবান শ্রীহরি নররূপী অর্ন্তযামী শ্রীকৃষ্ণই হারপেয়া গোধেনু পুলকরানির ছলনা করিয়া বলরামর য়্যাথাং লয়া সখা সুবল-মধুমঙ্গলরে লগে করিয়া আহের। তুলসী দেবী ধনিষ্ঠা বারো মঞ্জরীয়ে কৃষ্ণরাং উনা অয়া রাধা মিলনর কথা আংকরলে (বার ভেদে কুঞ্জ তত্ত্ব অবলম্বনে নির্ণয়) রাধার লগে কুঞ্জ মিলনর পৌ (খবর) দের। প্রভু শ্রীকৃষ্ণরাংত খবর লয়া তুলসী দেবী ধনিষ্ঠা মঞ্জরী আলয়া আহিয়া রাধারাং পৌ ঔহান দিলা। রাধাই হারৌ অয়া সখী হাবিরাং কৃষ্ণর গুণ গান করানি অকরল।

অন্যদিকে কৃষ্ণই রাধাকুণ্ডর ঈশান কোণে 'মদপ-সুখদ' নাঙর কুঞ্জত গিয়া রাধার অপেক্ষায় বাছেয়া জিরেয়া থার। কুঞ্জর মুঙর পথে বৃন্দা দেবীয়ে রাধারে চেয়া বাছেয়া থাইরী পথগো চেয়া।

## মধ্যাহ্ন লীলা রস তত্ত্ব

অভিসার (সংকেত পেয়া পিছে পিছে যানী/পশ্চাৎ গমন)

সময় ঃ দিনর ১০-৪৮ মিনিটেত্ব ৩-৩৬ মিনিট পেয়া।

রস ঃ কৃষ্ণ সঙ্গ পানার ইচ্ছায় বাছেয়া আছে (উৎকণ্ঠিতা) শ্রীমতি রাধিকারাং তুলসী দেবী ধনিষ্ঠা মঞ্জরী দ্বিয়গিয়ে আহিয়া রাধার লগে ঔনা অয়া রাধা কুণ্ড পারে (বার ভেদে কুঞ্জ মিলন তত্ব হার পেয়া/অবলম্বন করিয়া) কৃষ্ণর লগে তিলনির পৌ (সংবাদ) দিতারা। রাধাই খবরহান পেয়া হারৌ অয়া আর সময় ডিল নাকরিয়া জটিলা, কুটিলা বারো আয়নর য়্যাথাং লয়া সূর্য্য পূজার উপচার ধরিয়া সখী হাবিরে লগে করিয়া জয় মাধব বুলি সূর্য্য কুণ্ড তালকরিয়া দীঘল দীঘল কাকেই দিয়া সালইলি। রাধার ও কৃষ্ণ প্রেমের উৎকণ্ঠিত দৃশ্য দেহিয়া সখী হাবিয়ে তেইরে বুঝানি অকরলা।

অবশেষে অনঙ্গ রণবাটীকা নাঙর মন্দিরে সূর্য্যদেবর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হমা কাতকরিয়া বর লয়া কৃষ্ণ দরশনে সালইলি।

অর্ন্তযামী শ্রীকৃষ্ণই রাধা আহিরি ঔহান হারপেয়া রাধারে ঙক্‌করিয়া আনানিরকা বৃন্দা দেবীরে দিয়া পেঠা দিল। যদিও বাছেয়া থা নুয়ারিয়া চালাক করে আনানিরকা (নিমিত্তে) নিজে পথগ ইলয়া সালইল। খানি গিয়া দূরেইত্ব প্রাণ সখী রাধাই গোপী লগে করিয়া আহিরি ঔহান দেখল। দ্বিয়গিয়ে একে অন্যই (পরস্পর) দেহা দেহি অইলা। নানা কেথক অঙ্গী ভঙ্গীরে সংকেত দেনা অকরলা। রাধাই ফুল ছিরিয়া থানার নমুনা করলে কৃষ্ণই আঁচল ধরিয়া যানা নাদের -

মতান্তরে — সূর্য্য পূজার সময়ত সূর্য্য মন্দিরে জটিলা আহিয়া য়ৌঅরি। পূজার বামুন বিছারানিরকা বুলিয়া ললিতারে দিয়া পেঠাদিরি। উবাকা ললিতাই কৃষ্ণরে বামুন বেশে সাজেয়া রাধার সূর্য্য পূজা কাতকরোয়েইরি।

## পথ রোধ

রাধা কৃষ্ণ দ্বিয়গিয়ে নানা প্রকার ছলনারে আগরে আগই বেজা বেজিরে প্রেম নিবেদন করতারা। ঔ সময় সখী হাবিয়ে শ্রীকৃষ্ণর বংশী হরণ (লুকা দিলা) করলা। বংশী বিছারানির ছলে সখী হাবিরে আলিঙ্গন করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জ মন্দিরে গিয়া রাধার লগে তিলয়া একে অন্যই প্রেম বিতরণে বিভোর অইলা। খানি পিছেদে নিকুলিয়া আহিয়া অলংকার যুক্ত প্রেম বাক্যল গোপীর হারৌয়ে নাচে নাচে এলা দিয়া নানা খেলা করের। পিছে সখী হাবিয়ে

দোলাত বহুয়েয়া (একাসনে) রাধা কৃষ্ণর যুগল রূপ দর্শনে দেহ মন কাতকরিয়া ফল ফুল মাল্য ধূপদীপ তামুল আদিল যুগল চরণ সেবা করতারা। এসাদে নানা খেলা সমাপ্ত করিয়া রাধার লগে বিশ্রাম করের। বিশ্রামান্তে পুনরায় জলকেলি স্নান আদি করিয়া বেশ ভূষা অলংকার পিদিয়া সখী হাবিরে বিদায় দিয়া মধু মঙ্গল বারো সুবলর লগে আহিয়া রাখাল সখার লগে তিলইল।

## অপরাহ্ন লীলা তত্ত্ব

সময় ঃ ৩-৩৬ মিনিটেত্ব ৬ টা পেয়া)

সুবল মধুমঙ্গলর লগে কৃষ্ণ আহের ঔহান দেহিয়া জেঠা বেয়ক বলরাম বারো বাকী সখা হাবিয়ে হারৌ অয়া নাচানি অকরলা। বলরাম বারো সখা হাবিয়ে রাধাই দেছিলি সূর্য্য পূজার নৈবেদ্যর বকচা ঔহান কারিয়া খানা অকরলা। বারো রাখাল হাবির লগে নানা খেলা, নাচা, এলা আদি করিয়া আনন্দ করের। হাবির লগে খেলা নাচা করতে করতে বেলীহান হমানিরকা পশ্চিম দিকে রাঙা অনা অকরল। ঔহান দেহিয়া বলরামর য়্যাথাঙে খেলা ভঙ্গ করিয়া ঘরে ফিরানির আয়োজন করলা। কৃষ্ণই বংশী ধ্বনি করিয়া গোধেনুর নাঙ ধরিয়া ডাহিয়া পুলকরের। গোধেনু মুঙে দিয়া হৈ হৈ বুলিয়া নানা কেথক করিয়া নাচিয়া নাচিয়া যাবট অয়া ঘরেদে সালইলা। ঘরে ফিরানির সময়ত পথে রাধারে আঙর থংচিলে উবা অয়া আছে ঔহান দেহিয়া আগয় আগরে দূরেইত্ব চেয়া প্রেমর আদান প্রদান করতারা। এসাদে নন্দগ্রামে আহিয়া য়ৌঅয়া রাখাল হাবি নিজর নিজর ঘরে গেলাগা। কৃষ্ণ বলরাম গো-ধেনুর লগে ঘরে য়ৌঅইলে নন্দরাণী বারো রোহিনী দ্বিয়গিয়ে বানা পেয়া মেইথং পুছে দিয়া চুমা দিয়া আদর করিয়া ফলমুল খউয়েইতারা। বারো গোধেনু সাঙে গিয়া সেলকম চিপিয়া আনিয়া বাপক নন্দরাজারাং দিতারা। পিছেদে স্নান মন্দিরে গিয়া হিনেয়া আহিয়া নিজর নিজর শয়ন মন্দিরে শয়ন করতারা।

(আরাকৌ তত্ত্ব আছে সুধী মণ্ডলীয়ে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণলীলা সমগ্র তথা শ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণি পাকরলে হার পেইতাঙাই)
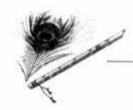
## রাধাকৃষ্ণ রাত্রিলীলা তত্ত্ব

সায়াহ্ন লীলা তত্ত্ব (সন্ধ্যাকালী রাধাধৃষ্ণ লীলা)

সময় ঃ সেন্ধ্যা ৬টাত্ব - ৮-২৪ মিনিট পেয়া

বনেত্ব গোধেনু রাহিয়া বলরাম কৃষ্ণই ঘরে আইয়া গো দোহন করিয়া থইলে যশোদা রোহিনীর য়্যাথাঙে দাসী হাবিয়ে থৌ গছে দিয়া হিনা দিয়া ফুতি পিদা দিয়া চুল আছুরেয়া নানা অলংকার পিদা দিয়া খানার বস্তু লাড্ডু ক্ষীর সেলকম ফলমূল দিয়া ভোজন করুয়েইলা। ভোজন লেইকরিয়া নিজর নিজর অট্টালিকাত গিয়া বিশ্রাম করলা। কৃষ্ণর শয়ন মন্দির (কোঠা) ঔগর জানালা বন্ধ করিয়া যাবটর ঔগদে আছে খিরকি ঔহান খুলিয়া রাধারে চেয়া থার। শ্রীমতি রাধিকা ও কৃষ্ণ দর্শন দূরেইত্ব করিরি।

শ্রীমতি রাধিকাই ধনিষ্ঠা মঞ্জরীরে দিয়াপেঠেয়া কৃষ্ণ সখা সুবলরাং নৈশ লীলা (বার ভেদে কুঞ্জ তত্ত্ব অবলম্বনে) কৃষ্ণ মিলনর পৌহান দিয়া পেঠা দিল।

*হাবি গ্রন্থাকার, লেখকর মত এক নাগই। কোন কোনগই বাহ্যিক, দৈহিক পরকিয়া প্রেম প্রকাশ করেছি কোন কোনগই ত্যাগ সমর্পণ নির্মল প্রেম প্রকাশ করেছি। তবে উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সেবা বারো মুক্তির অভিলাষে আত্মসমর্পন।*

## রাত্রিকালীন প্রদোষ লীলা তত্ত্ব

প্রদোষ ঃ (রাতিকার প্রথম চারি দণ্ডকাল)

সময় ঃ রাতি ৮-২৪ মিনিটেত্ব - ১০-৪৮ মিনিট পেয়া

শ্রীকৃষ্ণই নিজর শয়ন মন্দিরে (কোঠাত) বিশ্রাম করে করে প্রিয়তমা শ্রীমতি রাধিকার চিন্তা করিয়া আছে। সময় ঔহানাত সখা সুবলে গিয়া রাধার প্রিয় অনুচর ধনিষ্ঠা মঞ্জরীয়ে রাধা মিলনর খবরর মাতুং ইলয়া কৃষ্ণরাং আইয়া দের। খানি পিছেদে নন্দ মহারাজার য়্যাথাঙে রাজসভায় গিয়া কৃষ্ণ বলরাম দ্বিয়গিয়ে বহিয়া নৃত্য সঙ্গীত উপভোগ করতারা। পিছে যশোদা রোহিনীর য়্যাথাঙে রাত্রিকালীন ভোজন করুয়েইতারা। পিছে নিজ নিজ শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করতারা। কৃষ্ণর সেবায় রত দাস-দাসী হাবিরে বিদায় দিয়া মূল

দর্জা হাবি বন্ধ করিয়া বারার দর্জা খুলিয়া নিকুঞ্জ মন্দিরে রাধার লগে মিলনর নিমিত্তে নিকুলের।

এপেইত বহু তত্ত্ব রস আছে যেমন নপুর, বাঁশী, চূড়া, কৃষ্ণ স্তুতি বাক্য বিলাপ ইত্যাদি।

অন্যদিকে শ্রীমতি রাধিকায় জোনাকর পক্ষর রাতিকার উপযুক্ত বেশভূষাই সাজেয়া জয় মাধব বুলিয়া পুংনিং চিলয়া কৃষ্ণ নিংকরিয়া সখী হাবিরে লগে করিয়া যমুনা পারর বংশী বট তালকরিয়া সালইলি দীঘল দীঘল কাকেই দিয়া। পথে কৃষ্ণ প্রেমে বিভুলা অয়া শ্রীমতি রাধিকাই সখী হাবির লগে নানা বিলাপ করে করে ক্ষণে নাছিয়া ক্ষণে এলা দিয়া বনর পথর, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, মৃগ, ময়ূর ময়ূরী আদিরাং কৃষ্ণ কথা আংকরিরি। আইতে আইতে যমুনার পারে য়ৌঅয়া বংশীবটর স্বর্ণ মন্দিরে কৃষ্ণরে বাছেয়া জিরেয়া থাইলি। কৃষ্ণ রাতিকার বনবৃক্ষ ছায়ার তলে তলে আহিয়া উপস্থিত অয়া সখী হাবির লগে তিলর। ঔবাকা রাধা কৃষ্ণই একে অন্যরে দেহিয়া আকার ইঙ্গিতে অঙ্গী ভঙ্গী করিয়া দূরেইত্ব প্রেমর আদান প্রদান করতারা।

## নৈশলীলা রস

### (কুঞ্জ লীলা)

সময় ঃ রাতি ১০-৪৮ মিনিটেত্ব ৩-৩৬ মিনিট পেয়া।

রস ঃ বৃন্দাদেবীয়ে কৃষ্ণ আহের ঔহান দেহিয়া পথেত্ব ঙ্ককরিয়া রাধার কুঞ্জে নিয়া গেলিগা। কুঞ্জত নিয়া পদধৌত (জাং দ দিয়া) সেবা করিয়া বহুয়েয়া নানা রঙর ফুলে গাথেছে মালা পিদা দিয়া দৈ, ক্ষীর, মাখন, ফলমূল, লারৌ আদি ভোজন করুয়েইল। কৃষ্ণই বৃন্দাবনর পশু পক্ষী বৃক্ষলতা গুল্ম তথা রাতি শাতসে নুংশিপা ফুলর গদ মলয়া পবনর বৌয়ে চারিদিকে গঙালেয়া আমোদ করেছে। অন্যদিকে জোনাকর কঙালা মিঙালে কৃষ্ণর মনে গোপীর লগে রাস কেলির ইচ্ছায় বাঁশী রহেয়া নিজর অভিপ্রায় (মনর উদ্দেশ্য) প্রকাশ করল। সখী হাবিয়েও নাচে নাচে এলা দিয়া নিজর ইচ্ছা জানেইলা। ঔবাকা কৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকা ও সখীর লগে এলা দিয়া নাচে নাচে বুলানি অকরল। বুলতে বুলতে বংশীবটর কাদাত আইয়া ফৌঅইলা। মুঙে যমুনাহান দেহিয়া

কৃষ্ণ হারৌ অয়া সখী লগে করিয়া পারে পারে বুলানি অকরল।

মতান্তরে তত্ত্বই মাতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকা সখীর লগে যমুনার হৌপারে কুঞ্জ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে যমুনাই হারৌ অয়া প্রভুর যুগল চরণ সেবা পেইতৌ বুলিয়া জাঙর পাতার পরিমানে ঠায়ইলি। ঔহান হারপেয়া অর্ন্তযামী শ্রীকৃষ্ণ সখীরেল যমুনাহান লালয়া হৌপারে কুঞ্জ খেলা করেছে।

যমুনাপারে সখী হাবির লগে এলা দিয়া নাচতে নাচতে ঠুকরিয়া পরলা ঔহান দেহিয়া বৃন্দাদেবীয়ে হাবিরে নিজর নিজর কুঞ্জত নিয়া বিশ্রামর নিমিত্তে ঘুমজুয়েয়া থইল। কৃষ্ণই ঔ সময়ত সখী হাবির লগে আলাদা আলাদা করে কুঞ্জ মিলন করের। কুঞ্জ মিলনর পরে যমুনায় জলকেলি। জলকেলি সমাপ্ত করিয়া নিজর নিজর বেশভূষা অলংকার আদি ধারণ করিয়া কৃষ্ণরে সেলকম লারৌ ভোজন করুয়েইলা। ভোজনর পরে (বার ভেদে কুঞ্জ দিন তত্ত্ব অবলম্বনে) বৃন্দায় রাধা কৃষ্ণরে শয়ন করুয়েইরি। ললিতা বিশাখা দ্বিয়গিয়ে দ্বিয়গদে আইয়া তাম্বুল সেবা, শ্রীরূপ মঞ্জরী বারো রতি মঞ্জরীয়ে যুগল চরণ - অন্যান্য সখীয়ে চামর সেবা করতারা। রাধা কৃষ্ণর একাসনে যুগল রূপ দর্শন করিয়া স্বর্গর দেবদেবীয়ে শঙ্খ রহেয়া নানা রঙর গন্ধ পুষ্পর বরণ দেনা অকরলা। পিছে কৃষ্ণর য়্যাথাঙে রাতি লেইয়া বিয়ান অনার সালে মুঙেদে সূর্য গিরকর মিঙালে রাঙা অনা অকরলে কুঞ্জ ভঙ্গ করিয়া নিজর নিজর ঘরে যানার প্রস্তুতি করলা।

ভাগবত তত্ত্ব মতে রাধা কৃষ্ণই সখীর লগে খেলা করেছে শ্রীগোবিন্দ স্থল নাঙর মহাযোগ পীঠ সহস্রদল পদ্ম (কমল) সাদানে। কূর্ম্ম (কচ্ছপ)র পিঠিহানর সাদানে উচঁ। বারো চারিদিকে নেম কলা গাছ আছে। অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জ। ঈশান কোণে রাধা কুণ্ড আঙর থংচিলে মহাদেব রাহালিগ অয়া আছে। উত্তরে যমুনার পারে বংশীবট।

# রাধাকৃষ্ণ নিশান্ত লীলাতত্ব

(কুঞ্জ ভঙ্গ)

সময় ঃ রাতি ৩-৩৬ মিনিটেত্ব বিয়ান ৬টা পেয়া।

রস ঃ রাতিকার নানা বিলাসে ঠুকরিয়া ফুল শয্যায় রাধা কৃষ্ণ দ্বিয়গিয়ে পরস্পর (আগরে আগই) আলিঙ্গন করিয়া গভীর নিদ্রায় (ঘুমে) মগ্ন আছি। রাতিহান লেয়নি প্রায় কালা চিংখেই লেয়ইয়া মুঙেদে বেলির পোহরে রাঙা অনা অকরল। ফুলর গাছে আছে মৌ-মাছিয়ে গুণ গুণ করিয়া মধু বিছারানি অকরলা, পাহিয়া পলিয়ে রহানি অকরলা কোকিল কোকিলায় আগরে আগই কুহু কুহু করিয়া হজাগ করানি অকরলা। ঔহান হুনিয়া বৃন্দা দেবীয়ে ডর পেয়া রাধাকৃষ্ণ দ্বিয়গিরে ডাহে ডাহে নিদ্রা (ঘুমেত্ব) উঠানি অকরল। বৃন্দাই ডাহানি সত্ত্বেও ঘুম বাগে নুয়ারিয়া আরাকৌ উৎকণ্ঠিত (ডরপেয়া) কক্‌টি নাঙর বূড়া বানরী গিথানকরে এলা দেনারকা মাতিরি।

বৃন্দার য়্যাথাঙে কক্‌টি বানরীয়ে নানা সুরে আয়ন, জটিলা, কুটিলার নাঙ ধরিয়া এলা দেনা অকরল। কৃষ্ণই কক্‌টি বানরীর এলা হুনিয়া ঘুমেত্ব হজাগ অয়া ডর পেয়া রাধার গারিগত ধরিয়া ঠেলা ঠেলা হজাগ করের। রাধাই ঘুমেত্ব হজাগ অয়া কক্‌টি বানরীর এলা হুনিয়া ডর পেয়া কৃষ্ণর নীল শারী পিদিরি। কৃষ্ণই রাধার পীত (রাঙা) শারী পিদিয়া আগরে আগই আলিঙ্গন করিয়া মেইথং পুছা পুছি দিতারা। পিছে কুঞ্জত্ত নিকুলিয়া বংশী ধ্বনি করিয়া সখী হাবিরে ঘুমেত্ব উঠেয়া বংশী ধ্বনি করিয়া কুঞ্জ ভঙ্গর সংকেত করের। কৃষ্ণর কুঞ্জ ভঙ্গর বংশী ধ্বনি হুনিয়া ডিল না করিয়া নিজর নিজর আঁচলে মেইথং পুছিয়া ধীরে ধীরে কুঞ্জ লীলা সমাপ্ত করিয়া নিজর নিজর ঘরেদে এলা দিয়া নাচে নাচে সালইলা। বৃন্দা (পৌর্ণ মাসী) (বড়াই) গিথানকে রাধা কৃষ্ণর যুগল দর্শন ও সেবা পেয়া মহানন্দে জয় রাধে, জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ বুলিয়া আত দ্বিয়হানি তুলিয়া জয়ধ্বনি করিরি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার নির্মল শুদ্ধ প্রেম লীলার অন্ত নেয়। স্বয়ং ব্রহ্মা-শিবই ধ্যানে নাপাছি। ঔ জগৎ ঈশ্বরর লীলা আমি সাধারণ মানুয়ে কিতা ইকরতাঙাইতা । ইকরিয়া লেইনার ।

(রাধাকৃষ্ণ নিত্য-লীলার নিগুঢ় তত্ব গুরু আশ্রয় ও সাধু সঙ্গ করলে

পেইতাঙাই। তথা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি বিরচিত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণির ১৩৮ পৃষ্ঠাত্ব ১৫৫ পৃষ্ঠাত রাধাকৃষ্ণ অষ্টকালীন নিত্য-লীলা রস তত্ত্ব বিশেষ ভাবে লেঙকরেদেছে। পাঠক মণ্ডলীয়ে সাধু বাবার লেঙকরা লেরিক ঔহান পাকরলে হারপেইতাঙাই )।

## রাধাকৃষ্ণ অষ্টকালিন নিত্যলীলা

### তত্ত্ব (অধিবাস হরি সংকীর্তন)

শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহৎ সারাবলী, কৃষ্ণলীলা সমগ্র, ভক্তমাল গ্রন্থ, গীত গোবিন্দম্, বিষ্ণু পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, নারদ পঞ্চ রাত্র তথা চৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে শ্রীরূপ গোস্বামীয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধা অষ্ট সখী প্রধানত অষ্ট কালীন নিত্যলীলা রস শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থর ৮(আট) নং শ্লোকে প্রকাশ করেছে। ঔ আট নং শ্লোক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি ভূবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে লেংকরা শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণিত পুণঃ প্রতিষ্ঠা করে দিয়া বৈষ্ণব ভক্তরে রাধা কৃষ্ণ অষ্টকালীন শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন নিত্যলীলা রস তত্ত্বজ্ঞান দেছে। যেহান অবলম্বনে ঈশ্বর ও মুক্তি প্রাপ্তি পথ প্রশস্ত।

## স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং (বন্দনা)

### শ্লোক নং -১

শ্রীরাধা প্রাণবন্ধোশ্চরণ কমলয়োঃ কেশ শেষাদ্যগম্যা<br>
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজ চরিতপরৈর্গাঢ়লৈলোকলভ্যা।<br>
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনামানসীমস্য সেবাং<br>
ভাব্যাং রাগধ্বপষ্থের্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি।।

শ্রীরাধাকান্ত ভগবান শ্রীগোবিন্দ শ্রীচরণ সেবা শিব ব্রহ্মা আদি দেবগণে হার নাপাছি। ব্রজলীলা অনুরাগী ভক্তর গোপী ভাবে গোপীর অনুরাগে ভজন সাধনে আত্ম নিবেদন সম্ভব।

ঔ প্রেম সেবা অবলম্বনে পানা সম্ভব ঔ মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দর ব্রজবিহার দৈনন্দিন স্বরূপ চরিত্ররে পুংনিং চিলয়া প্রণাম জানাওরী। এ তত্ত্ব রাগানুগা মার্গর পবিত্র দর্শন মনে করিয়া ভাবক বৈষ্ণব ভক্তই অন্তরে

ভাবানি থক বুলিয়া সাধুঠাকুরে ইঙ্গিত দেছে।

## লীলা সূত্র

শ্লোক নং -২

কুঞ্জাদেগাষ্ঠাং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখীভিঃ সঙ্গরে চারয়ম্ গাঃ।।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে।
গোষ্ঠং যাতি প্রদোশে রময়তি সুহৃদোষঃ স কৃষ্ণোহবতান্ন।।

যেগই নিশান্তে কুঞ্জত্ব নিজর ঘরে গিয়া শয়ন করের, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় গোষ্ঠে (গরুর সাঙে হমেয়া) প্রবেশ করিয়া গোদোহনে (সেলকম চিপিয়া) ঘরে আনিয়া ভোজন করের, পূর্ব্বাহ্ন কালে সখার লগে গোচারণে নানা খেলা করের, মধ্যাহ্ন কালে শ্রীমতি রাধারাণীর লগে রাধাকুণ্ড বারো রাত্রিকালে নিকুঞ্জ মন্দিরে মিলিয়া নৃত্য বিলাস করের, অপরাহ্নে গোষ্টেত্ব ঘরে প্রত্যাগমন, সায়াহ্নে সখার লগে খেলা, প্রদোষে প্রিয় সখার লগে প্রীতি ভোজন করের ঔ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ শ্রীহরি চরণ কমলে প্রণতি জানাওরী। শ্রীগোবিন্দ মঙ্গল ও সহায় থাক।

## চারি প্রহর হরি সংকীর্তন (সন্ধ্যানাম)

**সময় সূচী ঃ সূর্য্য উদয়র** ৬টাত্ব সন্ধ্যা ৬টা পেয়া

## প্রাতঃলীলা

সময় সূচী ঃ সূর্য্য উদয়র ৬টাত্ব ৮-২৪ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

রাধাং স্নাতংবিভুষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রাগে
তদেগহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্ত ধেনু - সদনং নির্ব্ব্যূঢ় - গো দোহনং
সুস্নাতং কৃত-ভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তাঞ্চাশ্রয়ে।।

কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর চঞ্চলা মতি শ্রীমতি রাধিকাই এগদে ঔগদে গিয়া ব্রজর গোপী ডাহিয়া দীঘল দীঘল কাকেই দিয়া মাধবরে স্মরণ করিয়া যমুনাত

স্নানর উদ্দেশ্যত যাত্রা করল। পরিশেষে স্নান লেইকরিয়া গৃহে ফিরিয়া আয়া রন্ধন শালে প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ নিমিত্তে নানা প্রকার উত্তম আহার রন্ধনে ব্যস্ত। অন্যদিকে শ্রীহরি গাভী দুগ্ধ দোহনর নিমিত্তে গোশালায় প্রবিষ্ট অসে। দোহনান্তে কৌতুক স্নান করিয়া রাধিকাই নিজ হস্তে হংকরা নানা আহার ব্রজ রাখাল (সখা) লগে করিয়া ভোজন করেছে। ভোজনান্তে প্রাণনাথে লেমকরা আহার শ্রীমতি রাধিকাই মহানন্দে তৃপ্তি মনে গ্রহণ করেছে।

## পূর্ব্বাহ্ন লীলা (গোষ্ঠ)

সময় সূচী ঃ বিয়ান ৮-২৪ মিঃ ১০-৪৮ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

পূর্ব্বাহ্নে ধেনু-মিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতি কৃতেপ্রাপ্ত তৎকুণ্ড তীরং।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃত গৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃর্ত্ত্যৈ প্রহিত নিজ সখীবর্ত্ম নেত্রাং স্মরামি।।

পূর্ব্বাহ্ন লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোচারণর নিমিত্তে গোধেনু রাখাল সমন্বিতে অরণ্য উদ্দেশ্যে গমন করেছি। অন্যদিকে শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণ গোবিন্দ সান্নিধ্য (সঙ্গ) প্রাপ্তির মানসে অতি চঞ্চল মনে সখি লগে অরণ্য পথে সালসে। যিতেগা যিতেগা বনমধ্যে সরোবর (সূর্যকুণ্ড) পারে গিয়া ফৌঅইলিগা। বৈদিক শাস্ত্র রীতি অনুসারে পূজা করানি অকরল। হেনকালে প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ গৃহাভিমুখে যাত্রা করের। অন্তর্যামী ভগবান ভক্ত বাঞ্ছা পূরণকারী রাধার লগে দেহা দেহি অর। শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথরে দেহিয়া লগর সখী এরা দিয়া অতি চালাক করে দীঘল দীঘল কাকেই দিয়া কৃষ্ণর লগে তিলইয়া দোঁহে দোঁহাই নির্মল প্রেম আদান প্রদান করেছি।

## মধ্যাহ্ন লীলা

সময় সূচী ঃ দিনর ১০-৪৮ মিঃ মাদান ৩-৩৬ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

মধ্যাহ্নেহনোন্য সঙ্গোদিত বিবিধ বিকারাদি ভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতি লোলৌ স্মরমখ ললিতাদ্যালি নর্ম্মাপ্তশাতৌ।

দোলান্যাম্বু ব শীহ্মতিরতি মধু পানার্কপূজাদি লিলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি।।

মধ্যাহ্ন লীলায় রাধাকৃষ্ণ পরস্পর সঙ্গ লাভে উদ্ভব (ফুটিয়া) উঠেছে নানা প্রকার রস, রূপ উদ্দীপনা বেশভূষা অলংকার প্রমুখ সুন্দতী (নির্মল) চঞ্চল সকামী রাধাকৃষ্ণর মধুর আনন্দ বিভোরে উৎভাবিত (ফুটিয়া উঠেছে) লহর (ঢেউ) বিশিষ্ট হৃদয় পরস্পর মিলন মাধুর্য্য উপভোক্তা দিনর অধিকারী সূর্য্য সদৃশ লীলাময় গৃহপরিজন পরিবৃত্ত হে সেব্যমান রাধাকৃষ্ণ দোহাকারে পাদপদ্ম পুংনিং চিলয়া স্মরণ করৌরি।

## অপরাহ্ন লীলা

সময় সূচী ঃ মাদান ৩.৩৬ মিঃ সন্ধ্যা ৬ বাজি পেয়া।

শ্লোক

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজ-রমণ-কৃতে ক্লৃপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়-মুখ-কমলালোক-পূর্ণ-প্রমোদাং।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখ-মিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি।।

শ্রীমতি রাধিকারে পেয়া নিজ রমণ (আনন্দ) উপভোগর কারণে দিয়া পেঠাছে নানা উপহার (সামগ্রী) ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বীকার করিয়া সু স্নানন্তে দর্শনীয় পরিচ্ছদ আদি ধারণ করিয়া প্রিয়জনর মুখপাদ্মর প্রভা (উজ্জ্বল জ্যোতি) পরিপূর্ণ আনন্দ দায়িনী শ্রীরাধা ও অপরাহ্নত গো-ধেনু সমন্বিত বন্ধুবর্গ লগে করিয়া ব্রজধামে প্রত্যাহ্বান (ফিরিয়া) করা রাধাকৃষ্ণর অলৌকিক পরিতৃপ্ত পিতৃ মুখান্বিত মাতৃমুখ মণ্ডল (জগত পিতা জগত মাতা রাধাকৃষ্ণ যুগল মুখমণ্ডল) স্মরণ করৌরী।

## অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন (অধিবাস কীর্তন তত্ত্ব)

সময় সূচী ঃ ২৪ ঘন্টা ব্যাপী দিনে রাতি।

সায়াহ্ন লীলা

সময় সূচী ঃ সন্ধ্যা ৬ টাত্ব রাতি ৮-২৪ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

সায়াং রাধাং স্ব-সংখ্যা নিজ-রমণ-কৃতে প্রেষিতানেক ভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ শেষাশনমুদিতহৃদাং তাঞ্চ-তঞ্চ ব্রজেন্দুং।
সুস্নাতং রম্য-বেশংগৃহমনু জননী লালিতং প্রাপ্ত গোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োহস্রালি দোহং স্বগৃহমনু পুনর্তক্তন্তং স্মরামি।।

সায়াহ্ন (সন্ধ্যা) কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধবে নিজর আনন্দ লাভর উদ্দেশ্যত প্রেরণ করা অনেক ভোগ্য সামগ্রী সৌহার্দ নীতিত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রকারী প্রাণনাথর ভোজনকৃত দ্রব্যর অবশিষ্ট অতি আনন্দে গ্রহণকারীনি শ্রীমতি রাধা ও ব্রজর চন্দ্র সদৃশ সুন্দরভাবে স্নান করা রম্য বেশ ভূষা ধারণকারী গৃহাভিমুখী মাতৃ দ্বারা লালিত পালিত ভগবন শ্রীকৃষ্ণ গোশালর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গো ধেনুর শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত দুগ্ধ দোহনে নিজ গৃহে প্রত্যার্পন করা প্রজা বৎসল্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমল স্মরণ করৌরী।

## প্রদোষ লীলা

সময় সূচী ঃ রাতি ৮-২৪ মিঃ ১০-৮ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

রাধাং সালীগণাং তামাসিত সিত নিশা যোগ্য বেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত যমুনা তীর কল্পাগ কুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গৌপৈঃ সভায়াং বিহিত গুণি কলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্ত কুঞ্জং স্মরামি।।

শ্রীমতি রাধিকাই প্রিয় সখীবৃন্দা দেবীরাং উন্মনা (চঞ্চল) নির্মল প্রেম আলাপ রত বারো রাধাকৃষ্ণ দ্বিয়গিরে নানা সেবা শুশ্রূষাই বৃন্দার পুংনিং য়ৌপা ভক্তি আরাধ্য সুললিত হবা হবা মনোরঞ্জন গীত পরিবেশন নৃত্য অভিনয় প্রদর্শনে সানন্দিত ভ্রমর সদৃশ প্রিয়জনর সুশোভিত রতি সুখ ভোগ মানসে পরিশুদ্ধ মধুপানকারী ক্রীড়া নিপুন রাধাকৃষ্ণ গহন কাননে সুশৃঙ্খলা বাবে নানা রাতি ক্রীড়া বিস্তরকারী আদান প্রদানকারী রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করৌরী।

## নিশা লীলা

সময় সূচী ঃ রাতি ১০-৮ মিঃ রাতি ৩-৩৬ মিঃ পেয়া।

শ্লোক

তাবুৎকৌ লব্ধ সংগৌ বহুপরিচরনৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্ম প্রহেলী সুলপন নটনৈঃ রাস লাস্যাদি রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতি গত মনসৌ মৃষ্ট মাধ্বীক পানৌ
ক্রীড়াচার্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ রতিবনৌদ্ধত্য বিস্তারিতান্তৌ।।
তাম্বুলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজন হিমপয়ঃ পাদ সম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরী সঞ্চয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচাকান্তৈরনাভির্নিভৃত রতিরসৈঃ কুঞ্জ সুপ্তালি সঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌনিশায়াং সুকুসুম শয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মবামি।।

মনোহর গন্ধ পুষ্প মাল্য তামুল বেছুনির সুশীতল বায়ু সেবনে রাধাকৃষ্ণ দোঁহে দোহাই প্রেম বিতরণকারী প্রেমিক প্রেমিকার সহচরী সদৃশ মধুর বচনে সংগোপনে রতি রসে গহণ কাননে বৃন্দাবনে গভীর নিদ্রায় মত্ত ভ্রমর সদৃশ রজনীর মনোরম কুসুম রাজির হম্বুকে রাধাকৃষ্ণ শয়নরত ঔ শোভ রজনী স্মরণ করৌরী।

## নিশান্ত লীলা তত্ত্ব

সময় সূচী ঃ রাত্রি ৩-৩৬ মিঃ প্রাত ৬ টা পেয়া।

শ্লোক

রাত্র্যন্তে ত্রস্ত বৃন্দেরিত বহু বিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈহৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌসখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত রতিললিতৌ কক্খটী গী সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্ন্যাপ্ত তলপৌ স্মরামি।।

বৃন্দাবনর অরণ্যত বিরাজিত নানা বৃক্ষ অবলম্বনে আশ্রয় রত (ত্রস্ত) ভয়ে ভীত বিহঙ্গ শুক শারী রাত্রি অবসানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আকাশ মার্গে সুললিত মধুর স্বরে কুজনে (রহিয়া) পাখা মেলিয়া বিচরণ করানি অকরলা। বিহংগ বিচরণে পাখার মৃদু পবণে বারো কোলাহলে নানা পুষ্প অবলম্বনে নিদ্রামগ্ন মৌমাছি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গুণ গুণ কলেরবে (শব্দত) ফুলে ফুলে বিচরণ করানি অকরলা। অন্যদিকে গোকুলর কোমল অরণ্যর তৃণরাজিত মহানন্দে রতি ও রমনান্তে অতি সুখে শয়ন রত রাধাকৃষ্ণ সখীর
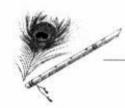
নিদ্রা বিহঙ্গ ও মৌমাছির কর্কশ কলেরবে ভঙ্গ অর। ঐ শ্রীহরি রাধা গোপীর পদকমল স্মরণ (ভক্তি) করৌরী।

রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা বারো রাসলীলা রস তত্ত্ব তঙাল।

শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধুঠাকুরে শ্রীমদ্ভাগবত তথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত রাধাকৃষ্ণ অষ্টকালীন নিত্যলীলা সময় ও রস অবলম্বনে শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণিত লিপিবদ্ধ করে দেছে , ৮ (আট) শ্লোকে রাধাকৃষ্ণর নিত্যলীলার সংক্ষিপ্ত মিঙাল আকচুটি বর্ণনা করে দেছে পারাবার। সুধীজনর জ্ঞাতার্থে। কৃষ্ণলীলা পার (দূরগম্য)। স্বয়ং ব্রহ্মা শিবই ধ্যানে শুক, নারদ তথা ব্যাস দেবে তত্ত্বত বিছারেয়া নাপাছি। ঐ ভগবানে শ্রীহরির মহিমা গুণ গান। তবে আমার সমাজর পূর্ব্ব পুরুষে হরি সংকীর্তনর ধারাবাহিক শৃঙ্খলা লেইতেরেং থ দিয়া গেছিগা। ঔতা বিশেষ ভাবে ভাগবত তথা শ্রীরূপ গোস্বামীরে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, উদ্ধবদাস, মনোহর দাস, কৃষ্ণদাস, জয়দেব গোস্বামী তথা অন্যান্য লেখকর অবলম্বনেও অনুস্মরণে ওঝা গুরু ইশালপা আদিয়ে প্রচার ও পরিবেশন করেছি। হেইচা থাইল সুধীমণ্ডলীরাং শ্রীশ্রীসাধুঠাকুরর নির্দেশনা অবলম্বনে হরি সংকীর্তন সময়সূচী মানিয়া উৎযাপনের বাঞ্ছায়। তবে এহান হায়হান যে প্রত্যেক লেখকর মত এক নাগই। খানি না খানি তঙাল। যদি কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সমর্পন রস এক। মূখ্য উদ্দেশ্য হরি ভজন কৃষ্ণ প্রাপ্তি। কোনগই হাস্যরস, কোনগই ভক্তি রস কোনগই দাস্য রস কোনগই বাৎসল্য রসে প্রাধান্য দেছি। তবে সর্ব রসর উর্দ্ধে প্রেম রস। প্রেম রসে কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভব। চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে শ্রীমতি রাধিকারে আশ্রয় করিয়া প্রেম রসে কৃষ্ণ ভজন করেছে। তত্ত্ব বিবেচনা করিয়া হারপেয়ার যে চৈতন্য মহাপ্রভুর লগে আকসাদে ন্যাম কীর্ত্তন করেছি পঞ্চ তত্ত্ব ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত আদির হরি সংকীর্তন পরিবেশন ও পরিচালনা বিধি ভাব, রস ভক্তি খানি খানি তঙাল। স্বরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত অর। সমালোচনা থক নেই। মহাজন গত স যেন পন্থাঃ। তানুর পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধুঠাকুরে লেংকরা "শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণি" গ্রন্থত অষ্টকালিন রাধাকৃষ্ণ লীলা তত্ত্ব প্রকাশ করে দেছে সময়সূচী সহ। সমাজর

সুধী মণ্ডলীরাং হেইচা থাইল সাধুবাবার অনুসরণে তত্ত্ব অবলম্বনে হরি সংকীর্তন উৎযাপন করানির মানসে।

## চারি প্রহর হরি সংকীর্তন (সন্ধ্যানাম)

**প্রাতঃ, পুর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন।**

**প্রাতঃ - সূর্য্যোদয়র** ৬ টাত্ব ৮-২৪ মিনিট পেয়া
পুর্বাহ্নঃ - বিয়ান ৮-২৪ মিনিটেত্ব দিনর ১০-৪৮ মিনিট পেয়া
মধ্যাহ্ন - দিনর ১০-৪৮ মিনিটেত্ব মাদান ৩-৩৬ মিনিট পেয়া
অপরাহ্ন - মাদান ৩-৩৬ মিনিটেত্ব গধুলি ৬ পেয়া

চারিপ্রহর হরি সংকীর্তন অদ্বৈত প্রভুর ঘরে কলিজীব পরিত্রান ও উদ্ধারর নিমিত্বে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত সহ উৎযাপন করেছে।

## তিন প্রহর হরি সংকীর্তন

পুর্বাহ্ন - বিয়ান ৮-২৪ মিনিটেত্ব ১০-৪৮ মিনিট পেয়া
মধ্যাহ্ন - দিনর ১০-৪৮ মিনিটেত্ব ৩-৩৬ মিনিট পেয়া
অপরাহ্ন - মাদান ৩-৩৬ মিনিটেত্ব গধুলি ৬ টা পেয়া

তিনপ্রহর হরি সংকীর্তন শ্রীরাঘব পণ্ডিতর ঘরে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্বে পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্তই উৎযাপন করেছি। বর্তমান আমার সমাজে তিনপ্রহর হরি সংকীর্তন এহান নিয়াম চলেছে। কারণ অষ্টপ্রহর, চারিপ্রহর হরি সংকীর্তনে অর্থ (ধন / পয়সা) নিয়াম খরচ অর বুলিয়া।

(শ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণি)

## হরি সংকীর্তনর কলেবর

শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তমাল গ্রন্থ, বৃহৎ সারাবলী, শ্রীকৃষ্ণলীলা সমগ্র, প্রভাস খণ্ড, চৈতন্যচরিতামৃত আদিত ইকরা আসে -- যে দ্বাপর যুগর বৃন্দাবন লীলার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্য সখা অন্যান্য ভক্ত তথা শ্রীমতি রাধিকার বাল্য সখি,

মঞ্জরী সমন্বিতে (হাবি) কলিযুগে নানা স্থানে নানা রূপে অবতার অয়া কলিজীবরে ভব বন্ধনেত্ব উদ্ধারর নিমিত্তে চৈতন্যমহাপ্রভুর উদয়ে হাবি আইয়া নবদ্বীপে তিলয়া দ্বাপর যুগর ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার নির্মল কৃষ্ণপ্রেম তিনবাঞ্ছা--ভাব, কান্তি, বিলাস, শ্রীশ্রীহরিসংকীর্তন পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, সাঙ্গ-পাঙ্গ লগে করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে অষ্টকাল ব্যাপী শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে প্রকাশ করেছি।

পঞ্চ তত্ত্বই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর মূল কলেবর (সদস্য) পঞ্চ তত্ত্বই হরি সংকীর্তনর কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। চৈতন্য মহাপ্রভু হরি নাম কল্পবৃক্ষর মূল। নিত্যানন্দ প্রভু কাণ্ড স্বরূপ। অদ্বৈত প্রভু শাখা। শ্রীবাস প্রশাখা। গদাধর পত্র ও ফুল স্বরূপ। ভাবক বৈষ্ণব হাবিয়ে পঞ্চতত্ত্বরে আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীহরিসংকীর্তনর রসামৃত পান করেছি (কল্প বৃক্ষ মানে অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ বুলিয়া তত্ত্বই প্রকাশ)।

চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরি সংকীর্তনর নিগুঢ় তত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্বর যে কোন তত্ত্ব (সদস্য) আগ কম অইলে হরি সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ নার, মূর্ত্তি পাল নার। ঔ সংকীর্তনরে কাণ্ডহীন বা মেরুদণ্ডহীন সংকীর্তন বুলিয়া মাতেছি।

**শ্লোক**

মালাকার স্বভাবেন বসন্তি ভাবকাজনা।
রসজ্ঞং বৈষ্ণবং পৃথক নাম গুর্য্যাৎ ক্রমাগতম্।।
সুমেরু সাক্ষী গ্রন্থিস্যাদ্ভাবকানাং ত্রিধামতাঃ।
সুতাস্তিঃ নামঃ শ্রদ্ধাঞ্চ জ্ঞেয়ং প্রকার পঞ্চকম্।।

ফুলর মালাকারে ভাবক রসজ্ঞ বৈষ্ণব হাবি আলাদা আলাদা নাঙে ক্রমাগত সুমেরু গ্রন্থির ন্যায় অবস্থান করিয়া — **হরিনাম** — অতি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করতারা। সত্য যুগেত্ব দ্বাপর যুগ পেয়া যত ভক্ত, সখা, ঋষি, মুনি, হাবিরেল ভগবান শ্রীহরি কলি যুগে ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত রূপে অবতার অইলে হাবিরে লগে করিয়া কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরিনাম সংকীর্তন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়া বিতরণ করেছে।

# ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা

## দ্বাদশ গোপাল

| দ্বাপর | | কলি |
|---|---|---|
| বলরাম | - | নিত্যানন্দ। |
| শ্রীদাম | - | অভিরাম গোস্বামী। |
| সুদাম | - | সুন্দারাম ঠাকুর। |
| বসুদাম | - | ধনঞ্জয় ঠাকুর। |
| সুবল | - | গৌরীদাস ঠাকুর। |
| মহাবলী | - | কমলাক্ষ ঠাকুর। |
| সুবাহু | - | উদ্ধারণ দত্ত। |
| মহারণ | - | মহেশ পণ্ডিত। |
| স্তোক কৃষ্ণ | - | পুরুষোত্তম ঠাকুর। |
| মধু মঙ্গল | - | শ্রীধর পণ্ডিত। |
| মুকুন্দ | - | বাসুদেব। |
| সত্যভামা | - | জগদানন্দ পণ্ডিত। |

## ভক্তবৃন্দ

| | | |
|---|---|---|
| নারদ | - | শ্রীবাস। |
| হনুমান | - | মুরারী। |
| ব্রহ্মা | - | হরিদাস। |
| পর্বতমুনি | - | শ্রীরাম পণ্ডিত। |

## অষ্ট সখী কলিযুগে অবির্ভাব তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| পৌর্ণমাসী (বড়াই) | - | মাধবেন্দ্র পুরী। |
| শ্রীমতি রাধিকা | - | গদাধর। |
| বৃন্দা বাসুদেব | - | মুকুন্দ। |
| ললিতা | - | স্বরূপ দামোদর। |
| বিশাখা | - | রায় রামানন্দ। |
| তুঙ্গবিদ্যা | - | মাধব ঘোষ। |
| চিত্রা | - | শিবানন্দ সেন। |

চম্পকলতা - বসু রামানন্দ।
রঙ্গ দেবী - গোবিন্দ ঘোষ।
সুদেবী - বাসু পণ্ডিত।
ইন্দুরেখা - মধুমঙ্গল ঠাকুর।

## মঞ্জরী কলিযুগে ভক্তরূপে আবির্ভাব তত্ত্ব

শ্রীরূপ মঞ্জরী - শ্রীরূপ গোস্বামী।
লবঙ্গ মঞ্জরী - সনাতন গোস্বামী।
বীরা মঞ্জরী - শিবানন্দ সেন।
ধনিষ্ঠা মঞ্জরী - রাঘব পণ্ডিত।
অনঙ্গ মঞ্জরী - গোপাল ভট্ট।
রতি মঞ্জরী - রঘুনাথ দাস।
রস মঞ্জরী - রঘুনাথ ভট্ট।
কস্তুরী মঞ্জরী - কৃষ্ণদাস।
বিলাস মঞ্জরী - শ্রীজীব।

## পঞ্চ রসিক

- জয়দেব ঠাকুর।
- বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।
- বিদ্যাপতি ঠাকুর।
- চণ্ডিদাস ঠাকুর।
- রায় রামানন্দ।

## চারি সম্প্রদায়

শ্রী ঃ - রামানুজ জাত।
ব্রহ্মা - মধ্বাচার্য্য।
রুদ্র - বিষ্ণুস্বামী।
সনক - নিম্বাদিত্য।

## পঞ্চ তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| চৈতন্য | - | শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। |
| নিত্যান্দ | - | অনন্ত, লক্ষণ, বলরাম। |
| অদ্বৈত | - | মহাবিষ্ণু, সদাশিব। |
| শ্রীবাস | - | নারদ। |
| গদাধর | - | শ্রীমতি রাধিকা স্বরূপ। |

পঞ্চতত্ত্বই হরি সংকীর্তনর মূল। বাকী হাবি সাঙ্গপাঙ্গ।

# হরি সংকীর্তন মণ্ডলী তত্ত্ব

### শ্লোক

শুন হে ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত মহন্ত গোসাই।
হরি সংকীর্তন মণ্ডলী তত্ত্ব কিঞ্চিত বর্ণিব এথায়।
দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড তীরে।
অষ্ট দিকে অষ্ট সখী অষ্ট কুঞ্জ মালাকারে বেষ্টিত
পূর্ণ প্রস্ফুটিত রক্ত কমল সদৃশ মধ্যে নিত্য মন্দির।
বামে রাধা দক্ষিণে কৃষ্ণ একাসনে
উপবিষ্ট দোঁহে দোঁহায় প্রেম বিলায়।
শ্রীরূপ মঞ্জুরী আদি নানা সেবায় ব্রতী
রাধা কৃষ্ণ দোঁহাকারে চামরে ডুলায়।
হেন নিত্য মন্দিরে চারি দিকে
চারিদ্বারে প্রবেশি যত সখী মঞ্জুরী।
অর্ঘপাদ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগল চরণ সেবয়।
হেন কলি কালে -
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী
শোভক্ষণে উদয় হইল গৌর দ্বিজমনি।
কলি জীব উদ্ধারিতে সংসার বন্ধন ছাড়ি
বৈরাগ্য ধর্মে দীক্ষা লইল ভারতী গোঁসাই ঠাই।

ক্রমে ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত যত নানা দেশে স্থিত।
একে একে আসি মিলে গৌর ছত্রছায়ায়।
ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া।
প্রথমে আরম্ভিল বেদ ভাগবত পাঠে শাস্ত্র কীর্তন।
দ্বিতীয়ে করিল নগরকীর্তন।
পরিশেষে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন করিল শ্রীবাস অঙ্গন।
মণ্ডলীর অষ্ট দিকে অষ্ট খাম্বা অষ্টদল সমন্বিত।
পূর্ণ প্রস্ফুটিত রক্ত কমল সদৃশ
মালাকারে বেষ্টনে নিজ নিজ গুরু আশ্রয়ে
বৈছে যত ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত মহন্ত গোসাই।
দক্ষিণে নিত্যানন্দ পশ্চিমে মাধবেন্দ্রপুরী
নৈর্ঋতে চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন কল্পতরু
রাধা কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি করয়ে শোভয়।
তাহা হেরী দিব্যজ্ঞানী মাধবেন্দ্র গুরু
আজ্ঞা করিল নিত্যানন্দপ্রভু।
পালা কীর্তন মণ্ডলী সাজিবারে
গুরুর আজ্ঞা পাইয়া নিত্যানন্দ প্রভু গিয়া
অদ্বৈত, গোবিন্দ, গদাধর শ্রীবাস, মুকুন্দ,
মুরারী তথা পালা পরিষদ আনি।
নৈর্ঋত দিক ছাড়ি সপ্তদিক বেষ্টন করি
মালাকারে পালা কীর্তন মণ্ডলী সাজয়।
পুণঃ নিত্যানন্দ প্রভু নৈর্ঋতে গিয়া
চৈতন্য মহাপ্রভুরে আদরিয়া
আনি বসাইল পালা কীর্তন মণ্ডলীর মাঝ।
ফুল চন্দন ধূপ দীপ দর্পন মাল্য তাম্বুল
দিয়া গৌরহরি প্রথমে সেবয়।
পরিশেষে অদ্বৈত, গোবিন্দ, গদাধর, মুকুন্দ

শ্রীবাস, মুরারী তথা পালা পরিষদে
ফুল চন্দন ধূপ-দীপ দর্পন মাল্য তাম্বুলে
করয়ে সম্ভাষণ।
চৌষট্টি মহন্ত আদি নানা সেবায় ব্রতী
পঞ্চতত্ত্ব ছয় গোসাই আদিরে চামড়ে ডুলাই।
এ মতে মণ্ডলী সাজি নিত্যানন্দ প্রভু আসি
দাড়াইল হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর দ্বারে।
আহা কি অপূর্ব্ব রস মাধুরী দেখিলে নয়ন জুরাই।
চৈতন্য মহাপ্রভু হরি সংকীর্তন কল্পতরু
ভাবে বিভোর হইয়া সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে নিয়া
দাড়াইল হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর মাঝ।
ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত চারি সম্প্রদায় যত
মণ্ডলীর অষ্ট দিকে স্থিত দণ্ডবতে দাড়াইল নিজ নিজ ঠাই।
সময় বুঝিয়া মাধবেন্দ্র গুরু দাড়াইয়া
সঙ্কেত করিল নিত্যানন্দ রায়।
সঙ্কেত পাইয়া বিলম্ব না করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে দুবাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করয়ে নিত্যানন্দ রায়।
নিত্যানন্দ হরিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব প্রধান মাধবেন্দ্রপুরী
প্রেমানন্দে করে জয়ধ্বনী।
ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত যত অষ্ট দিকে স্থিত
মহানন্দে হরি বল হরি বল বলি করয়ে হর্ষধ্বনী।
এ মতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তন আরম্ভিল শ্রীবাস অঙ্গন।
শঙ্খ ঘন্টা খুল করতাল কাংশি আদি পঞ্চধ্বনি বাজয়ে ঘন ঘন।
শ্রীশ্রীহরিসংকীর্তন নিগুঢ় তত্ত্ব সাধু গুরু আশ্রয় ভিন্ন বুঝা বড় ধাই।
এমতে হরি সংকীর্তন মণ্ডলী তত্ত্ব বর্ণি।
কৃষ্ণপ্রেম বৈষ্ণব সঙ্গ পদ ধূলি মাগে কামদেব রায়।

# শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডপ লেইতেরেঙ

## বিধি ব্যবস্থা (প্রকরণ)

হরি সংকীর্তন মণ্ডপ লেইতেরেং বিধি ব্যবস্থা এহান অতি গভীর তত্ত্ব হান। বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণলীলা সমগ্র প্রবাস খণ্ড, চৈতন্যচরিতামৃত, নারদপঞ্চরাত্র, হরিভক্তি বিলাস, ভক্তমাল গ্রন্থ, কীর্ত্তন চিন্তামনি, হরি সংকীর্তন বিচার, শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামনি তথা অন্যান্য কাব্যর তত্ত্ব অবলম্বনে বৈদিক শাস্ত্র বিদি ব্যবস্থা বারো ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার কুঞ্জ সাজন, নবদ্বীপর শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হরি সংকীর্তন মণ্ডপ ব্যবস্থার আশ্রয় ও অবলম্বনে আমার পূর্ব্ব পুরুষে সিজিল করে দিয়া গেছিগা লেইতেরেংহান। আমার মণ্ডলী ব্যবস্থা লেইতেরেং এহান অন্যান্য সমাজর মণ্ডলী ব্যবস্থার লগে না মিলের। এহান মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহই বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা লয়া হরি সংকীর্তন করানির সময়ত মনিপুরর ওঝা, গুরু, বামুন, পণ্ডিত, মন্ত্রী, হাঞ্জাবা, গিরি আদির লগে বিচার করিয়া বৈদিক শাস্ত্র গন্ধর্ব বিধি ব্রজ ভাব বারো নবদ্বীপ ভাব এ চারি তত্ত্ব তিলকরিয়া সিজিল করে দিয়া গেছেগো লেইতেরেংহান। আহান আহান করে বৈদিক শাস্ত্র বিধি ব্যবস্থা, ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার কুঞ্জ সাজন তত্ত্ব বারো নবদ্বীপর চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিসংকীর্তন মণ্ডলী তত্ত্ব সংক্ষেপে ইকরে দেনা অইল পাঠক মণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে।

### বৈদিক শাস্ত্র বিধি

শ্লোক -

(হরিভক্তি বিলাস)
(নারদ পঞ্চরাত্র)

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরেভক্তি রুৎপাতয়ৈব কল্পতে।।

সদাচার বিনা কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত নার। সদাচার অনা থক। স্মৃতি শ্রুতি পুরাণ পঞ্চরাত্র বিধি ছাড়া একনিষ্ঠ হরি ভক্তি হৃদয়ে না জন্মের। বরং অধর্মর

উৎপত্তি অর। বেদ সন্মত যেহান ঔহানেই বিধি ও ধর্ম। বেদর বিরুদ্ধে যেহান ঔহানেই অধর্ম।

কল্প (কদলি/কলা) বারো ইক্ষু (কুঁহিয়ার/মৌ) সর্ব্ব সঙ্কট, বিঘ্নি হারি, সর্ব্ব মঙ্গল, সিদ্ধি প্রদায়ক বৃক্ষ। পঞ্চামৃতর দ্বি বিধ অমৃত কলা বারো মৌর গাছেত্ত নিকুলের। সর্ব্ব দেবদেবীর পূজা, যজ্ঞ, পিতৃকর্ম, দশকর্ম, মাঙ্গলিক কর্মত প্রয়োগ করিয়ার।

প্রলয়কালে জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরিয়ে উদ্ধারর নিমিত্তে যাত্রা করের। ঔ সময়ত জগত মাতা লক্ষী দেবী, বারো দেবদেবী, ঋষি, মুনি আদিয়ে প্রভুর যাত্রা শুভ কামনায় কলা বারো মৌর গাছ কুপিয়া মঙ্গল ঘট বহেয়া বেদমন্ত্র, গায়ত্রী সলকরিয়া প্রভুরে সালকরে দেছি।

ঔ বিধি ব্যবস্থা আশ্রয় ও অবলম্বনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যোগীঋষি, মুনিঋষিয়ে মুক্তির অভিলাষে বেদশাস্ত্র বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ করেছি। ঔবাকা যাহাতে যজ্ঞ করতে কোন বাধা বিঘ্নি না ঘটক বুলিয়া যজ্ঞবেদির (কুণ্ড) চারি কোণে চারি ঘট কলা বারো মৌর গাছ দিয়া চারি দেবতার আসন বহেয়া গজে চান্দুয়া টাঙিয়া মালাকারে যজ্ঞবেদির অষ্টদিকে পরল পরল (স্তরে স্তরে) বহিয়া নানা উপচার যজ্ঞত আহুতি দিয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণুরাং উৎসর্গ করেছি।

| | | |
|---|---|---|
| অগ্নি কোণে | - | মহেশ্বর |
| নৈঋত কোণে | - | যজ্ঞেশ্বর |
| বায়ু কোণে | - | অনন্ত |
| ঈশান কোণে | - | গনেশ |
| উর্ধ্বেঃ | - | চান্দুয়া |

অনেকে শিব, সূর্য, কেশব, গণেশ বুলিয়া মাতেছি। যদি ও নিগুঢ় তত্ত্ব মতে কেশব ভগবান শ্রীহরি বৈকুণ্ঠত থার আহ্বান করলে ভক্তের অধীন ভগবান ভক্ত বাঞ্ছা পূরণর নিমিত্তে বৈকুণ্ঠেত্ব আইয়া উদয় অয়া হাবির ইচ্ছা পুরণ ও মুক্তি দান করেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিজে স্কন্ধপুরাণে নারদ ঋষিরাং মাতেছে।

- শ্লোক -

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগীনাং হৃদয়ে।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

## বৈদিক শাস্ত্র বিধি কর্ণিকা পুরোহিত দর্পন অবলম্বনে
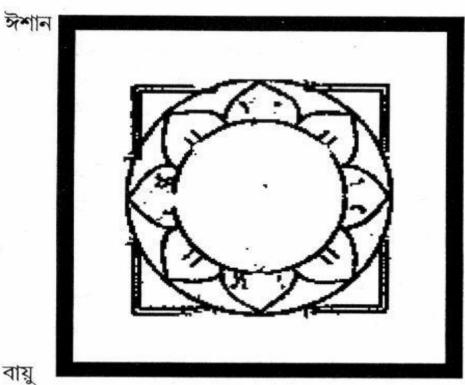
বৈদিক শাস্ত্র বিধি অনুসারে চারিকোণে চারি দেবতা বিঘ্নি নাশর নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা করানি অর।

| | |
|---|---|
| ঈশানে | - গনেশ। |
| বায়ুতে | - অনন্ত। |
| নৈর্ঋতে | - কেশব। |
| অগ্নিতে | - মহেশ্বর মতান্তরে ব্রহ্মা। |

## ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার কুঞ্জ সাজন তত্ত্ব

সৃষ্টির আদি পুষ্প পদ্মর (কমল/থাম্বল) পাপড়িয়ে (বাগুয়াই) কর্ণিকার (হম্বুকর বীজ কোষ/বৃন্ত) চারিদিকে পরল পরল অয়া আহানরে আহানে কোলাকুলি (কলনা কলনি/আলিঙ্গন) করিয়া ধরিয়া থার ঠিক ঔসাদে ব্রজর

শ্রীমতি রাধিকাই রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পারে অষ্টদিকে অষ্ট সখির অষ্টকুঞ্জ মধ্যে নিত্যলীলা কুঞ্জ সাজেয়া প্রাণনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে নির্মল প্রেমে নানা লীলা খেলায় দেহ মন সপিয়া সেবা করেছে বারো নানা সেবা ও অভ্যর্থনার দায়িত্ব নানা সখী মঞ্জরীরাং সপেছে। সময় অনুসারে সখী হাবিয়ে সেবার দায়িত্বর মাতুং ইলয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমণ্ডলীত উপস্থিত অইলে ফুল, চন্দন, সুগন্ধি, ধূপ দীপ দর্পন পদধৌত সেবা তথা রাসকেলিত বিঘ্নি না ঘটানির মানসে রাস মণ্ডলীর

| | | |
|---|---|---|
| উত্তরে | - | ললিতা |
| দক্ষিণে | - | চম্পকলতা |
| পূর্বে | - | চিত্রা |
| পশ্চিমে | - | তুঙ্গবিদ্যা |
| মধ্যে | - | স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ |
| প্রেম সেবাত | - | শ্রীমতি রাধিকা। |
| ঈশান কোণে | - | বিশাখা |
| বায়ু কোণে | - | সুদেবী |
| নৈঋত কোণে | - | রঙ্গদেবী |
| অগ্নি কোণে | - | ইন্দুরেখা। |
| শ্রবণে | - | পৌর্ণমাসী (বড়াই) ব্রহ্মণ্যদেব পত্নী। |
| রাস মণ্ডলী সাজনে | - | বৃন্দা দেবী। |
| পদধৌত সেবায় | - | তুঙ্গবিদ্যা সখী গুণ মঞ্জরী। |
| মতান্তরে | - | স্বয়ং শ্রীমতি রাধিকা। |
| ফুল চন্দন সেবায় | - | চম্পকলতা সখী, আনন্দ মঞ্জরী। |
| সম্ভাষণে | - | সুদেবী সখা, কস্তুরী মঞ্জরী। |
| ভাণ্ডার সেবায় | - | বিশাখা সখী, রস মঞ্জরী। |
| কর্মকর্তা | - | স্বয়ং শ্রীমতি রাধিকা। |
| বার্তন সাজনে | - | শ্রীমতি রাধিকা, শ্রীরূপ মঞ্জরী। |
| বার্তন বাহক | - | বৃন্দাদূতি, তুলসী মঞ্জরী। |
| বার্তন আয়োজিত স্থান | - | যাবট গ্রাম শ্রীমতি রাধার স্বামী আয়ন গৃহ। |

| | | |
|---|---|---|
| বার্তন প্রেরণর স্থান | - | নন্দগ্রাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ গৃহ নন্দালয়। |
| বার্তন প্রেরণর উদ্দেশ্য | - | শ্রীমতি রাধিকাই আয়োজন করা রাস লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহে দেনার নিংশিঙে। প্রেমর আদান প্রদানর সন্দেশ (খবর)। |
| বার্তনর প্রধান উপচার | - | আসুটা কাচা গুয়া, আসুটা পানা, ফুল, চন্দন, প্রদীপ ও মূল্য। |

বার্তন সমর্পণ ও গ্রহণ (দেনা ও লনা) কালে বার্তন বাহক বারো বার্তন গ্রহণ কর্ত্তাই আগই আগরে পরিচয় আংকরা আংকরি করিয়া হারপা-হারপি অয়া বার্তন **সমর্পণ** ও গ্রহণ করেছি।

(এ তত্ব য়্যারী হবা করে পিছেদে দেনা অসে)।

## তদুপরি নানা সেবায় ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) | তাম্বুল সেবায় | - | ললিতা সখী। |
| ২) | কর্পূর সেবায় | - | বিশাখা। |
| ৩) | চামর সেবায় | - | চম্পকলতা, মতান্তরে শ্রীরূপ মঞ্জরী। |
| ৪) | বসনে | - | চিত্রা সখী। |
| ৫) | রঞ্জনে | - | রঙ্গদেবী। |
| ৬) | জল সেবায় | - | সুদেবী। |
| ৭) | বাদ্য সেবায় | - | তুঙ্গবিদ্যা। |
| ৮) | নৃত্যত | - | ইন্দুরেখা। |
| ৯) | দর্পন সেবায় | - | শশি রেখা। |
| ১০) | পদ সেবায় | - | বিমলা |
| ১১) | শয্যা সাজনে | - | পালিকা। |
| ১২) | বেশেতে | - | অনঙ্গ মঞ্জরী। |
| ১৩) | চন্দন সেবায় | - | শ্যামলা। |
| ১৪) | গানে | - | মধুমতি। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫) | মাল্য সেবায় | - | মঙ্গলা। |
| ১৬) | রত্ন ভূষণে | - | ধন্যা মঞ্জরী। |

**শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা কুঞ্জ সাজন তত্ত্ব**
**(যোগ পীঠ কর্ণিকা)**
**শ্রীশ্রী ভূবনেশ্বর সাধুঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত**
**শ্রীশ্রী গোবিন্দার্চ্চন চূড়ামনি অবলম্বনে।**

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধা
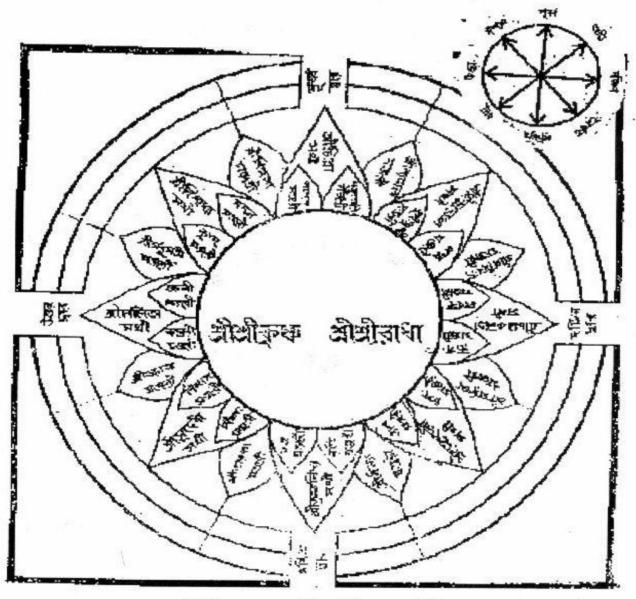
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলার কর্ণিকা

## নবদ্বীপর চৈতন্য মহাপ্রভুর হরি সংকীর্তন মণ্ডপ ব্যবস্থা

বেদশাস্ত্রর বিধি ব্যবস্থা বারো ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার নিত্যলীলায় কুঞ্জ সাজন তত্ত্ব আশ্রয় ও অবলম্বনে কল্পবৃক্ষ (কলাগাছর) বাকলে (বাগুয়াই) যেসাদে পরল পরল অয়া আহানে আহানরে কোলাকুলি (কলনা কলনি/আলিঙ্গন) করিয়া গুড়িগরে আশ্রয় ও অবলম্বনে ধরিয়া আছে ঠিক ঔসাদে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, চৌষট্টি মহন্ত, ছয় গোসাই, পঞ্চতত্ত্ব, চারি সম্প্রদায়, পঞ্চ রসিক, অষ্ট কবিরাজ, সাঙ্গ পাঙ্গই হরি সংকীর্তন কল্পতরু রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় ও অবলম্বনে অষ্ট দিকে স্তরে স্তরে (পরল পরলে) শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডপে বইয়া রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা কীর্তন করিয়া নিজে তথা অন্যরে শ্রবণ করুয়াছি।

বিশেষ তত্ত্ব, চৈতন্যচরিতামৃত, নারদপঞ্চ রাত্র, কীর্তন চিন্তামনি, কীর্তন বিচার, আদি গ্রন্থত পেইতাঙাই।
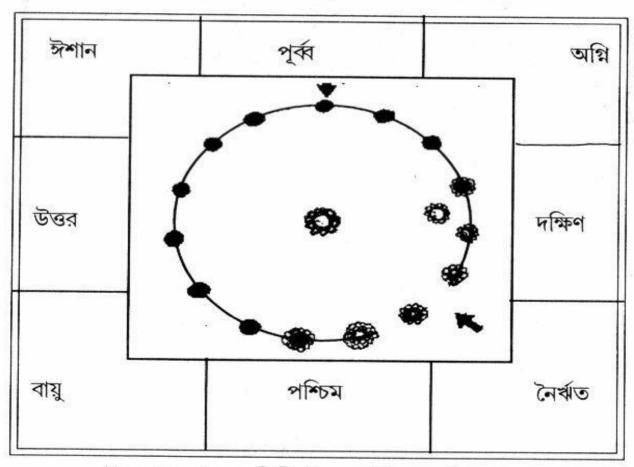
চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডলী ব্যবস্থা

উত্তরে - গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর মতান্তরে ব্রজহরি। তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত সম্ভাষণ ও আরাং সেবামন্দির।

পূর্ব্বে - অদ্বৈত প্রভু, শিবানন্দ রায়, গৌরী দাস, তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত।

দক্ষিণে - নিত্যানন্দ প্রভু, বসুরামানন্দ, তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, পদধৌত মন্দির।

পশ্চিমে - মাধবেন্দ্রপুরী, মাধব ঘোষ, তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত।

ঈশানে - বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (দেব গুরু বৃহস্পতি), রায় রামানন্দ তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত। মতান্তরে মুকুন্দ (ব্রজর বৃন্দাদেবী)।

বায়ুতে - শ্রীবাস (সঙ্কর্ষন), রঘুনাথ দাস, তৎ অনুগত ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত, ভাণ্ডারী, রন্ধন মন্দির।

নৈর্ঋতে - শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গোবিন্দ ঘোষ, তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত।

অগ্নিতে - মুরারী, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত।

খুলবাদক প্রধান - অদ্বৈত প্রভু।

সহকারী খুলবাদক - গোবিন্দ।

গায়ক প্রধান - গৌরীদাস।

সহকারী গায়ক - মুকুন্দ।

উপ সহকারী গায়ক - গোবিন্দানন্দ।

প্রধান নৃত্য ও করতাল বাদক - গদাধর।

পালা পারিষদ করতাল বাদক - স্বরূপ দামোদর।

পালা পারিষদ - ৬৪ (চৌষট্টি) মহন্ত আদি।

বেদশাস্ত্র বিধি অবলম্বনে বিঘ্নি নাশর নিমিত্তে

মধ্যে - পঞ্চ দেবতার ঘটস্থাপনে পূজা ও নারায়ণর পূজা বিধিত।

তদুপরি

ঈশানে - গনেশর ঘটস্থাপনে পূজা ও প্রতিষ্ঠা।
বায়ুতে - অনন্ত দেবর পূজা ও ঘট।
নৈর্ঋতে - কেশবর পূজা ও ঘট।
অগ্নিতে - ব্রহ্মা মতান্তরে শিব পূজা ও ঘট স্থাপন।

## - নানা সেবায় -

| | | |
|---|---|---|
| ১) | পদ ধৌত সেবায়- | কালিদাস (গোপেশ্বর)। |
| ২) | ভাণ্ডারী - | রাঘব পণ্ডিত। |
| ৩) | তাম্বুল সেবায় - | স্বরূপ দামোদর। |
| ৪) | সম্ভাষনে - | শিবানন্দ সেন। |
| ৫) | ধূপ সেবায় - | জগদানন্দ পণ্ডিত। |
| ৬) | দীপ সেবায় - | হরিদাস। |
| ৭) | গন্ধ চন্দন সেবায়- | রামানন্দ রায়। |
| ৮) | খুল বাদনে - | (ক) অদ্বৈত প্রভু। |
| | - | (খ) গোবিন্দ। |
| ৯) | গায়ক - | গৌরীদাস পণ্ডিত। |
| ১০) | দোহার - | গদাধর পণ্ডিত। |
| ১১) | পালা দোহর - | মুকুন্দ। |
| ১২) | নর্তনে - | স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু। |
| ১৩) | পালা - | পরিষদ। |
| ১৪) | কর্মকর্তা/কর্ম অনুযায়ী | - স্বরূপ তণ্ডাল তণ্ডাল। |
| | অষ্টপ্রহর/হরি সংকীর্তন | - শ্রীবাস। |
| | চারি প্রহর | - অদ্বৈত প্রভূ। |
| | তিনপ্রহর/হরি সংকীর্তন | - রাঘব পণ্ডিত। |
| ১৫) | বার্তন সিজিলে | - কর্ম অনুযায়ী কর্মকর্তা নিজে স্বয়ং। |
| ১৬) | নিমন্ত্রন বাহক | - শ্রীরূপ গোস্বামী। |
| ১৭) | রন্ধনে | - অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী মতান্তরে বিজ্ঞ বিপ্র। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮) | কর্ম অনুযায়ী | - | বার্তন আয়োজিত স্থান নির্ণয় তত্ত্ব- |
| | ৮ (অষ্ট) প্রহর | - | শ্রীবাস অঙ্গন। |
| | ৪ (চারি) প্রহর | - | অদ্বৈত প্রভুর গৃহে। |
| | ৩ (তিন) প্রহর | - | রাঘব পণ্ডিতর গৃহে। |
| ১৯) | বার্তন প্রেরিত স্থান | - | চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান। |
| ২০) | বার্তন প্রেরণর উদ্দেশ্য | - | হরিনাম সংকীর্তন উৎযাপনে প্রভু আহে দেনার নিংসিঙে বাঞ্ছায়। |
| ২১) | নিমন্ত্রণর উপচার | - | আসুটা কাচা গুয়া, পানা, ফুল, চন্দন, প্রদীপ ও মূল্য। |
| ২২) | অনুষ্ঠিত স্থান কর্ম অনুযায়ী তঙাল তঙাল। | | |

## হরি সংকীর্তন মণ্ডলী (মণ্ডপ) প্রকার তত্ত্ব

থাম্পাল ফুলর পাপড়িয়ে যেসাদে কর্ণিকারে বারো কল্প বৃক্ষর বাগুয়াই গুড়িগরে আশ্রয় ও অবলম্বনে পরল পরল অয়া আহানে আহানরে কোলাকুলি (কলনা কলনি) করিয়া আত্ম প্রকাশ করের। ঠিক ঔসাদে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডপর অষ্টদিকে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তই পরল পরল অয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর মূল কল্পবৃক্ষ স্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয়ে মুক্তির অভিলাষে ভগবান শ্রীহরির গুণ মহিমা হরি সংকীর্তন প্রকাশ করেছি।

হরি সংকীর্তন মণ্ডপরে পর্যায়ক্রমে তিন স্তরে (পরলে) লেইতেরেং করেছি বুলিয়া তত্ত্বত প্রকাশ।

১ম - বহি মণ্ডপ বা উপবেশন মণ্ডপ।
২য় - পালা কীর্তনী মণ্ডপ বা গীত মণ্ডপ।
৩য় - কেন্দ্র মণ্ডপ বা শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন নিগুঢ় মণ্ডপ।

## বহি মণ্ডপ (উপবেশন) মণ্ডপ

শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন উৎযাপনর উদ্দেশ্যত আয়োজিত (ঠৌরাং) করা নির্দ্দিষ্ট মণ্ডপে নিমন্ত্রিত ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত, পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, চারি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ওঝা, গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার,

পালা, শঙ্খ বাদক, বৈরাগী আদি অষ্টদিক বেষ্টনে নিজর নিজর সম্প্রদায় গুরু আশ্রয় ও অবলম্বনে তৎ অনুগামী অয়া জেঠাখুল্লা চিনকরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আসনে উপবেশন করেছি। সিজিলে সম্ভাষা, সেবায় আরাংপা।

ধারণীয় (গ্রহণীয়) অবলম্বনীয় ধর্ম - পালা কীর্তনী গীত মণ্ডলীয়ে প্রকাশিত, পরিবেশিত কীর্তিত ভগবান শ্রীহরি মহিমা, গুণগান, কীতন পুংনিংচিলয়া শ্রবণ, দর্শন ও আত্ম সমর্পণ উপভোগ।

## গীত মণ্ডপ (পালাকীর্তন মণ্ডলী)

শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর বহি মণ্ডপে উপবেশিত গৌরীদাস ইশালপা, গদাধর দোহার, অদ্বৈত ঢাকুলা ও গোবিন্দ, মুকুন্দ পালা দোহার, শ্রীবাস খলপাংপা দোহার, পালা পরিষদ যথা রীতি, ফিজাং ফিজেত তিলক (নামসা) পিদিয়া গীত মণ্ডপ (পালা কীর্তন মণ্ডপে) যথারীতি হমেয়া মালাকারে নৈঋত দিক এরাদিয়া (দর্জা) নিজ নিজ স্থানে শোভাবর্ধনে (অবস্থানে) হরি সংকীর্তন ভগবান শ্রীহরি মহিমা গুণ গান প্রকাশ ও পরিবেশনে উপস্থিত ভাবক বৈষ্ণব, ভক্ত, হরিরে শ্রবণ করুয়ানি।

**অবলম্বনীয় (আচরণীয়) ধর্ম** - শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন ভগবান শ্রীহরি অঙ্গ স্বরূপ। যথা বিধি, সময় সূচী, রাগ, তাল, মান, লয়, রস ভঙ্গ নাকরিয়া পুংনিংচিলয়া প্রভুর মহিমা গুণ গান কীর্তন ঔহান অইলে মুক্তি ও ঈশ্বর প্রাপ্তি বুলিয়া নিগুঢ় তত্ত্বই প্রকাশ।

## কেন্দ্র মণ্ডপ (হরি সংকীর্তন নিগুঢ় মণ্ডপ)

থাম্পালর কর্ণিকার পাপড়িয়ে, কল্পবৃক্ষর (কলা গাছর) গোড়িগই বাগুয়া বারো গাছর জড়ে যেসাদে মাটিত শক্ত করে ধরিয়া গাছ উবা করিয়া থর ঠিক উসাদে চৈতন্য মহাপ্রভুরে হরি সংকীর্তনর কেন্দ্র (মূল) মণ্ডপে বিরাজ করিয়া ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, পঞ্চতত্ত্ব, ছয়গোসাই, চৌষট্টিমহন্ত হাবিরে প্রেমর চুম্বকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্ত করেছে। বর্ত্তমান চৈতন্য মহাপ্রভু, ছয় গোসাই, পঞ্চতত্ত্ব, চৌষট্টিমহন্ত, কোনগ ও নেই। পুংনিং চিলয়া ডাকলে ভক্তর হৃদয়ে আইয়া উদয় অয়তারা।

## (বর্ণনা গুরু আশ্রমে পেইতাঙাই)

স্কন্ধ পুরাণে ভগবান শ্রীহরি নিজে নারদরাং তত্ত্ব প্রকাশে মাতেছে।

শ্লোক

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগীনাং হৃদয়ে।

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

ভাবার্থ - বৈকুণ্ঠত নাথাওরী তথা যোগীর হৃদয়েও নাথাওরী। যেপেইত মোর ভক্তই মোর কীর্তন করতারা ঔপেইত বিরাজ করৌরী হে নারদ।

নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় ও বৈষ্ণব, সাধুসঙ্গই প্রাপ্ত অর হে সুধী মণ্ডলী।

## মনিপুরর সংকীর্তন মণ্ডপ লেইতেরেঙ (বিধি ব্যবস্থা)

বৈদিক শাস্ত্রবিধি ব্যবস্থা, ব্রজর শ্রীমতি রাধিকার কুঞ্জ সাজন তত্ত্ব বারো নবদ্বীপর চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডলী ব্যবস্থা তত্ত্ব অবলম্বনে পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ মহারাজাই বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন ছাড়া উদ্ধারর পথ নেই ঔহান হারপেয়া উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করানির সময়ত ওঝা, গুরু, বামুন, পণ্ডিত, মন্ত্রী, হাঞ্জাবা, গিরি, ভাবক, বৈষ্ণবর লগে বিচার করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিজিল করে দিয়া গেছেগা হরি সংকীর্তন মণ্ডপ লেইতেরেং এহান। এহান আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা শৈলীহান।

আমি যদিও বৈষ্ণব। আমার সংকীর্তন উৎযাপন বিধি ব্যবস্থা মণ্ডলী শৃঙ্খলা ভাবক, বৈষ্ণব, ওঝা গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার, সাধু-সন্ন্যাসী, ইমা-ইন্দল, রাজা-সিজা, লেইমা, গিরি, জ্ঞানী-গুণী আদিরে সিজিল করিয়া ফালুত বহুয়ানির লেইতেরেং এহান তঙাল।

মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ গিরকরাংত ক্রমান্বয়ে মহারাজা চূড়াচান সিংহ গিরকর সময় পেয়া খানি পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা উন্নত করিয়া অতিশয় শৃঙ্খলাবদ্ধ বাবে হরি সংকীর্তন মণ্ডলী লেইতেরেং এহান সিজিল করে দিয়া গেছিগা। ঔহানেই বর্ত্তমান আমার সমাজর জাতীয় কৃষ্টি ধর্ম ব্যবস্থা সমাজ নীতি সংস্কৃতি পরম্পরা শৈলী।

দক্ষিণে - চম্পকলতা, চিত্রা, বিনমঞ্জরী, শ্যামমঞ্জরী, নিত্যানন্দ প্রভুর পরিষদ, মহারাজা, ব্রহ্মসভা, সেনাপতি, হঞ্জাবা, বৈদ্য বারো মেইপা।

পশ্চিমে - ললিতা সখি, চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিষদ, অষ্ট মহন্ত, মহারাজা, ইবেম্মাশিং পরিষদ (কালা রাজা), বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, লেইমা গিরি, বারো ইমা-ইন্দল।

উত্তরে - লবঙ্গ মঞ্জরী, গদাধর পরিষদ, মহারাণী পরিষদ বারো, সাধু সন্ন্যাসী।
পূর্বে - রঙ্গ মঞ্জরী, অদ্বৈত প্রভু পরিষদ, ইশালপা, ডাকুলা, দোহার পালা, ওঝা, সেনাপতি, আঙৌ বারো নিংথৌ।
নৈঋত কোণে- মণ্ডপ মাপু গৌরাঙ্গ, থাংজিং, জ্ঞানী, গুণী, ওঝা, গুরু বারো মুক্তিয়ার।
ঈশান কোণে- বাসুদেব, কুণ্ডলতা, দ্বাদশ পণ্ডিত, বিজ্ঞ গুরু বিদ্বান আদি।
অগ্নি কোণে- অনিরূদ্ধ, ইন্দুরেখা, রূপ মঞ্জরী, বঙ্গদেবী, ব্রহ্মা সভা পরিষদ।
বায়ু কোণে- সংকর্ষন, রতী মঞ্জরী রাজমাতা, সন্তাষা, আরাংপা, ভাণ্ডারী।

*(গিরিগিথানীর জ্ঞাতার্থে চিত্রগ দেনা অসে)।*

অরাং - (আয়াং) - উত্তর
মখা - দক্ষিণে
নোংপোক - পূর্ব্বে
চকপরিংব - পশ্চিম
তুমহারাবা - নৈঋত
তুমরিংব - ঈশান
হায়সবা - বায়ু
মানচিংবা - অগ্নি।

আমার শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডলী প্রকরণ অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েত্ব তঙাল। ব্রজ ভাব নবদ্বীপ ভাবর লগে মনিপুরর গন্ধর্ব ভাব তিল করিয়া মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ চিনকরিয়া বোধচন্দ্র সিংহ গিরক পেয়া সিজিল করে দিয়া গেছিগা জাতীয় শৈলী সংস্কৃতিহান।

১৭১৪ খৃঃ মহারাজা পামহৈবা সিংহ (গরীব নেওয়াজ) গিরকে ধর্মগুরু সান্ত দাস বাবাজিরাংত বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনেই মুক্তির একমাত্র পথগ নির্ণয় করিয়া গুরুর য়্যাথাঙে বঙ্গদেশেত্ব নাটপালা কীর্তনী মণিপুরে আনিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন পয়লা আরম্ভ করেছে। ঔহানর নাঙ বঙ্গপালা (আরেইবা পালা) বুলিয়া মাত্তারা।

১৭৬৪ খৃঃ মহারাজা পামহৈবা সিংহ গিরকর নাতিয়ক মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ (চিংখাং খোম্বা, জয়চন্দ্র সিংহ কর্তা মহারাজা) গিরকে খানি

উন্নত করিয়া তৎকালর মণিপুরর ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালা, ওঝা, গুরু আদি আনিয়া নৃত্য সঙ্গীতর প্রশিক্ষণ দিয়া নুয়া ব্যবস্থা আহান করে দেছে। তদুপরি সংকীর্তন মণ্ডলী ব্যবস্থা আসন সিজিল করে দেছে। ঔহানেই অনৌবা পালা বা নুয়া পালা বুলিয়া মাতিয়ার।

১৭৭৯ খৃঃ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মহারাজাই স্বপ্ন (হপন) দেহিয়া গুরু রসানন্দ বারো স্বরূপানন্দ গিরক দ্বিয়গির সহায়ল শরৎ কালর রাসলীলা ভাগবতর ২৯ অধ্যায়ত্ব ৩৩ অধ্যায়র শ্লোক লগে নৃত্য বাদ্য সুর মিলেয়া ইমা ইন্দলরে গোপী দিয়া নিজর জিলক কুমারী সীজা লাইরোম্বী দেবী (বিম্বাবতী) গিথানকরে রাধার ভূমিকাত দিয়া লেইসাং (মন্দিরর) বিগ্রহ মূর্ত্তি রাস মণ্ডলীর হম্বুকে থয়া মণিপুরে পয়লা শ্রীহরি শরণে (নিংশিঙে) পুংনিং চিলয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ মন্দিরে কাতকরেছে।

১৮০৩ খৃঃ মহারাজা মধুচন্দ্র সিংহ গিরকে পূর্বর সংকীর্তনর ধারাবাহিক বাহাল থয়া খানি উন্নত করিয়া সিজিল করে দেছে।

১৮২৬ খৃঃ মহারাজা গম্ভীর সিংহ গিরকে হরি সংকীর্তনে গোষ্ঠ যাত্রা গোষ্ঠ ভঙ্গী সঙ্গীত নৃত্য ভাগবতর শ্লোকর অনুকরণে লেংকরিয়া ইশালপা ওঝারেল যোগে প্রদর্শন করেছে।

১৮৩৪ খৃঃ মহারাজা নরসিংহ গিরকে নাটপালার ফিজাং ফিজেত পুং (ঢাকর) চলন দোহারর করতাল নৃত্য চলন উন্নত করেছে।

১৮৫০ খৃঃ মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ গিরকর সময়ে আরাকৌ উন্নত করিয়া সংকীর্তনর ইশালপা ঢাকুলা দোহার পালার সঙ্গীত পরিবেশনে শৃঙ্খলা, সুর তালমান ঢাকর চলন দোহার আদির নৃত্য প্রদর্শন সিজিল করে দেছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দত্ব ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পেয়া মহারাজা চূড়াচান সিংহ গিরকর রাজত্বকাল। হরি সংকীর্তন উৎযাপনকালে ভাবক - বৈষ্ণব, পণ্ডিত - ব্রাহ্মণ, ওঝা - গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার আদির ভিতরে নানা তত্ত্ব ও মতল আগই আগর লগে মত না মিলানিয়ে তর্ক বিতর্ক আদিল বিশৃঙ্খলা অয়া হরি সংকীর্তনে ব্যাঘাত অনাই ডাঙর সমস্যা আহান সৃষ্টি অসিল।

ঔহান দেহিয়া উপাই আহান নিকালানির উদ্দেশ্যে মহারাজা চূড়াচান সিংহ গিরকে মণিপুরর ভাবক, বৈষ্ণব, ওঝা-গুরু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, মুক্তিয়ার, মন্ত্রীমণ্ডলী, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার আদিরে নিমন্ত্রণল রাজসভাত ডাহিয়া সংকীর্তন মণ্ডলীর গজে বেদশাস্ত্র, ভাগবত পুরাণর মাতুং ইলয়া ব্রজভাব

নবদ্বীপ ভাব লগে মণিপুরর গন্ধর্ব ভাব তিলকরিয়া বিচার করিয়া হাবির মতামত লয়া সর্ব সম্মতিক্রমে নুয়াকরে সংকীর্তন মণ্ডলী শৃঙ্খলা আসন ব্যবস্থা কিসাদে গিরকে কোন পদফামল কোন ফালুত বহানি বার্তন (নিমন্ত্রন) ব্যবস্থা লেইচন্দন পরিবেশন প্রণালী ফিজাং ফিজেত বাদ্যযন্ত্র (ঢাক করতাল) রাগ রাগিনী সঞ্চার রস কীর্তনে এলা নাছা পরিবেশন ধারাবাহিক সংকীর্তনর সময়সূচী শ্রীমদ্ভাগবতর মাতুং ইলয়া তিন বাঞ্ছা পঞ্চতত্ত্ব কল্প বৃক্ষ প্রাধান্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া হরি সংকীর্তনর মণ্ডলী শৃঙ্খলা করে দেছে।

পরিশেষে - ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহ গিরকে অষ্টকালিন হরি মহাসংকীর্তন করেছে। গিরকর উৎযাপিত সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেছি কাছাড়, ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গর আমার সমাজর বহু ওঝা গুরুয়ে।

ঔহানেই আমার সম্প্রদায়র জাতীয় সৃষ্টি সংস্কৃতি ধর্ম নীতি সমাজ ব্যবস্থা পরম্পরা শৈলী। অন্যান্য সমাজর লগে না মিলের।

(মণিপুরর শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ মন্দিরর সংকীর্তন মণ্ডলী লেইতেরেং চিত্র লগে দেনা অইল গিরিগিথানির জ্ঞাতার্থে )।

## মাণ্ডপ অমসুং মায়কৈ ফম্ফম
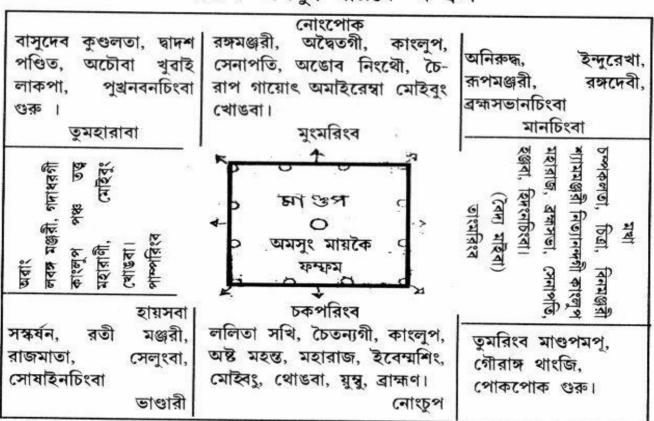
মণিপুরর গোবিন্দজীউ মন্দিরর শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডলী বিধি ব্যবস্থা লেইতেরেঙ

## চারি সম্প্রদায় তত্ত্ব

পূর্ব্বে - শ্রী (রামানুজ)।
পশ্চিম - ব্রহ্মা (মাধবাচার্য)।
উত্তর - রুদ্র (বিষ্ণু স্বামী)।
দক্ষিণ - সনক (নিম্বাদিত্য)।

**মতান্তরে- (চারিসম্প্রদায়ে বৈষ্ণধর্মর মূল সৃষ্টাগুরু)**

পূর্ব্বে - অদ্বৈত প্রভু সম্প্রদায়।
পশ্চিমে - মাধবেন্দ্রপুরী সম্প্রদায়।
উত্তরে - ব্রজহরি সম্প্রদায়- মতান্তরে গদাধর।
দক্ষিণে - নিত্যানন্দ প্রভু সম্প্রদায়।

## পালাকীর্তন তত্ত্ব কলেবর (সদস্য)

(১) ঢাকুলা (ক) অদ্বৈত প্রভু।
(খ) গোবিন্দ ।
(২) ইশালপা - গৌরীদাস।
(৩) দোহার - গদাধর।
(৪) পালা দোহার - মুকুন্দ।
(৫) নর্তনে - চৈতন্য মহাপ্রভু।
(৬) পালা - পরিষদ।

## শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডলী (মণ্ডপ) বিচার আসন তত্ত্ব

বেদশাস্ত্র বিধি অবলম্বনে ঋষি, মুনি, দৌ আদিয়ে মুক্তির অভিলাষ ও অভিষ্ট পূরণর নিমিত্তে জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরি নারায়ণর যজ্ঞ করতে বিঘ্নি নাশর নিমিত্তে চারি কোণে চারি দেবতার-ঈশানে গনেশ, বায়ুতে অনন্তদেব, নৈর্ঋতে কেশব, অগ্নিতে ব্রহ্মা মতান্তরে শিব ঘট স্থাপনে আহ্বান করিয়া আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি বারো ব্রজর শ্রীমতি রাধিকাই ঠৌরাং করা নিত্যলীলা মণ্ডলীত (মণ্ডপে) (কুঞ্জ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহের উহান দেহিয়া সম্ভাষার দায়িত্বত আছি সুদেবী সখী বারো কস্তুরী মঞ্জরী দ্বিয়গিয়ে পথেত্ব

ঙককরিয়া দ্বিয়গিয়ে মতান্তরে শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথ জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পদধৌত সেবা করিয়া কুঞ্জত আনিয়া আসনে বহুয়েইলে নানা সেবার দায়িত্বত আসি সখী মঞ্জরী আদিয়ে নিজর নিজর পদফামর দায়িত্ব মাতুঙ ইলয়া প্রভুরে সেবা বারো অভ্যর্থনা লেইকরিয়া নিত্য মন্দিরে (কুঞ্জর) অষ্ট দিকে অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জ হম্বুকে নিত্য মন্দির লতা পাতাল হংকরেছিলা বারো নিজর নিজর দল, উপ-দল লগে করিয়া প্রভুর লগে খেলা লীলা নৃত্যত দেহ মন কাতকরেছি। তত্ত্বই মাতের —

ঐ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে যত ভাবক, বৈষ্ণব, গুরু, পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, চারি সম্প্রদায় চিনকরিয়া শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডপে (মণ্ডলীত) আসনে সিজিল করিয়া বহুয়াছি।

উল্লেখিত তত্ত্ব ইতিমধ্যে তঙাল তঙাল করে ব্যাখা করানি অসে।

**"হংসৈর্যথা ক্ষীরমিমাম্বু মধ্যাৎ"**

রাজহংসই যেসাদে পানিত্ব সেলকম খেইকরিয়া পিয়ের। ঠিক ঔসাদে মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ, মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ, মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ, মহারাজা চূড়াচান্দ সিংহ তথা আমার সমাজর পূর্ব্বপুরুষ, জ্ঞানী-গুণী, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার আদিয়ে উল্লেখিত তত্ত্ব অবলম্বনে সিজিল করে দিয়া গেছিগা শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডপ নির্ণয় আসন ব্যবস্থা এহান। অন্যান্য সমাজর লগে না মিলের। এহান আমার সম্পূর্ণ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা লেইতেরেং শৈলীহান। বর্ত্তমান পেয়া ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে লেইতেরেং বিধি ব্যবস্থাহান। ভবিষ্যতেও চলতৈ।

## বেদশাস্ত্র বিধি ও তত্ত্ব অবলম্বনে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডলী

মধ্যে (হম্বুকে) - পঞ্চদেবতার ঘটস্থাপনে পূজা বারো জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরি নারায়ণর পূজা আসন দিয়া প্রতিষ্ঠা করানি। বারো বিঘ্ন নাশর নিমিত্তে- চারিদিকে - ঈশানে - গনেশ, বায়ুতে - অনন্ত, নৈর্ঋতে - কেশব, অগ্নিতে- ব্রহ্মা (মতান্তরে শিব) ঘট আসন দিয়া পূজা করিয়া প্রতিষ্ঠা করানি।
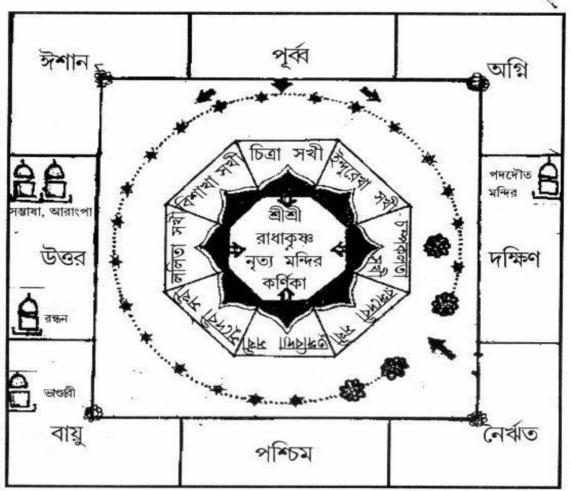
পূর্ব উল্লেখিত তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান প্রচলিত মণ্ডপ বিধি ব্যবস্থা লেইতেরেঙ

**তথা** -

চারিদিকে চারি সম্প্রদায়র পরিচয় তত্ত্ব হারপেয়া সম্ভাষা গিরকে আসনে বহুয়ানি থক।

**পশ্চিমে** - বিষ্ণু/ব্রহ্ম সম্প্রদায় - শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীশ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

**উত্তরে** - রামানন্দী সম্প্রদায় - শ্রীরামানুজ।

**পূর্ব্বে** - রুদ্র/সনক সম্প্রদায় - শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (দেবগুরু বৃহস্পতি) মতান্তরে বিষ্ণুস্বামী।

**দক্ষিণে** - শ্রী - সম্প্রদায়/নিম্বার্দিত্য।

(গুরু আশ্রয় কালে দীক্ষা গুরু আশ্রয়ে গুরুয়ে সম্প্রদায় তত্ত্ব দের)।

**পূর্ব্বে** - অদ্বৈত প্রভু (মহাবিষ্ণু), শিবানন্দ রায় (চিত্রা সখী), গৌরী দাস (সুবল

সখা) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত আঙৌ, নিংথৌ রাজা, মন্ত্রী হাঞ্জাবা।

**পশ্চিমে** - মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুর গুরু (পরম গুরু) সত্যত ব্রহ্মা, ত্রেতাত অগস্ত্য মুনি, দ্বাপরে গর্গমনি মতান্তরে (সত্যত যোগ মায়া, ত্রেতাত পার্ব্বতী, দ্বাপরে পৌর্ণমাসী/বড়াই সখী সম্পর্কত ভগবান শ্রী কৃষ্ণর ববাক), মাধব ঘোষ (তুঙ্গ বিদ্যা সখী) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, মৈরাং রাজা, মন্ত্রী, হাঞ্জাবা, মোইবং খম্বা, কুল পুরোহিত, ব্রহ্ম সমাজ, আঙৌ, নিংথৌ মহারাণী, সিজা, লেইমা, ইমা ইন্দল।

**উত্তরে** - গদাধর (ব্রজর শ্রীমতি রাধিকা), স্বরূপ দামোদর (ললিতা) মতান্তরে ব্রজহরি তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, খুমেল মহারাণী, সিজা, লেইমা, ইমা ইন্দল, সম্ভাষা, আরাংপা রন্ধন মন্দির।

**দক্ষিণে** - নিত্যানন্দ প্রভু (সত্যত, অনন্তদেব, ত্রেতাত লক্ষণ, দ্বাপরে বলরাম) বসু রামানন্দ (চম্পকলতা সখী) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত খুমেল মহারাজা, রাজ পুরোহিত, ব্রহ্ম সমাজ, মন্ত্রী, হাঞ্জাবা বৈদ্য (মেইপা)।

**ঈশানে** - রায় রামানন্দ (বিশাখা), বাসুদেব সার্ব্বভৌম (দেবগুরু বৃহস্পতি) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, জ্ঞানী গুণী, সুধী মণ্ডলী।

**বায়ুতে** - শ্রীবাস পণ্ডিত (সঙ্কর্ষন/নারদ)। সঙ্কর্ষন মানে জোর করিয়া আকর্ষন পূর্ব্বক আরাক আকপেইত প্রতিষ্ঠা করানি। পূর্ব্ব কালে দেবী পার্ব্বতীরে স্বর্গর দেব পত্নীয়ে নৃত্য (নাচিয়া) তুষ্ট করানিয়ে পুত্র লাভর বর দিরি। ঔ নৃত্যকালে মহাদেব নারী রূপে হমেয়া নৃত্য করেছিল। বর মতে মহাদেব গর্ভ ধারণ করলে জোর করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার পেটে স্থাপন করলে ব্রহ্মাই নাসারন্দ্রে নারদরে জরম দের বুলিয়া নারদর আরাক নাঙ আহান সঙ্কর্ষণ। রঘুনাথ দাস (রতী মঞ্জরী) ভাণ্ডারী তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত।

**নৈর্ঋতে** - স্বয়ং শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী সখী) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, মুক্তিয়ার, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ওঝারেল, থাংজিং।

**অগ্নিতে** - মুরারী (হনুমান পরম ভক্ত) গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (ইন্দু রেখা সখী) তৎ অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত। বর্ত্তমান চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস,

গদাধর, অদ্বৈত, গৌরীদাস, বাসুদেব, রায় রামানন্দ কোনগও নেই যদিও কর্মর দিনে বার্তন পেয়া যে যে সৎজন হরি সংকীর্তনে অংশ গ্রহণরকা আইতারা ঔ সৎজনে নিজর নিজর পদফামর অনুযায়ী স্বরূপ নির্ণয় করিয়া আহে দেনা থক। বারো আরাংপা গিরকর লগে তিলয়া (উনা) অয়া তত্ত্ব আদান প্রদান (বিনিময়) করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসনে বহুয়ানি। তদুপরি পুরোহিত গিরকে শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডলীর হম্বুকে কল্পবৃক্ষ (কলাগাছ) বারো মৌ (ইক্ষু) গাছ কীর্তন বেদীত কুপিয়া ঘটস্থাপনে চৈতন্য মহাপ্রভুরে আহ্বান করিয়া প্রতিষ্ঠা করানি। কারণ চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও এ জগতে নেই পুংনিং চিলয়া ডাকলে আহিয়া উদয় অর। তত্ত্বই মাতের।

স্বন্ধ পুরাণে ভগবানে স্বয়ং নারদরাং মাতেছে।

শ্লোক

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগীনাং হৃদয়ে।

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তনর নিমিত্তে আহ্বান করা যত দৌ, অগ্নি, জল, পূর্ব্ব পুরুষ হাবিরে বিদায় দেনা থক। নাইলে দোষ থার। বেদশাস্ত্র তত্ত্বই মাতেছে।

## চারি সম্প্রদায় আবির্ভাব তত্ত্ব

জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী নারায়ণর চতুর্ভুজ (চারি হস্তত) চারি সম্প্রদায় আবির্ভাব বুলিয়া বেদ শাস্ত্রত প্রকাশ।

শ্লোক - (আত্ম তত্ত্ব দর্শন গ্রন্থ)

শঙ্খে রামানন্দজাতঃ চক্রে নিমানন্দ স্তথা।

বিষ্ণুস্বামী গদায়াঞ্চ, মাধবাচার্য্যঃ পদ্মনি।।

শ্রীশ্রী নারায়ণ শঙ্খত্ত - শ্রীঃ (রামানুজ/রামানন্দ/রামাউত) সম্প্রদায়-

চক্রত্ত - সনক (নিম্বাদিত্য/নিমাউত নিমানন্দ) সম্প্রদায়।

গদাত্ত - রুদ্রঃ (বিষ্ণুস্বামী)জাত সম্প্রদায়।

পদ্মত্ত - ব্রহ্মা (মাধবাচার্য্য/মধ্বাচার্য্য) জাত সম্প্রদায়।

# যুগ নির্ণয় তত্ত্ব

### শ্লোক

কৃতে রুদ্রঃ ত্রেতায়াং শ্রীঃ দ্বাপরে সনকস্তথা।
মাধ্বি কলৌতু বিজ্ঞেয়া মাধুর্য্যারাধনায় চ।।

**সত্যযুগে** - রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী) সম্প্রদা, শ্রীবিষ্ণু পুরুষোত্তম উপাস্য নীলাচল ধাম।

**ত্রেতায়** - শ্রীঃ (রামায়ত) সম্প্রদা, সীতা - রাম লক্ষণ উপাস্য, রাধানাথ ক্ষেত্রধাম।

**দ্বাপরে** - সনক (নিমায়ত) সম্প্রদা, বাসুদেব আরাধ্য (উপাস্য), দ্বারকাধাম।

**কলিতে** - মাধ্বি (মাধবাচার্য্য) সম্প্রদা, রাধা কৃষ্ণ আরাধ্য, বদরিকা ধাম (বৃন্দাবন)।

শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডপর চারিদিকে চারি সম্প্রদায় রসজ্ঞ শ্রুতারূপে অবস্থিত। (চৈঃ ভাগবত)

চারি সম্প্রদায় চারি মোহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্যে অনুশিষ্যক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র।।
শ্রী, রুদ্র, মাধ্বী আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মোহন্ত।।
বিনে সম্প্রদায় গুরু উপাসনা ব্যর্থ।

শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবর আগে প্রভুর লীলার পার্ষদ গুরুরূপী সেবক হাবির আবির্ভাব বুলিয়া চৈঃ চঃ আদি লীলার ৩/৯২-৯৪ শ্লোকে মাতের।

### শ্লোক

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার।।
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম।।

মাধব - ঈশ্বরীপুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে উদয় অনার আগে গুরু পার্ষদ হাবিরে সঞ্চার (দিয়া পেঠা দেছে) বুলিয়া চৈঃ চঃ আদি লীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদর ৫২-৫৬ শ্লোকে মাতেছে।

শ্লোক

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি ব্রজেন্দ্র কুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার।।

আগে গুরুরূপী যত ভক্ত উদয় অইলে প্রভুয়ে স্বয়ং আবির্ভাব অয়া জগতর যত ভক্ত হাবিরে রক্ষা ও উদ্ধার করের। অর্থাৎ গুরুরূপী ভক্তই শ্রীশ্রী হরি নাম মহা মন্ত্রর আঠিগ রোয়েইলে প্রভুয়ে বৃক্ষরূপে উদয় অয়া বিনা মূল্যত যত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তরে বিলাসে। চারি সম্প্রদায় হাবিও জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসক। বিষ্ণু ভক্ত যদিও হাবির উপাসনা বিধি তত্ত্ব এক নাগই কোন কোন সম্প্রদায়ে সখ্য রসে, কোন কোন সম্প্রদায়ে - দাস্য রসে, কোন কোন সম্প্রদায়ে প্রেম রসে, কোন কোন সম্প্রদায়ে বাৎসল্য রসে ভগবান শ্রীহরিরে ভজেসি। তবে উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রাপ্তি মুক্তি।

**শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন মণ্ডপে চারি সম্প্রদায় আসন ও দিক নির্ণয় তত্ত্ব**

উত্তরে - রুদ্রঃ সম্প্রদায় (বিষ্ণুস্বামী) জাত বৈষ্ণব।
পূর্ব্বে - সনক সম্প্রদায় (নিম্বাদিত্য/নিমাউত) জাত বৈষ্ণব।
দক্ষিণে - শ্রীঃ সম্প্রদায় - (রামানুজ/রামানন্দ/রামাউত) জাত বৈষ্ণব।
পশ্চিমে - ব্রহ্মাঃ সম্প্রদায় - (মাধবাচার্য্য/মধ্বাচার্য্য) জাত বৈষ্ণব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগুরু চারি সম্প্রদায়র আচার্য্য চারিয়গই দ্রাবিড় গৌড় দেশে আবির্ভাব। দ্রাবিড় দেশ হিমালয়র দক্ষিণে বারো বিন্ধ্য পর্ব্বতর উত্তরাংশ ভূ-খণ্ডরে ও গৌড় দেশরে পাঁচ ভাগে খেইকরিয়া পঞ্চ গৌড় বুলিয়া মাত্তারা। যথা - কল্যকুব্জ (লক্ষ্মণাবতী), মধ্য গৌড়, মৈথিলী (মিথিলা),

উৎকল প্রদেশ, ম্যাঙ্গলোর। দাক্ষিণাত্যরে পঞ্চ দ্রাবিড় বুলিয়া মাতেছি। মতান্তরে বঙ্গদেশর নদীয়ারে গৌড় বুলিয়া আখ্যা দেছি।

শ্রীরামানুজ আচার্য্য দাক্ষিণান্ধ্র প্রদেশর মহাভূতপুরীত। শ্রীশ্রী মাধ্বাচার্য্য (মাধব আচার্য্য) ম্যাঙ্গালোর জিলার পরশুরাম ক্ষেত্রর উলুপী গ্রামে শ্রীশ্রী নিম্বাদিত্য আচার্য্য দক্ষিণাপথর মূঙ্গেরপত্তন গ্রামে বারো শ্রীশ্রীবিষ্ণু স্বামী আচার্য্য পাণ্ড্যদেশে আবির্ভাব। শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রিত ধর্ম গুরু সম্প্রদায় শ্রীমধ্বাচার্য্যর আরক নাঙ আহান শ্রীশ্রী আনন্দ তীর্থপূর্ণপ্রজ্ঞ বা গৌড় পূর্ণানন্দ। এ চারি সম্প্রদায় ধর্মগুরু গৌড়ে প্রকট অয়া পয়লা বৈষ্ণব ধর্মর বীজগ (আঠিগ) রোয়া দেনিয়ে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে বৃক্ষরূপে বিকশিত অয়া কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে বৈষ্ণব ধর্মর সংস্থাপনে হরিনামর মহা অমৃত ফল বিনা মূল্যত বিলাসে।

## চৌষট্টি মহন্ত আবির্ভাব তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বর মাতুং ইলয়া - ত্রেতা যুগে রামপ্রভুর বনবাস কালে ৬৪ (চৌষট্টিগ) বালকিরা মুনির লগে উনা অর ঔবাকা ঔ বালকিরা মুনি হাবিয়ে প্রভু দর্শনে হারৌ অয়া কোলা কুলি (আলিঙ্গনে) প্রেম ভাবর আদান প্রদানর ইচ্ছা প্রকাশ করলে। প্রভুয়ে তানুর অভিপ্রায় হারপেয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া সান্ত্বনা দের। পর জন্মত দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে ব্রজত গিয়া জরম অইতারাই উবাক দেহা দেহি অইতাঙাই। ঔপেইত মি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতৌ বুলিয়া বর দের। ঔ বর মতে ৬৪ (চৌষট্টি) বালকিরা মুনি অভিপ্রায় মতে কোন কোনগ বৃন্দাবনে ব্রজগোপাল কোন কোনগ ব্রজর গোপী কোন কোনগ গো-ধেনু, বৃক্ষ লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষীরূপে জরম অয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে খেলা-লীলা, নৃত্য বিহার ও সেবা করেছি।

**মতান্তরে -**

কোন বৈষ্ণব লেখকর মতে শ্রীমতি রাধিকার ৮ (অষ্ট) সখী (ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী) প্রত্যেকর নিজস্ব আট আটগ মোট ৬৪ (চৌষট্টি)গ সহকারী উপসখীর দল (কলেবর)

(সদস্যা) আছিলা। তানুয়েও কৃষ্ণগত প্রাণা। কৃষ্ণ প্রীতিত দেহ মন কাত-করেছিলা। ঔ ৬৪ (চৌষট্টি) সহকারী উপসখী হাব্বি আয়া ৬৪ (চৌষট্টি) মহন্তরূপে জরম অয়া শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লগে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তন করেছি।

## ৬৪ (চৌষট্টি) উপ সখীর নামাবলী

(১) রত্নরেখা (২) রতিকলা (৩) সুভদ্রা (৪) ভদ্ররেখা (৫) সুমুখী (৬) ধনিষ্ঠা (৭) কলহংসী (৮) কলাপিনী (৯) মাধবী (১০) মালতী (১১) চন্দ্ররেখা (১২) কুঞ্জরী (১৩) হারিণী (১৪) চপলা (১৫) সুরভী (১৬) শুভানা (১৭) রসালিকা (১৮) তিলকিণী (১৯) সৌরসেনী (২০) সুগন্ধী (২১) কামিনী (২২) কামগরী (২৩) নাগরী (২৪) নাগবেলিকা (২৫) কুরঙ্গাক্ষী (২৬) সুচরিতা (২৭) মণ্ডলী (২৮) মনিকুণ্ডলা (২৯) চন্দ্রিকা (৩০) চন্দ্র লতিকা (৩১) কন্দুকাক্ষী (৩২) সুমন্দিরা (৩৩) মঞ্জুমেধা (৩৪) সুমধুরা (৩৫) সুমধ্যা (৩৬) মুধুরেক্ষণা (৩৭) মুধস্যন্দা (৩৮) তনুমধ্যা (৩৯) গুণচূড়া (৪০) বরাঙ্গনা (৪১) তুঙ্গ ভদ্রা (৪২) রসোতুঙ্গা (৪৩) রঙ্গবাটী (৪৪) সুমঙ্গলা (৪৫) চিত্রলেখা (৪৬) চিত্রিত্রাঙ্গী (৪৭) মেদেনী (৪৮) মদালসা (৪৯) কলকণ্ঠি (৫০) শশিকলা (৫১) কমলা (৫২) মাধুরী (৫৩) ইন্দিরা (৫৪) কন্দর্প সুন্দরী (৫৫) কমলতা (৫৬) প্রেম মঞ্জরী (৫৭) কাবেরী (৫৮) চারুবরী (৫৯) সুকেশী (৬০) মঞ্জুকেশী (৬১) হারহীরা (৬২) মহাহীরা (৬৩) মনোহরা। মতান্তরে ৬৪ (চৌষট্টি) মঞ্জরীর দল (যুথ) আছিলা ঔতাই কলিযুগে ৬৪ (চৌষট্টি) মহন্ত বুলিয়া অনেকে প্রকাশ করেছি।

## ৬৪ (চৌষট্টি) মঞ্জরীর (দল)
## নামাবলী

(১) রূপবতী (২) রসবতী (৩) রসালিকা (৪) সারঙ্গ (৫) রতি (৬) রম্ভা (৭) শ্যাম (৮) কলবতী (৯) সুমনা (১০) গোরাঙ্গিনী (১১) দাড়িম্বী (১২) রত্নজ্ঞা (১৩) সূমদা (১৪) সূভ্রাঙ্গী (১৫) চপলা (১৬) মৃগাক্ষী

(১৭) রসভাষিনী (১৮) শুভাঙ্গদা (১৯) রসেশ্বরী (২০) বিদ্যাবতী (২১) বিদুমুখী (২২) রঙ্গমালা (২৩) রসমূৰ্ত্তি (২৪) রসমুক্ত (২৫) রসভদ্রা (২৬) রত্নাবতী (২৭) প্রমোদা (২৮) পূনা (২৯) আনন্দাংশিনী (৩০) পদ্মা (৩১) প্রিয়েশ্বরী (৩২) পারিজাতা (৩৩) শুক্লম্বরী (৩৪) কাঞ্চনা (৩৫) কমলা (৩৬) লীলা (৩৭) কুমুদিনী (৩৮) কুমুদ্বতী (৩৯) কৈরবিণী (৪০) সুকেশিলী (৪১) চন্দ্রাননা (৪২) শুদ্ধবতী (৪৩) রসকলা (৪৪) রমনী (৪৫) রসালিকা (৪৬) লীলাবতী (৪৭) গুণবতী (৪৮) শশিরেখা (৪৯) হিরণ্যাক্ষী (৫০) সবিলাসা (৫১) সুহাসিনী (৫২) সুভাবতী (৫৩) রম্ভাবতী (৫৪) সুভাষিনী (৫৫) শুভদ্রা (৫৬) শুভাননা (৫৭) সত্যবতী (৫৮) সুগন্ধা (৫৯) রমা (৬০) রমারম্ভা (৬১) তারা (৬২) চন্দনা (৬৩) সৌদামিনী (৬৪) কুঞ্জাক্ষী।

মতান্তরে - বৃক্ষ লীলায় প্রধান ৮ (আট) মঞ্জরী রূপ মঞ্জরী, লবঙ্গ মঞ্জরী, রাম মঞ্জরী, বিলাস মঞ্জরী, গুণ মঞ্জরী, রতি মঞ্জরী, লীলা মঞ্জরী, প্রেম মঞ্জরী কৃষ্ণসেবাত দেহ মন কাত করেছিলা। ঔ অষ্ট মঞ্জরীর আটগো আটগো করিয়া নিজস্ব সহ মঞ্জরীর দল আছিলা। ঔতাই কলিযুগে ৬৪ (চৌষট্টি মহন্ত বুলিয়া মাতেছি।

চৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে অষ্ট প্রধান মহন্ত প্রত্যেকর তঙাল তঙাল নিজস্ব উপ মহন্ত আছিলা হাব্বি তিল করিয়া ৬৪ (চৌষট্টি)গ।

## অষ্ট গোসাই পূর্ব্ব জন্ম নামাবলী

(১) শ্রীরূপ গোস্বামী - শ্রীরূপ মঞ্জরী।
(২) সনাতন গোস্বামী - লবঙ্গ মঞ্জরী।
(৩) রঘুনাথ ভট্ট - রস মঞ্জরী।
(৪) শ্রীজীব - বিলাস মঞ্জরী।
(৫) গোপাল ভট্ট - গুণ মঞ্জরী।
(৬) রঘুনাথ দাস - রতি মঞ্জরী।
(৭) লোকনাথ গোস্বামী - লীলা মঞ্জরী।
(৮) ভূগর্ভ-গোস্বামী - প্রেম মঞ্জরী।

## অষ্ট মহন্ত প্রধান নামাবলী

(১) স্বরূপ দামোদর (২) রামানন্দ রায় (৩) শিবানন্দ সেন (৪) রামানন্দ বসু (৫) মাধব ঘোষ (৬) গোবিন্দ ঘোষ (৭) বাসুদেব ঘোষ (৮) গোবিন্দানন্দ ঠাকুর।

## ৬৪ (চৌষট্টি) মহন্তর নামাবলী

স্বরূপ দামোদর পার্ষদ (সদস্য) শাখা (দল) (১) চন্দ্রশেখর (২) রত্নগর্ভ (৩) শ্রীরূপ (৪) দামোদর পণ্ডিত (৫) মুকুন্দ (৬) গোবিন্দ।

রামানন্দ রায়র পার্ষদ (সদস্য) শাখা (দল)
(৭) মাধবাচার্য (৮) সুদর্শন ঠাকুর (৯) নীলাম্বর ঠাকুর (১০) নন্দনাচার্য (১১) রামচন্দ্র দত্ত (১২) সুবুদ্ধি মিশ্র (১৩) শঙ্কর ঠাকুর (১৪) বাসুদেব দত্ত।

শিবানন্দ সেনর পার্ষদ (সদস্য) শাখা (দল)
(১৫) জগদীশ পণ্ডিত (১৬) সদাশিব কবিরাজ (১৭) নারায়ণ বাচস্পতি (১৮) মুকুন্দা নন্দ (১৯) জগন্নাথ দাস (২০) শ্রীরাম পণ্ডিত (২১) পুরন্দর আচার্য (২২) মুকুন্দ রায়।

রামানন্দ বসুর পার্ষদ (সদস্য) শাখা (দল)
(২৩) দ্বিজ রঘুনাথ (২৪) বলরাম দাস (২৫) পরমানন্দ গুপ্ত (২৬) মধু পণ্ডিত (২৭) বিষ্ণুদাস (২৮) পূরন্দর মিশ্র (২৯) গোবিন্দাচার্য।

গোবিন্দ ঘোষর শাখা (দল)
(৩০) দ্বিজ রঘুনাথ (৩১) কবিন্দ্র ঠাকুর (৩২) কাশী মিশ্র (৩৩) জগন্নাথ (৩৪) শিখি মাহাতি (৩৫) শ্রীমান পণ্ডিত (৩৬) পীতাম্বর (৩৭) কালিদাস।

বাসুদেব ঘোষর শাখা (পার্ষদ) (দল)।
(৩৮) রুদ্র পণ্ডিত (৩৯) ছোট হরিদাস (৪০) মকরধ্বজ পণ্ডিজ (৪১) রাঘব পণ্ডিত (৪২) কংসারি সেন (৪৩) কবিচন্দ্র আচার্য (৪৪) জীব পণ্ডিত (৪৫) মুকুন্দ কবিরাজ।

মাধব ঘোষর পার্ষদ শাখা সদস্য দল
(৪৬) বিদ্যা বাম্পতি (৪৭) কবি কর্ণপুর (৪৮) প্রবোধানন্দ সরস্বতী

(৪৯) মকরধ্বজ সেন (৫০) গোবিন্দ ঠাকুর (৫১) শ্রীকান্ত ঠাকুর (৫২) গোবিন্দ ঠাকুর (৫৩) শ্রীকান্ত ঠাকুর (৫৪) বলভদ্র আচার্য (৫৫) মাধব পণ্ডিত তথা - (৫৬) বল্লভ ঠাকুর (৫৭) বনমালী দাস (৫৮) পরমানন্দ গুপ্ত (৫৯) জগদীশ ঠাকুর (৬০) শ্রীকর পণ্ডিত (৬১) পুরুষোত্তম পণ্ডিত (৬২) লক্ষ্ণাচার্য (৬৩) শ্রীনিধি পণ্ডিত আদি।

গোবিন্দানন্দ ঠাকুর পারিষদ নেই।

## ইশালপা তত্ত্ব আকচুটি

শ্রীশ্রী হরি সংকীর্তনে গায়ক (ইশালপা) গিরক কিয়া ঢাকুলা, দোহার, পালা বারো খলবাঙপার দোহারর লগে পারেং আহানাত না থায়া নাটপালা মণ্ডপর (মণ্ডলী) ভিতরে থার। এ য়্যারী এহান নিয়াম লু (গভীর) তত্ত্বহান। ইশালপা গৌরীদাস বুলিয়া তত্ত্বই মাতের। শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বারো সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ গায়ক তাল, মান, লয়, ছন্দ, সুর রাগ রাগিনীত নিপুন তথা শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, পুরাণ আদির তত্ত্বজ্ঞ। দ্বাপর যুগর ব্রজর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অন্তরঙ্গ সখা। যত গোপনীয় য়্যারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সুবলরাং প্রকাশ করেছে। শ্রীমতি রাধিকার খুড়তাক চন্দ্রভানুর পুতক বারো শ্রীমতি চন্দ্রাবলীর জেঠা বেয়ক। রাধা কৃষ্ণর নিত্যলীলায় মিলনর ঘটক (যোগাযোগকারী)।

ঠিক ঔসাদে মুকুন্দও শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। এলা, নাচা, তাল, মান, লয়, ছন্দ, সুর, রাগ-রাগিনীত পরিপূর্ণ তথা তত্ত্বজ্ঞ। দ্বাপর যুগর বৃন্দাদেবী। শ্রীমতি রাধিকার পরম সখী। রাধাকৃষ্ণর নিত্য লীলার সহায়কারী ঘটক আছিলি। শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মিলনর লৌ দিলে বৃন্দাদেবীয়ে আনিয়া কৃষ্ণরাং আইয়া দেছে। এসাদে সুবল বারো বৃন্দাদেবীয়ে রাধাকৃষ্ণ দ্বিয়গর নিত্যলীলা মিলনর সেবা করেছি। রাধা কৃষ্ণর নির্মল প্রেম নিগুঢ় তত্ত্ব দ্বিয়গি ছাড়া কোনগও হার নাপাছিলা।

দিব্যজ্ঞানী শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে পূর্ব্ব জন্মর তত্ত্ব হারপেয়া গৌরীদাসরে ইশালপার পদফামহান সপিয়া কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অষ্টকালীন নিত্যলীলা খেলা, পঞ্চতত্ত্ব, ভক্ত, সাঙ্গ পাঙ্গরে লগে করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন করানির সময়ত নাট-পালা কীর্তন

মণ্ডপে ঢাকুল, দোহার, পালার লগে পারেঙ আহানাত না থয়া ভিতরে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাদাত থছে। কারণ শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন পূর্ব্ব রস রাধাকৃষ্ণর নির্মল প্রেম প্রকাশকালে যাহাতে কোন ভুলভ্রান্তি, তাল, মান, লয়, ছন্দ, সুর, রাগ-রাগিনী আদি ভঙ্গ নায়া পূর্ণাঙ্গ অর ঔ অভিলাষে।

তদুপরি মুকুন্দরে (বৃন্দাদেবী) খলবাঙর দোহারর (সহায়ক গায়ক) পদফাম দিয়া পালার পারেঙে থছে। মুকুন্দ চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বুলিয়া কোকিল কণ্ঠ সঙ্গীতে দ্বিতীয় তথা তাল, মান, লয়, ছন্দ, রাগ-রাগিনীত নিপুন।

আরাকৌ তত্বই মাতের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত এলা নাচাত পণ্ডিত। পূর্ব্বজন্মে ব্রজর শ্রীমতি রাধার অন্তরঙ্গ সখী ইন্দুরেখা। সঙ্গীত নৃত্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে হারৌ করেছিলি। ঔ তত্ত্ব মতে প্রভুয়ে গৌরী দাসরে সহায়ক পদফামে পালার পারেঙে থছে।

উল্লেখিত তত্ত্বর মাতুং ইলয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনে রাগ-রাগিনী সঞ্চার ও বেরিঘাট (পরিক্রমা) করিয়া ঢাকুলা দ্বিয়গি অদ্বৈত্য বারো গোবিন্দরূপীয়ে মূল প্রবেশ দ্বার (থংচিল) এরা দিয়া ভিতরে উত্তর দিকে গেলেগা শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডপর দায়িত্বত থার মণ্ডপ মাপু গিরকে হমেয়া ঢাকুলা দ্বিয়গি, ইশালপা, দোহার বারো খলবাঙর দোহার এ পাঁচগরে উনা অয়া পান তাম্বুলর তাঙখা দিয়া প্রেমর আদান প্রদান কোলাকুলি (কলনা কলনি/আলিঙ্গন) আহিলে গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা, গৌর চন্দ্রিকা দিয়া পরে সময় অনুযায়ী শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর রস ধারাবাহিক পরিবেশন করানি। এহান তত্ত্বগত লেইতেরেংহান শাস্ত্রগত বিধি পরম্পরা শৈলীহান। আদিত্ত বর্ত্তমান পেয়া চলিয়া আহেছেহান। ভবিষ্যতে ও চলতৈ।

## অষ্ট সখী দ্বাদশ গোপাল পরিচয় তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণলীলা সমগ্র বৃহৎ সারাবলী পবিত্র গ্রন্থত ইকরা আছে. দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কনাককালর দ্বাদশ গোপাল (সখা) বারো শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখী এতা শ্রীমতি রাধা বারো কৃষ্ণ পরিবাররতা।

অর্থাৎ রাধার খুড়তাকর জিপুত কৃষ্ণর বিমাতা (আনউগ মালক) রোহিনীর পুতক বলরাম (সঙ্কর্ষণ)।

পরিচয়

| | | |
|---|---|---|
| বৃষভানুর | পুতক | - শ্রীদাম। |
| | জিলক | - শ্রীমতি রাধা। (মালক- কীর্তিদা স্বামী - আয়ন)। |
| মহাভানুর | পুতক | - স্তোক। |
| | পুতক | - কোকিল। |
| | পুতক | - গন্ধর্ব। |
| | জিলক | - তুংগবিদ্যা। |
| চন্দ্রভানুর | পুতক | - সুবল। |
| | পুতক | - কৃষ্ণ। |
| | পুতক | - মহবলী। |
| | জিলক | - চন্দ্রাবলী (মালক - বিন্দুমতী স্বামী - গোবর্ধনমল্ল)। |
| | জিলক | - চিত্রা। |
| | জিলক | - চম্পকলতা। |
| স্বভানুর | পুতক | - বসুদাম। |
| | পুতক | - মহারণ। |
| | জিলক | - ললিতা। |
| | জিলক | - বিশাখা। |
| ভানুর | জিলক | - মধুমতী। |
| | জিলক | - বিন্ধিনী। |
| | জিলক | - চিত্ররেখা। |
| | | রঙ্গদেবী। |

শ্রীমতি রাধার অষ্টসখী ভগবান শ্রীকৃষ্ণর বাল্য সখা দ্বাদশ গোপাল ছাড়াও আরাকৌ অনেক সখা সখী আছিলা উতাউ ব্রজরবাসীর জিপুত। ভাগবত তত্ত্ব মতে শ্রীমতি রাধার অষ্ট সখী প্রত্যেকর নিজর নিজর তণ্ডাল

তঙাল আটগ করিয়া সখীর দল আসিলা। হাব্বি তিলকরিয়া হিসাব করলে ৬৪ (চৌষট্টি)গ সখী আসিলা।

**সুদাম** - ব্রজর রাখাল বয়সে কৃষ্ণর বলরামরাংত জেঠা। যেবাকা কৃষ্ণরে দেহা করানিরকা মালক লকেইর লগে নন্দর ঘরে আহেছিলা ঔবাকা তানুর বয়স মাহ আহান দুহান কোন কোনগরতা নয় দিন মাত্র।

এরে ১২ (বার)গ (দ্বাদশ) সখা এতাত্ত বয়সে দুই এক মাহ জেঠা খুল্লা। হাবিত্ব অন্তরংগ সখা আনৌগ বেয়ক বলরাম রোহিনীর পুতক। উবাকা বলরামর বয়স শ্রীকৃষ্ণরাংত বছর আহন নিয়াম।

শ্রীকৃষ্ণর বাল্য সখা এতা পূর্ব্ব জন্মত ভগবান নারায়ণর কায়াগত্ব সৃষ্টি নিকালাছেতা। তানু নারায়ণর সহচর আসিলা। তানুরে গোলোকর ১২ (বার) দোয়ার-দোয়ারী (রাহালী) করিয়া থছিল।

পরজন্মে দ্বাপর যুগে ব্রজধামে লীলা খেলারকা দ্বাদশ সখারূপে লগে আনেছে। পূর্ব্বজন্মর সংস্কারবশে তানু কৃষ্ণগত প্রাণা অয়া আসি।

ভাগবতে মাতেছে লক্ষী নারায়ণ দেহ আগর পুণ মিলন। লীলার সালে আছি তঙাল তঙাল কায়া।

আত্মার তিন শক্তি -

(১) সম্বিৎ বা চিৎ শক্তি।

(২) সন্ধিনী

(৩) আহ্লাদিনী।

শ্রীমতি রাধিকা আহ্লাদিনী শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিৎ ও সন্ধিনী শক্তি। গতিকে তত্ত্বর মাতুং ইলয়া বিচার করলে শ্রীমতি রাধিকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর তিন শক্তির ভিতরে (এক আহান) আহ্লাদিনী শক্তি।

সখা এতাত্ত পূর্ব্বজন্মর কৃত পূণ্যফলে দ্বাপর যুগে ব্রজে জরম অয়া শ্রীমতি রাধার সহচারিণী অয়া রাধা কৃষ্ণ প্রেম সেবাত দেহ মন কাতকরেছি। তানুও অন্য নাগই লীলার সালে ভগবান শ্রীহরিয়ে নিজর কায়াগত্ব নিকালাসে।

দ্বাপর যুগর ব্রজর দ্বাদশ গোপাল অষ্ট সখী তথা যত হাবিরেল কলি যুগর জীব উদ্ধাররকা বৈষ্ণব ভক্ত অয়া জরম অয়া হরি সংকীর্তন আরম্ভ করেছি।

দশম বছর বয়সে রাধারে আয়ানে লহং দেছি।

যাবট গাঙ - শ্রীমতি রাধার হৌরকর ঘর।

শ্রীমতি রাধিকার ঘর - নন্দীশ্বর গাঙে।

**চন্দ্রাবলী** - শ্রীমতি রাধার খুড়তাক চন্দ্রভানুর জিলক। কৃষ্ণ সেবাত রাধার তুলনাত কম নাগই। তেইরতাও অনেক সখী আছিলা। তানুও কৃষ্ণ সেবাত সহায় করেছি।

## হরি সংকীর্তনে রস ভেদে নায়িকার প্রকৃতি, ধর্ম, জাতি স্বরূপ নির্ণয় তত্ত্ব

বেদ পুরাণ তত্ত্ব অবলম্বনে নৈতিক স্বভাব, ধারণীয় নীতি, পালনীয় ধর্ম ও তঙাল তঙাল চরিত্র অনুসারে দৌ, গন্ধর্ব, বৈদিক যুগর যোগী ঋষি, মুনি ঋষি তথা নৃত্য সংগীত জগতর ওঝা গুরু আদিয়ে রস ও তত্ত্ব অনুযায়ী নায়িকার ভুমিকারে তঙাল তঙাল করে পাঁচ ভাগ করিয়া প্রকাশ করেছি। যথা - ধর্ম, আয়ুস, জাতি, প্রকৃতি ও অবস্থা।

তদুপরি তত্ত্ব ভাব অনুসারে

ধর্ম ভেদে — তিন প্রকার - স্বকীয়া, পরকীয়া, সামান্যা।

আয়ুস ভেদে — তিন প্রকার - মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলাভা।

জাতি ভেদে — চারি প্রকার - পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী।

অবস্থা ভেদে — আট প্রকার - ব্রহ্মার মানস পুত্র ভরত মুনি বিরচিত নাট্যশাস্ত্রত নায়িকার অবস্থা চরিত্র রস।

সম্প্রতি ভরত মুনির মাতুঙ ইলয়া নাট্য জগতর ওঝা গুরুয়ে নৃত্য সংগীত জগতে শাস্ত্রীয় নৃত্য সঙ্গীত প্রকাশ ও প্রচার করেছি। বিশেষভাবে হরি সংকীর্তনে রস বিতরণ করেছি। উহানে বর্ত্তমানেও অর বারো ভবিষ্যতেও অইতে। ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্র অবলম্বনে আট প্রকার নায়িকার প্রকার ভেদে আহান আহান করে লেংকরানি অইল পাঠক মণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে।

- শ্লোক ২১০ -

তত্র বাসকসজ্জা বা বিরহোৎকণ্ঠিতাপি বা।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা চাপি কলহান্তরিতাপি বা।।

- শ্লোক ২১৪ -

খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা বা তথা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

তথাভিসারিকা চৈব ইত্যষ্টৌ নায়িকা স্মৃতনঃ।

ভাবার্থ - বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, অভিসারিকা নাঙর আট প্রকার নায়িকার কথা উল্লেখ করেছে।

## বাসকসজ্জা তত্ত্ব

- শ্লোক ২১২ -

উচিতে বাসকে যাতু রতি সম্ভোগলালসা।

মণ্ডনং কুরুতে হৃষ্টা সা বৈ বাসক সজ্জিকা।।

এ রস তত্ত্বত নায়িকাই উপযুক্ত ফিজেত ফুতি অংলকার পিদিয়া শৃংগার অভিলাষে - উচিত গৃহত নিজর স্বামীর অপেক্ষায় (বাছেয়া) থাইরি। রতি সম্ভোগ লালসাই অধীর আনন্দে দেহ মন সমর্পণ করিয়া বিভোলা অয়া থাইরী।

## বিরহোৎকণ্ঠিতা

- শ্লোক ২১৩ -

অনেক কার্যবাসংগাদ্যস্যা নাগচ্ছতি প্রিয়ঃ।

অনাগমন দুঃখার্ত্তা বিরহোৎ কণ্ঠিতা তু সা।

এ রস তত্ত্বত নায়িকার নায়কে প্রিয় মিলনর ইচ্ছা আইলেও বিভিন্ন কারণে নানা কামে ব্যস্ত থানাই প্রিয়তমারে যথা সময়ত লগ ধরে নুয়ারানিয়ে নায়কর অনুপস্থিতিত নায়িকাই নিয়াম দুঃখ অয়া থাইরি।

## স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

- শ্লোক ২১৪ -

সুরতাদি বসৈর্ব্বদ্ধো যস্যা পার্শ্বগতঃ প্রিয়ঃ।

সামোদগুণ সংযুক্তা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।।

এ তত্ত্ব রসে নায়িকার নায়কে রতি ক্রিয়াত অতি আনন্দিত অয়া

প্রিয়তমার লগে থার। ঔহানে নায়িকাই নিয়াম আনন্দে নিজরে অতি সৌভাগ্যবতী বুলিয়া নিংকরিরি।

## কলহান্তরিতা

- শ্লোক ২১৫ -

ঈর্ষাকলহনিষ্ক্রান্তো যস্যা নাগচ্ছতি প্রিয়ঃ।
অমর্ষবশ সংতপ্তা কলহান্তরিতা ভবেৎ।।

এ তত্ত্ব রসে - নায়িকাই বিনা কারণে নায়কর গজে সৌঅয়া (রাগান্বিত) নায়করে অনাদর করিয়া ঘরেত্ব নিকালা দিরি। পিছেদে নিজর ভূল নিজে হারপেয়া অনুশোচনার জিগত জ্বলিয়া পুরিয়া থাইরি। নায়িকার নায়ক নিরপরাধী যদিও নায়িকাই বিনা কারণে নায়কর লগে কৌলি করিরি।

## খণ্ডিতা

- শ্লোক ২১৬ -

ব্যসংগাদুচিতে যস্যাঃ বাসকে নাগতঃ প্রিয়।
তদনাগমনার্ত্তা তু খলিতেত্যাভধীয়তে।।

এ তত্ত্ব রসে - নায়িকার নায়কে অন্য প্রেমিকার লগে রতি সম্ভোগ ক্রিয়াত ব্যবহৃত ফিজেত ফুতি আবরণল নিজ প্রিয়তমারাং গমণ করের ঔবাকা নায়কর দেহত সম্ভোগ চিহ্ন দেহিয়া নায়িকাই সৌঅয়া (রাগান্বিত) জ্বলিয়া উঠিরি।

## বিপ্রলব্ধা

- শ্লোক ২১৭ -

তস্মাদ্‌ভূতাং প্রিয়ঃ প্রাপ্য দত্বা সংকেতমেব বা।
নাগতঃ কারণেনেহ বিপ্রলব্ধা তু সা মতা।।

এ নায়িকার নায়কে প্রেম মিলনর ইংগিত দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট সময় দেনা সত্ত্বেও যথা সময়ত গিয়া উপস্থিত অনা নোয়ারলে (ডিলইলে) নায়িকাই নিজে নিজে অপমান বুলিয়া খালকরিয়া দুঃখ করিরি।

## প্রোষিত ভর্ত্তৃকা

- শ্লোক ২১৮ -

গুরুকার্য্যান্তরবশাদ্যস্যা বিপ্রোষিতঃ প্রিয়ঃ।
সা রূঢ়ালককেশান্তা ভবেৎ প্রোষিতা ভর্ত্তৃকা।।

এ নায়িকার নায়ক অতি গুরুত্বপূর্ণ কামর সন্ধানে বিদেশে গিয়া থাইলে নায়িকাই নায়কর অনুপস্থিতিত কাম বেদনায় জর্জরিত অয়া নায়কর অপেক্ষায় থাইরি।

## অভিসারিকা

- শ্লোক ২১৯ -

ত্রিত্বা লজ্জাং তু যা শ্লিষ্ট মদেন মদনেন বা।
অভিসারয়তে কান্তং সা ভবেদভিসারিকা।।

এ রসে নায়িকাই বাহ্যজ্ঞান লজ্জা (লাজ) বিসর্জন দিয়া প্রিয়ামিলনর নিমিত্তে প্রিয়তমারাং নিজে গিয়া উপস্থিত অইরি।

## বার্তন তত্ত্ব

শ্লোক

শ্রীরাধা কৃষ্ণো শক্তি প্রদানাদান মাবিশ্য।
রাধা সন্দেশ গন্ধেন পুষ্পচন্দনং বর্ত্ততে।।
বৃন্দাবনং গৃহস্থস্যাৎ সন্দেশ রাধিকা স্বয়ং।
তস্যা গন্ধরসং স্মৃত্বা গ্রহনং পুষ্পচন্দনং।।
শ্রীরাধা স্পর্শ ভাবেন কৃষ্পেৎ কণ্ঠাদি স্থাপয়েৎ।
প্রথমোহহ্নি নিমন্ত্রং স্যাৎ দ্বিতীয়োহধিবাসং স্মৃতং।
তৃতীয় দিবসে অন্তে বিজয়ং কীর্তনোৎসবং।। (নারদ পঞ্চরাত্র)

তত্ত্ব মতে —

রাধা কৃষ্ণ প্রেম মিলনর আদান প্রদান সন্দেশ (খবর)ই বার্তন।
কোন আয়োজিত (ঠৌরাং) করা হরি সংকীর্তন, দেবকর্ম, পিতৃকর্ম,

পূজা পার্বন, যজ্ঞ, দশ কর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম, বৈষ্ণব সেবায় ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধু, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার, রাজা সিজা, লেইমা, গিরি, ইমা ইন্দল, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার পালা পদ কীর্তনী আদিরে বাহক যোগে পত্র তথা উপাচার দ্বারা যথা রীতি নীতি অনুসারে নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা এহান সত্য ত্রেতা দ্বাপরেত্ব বর্ত্তমান পেয়া ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে পরম্পরাহান। আরতা এহান ভবিষ্যতেও চলতৈ।

কর্ম অনুসারে নিমন্ত্রণ বিধি ব্যবস্থা ও তণ্ডাল তণ্ডাল।

ব্রজভাবে —

দ্বাপর যুগে শ্রীমতি রাধিকাই বৃন্দাবনর রাধাকুণ্ড পারে নিকুঞ্জ মন্দিরে রাস লীলা আয়োজন (ঠৌরাং) করিয়া প্রাণনাথ প্রাণ গোবিন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রেম সেবা পানার অভিলাষে যাবটগ্রাম স্বামী আয়নর ঘরে নিরলে (গোপনে) বহিয়া নিজর আতল পুংনিংচিলয়া আসুটা কাচা গুয়া পানা ফুল চন্দন প্রদীপ মূল্য আদিল সাজেয়া বৃন্দাদূতি তুলসী মঞ্জরী দ্বিয়গিরাং সপিয়া মাতেছে, হে! বৃন্দা তুলসী এরে মি সালকরলো বার্তন এহানল নন্দগ্রামে যেইগা প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণরাং। প্রভুরে উনা অয়া প্রভুর শ্রীচরণে কাতকরিয়া পয়লা নিজর পরিচয় দিয়া প্রভুরে নিবেদন করিয়া মাতিয়, হে! প্রভু জগত ঈশ্বর ভক্ত বাঞ্ছা পূরণকারী আহের কালি রাতি যাবটগ্রাম নিবাসী শ্রীমতি রাধিকাই রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পারে রাসলীলা ঠৌরাং করেছে। ঔ রাসলীলায় প্রভুর লগে নৃত্য সঙ্গীত বিহার কুঞ্জকেলির অভিলাষে আমারে বার্তন এহানল প্রভুরাং প্রেরণ করেছে বুলিয়া মাতিয়।

শ্রীমতি রাধিকার য়্যাথাংর মাতুং ইলয়া বৃন্দাদেবী তুলসী মঞ্জরী দ্বিয়গিয়ে বার্ত্তনর উপাচার পুংনিং চিলয়া অতি যত্নে গ্রহণ করিয়া সুদূর যাবটগ্রামেত্ব নন্দগ্রামর উবেদে খালি জাঙে আটিয়া সালইলা। পদব্রজে আহিয়া ঠিক গধূলি লগ্নত ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে গোচারনেত্ব আহানির সময়ত উনা অয়া আগরে আগই পরিচয় আংকরা আংকরি করিয়া হারপা হারপি অয়া বৃন্দাদেবী তুলসী মঞ্জরীয়ে শ্রীমতি রাধিকাই সিজিল করিয়া দিয়া পেঠাছে বার্তন (আসুটা কাচা গুয়া পানা ফুল চন্দন প্রদীপ মূল্য) ভগবান শ্রীকৃষ্ণর চরণে কাতকরিয়া হাত জোর করিয়া বার্তনর উদ্দেশ্য শ্রীমতি রাধিকাই মাতানির সাদানে প্রাণনাথ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং নিবেদন করানি অকরলা।

হে! প্রাণনাথ শ্রীহরি জগত ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাবটগ্রাম নিবাসী শ্রীমতি রাধিকাই আহের কালি রাতি রাধাকুণ্ড শ্যাম কুণ্ডর পারে কুঞ্জ হংকরিয়া রাস লীলা ঠৌরাং করেছে। ঔ রাস লীলায় প্রভুর লগে নৃত্য, সঙ্গীত, বিহার, জলকেলি, কুঞ্জকেলির বাঞ্ছায়। প্রভুয়ে গিয়া দর্শন দেনার উদ্দেশ্যল আমারে এ উপাচারল সন্দেশ (খবর) দিয়া পেঠাছে। প্রভুয়ে দয়া করিয়া গ্রহণ করেদে বুলিয়া পুংনিং চিলয়া সাজারাং অয়া হমা দিয়া কাত করলা।

পদ বার স্বর আংকরলে দ্বিয়গিয়ে আকসাদে দুই পাদ দুই স্বর বুলিয়া নিবেদন করানি।

বৃন্দাদেবী তুলসী মঞ্জরী দ্বিয়গিরাংত শ্রীমতি রাধিকার রাসলীলা ঠৌরাংর সন্দেশ (খবর) পেয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রেমে আকুল অয়া গদ গদ নয়নে জল ধারায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার্তন গ্রহণ করিয়া মাতানি অকরল ধন্য ধন্য হে শ্রীমতি রাধিকা তোর কৃষ্ণ প্রেম তুলনা নেই। তোর প্রেম ঋণ মি হুজে নুয়ারতৌ। ভবিষ্যতে কলিকালে চৈতন্য অবতারে তর নাঙে নামাবলী মুরগত বাধিয়া ভিক্ষার জুলি লেম্পালে দিয়া আতে কমণ্ডলু ধরিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা (মাদুকরি) করিয়া বুলতৌ বুলিয়া নানা ভাব প্রকাশ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতানি অকরল।

হে! বৃন্দাদেবী তুলসী মঞ্জরী শ্বৈনেই (নিশ্চয়) মি আহিতৌ শ্রীমতি রাধিকারে মাতে দিয়। তেইর ইচ্ছা পূরণ করতৌ।

**নবদ্বীপ ভজনে -**

ইহ কলি কালে চৈতন্য অবতারে কলিজীব ভব বন্ধন তথা মুক্তির অভিলাষে অষ্ট প্রহর হরি সংকীর্তন উৎযাপনর য়্যাথাং শ্রীবাসরে দেনাই। শ্রীবাসে প্রভুর য়্যাথাং ইলয়া নিজ অঙ্গনে অষ্টকালি হরি সংকীর্তন আয়োজন করিয়া। সম্প্রতি শ্রীবাসে নিজে বার্তনর যোগাড় করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত তথা নানা সম্প্রদায়র ভাবক, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত আদিরে শ্রীরূপ গোস্বামী বার্তন বাহক গিরকরাং সপিয়া দিয়া পেঠেয়া (প্রেরণ) সিজিল করেছে।

ব্রজভাব বারো নবদ্বীপ দ্বিয় ভাবর রীতি নীতি পরম্পরা পথর মাতুং

ইলয়া আমার পূর্ব্বপুরুষরাংত চিনকরিয়া বর্ত্তমান পেয়া ঠৌরাং (আয়োজন) করা হরি সংকীর্তন, দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, দশকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম, পূজা, উৎসব, রাস লীলায় বার্তন প্রথা এহান ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক পরম্পরা শৈলীহান।

বর্তমান দ্বাপর যুগ নেই। বৃন্দাবনর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধিকা বৃন্দাদেবী তুলসী মঞ্জরী নেই। তথা চৈতন্য মহাপ্রভু, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস গদাধর পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী কোনগ ও নেই যদিও তানুর আত্মা, গুণ, শক্তি, মহিমার প্রভাব এবাকাও বিদ্যমান। তানুর আত্মার মরণ নেই। মরিয়াও অমর। শুধুমাত্র পঞ্চভূতর দেহ পরিবর্ত্তন করেছিতা যদিও স্মরণ করিয়া পুংনিং চিলয়া আহ্বান (ডাকলে) ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তর হৃদয়ে আহিয়া উদয় অইতারা। নাম রূপে প্রভু সর্বত্র বিরাজ করিয়া আসে। প্রভু আসে বুলিয়া জগত আছে। প্রভুয়ে হাবিরে নিয়ন্ত্রণ করের। প্রভুরাং আশ্রয় করিয়া হাবি জিংতা অয়া আছিতা। প্রভু প্রাণ রূপে দেহাত বিরাজিত। বায়ু রূপে বাহিরে অবস্থান করিয়া হাবিরে রক্ষা করিয়া আছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার পেয়া দৌ, মানু, যোগীঋষি; মুনিঋষি আদিয়ে আগরে আগই দেহা দেহি, উনা উনি অয়া য়্যারী দেছি। কর্ম কাছাত আনাযানা বারো আকসাটে বিচরণ করেছি। ভগবান শ্রীহরি দর্শন পাছি। আগরে আগই নিমন্ত্রণ আদিও করেছি যদিও বর্ত্তমানে তানু আকগও নেই। গতিকে মন্দিরে পুজা করিয়ার বিগ্রহ মূর্ত্তি ভগবান শ্রীহরি তথা চৈতন্য মহাপ্রভু নিংকরিয়া আয়োজিত কর্মর পয়লাকার মূল বার্তন তত্ত্ব হার পেয়া প্রদান করানি থক।

**কর্ম কর্তা -**

ব্রজভাবে - শ্রীমতি রাধিকা।
নবদ্বীপ ভাবে - শ্রীবাস, অদ্বৈত, রাঘব পণ্ডিত।
বার্তন সালকরানি - কর্মকর্তাই নিজে।

**বার্তন বাহক**

ব্রজভাবে - বৃন্দাদেবী, তুলসী মঞ্জরী।
নবদ্বীপ ভাবে - শ্রীরূপ গোস্বামী।

বার্তন বা নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়োজিত কর্মর পূর্ব দিনে সন্ধ্যার আগে লেইকরানি থক। নাইলে দোষ থার।

কারণ আয়োজিত কর্মত যে উদ্দেশ্যল যে যে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ওঝা, গুরু, পণ্ডিত, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার আদিরে যে যে পদবীত শোভাবর্ধন তথা দায়িত্বভার সপানির উদ্দেশ্যল নিমন্ত্রণ করানি অর। ঔ গিরকে নিমন্ত্রণ পেয়া সন্ধ্যা আহ্নিকক্রিয়া করিয়া ঔ গিরকর অনুগামী অয়া গিরকর স্বরূপ অবলম্বনে পরবর্ত্তী দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আয়োজিত কর্মত উপস্থিত অনি। ঔহান অইলে সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ অর বারো উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর।

তদুপরি যে মৃতার সৎগতির উদ্দেশ্যল হরি সংকীর্তন ঠৌরাং করানি অসে ঔ মৃতারে আহ্বান করিয়া আলাদা করে নিমন্ত্রণ করানি থক। উহান ছাড়াও বংশর ইপা বপা বপি আদিরেও আহ্বান করিয়া আয়োজিত হরি সংকীর্তন শ্রবণে আহে দেনার মানসে নিমন্ত্রণ দেনা থক।

ঔতার গজেও হরি সংকীর্তন মণ্ডপর চারি কোণর চারি দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল লগে পৃথিবী, হেমন্ত, বসন্ত, চন্দ্র, সূর্য্য, পদধৌত, রন্ধন, ভাণ্ডার, সম্ভাষা, আরাংপা, শিব, গনেশ, বাসুকী, ইন্দ্র, লক্ষী, কুবের অন্যান্য সর্ব দেবদেবীর মানসে আকসাদে বার্তন দেনা থক। ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত তথা ভাবক, বৈষ্ণব ভক্ত হাবিরেও নিমন্ত্রণ করানি থক। যে মণ্ডপে হরি সংকীর্তন অইতৈ ঔ মণ্ডপর মূল খুটা (মেয়ুমগত) আলাদা করে বার্তন আহান আসুটা গুয়া, পানা, প্রদীপ, ধূপ, মূল্য আদিল দেনা থক। ঔহান অইলে কোন বিঘ্নি আদি নার। সংকীর্তন পরিপূর্ণ অইতৈ।

## নিমন্ত্রণ তিন প্রকার

(১) বার্তন (২) নিমন্ত্রণ (৩) আমন্ত্রণ।

### বার্তন

যে আয়োজিত (ঠৌরাং) করা কর্ম আজি অয়তৈ বুলিয়া উপচার আদিল বার্তন বাহক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত কামনায় খবর প্রেরণ করানি অর। অর্থাৎ সম্পুর্ণ দৃঢ়/সঠিক/পূর্ণ নিশ্চিত/অনিবার্য্য ঔহানরে বার্তন বুলতারা।

## নিমন্ত্রণ

যে আয়োজিত কর্ম আহের কালি অয়তৈ বুলিয়া নিমন্ত্রণ বাহক দ্বারা পত্র (চিঠি) বা উপচার আদিল উপস্থিত কামনায় খবর (সন্দেশ) দেনা অর। অর্থাৎ নিশ্চয় দৃঢ় করানি। ঔহানরে নিমন্ত্রণ বুলতারা।

**আমন্ত্রণ**

এ দ্বিয়হানির উর্দ্ধে অইলে দূরেইত দিয়া পেঠেইলে (চিঠিপত্র) বা বাহক যোগে খবর দিলে ঔহানরে আমন্ত্রণ বুলতারা। অর্থাৎ অনিশ্চয়/সঠিক নাগই।

## বার ভেদে অগ্নিদেবতা জলদেবতা স্থিতি তত্ত্ব

বার (দিন) ভেদে অগ্নিদেবতা, জলদেবতার স্থিতি তত্ত্ব হারপেয়া আয়োজিত কর্মত আহ্বান করিয়া পূর্ব দিনে নিমন্ত্রণ দিয়া কর্মর দিনে ঔ পহুরি তথা নদীর নির্দ্দিষ্ট ঘাটেত্ব জল আনিয়া কর্ম করানি। অগ্নিদেবতারেও অনুরূপ।

| | | |
|---|---|---|
| রবিবারে | ব্রহ্মা | গঙ্গা জল। |
| সোমবারে | হব্য বাহু | যমুনা জল। |
| মঙ্গলবারে | হুতাসন | গোদাবরী জল। |
| বুধবারে | অগ্নি | রাধাকুণ্ড জল। |
| বৃহস্পতিবারে | বহ্নি | শ্যামকুণ্ড জল। |
| শুক্রবারে | প্রজাপতি | মার্কণ্ডেয় জল। |
| শনিবারে | চতুরানন | প্রয়াগ জল। |

## বার ভেদে সখী, কুঞ্জ, রস, সেবা তত্ত্ব

তদুপরি যে গিরকরে নিমন্ত্রণ করানি অর ঔ গিরকরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা চৈতন্য মহাপ্রভু নিংকরানি থক। যে গিরকে বার্তেনল যিতইগা ঔ গিরকরে বৃন্দা তুলসী তথা শ্রীরূপ গোস্বামী নিংকরানি থক। নিমন্ত্রণ গ্রহণকর্তা তথা নিমন্ত্রণ বাহন দ্বিয়গিয়ে বার (দিন) ভেদে সখী, রস, কুঞ্জ, জলসেবা আদির তত্ত্ব হারপেয়া আংকরলে হিসাব করিয়া বার অনুযায়ী উত্তর দেনা থক। যথা

শনিবারে -

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | ললিতা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | মদন সুখদা কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর উত্তর দিকে। |
| সেবা | - | তাম্বুল সেবা। |
| পুষ্প | - | কৃষ্ণ বর্ণ। |
| রস | - | খণ্ডিতা। |
| অলংকার | - | হেম মণি। |
| বস্ত্র | - | ময়ূর পুচ্ছ। |
| বর্ণ | - | বামা প্রখরা। (গোরচনা)। (অর্থাৎ গরুর পক্ষীর মস্তক পীত বর্ণ সাদানে)। |
| জল | - | প্রয়াগ তীর্থ। |
| অগ্নি | - | চতুরানন। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ৩ মাস ৯ দিন। |

রবিবারে -

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | বিশাখা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | বিশাখা নন্দদা কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর ঈশান কোণে। |
| সেবা | - | কর্পূর সেবা। |
| পুষ্প | - | শ্যাম বর্ণ। |
| রস | - | স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। |
| বস্ত্র | - | তারাবলী বস্ত্র। |
| বর্ণ | - | বিদ্যুৎ বর্ণ। |
| জল | - | গঙ্গা জল। |
| অগ্নি | - | ব্রহ্মা। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১৫ দিন। |

সোমবারে -

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | চিত্রা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | মনোহর কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর পূর্ব পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| সেবা | - | বস্ত্র অলঙ্কার। |
| পুষ্প | - | কাঞ্চন বর্ণ। |
| রস | - | অভিসারিকা। |
| বস্ত্র | - | কাচপ্রতা বস্ত্র। |
| বর্ণ | - | কাশ্মীর বর্ণ। |
| জল | - | যমুনা জল। |
| অগ্নি | - | হব্যবাহু। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১৬ দিন। |

**মঙ্গলবারে -**

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | চম্পকলতা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | কেলি কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর অগ্নি কোণে। |
| সেবা | - | চামর সেবা। |
| পুষ্প | - | পীত বর্ণ। |
| রস | - | বাসক সজ্জা। |
| বস্ত্র | - | চাসপক্ষী বর্ণ। |
| বর্ণ | - | চম্পক বর্ণ। |
| জল | - | গোদাবরী জল। |
| অগ্নি | - | হুতাসন (শ্বেত বর্ণ)। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১২ দিন। |

**বুধবারে -**

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | তুঙ্গবিদ্যা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | অরুণ কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর দক্ষিণ দিক। |
| সেবা | - | গীত বাদ্য। |
| পুষ্প | - | শ্বেত বর্ণ। |
| রস | - | কলাহান্তরিতা। |
| বস্ত্র | - | পাণ্ডু বর্ণ। |

| | | |
|---|---|---|
| বর্ণ | - | চন্দ্র কুমকুম বর্ণ। |
| জল | - | রাধা কুণ্ড জল। |
| অগ্নি | - | অগ্নি (পীতবর্ণ)। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১২ দিন। |

**বৃহস্পতিবারে -**

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | ইন্দুরেখা দেবী। |
| কুঞ্জ | - | চন্দ্র সুখদা কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর নৈঋত কোণে। |
| সেবা | - | নর্ত্তন সেবা। |
| পুষ্প | - | তাম্র বর্ণ। |
| রস | - | প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। |
| বস্ত্র | - | দাড়িম্ব পুষ্প বস্ত্র। |
| বর্ণ | - | হরিতাল বর্ণ। |
| জল | - | শ্যাম কুণ্ড জল। |
| অগ্নি | - | বহ্নি (নীল বর্ণ)। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১৯ দিন। |

**শুক্রবারে -**

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | রঙ্গ দেবী। |
| কুঞ্জ | - | সুখদা কুঞ্জ |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর পশ্চিম দিকে। |
| সেবা | - | রঞ্জন (আলতা) সেবা। |
| পুষ্প | - | রাতুল বর্ণ পুষ্প। |
| রস | - | উৎকণ্ঠা। |
| বস্ত্র | - | জবাপুষ্প বস্ত্র। |
| বর্ণ | - | পদ্ম কিঞ্জলুক বর্ণ। |
| জল | - | মার্কেণ্ডয় জল। |
| অগ্নি | - | প্রজাপতি (শ্যামবর্ণ) |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১৯ দিন। |

পুণ শনিবারে (যুগ্ম) -

| | | |
|---|---|---|
| সখী | - | সুদেবী। |
| কুঞ্জ | - | বসন্ত সুখদা কুঞ্জ। |
| দিক | - | রাধা কুণ্ডর বায়ু কোণে। |
| সেবা | - | জল সেবা। |
| রস | - | বিপ্রলব্ধা। |
| পুষ্প | - | কৃষ্ণ বর্ণ। |
| বস্ত্র | - | প্রবাল বর্ণ বস্ত্র। |
| বর্ণ | - | সুবর্ণ তৃণ বর্ণ। |
| জল | - | প্রয়াগ তীর্থ। |
| অগ্নি | - | চতুরানন (বিচিত্র বর্ণ)। |
| বয়স | - | ১৪ বছর ২ মাস ১২ দিন। |

ভাগবত তথা শ্রীরূপ গোস্বামীয়ে বর্ণনা করানি মতে অভিসারিকাদি রস আট সখীও আট। যদিও সপ্তাহত দিনর সংখ্যা ৭ (সাত)। গতিকে শনিবার এহানরে যমল (যুগ্ম) বার হিসাব করিয়া মিলাসি। যমল মানে জোরা বার। মতান্তরে —

ললিতা সখী সর্ব সখীর প্রধান। গিথানকে হাবি বারে রাধা কৃষ্ণ সেবাত থাইরি বুলিয়া মাতেছি।

## লেইচন্দন তত্ত্ব

| | |
|---|---|
| লেই | - মানে পুষ্প (ফুল)। |
| চন্দন | - কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, গোপী পদধূলি। |
| পরিবেশন উদ্দেশ্য | - স্বাগতম্, অভ্যর্থনা। |

বাঞ্ছিত নিমন্ত্রিত অতিথি ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ওঝা, গুরু আগমনে মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ফুল, চন্দন, ধূপ, প্রদীপ দর্পন তথা তাম্বুল আদি দ্রব্য দিয়া ভাব আদান প্রদান প্রেম ভক্তি নিবেদন করানি। অর্থাৎ অতিথি অভ্যর্থনাই লেইচন্দন সেবা। সেবাই পরম ধর্ম। প্রেম ভক্তি নিবেদন ত্যাগও সমর্পনে মুক্তির একমাত্র পথ। আশ্রয়ে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উজ্জ্বল মার্গ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগেত্ব বর্ত্তমান পেয়া ভাবক, বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ওঝা-গুরু, মুনি-ঋষি, যোগী-ঋষি, রাজা, সিজা, গিরি লেইমা, ইমা ইন্দল, ডাকুলা, ইশালপা, দোহার পালা আদি ঠৌরাং (আয়োজন) করা দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম, দশকর্ম, হরি সংকীর্তনে উপস্থিত অইলে। আগমনর শুভ কামনায় ফুল চন্দন প্রদীপ ধূপ দর্পন আদি দ্রব্য প্রদর্শনে অভ্যর্থনা রীতিনীতি এহান আদিত্ব বর্ত্তমান পেয়া ধারাবাহিকবাবে চলিয়া আহেছে পরম্পরা শৈলীহান।

দ্বাপর যুগে শ্রীমতি রাধিকাই রাসলীলা ঠৌরাং (আয়োজন) করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আয়োজিত রাসলীলায় অংশগ্রহণে উপস্থিত অইলে শ্রীমতি রাধিকাই ফুল চন্দন প্রদীপ ধূপ দর্পন আদি প্রদর্শনে নানা সখী দ্বারা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আগমনর শুভকামনা তথা পুংনিং চিলয়া প্রেম নিবেদন করেছে।

ঔ তত্ত্ব প্রেম ভাব, ভক্তি, কৃষ্ণ সেবা মাতুং ইলয়া কলিযুগে চৈতন্য অবতারে পঞ্চতত্ত্ব ছয় গোসাই চৌষট্টি মহন্ত তথা ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত লগে করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীহরি সংকীর্তন উৎযাপন করিয়া নাম প্রচার কালে নিমন্ত্রীত যত ভাবক, বৈষ্ণব, ওঝা, গুরু আগমনে নানাজনরে নানা সেবার দায়িত্ব সপেছিল। ঔ সেবাধারি দ্বারা ফুল, চন্দন, ধূপ দীপ দর্পন তাম্বুল আদি প্রদর্শনে অভ্যাগত অতিথির আগমনর স্বাগত তথা মনোবাঞ্ছা পূরণ অভিলাষে প্রেমভক্তি নিবেদন করেছে।

(নারদ পঞ্চ রাত্র)

শ্লোক

দীপাধিকারী স্যাৎ শ্রীহরিদাস ঠাকুরঃ।
শ্রীরামানন্দোধি কারোহয়ং গন্ধচন্দনং কীর্তনে।
ধূপাদি সৌরভং কুর্য্যাৎ - জগদানন্দ প্রিয়োত্তম্।

অর্থাৎ প্রত্যেক উপচার (দ্রব্য)ত আকেইগ সেবায়িত সেবার দায়িত্বত আকেইগ সেবাধারী লয়া বিরাজ করেছিতা।

ব্রজভাব নবদ্বীপ ভাবর মাতুং ইলয়া মনিপুরে হরি সংকীর্তন, দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, মাংগলিক কর্ম আদি উৎযাপন কালে প্রত্যেক দ্রব্য (উপচার) দ্বারা সেবার দায়িত্বত আসি সেবায়িত আয়োজিত কর্মত উপস্থিত যত ভাবক বৈষ্ণব,

ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মন্ত্রী, রাজা, সিজা, লেইমা, গিরি, মুক্তিয়ার, ইমা, ইন্দল, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা আদিরে অভ্যর্থনা ও সেবার নিমিত্তে ব্যস্ত ও ভির করানিয়ে আয়োজিত কর্মত নানা বিশৃঙ্খল তথা বাকী ভাবক বৈষ্ণবর সংকীর্তন শ্রবণে ব্যাঘাত, সংকীর্তন শৃঙ্খলা তথা রস ভঙ্গ অনাই বাকী ভাবক বৈষ্ণবে আপত্তি করানিয়ে সমস্যা দেহা দেছে।

ঔহান দেহিয়া মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরকে আয়োজিত সংকীর্তন উৎযাপন কালে যাতে উপস্থিত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত ওঝাগুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার, রাজা, সিজা, গিরি, লেইমা, মন্ত্রী সেনাপতি ইমা ইন্দল ইশালপা ঢাকুলা দোহার পালা আদিরে সেবা ও অভ্যর্থনা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যারগা তথা বাকী ভাবক বৈষ্ণবর ধ্যানভঙ্গ নার ঔ মানসে মনিপুরর বেদজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঝাগুরু, মন্ত্রী, মুক্তিয়ার, ইশালপা, ঢাকুলা দোহার তথা নানা সম্প্রদায়ভুক্ত তত্ত্বজ্ঞরে নিমন্ত্রন যোগে রাজসভাত ডাহিয়া তিলকরিয়া হাবির উপস্থিতিত শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন উৎযাপনে কীর্তন মণ্ডলীত লেইচন্দন আদিল ভাবক, বৈষ্ণব আদিরে সেবা ও অভ্যর্থনায় দেহা দেছে সমস্যা সমাধান তথা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন সম্পন্ন অর। ঔ মানসে উপস্থিত রাজসভার যত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, ওঝা গুরু, সভাসদ হাবির মতামত লয়া সর্বসন্মতিক্রমে বেদশাস্ত্র, ব্রজভাব, নবদ্বীপ ভাব লগে মনিপুরর গন্ধর্ব ভাব তিলকরিয়া নুয়া করে অতি সংক্ষেপে শৃঙ্খলা করিয়া পঞ্চ উপচারল কোপাঙ (থাল) আহানাত সাজেয়া সিজিল করে দেছে লেইচন্দন ব্যবস্থা এহান। যেহানরকা বর্ত্তমান পেয়াও অতি শৃঙ্খলবদ্ধ ভাবে অভ্যর্থনাও সেবা পর্ব সম্পূর্ণ অর তথা ভাবক, বৈষ্ণব আদির সংকীর্তন শ্রবণে ব্যাঘাত নার। অনেকে লেইচন্দন সেবা ব্যবস্থা এহান গন্ধর্ব সংস্কৃতি বুলিয়া মাতেছি। তবে সেবার উদ্দেশ্য এক। অতিথি সেবা ও অভ্যর্থনা। লেইচন্দন প্রদর্শনে সেবা ব্যবস্থা এহান অন্যান্য সমাজে নেই। এহান আমার জাতীয় সংস্কৃতি সমাজ ব্যবস্থার পরম্পরা শৈলীহান।

যে কোন ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ওঝা-গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা, রাজা, সিজা, লেইমা, গিরি, মুক্তিয়ার, সেনাপতি, হাঞ্জাবা, ইমা ইন্দল আদিয়ে লেইচন্দন গ্রহণকালে পয়লা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া

দর্পণে নিজর সাধারণ রূপ দর্শন করানি লাগের। পিছেদে ফুল ধরিয়া চন্দন, ধূপ, প্রদীপ স্পর্শ করিয়া যে গিরকর স্বরূপ ধারণ করিয়া সংকীর্তন শ্রবণে আয়োজিত কীর্তন মণ্ডপে আহেছে। ঔ গিরকরে পুংনিং চিলয়া ধ্যান (নিংশিং) অয়া সংকীর্তন শ্রবণর য়্যথাং লয়া কপালে চন্দন ফুটা কাণে ফুল ধারণ করিয়া পুনরায় মেংসেল (দর্পন) চানি থক্। পৃথিবী স্পর্শর উদ্দেশ্য অইলতায় সর্বশুদ্ধি ধরিত্রী (পৃথিবী) জ্ঞান করানি। কারণ ধরিত্রী ইমারাং হাব্বি গুণ বিরাজিত।

**ভাগবত তত্ত্ব মতে —**

হরি সংকীর্তনে যে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত ওঝা-গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা, রাজা, সিজা, লেইমা, গিরি, মন্ত্রী, সেনাপতি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার, ইমা ইন্দল আদিরে লেইচন্দন দেনা অর। তানুরে ব্রজভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারো নবদ্বীপ ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু জ্ঞানে যে গিরকে পরিবেশন করের আরাংপা তথা কর্মকর্ত্তাই নিংকরানি থক। তদুপরি যে গিরকে গ্রহণ করতে ঔ গিরকে ও অনুরূপ ভাব মনে করিয়া পুংনিং চিলয়া ধ্যান করিয়া গ্রহণ করানি থক।

আরাক তত্ত্বমতে রাসমণ্ডলীর কুঞ্জত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকারে উনা অইলে একে অন্যই আলিঙ্গন করিয়া প্রেম ভক্তি আদান প্রদান কালে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণই নিজর কপালে ধারণ করা চন্দন ও সিন্দুর ফুটা শ্রীমতি রাধিকার কপালে পিদা দেছে। অনুরূপ চৈতন্য প্রভুয়েও ভক্ত হাবিরে প্রেম আলিঙ্গন করেছে।

ঔ তত্ত্ব ইলয়া কর্মকর্তা রাধাস্বরূপ মনে করিয়া প্রেম আলিঙ্গন তথা চন্দন ফুটা দেনা থক। তদুপরি লেইচন্দন গ্রহণকর্ত্তাই শ্রীমতি রাধিকার আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণপ্রেম ও সেবা পানার অভিলাযে ভক্তি করিয়া তিলক ধারণ করানি থক।

**আরাংপা সেবাত থার গিরকর পাঁচহান স্বরূপ তিলয়া একস্বরূপ-**

**ব্রজভাবে -**

| | |
|---|---|
| ফুলচন্দন সেবায় | - চম্পকলতা সখী, আনন্দ মঞ্জরী। |
| দর্পন সেবায় | - শশি রেখা। |
| চন্দন | - শ্যামলা মঞ্জরী। |
| তাম্বুল | - ললিতা সখী। |
| দর্পন | - শ্রীমতি রাধিকার প্রেম ভাবস্বরূপ। |

নবদ্বীপ ভাবে -

| | |
|---|---|
| প্রদীপ সেবায় | - হরিদাস। |
| চন্দন সেবায় | - রামানন্দ রায়। |
| ধূপ সেবায় | - জগদানন্দ পণ্ডিত। |
| তাম্বুল সেবায় | - স্বরূপ দামোদর। |
| দর্পন | - চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমভাব স্বরূপ। |

তদুপরি ভাগবত, বৃহৎ সারাবলী ভক্তমাল গ্রন্থ, প্রভাস খণ্ড, গীত গোবিন্দম্, হরি বংশ, কৃষ্ণলীলা সমগ্র তথা অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থত প্রকাশ।

ফুল, চন্দন, ধূপ প্রদীপ, দর্পনে জগৎ মাতা লক্ষীদেবীয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুরে প্রাতঃ সন্ধ্যায় প্রভুর মঙ্গল কামনায় প্রেম আরতি করেছে। দ্বাপর যুগে নন্দরাণীয়ে বালক কৃষ্ণর মঙ্গল কামনায় ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ, দর্পনে আরতি করেছে।

রাসলীলায় শ্রীমতি রাধিকায় ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ, দর্পনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেবা ও মংগল আরতি করেছে।

ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত তথা তিন প্রভু, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত আদিরে শ্রীবাস পণ্ডিতে ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ দর্পন আদি উপচারে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে সেবা করেছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজাই রাজসূয় যজ্ঞ করতে যত ঋষি, মুনি, গুরু, মহারাজা, ব্রাহ্মণ আদিরে ফুল, চন্দন, প্রদীপ, ধূপ, দর্পনে আগমনর শুভ কামনায় সেবা করেছে। এ তত্ত্ব হারপেয়া লেই চন্দন পরিবেশন করলে যে উদ্দেশ্যে আয়োজিত কর্ম পরিপূর্ণ অর।

(তদুপরি নিগুঢ় তত্ত্ব হারপানি মনেইলে গুরু আশ্রয় তথা সাধু বৈষ্ণব সঙ্গ করলে হারপেইতাঙাই।)

## পুষ্প (ফুল) তত্ত্ব

ফুল ভগবান শ্রীহরি নারায়ণর মনহানাত্ব সৃষ্টি। জগত মাতা লক্ষীর সেবায় তুষ্ট অয়া ফুল উপহারে প্রেমদান করেছে।

সেবাই পরম ধর্ম। প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ ও সমর্পনে মুক্তির একমাত্র পথ। আশ্রয়ে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উজ্জ্বল পন্থা। সেবা ও প্রেম আদান প্রদানর নিমিত্তে

পুষ্পর জন্ম। অন্য তত্ত্বই মাতেছে পুষ্প শ্রীমতি রাধিকার আত্মা স্বরূপ।

ফুল (পুষ্প) চিত্ত আকর্ষণীয় অতি পবিত্র প্রেম ভক্তি আদান প্রদানর উৎকৃষ্ট উপচার। বেদ, শাস্ত্র, ভাগবত, দর্শন, উপনিষদ তথা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থত প্রকাশ -

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির বর্ত্তমান পেয়া প্রকৃতি ইমায় স্বর্গর (দেবলোক), মর্ত্ত (নরলোক), পৃথিবীর বন, উপবন, তপোবন, অঙ্গন, কানন, পাতলে (নাগ লোক) আশ্রয় করিয়া নানা ঋতুত নানা রঙর পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া ভগবান শ্রীহরি তথা দেবদেবী, ঋষি, মুনি, মানব, দানব আদির চিত্ত আকর্ষণে প্রেম ভক্তি নিবেদন করেছে।

শীতল রজনী (রাতি) শাতর (প্রস্ফুটিত) ফুল সাদা (ধলা) মধুর গন্ধে আমোদ করের। মন বিভুলা অর। দিনে সাতর ফুল সূর্য্যর কিরণে নানা রঙে রঙীন দর্শনে চিত্ত আকর্ষণ করের।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেত্ব বর্ত্তমান কলি পেয়া মানব, দানব, দেবদেবী, যোগীঋষি, মুনিঋষি, রাজা প্রজা আদিয়ে যজ্ঞ, পূজা, অর্চনা, বন্দনা, আরাধনা, দশকর্ম, পিতৃকর্ম, তর্পন, হরি সংকীর্তনে অর্ঘ, আহুতি, মালা, অঞ্জলির প্রধান উপচার জ্ঞানে (নিংকরিয়া) উৎসর্গ করেছি।

ঐ তত্ত্ব জ্ঞানে দ্বাপর যুগে ব্রজর শ্রীমতি রাধিকাই সখী লগে করিয়া নিত্যলীলা, রাসলীলায় প্রাণনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেবা, প্রীতি, শুভকামনায় নিজর আতে নানা রঙর সুগন্ধ চিত্ত মনোহারী পুষ্প ছিড়িয়া মালা, সজ্জা তথা পুষ্পাঞ্জলী (অর্ঘ) উৎসর্গ করেছে।

তত্ত্বই মাতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। শ্রীমতি রাধিকা প্রকৃতি স্বরূপ। প্রকৃতি সদায় পুরুষ সঙ্গ ও সেবা লাভর ইচ্ছুক। ফুল প্রকৃতি মাতৃর প্রেম সেবার উপচার পুরুষ সেবাই আত্মত্যাগ ও সমর্পণ করেছে। কীর্তন চিন্তামণিত প্রকাশ -

পুষ্প শ্রীমতি রাধিকার অঙ্গ। কৃষ্ণ প্রেম ও সেবার নিমিত্তে সৃষ্ট। পুষ্প উৎসর্গই হৃদয়ে প্রেম ভক্তি সঞ্চার অর।

এ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে ফুল (পুষ্প) মালা, অর্ঘ দানে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ,

পণ্ডিতরে সেবা প্রেম বিতরণ করেছে।

"মহাজন গত স যেন পন্থাঃ"।

মহাজন যে পথে গমন করেছি। ঔ পথ অতি শ্রেষ্ঠ পবিত্র বুলিয়া নীতি বাক্যত প্রকাশ। ঔ পথ ইলয়া বর্ত্তমান পেয়া দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, দশকর্ম, পূজা, যজ্ঞ, হরি সংকীর্তনে ফুল উৎসর্গ রীতি নীতি এহান ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে পরম্পরা শৈলী সংস্কৃতিহান।

**প্রদীপ তত্ত্ব**

প্রদীপ প্রাণর জ্যোতি। জ্ঞান বিজ্ঞানর উজ্জ্বল রশ্মি। প্রদীপর মিঙালে হৃদয়ে জ্ঞান, ভক্তি সঞ্চার অর।

সূর্য্য দেবই যেসাদে সৌর জগতর যত গ্রহ উপগ্রহত নিজর কিরণ রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া আলোকিত করের। ঠিক ঔসাদে প্রদীপর মিঙালে হৃদয় মন্দিরর অন্ধকার দূর করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানর সঞ্চার করের। প্রদীপর মিঙালে অর্ন্তনিহিত সুপ্ত জ্ঞান উন্মুচিত অয়া কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বিকাশিত অর। প্রদীপ স্পর্শে পাপ ক্ষয় অয়া পরিত্রতা বিরাজ করের। প্রদীপ সর্ব ধর্ম গৃহিত।

## চন্দন তত্ত্ব

চন্দন - পবিত্র কাষ্ঠ। কত কোটি পুণ্য ফলে সেবার নিমিত্তে বৃক্ষ কুলে জন্ম। চন্দনর সুগন্ধি গন্ধে মন আকুল করের। হৃদয়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রেমর সঞ্চার অর।

চন্দন - মৃত্তিকা ধরিত্রী, পৃথিবী মাতৃ অঙ্গর উপচার। সর্ব্বগুণর অধিকারিণী অতি পবিত্র। সেবাই একমাত্র বাঞ্ছা।

গোপীপদ রেণু/চরণ ধূলা - বৃন্দাবনে শ্রীমতি রাধিকাই অষ্ট সখী সমন্বিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে রাস কেলিকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী তথা সখীর চরণ রেণু (ধুলা) পরেছিল। অতি পবিত্র। গোপীচন্দনে তিলক ধারণ করলে হৃদয়ে কৃষ্ণ ভক্তি উদয় অর। ভাগবতে প্রকাশ। ঔ তত্ত্ব জ্ঞানে বৈষ্ণব সাধু, ভাবক ব্রাহ্মণ ভক্তই এ তিন উপাচার যে কোন এক উপচারে তিলক ধারণ করতারা। তথা লেইচন্দন দিতারা।

*(নিগুঢ় তত্ত্ব গুরুর আশ্রয় তথা সাধু সঙ্গত হারপেইতাঙাই)।*

## ধূপ তত্ত্ব

ধূপ বৃক্ষত্ব নির্গত অর প্রেম রস। অতি পবিত্র অমৃত তুল্য। সেবার নিমিত্তে বৃক্ষত্ব উৎপত্তি জুলিয়া পদার্থ। সূর্য্যর কিরণেত্ব সুগন্ধি সৌরব আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কঠিন অর। যদিও প্রকাশ নার। অগ্নিদেবর স্পর্শ মাত্র একে অন্যে প্রেম আলিঙ্গন করলে, প্রেমে বিভুর অয়া ধূমা সঞ্চারিত অয়া বায়ুরে অবলম্বন করিয়া চারি দিকে সুগন্ধি সৌরব বিতরণে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার তথা সর্ব দূষিত হরণ করিয়া পবিত্রতা বিরাজ করের। বৈদ্যশাস্ত্র (চিকিৎসা বিজ্ঞানে) ধূপ সর্বোষধি বুলিয়া স্বীকৃতি দেছে। জগত মাতা লক্ষীদেবীয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুরে। সীতাই রামচন্দ্ররে। ইমা যশোদায় পুতক কৃষ্ণরে। শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণরে। ভক্তই চৈতন্য মহাপ্রভুরে। ধূপ দানে সেবা করেছি। ঔ তত্ত্ব ইলয়া বর্ত্তমানেও হরি সংকীর্তন মাঙ্গলিক কর্ম, দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, পূজা, যজ্ঞ আদিত ধূপ সেবা করিয়ার।

## প্রদীপ তত্ত্ব

প্রদীপ প্রাণর জ্যোতি (পহর)। জ্ঞান বিজ্ঞানর উজ্জ্বল রশ্মি। জ্ঞানর মিঙালে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার অর।

সূর্য দেবই নিজর পহরে সৌর জগতর যত গ্রহ, উপ-গ্রহরে কিরণ (পহর) রশ্মি দান করিয়া আলোকিত করিয়া অন্ধকার দূর করের।

ঠিক ঔসাদে প্রদীপর প্রজ্জ্বলনে মিঙাল নিকুলের ঔ মিঙালে হৃদয় মন্দিরে প্রতি যদিও অয়া অন্ধকার দূর করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানর সঞ্চার করের। প্রদীপর মিঙালে অর্ন্তনৈহিত সুপ্ত জ্ঞান উন্মোচন অয়া কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি বিকশিত অর। প্রদীপ স্পর্শত পাপ ক্ষয় অর। প্রদীপ সর্ব ধর্ম সমর্থিত।

## দর্পন তত্ত্ব

দর্পন ভগবান শ্রীহরির রসময় অবয়ব ভাব মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি বাৎসল্য প্রেমে যশোদায় বালক শ্রীকৃষ্ণর শ্রীমুখে দর্শন (দেহা) পাছিলি। অর্জ্জুনে সখ্য প্রেমে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সঞ্জয়ে ব্যাখ্যা কালে দিব্য চক্ষুল। শ্রীমতি রাধিকাই
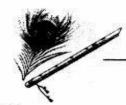
নিষ্কাম প্রেমে। তথা দৈবকীয়ে কংসর কারাগরে। যেগর শক্তি ও প্রভাবে সমস্ত সৃষ্টি জগত পরিচালন তথা নিয়ন্ত্রণ অর। সমস্ত সৃষ্টি জগত এহানেই দর্পন মাত্র। ঐ স্বরূপ দর্শন প্রকৃত ভাব প্রতিচ্ছবি অবলোকন। দর্পন অবলোকনে নিজর শ্রীমুখ মণ্ডল দেহিয়ার যদিও প্রকৃত তত্ত্ব এহান যে ঐ অবলোকিত প্রতিচ্ছবি যার প্রভাব ও শক্তিত দেহিয়ার ঐ সর্বশক্তিমান জগত ঈশ্বরর কৃপাই প্রতিবিম্ব দেহিয়ার অর্থাৎ দর্পনে প্রভুর শ্রীমুখ সাধারণ রূপে দর্শন অর। চর্ম চক্ষুত। জ্ঞান চক্ষুত অনন্ত আসল রূপ দর্শন অর।

ঐ তত্ত্ব ইলয়া শ্রীমতি রাধিকাই রাসলীলাত ফুল চন্দন ধূপ দীপ দর্পনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সেবা করেছে।

সৌভাগ্য বিলাসে গ্রন্থত প্রকাশ -

| | |
|---|---|
| প্রদীপ | - শ্রীমতি রাধিকার চক্ষু। |
| ফুল | - কর্ণ। |
| ধূপ | - চর্ম্ম। |
| চন্দন | - নাসিকা। |
| তাম্বুল | - শ্রীমুখ। |

## খম্বাম ফাম (পদ ধৌত মন্দির)

"চরণং সেবনং ধাম কালিদাস হি ভাগ্যবান্।"

হরি সংকীর্তনে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ওঝা, গুরু, চরণ সেবাত কালিদাস ভাগ্যবান।

সেবাই পরম ধর্ম। বাঞ্ছিত পুণ্যফল প্রাপ্তি অর। খম্বা মানে মহাদেব গোপেশ্বর। ফাম মানে স্থান মন্দির।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ভাগবত, হরিভক্তি বিলাস, বৃহৎ সারাবলী, প্রভাস খণ্ড, ভক্তমাল গ্রন্থ, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, কৃষ্ণলীলা সমগ্র, হরি বংশম্, চৈতন্য চরিতামৃত, নারদ পঞ্চরাত্র, মহাভারত, রামায়ণ তথা অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্য মহাকাব্যত চরণ ধৌত সেবা তত্ত্বর পুণ্যফল ইকরা আছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেত্ব বর্ত্তমান কাল পেয়া আয়োজিত দেবকর্ম, পিতৃকর্ম মাঙ্গলিক কর্ম, দশকর্ম, যজ্ঞ, হরি সংকীর্তনে নিমন্ত্রিত ভাবক, বৈষ্ণব,

ওঝাগুরু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা, রাজা, সিজা, গিরি, লেইমা, ইমা, ইন্দল উপস্থিত অইলে যথারীতি অনুসারে পদধৌত সেবা পরম্পরা বৈদিক যুগেত্ব বর্ত্তমান পেয়া ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে সংস্কৃতি হান।

কারণ পদধৌত (চরণ) সেবাই বাঞ্ছিত পূণ্যফল প্রাপ্তি তথা পাপ দোষ খণ্ডন অর। মুখ্য ফল লাভ অর। অতিথি সর্বত্র অভ্যাগত। অতিথি ভগবান তুল্য। অতিথি তুষ্টই ঈশ্বর তুষ্ট। তথা ভাবক, বৈষ্ণব, গুরুর হৃদয়ে যুগল মূর্ত্তি বিরাজমান।

কর্ম অনুযায়ী পদধৌত সেবা বিধি ব্যবস্থা তঙাল তঙাল। কিন্তু পদধৌত সেবার ভাব এক।

ভাগবত তত্ত্ব ইলয়া দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠির মহারাজাই পঞ্চপাণ্ডব লগে করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থত রাজসূয় যজ্ঞ করানির সময়ত নিমন্ত্রিত অতিথি ওঝাগুরু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুনিঋষি, রাজা, মহারাজার পদধৌত সেবার দায়িত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং অর্পন করেছিল।

সেবার দায়িত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গ্রহণ করিয়া যজ্ঞত উপস্থিত যত রাজা, মহারাজা, মুনিঋষি, গুরু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদির পদধৌত সেবা পুংনিং চিলয়া করেছে। সেবার সময়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উপস্থিত হাবিরে মাতা, পিতা, ওজা গুরু, তথা সন্তান জ্ঞানে কোন সন্দেহ তথা হেয় (অবহেলা) জ্ঞান নাকরেছে। পুংনিং চিলয়া সেবা ও কর্তব্য করেছে। কারণ প্রভুয়ে সমস্ত জগত তথা জীবজন্তু হাবিয়ে প্রতিপালন তথা নানা সেবা করিয়া সালসে। প্রভুর কৃপাই হাবিয়ে আসি। মাতৃরূপে লালন পিতৃরূপে পালন করেছে।

প্রভুয়ে মানব সেবাই পরম ধর্ম বুলিয়া মাতেছে। মানব কল্যাণে প্রভুর সেবা। কারণ প্রভু সর্বত্র সর্বজনর হৃদয়ে প্রাণ রূপে বিরাজমান।

শ্রীমতি রাধিকাই আয়োজিত রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত অইলে রাধাকুণ্ড শ্যাম কুণ্ডর যুগল সন্ধিস্থলে কুঞ্জ নির্মাণ করিয়া প্রভুর পদধৌত সেবার দায়িত্ব তুঙ্গবিদ্যা সখী বারো গুণমঞ্জরীরাং সপেছিলি। সেবার দায়িত্ব লয়া প্রভুর চরণ ধৌত সেবা দ্বিয়গিয়ে করেছি। মতান্তরে - শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর চরণ ধৌত করিয়া পুংনিচিলয়া নিজর কেশে (মুরর চুলে) প্রভুচরণ পুছে দেছে বুলিয়া ভাগবতে প্রকাশ।

রাধাকৃষ্ণর প্রেম নিষ্কাম প্রেম। আত্মা পরমাত্মার মধুর মিলনর পুণ্যধারা। দৈহিক কোন সম্বন্ধ নাগই। রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নাগে এক আত্মার ভিন্ন রূপ। আত্মা ও কায়া। নদীর এপার ঔপার মধ্যে প্রেম জল ধারা প্রবাহিত আয়া হাবিরে প্রেম ভক্তির পুণ্যরস বিতরণ করেছে।

কারণ নদীর স্রোতে যত আবর্জনা নিয়া সাগরে বিলীন করের। ঠিক ঔসাদে রাধাকৃষ্ণ ভক্তিরস প্রেমরূপ নদীর স্রোতে যত পাপ ধয়া নিয়া প্রেমর সাগরে বিলীন অর। সেবা ছাড়া পুণ্যফল প্রাপ্তি নার। সেবাই প্রাপ্তি। সেবাই মুক্তি। ঔ তত্ত্ব ইলয়া কলি কালে চৈতন্য অবতারে কলি জীব, পাপী, তাপী হাবিরে উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাসরে (অষ্টকালীন) হরি সংকীর্তন আয়োজনর য়াথাং করলে প্রভুর য়াথাঙে শ্রীবাস নিজ অঙ্গনে কামধেনু বাথানে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত তথা ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তরে নিমন্ত্রণ করের। নিমন্ত্রণ পেয়া যত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, গুরু, পণ্ডিত আদি আয়োজিত হরি সংকীর্তন মণ্ডপে উপস্থিত অইলে ভক্ত কালিদাস গিরকে পদধৌত সেবা করেছে।

দ্বাপর যুগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধিকা তথা চৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, শ্রীবাস গোপেশ্বর, (কালিদাস) কোনগউ নেই। যদি সংকীর্তনে অভ্যাগত (উপস্থিত) ভাবক বৈষ্ণব হাবিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা নবদ্বীপর চৈতন্য মহাপ্রভু নিংকরিয়া কর্মকর্ত্তা শ্রীমতি রাধিকা শ্রীবাস জ্ঞানে পদ সেবায় তুঙ্গবিদ্যা, গুণমঞ্জরী তথা কালিদাস নিংকরিয়া পুংনিং চিলয়া ভাবক, বৈষ্ণবর পদধৌত সেবা করানি থক। ঔহান অইলে সংকীর্তনর উদ্দেশ্য পূর্ণ অর।

## বার ভেদে পদধৌত সেবাই ব্যবহৃত জলতত্ত্ব

নারদ পঞ্চরাত্র প্রকাশ -

রবিবারে গঙ্গাজল, সোমবারে যমুনা জলে, মঙ্গলবারে গোদাবরী, বুধবারে রাধাকুণ্ডর জলে, বৃহস্পতিবারে শ্যামকুণ্ডর জলে, শুক্রবারে মার্কিণ্ডয় জলে, শনিবারে প্রয়াগ তীর্থ জলে শ্রীমতি রাধিকাই রাসলীলায় তথা (নিত্যলীলায়) ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পদধৌত সেবা করেছে। ঔ তত্ত্ব জ্ঞানে পদধৌত সেবায় বার (দিন) ভেদে উক্ত তীর্থ জল আহ্বান করিয়া সেবা করানি থক্।

## পদধৌত মন্দিরে প্রেতা আসন স্থাপন তত্ত্ব

মৃত্যুর পরে মৃতার আত্মারে প্রেতাত্মা বুলিয়া বেদ শাস্ত্রই মাতের।

শ্লোক

আকাসস্থা নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়ঃ।

শাস্ত্র মতে মৃত্যুর পিছেদে আত্মার কোনও আকৃতি নেই। আশ্রয় নেই। শুধু বায়ুরে অবলম্বন করিয়া শূন্যত বুলিয়া থার। মুক্তি ও আশ্রয়র আকাঙ্খাই। প্রেত জগতর ঈশ্বর মহাদেব গোপেশ্বর। প্রেতাত্মা মহাদেবর আশ্রয়ে একমাত্র আশ্রয়। যে মৃতার সৎগতির উদ্দেশ্যেত আয়োজিত হরি সংকীর্তনে মহাদেব গোপেশ্বর পদধৌত সেবাই খম্বামফামে থানাই প্রভুর আসনর কাদাত উক্ত মৃতার প্রেতাসন দেনা অর। ঔ আসনে মৃতার প্রেতাত্মা আহ্বান করিয়া আসনে প্রতিষ্ঠা করানি থক।

পিঞ্জুরাগর বন্ধনে থার পাহিয়াগ যেবাকা বন্ধন মুক্ত (এরা দিলে) অর উবাকা যেসাদে মহানন্দে আত্মহারা অয়া আশ্রয় ও সঙ্গ লাভর অভিপ্রায়ে হাকহানাত বুলিয়া থার। ঠিক ঔসাদে মৃত্যুর পরে আত্মা পঞ্চভূতর নশ্বর দেহ রূপ পিঞ্জরাত্ব বন্ধন মুক্ত অয়া আকাশে বায়ু ভূতর অবলম্বনে মহানন্দে আশ্রয় ও মুক্তির অভিলাষে বুলিয়া থার। ঔ আত্মার মুক্তি উদ্দেশ্যত হরিনাম মহা সংকীর্তন হৌকরিয়া গুরু আশ্রয় ও অবলম্বনে নরোত্তম গোস্বামী বিরচিত নামকীর্তন স্তোত্রম মাতুং ইলয়া শ্রীহরি পদ কমলে সমর্পণই পূর্ণাঙ্গ হরি সংকীর্তন।

প্রেতাত্মা = প্রিত আত্মা যেবাং।

## খম্বামফামেত্ব প্রেতাসন হরি সংকীর্তনে আনানি তত্ত্ব

হরি সংকীর্তনর রসর সন্ধি বুজিয়া কীর্তন মাপু গিরকে য়্যাথাং করলে কর্মকর্তা বারো সম্ভাষা দ্বিয়গিয়ে খম্বামফামেত্ব মৃতার প্রেতাসন তুলিয়া আনিয়া যথারীতি মতে কীর্তন মাপু গিরকরাং অর্পন করলে কীর্তন মাপু গিরকে যথাবিধি মতে গ্রহণ করিয়া সিজিল লেইতেরেং করতৈ। কোন কোন লয়াত

গৌরচন্দ্রত আনিয়া হরি সংকীর্তন তিলকরতারা।

কোন কোন লয়াত অভিসারে শ্রীমতির আশ্রয়ে আনিয়া তিলকরতারা।

সৌভাগ্য বিলাস মতে -

গুরু ঘাটর পরে রসর সন্ধি বুজিয়া মৃতার প্রেতা আসন আনিয়া হরি সংকীর্তনে তিলকরানি বুলিয়া মাতেছে।

## স্তোতি বাক্য

ওঁ গোপেশ্বরায় নম গোপেশ্বরায় শিবায় শঙ্করায় মহাত্মনে।
হরি প্রিয়ায় দেবায় উমেশায় নমঃ নমোস্তুতে
ওঁ যোগমায়ায়ৈ নমঃ।
ওঁ গোকুলদিষ্ঠাত্রী দেবী কৃষ্ণলীলা প্রকারিনে।।
যোগমায়া যোগবিসাং নমামি হরি ভল্লবায়।
তৎকালিন পুরুষাঙ্গ পরিত্যজ্য যোনিতঙ্গ মে ধারয়ে।
পরম দয়ালুনা ভগবতা দত্তং মানসা বিচিন্তা ভগবন্নিমাল্য চন্দন পুষ্প তুলসী পত্রাদিকং মহাপ্রসাদ শিবসি ধারয়েৎ।।

## সম্ভাষা তত্ত্ব

বেদ বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন, শাস্ত্র, ভাগবত, প্রভাস খণ্ড, ভক্তমাল গ্রন্থ, চৈতন্য চরিতামৃত তথা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আদিত প্রকাশ যে সত্য যুগেত্ব বর্তমান পেয়া বৈষ্ণব, ভাবক, মুনি, যোগী, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, রাজা, দেবদেবীয়ে তপোবন, আশ্রম, ধাম, গৃহ মণ্ডপে আয়োজিত দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, দশকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম সম্ভাষণ রীতিনীতি এহান পরম্পরাগত ভাবে চলিয়া আহেছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে দেবর্ষি নারদ তথা অন্যান্য দেবদেবী বৈকুণ্ঠে উনা অইলে সম্ভাষণ করিয়া আসন দান করেছে। মুনিঋষি, তপস্বী আদিয়ে তপোবন আশ্রম আদিত যজ্ঞ আদি করানির সময়ত নিমন্ত্রিত অন্যান্য মুনিঋষি তপস্বী দেবতা আদিরে তথা রাজা আগোই অন্য রাজা, দেবদেবী, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষি আদি কোন আয়োজিত উৎসবে উপস্থিত অইলে সম্ভাষা আসন দান করেছি। যুধিষ্ঠির মহারাজাই রাজসূয় যজ্ঞত উপস্থিত যত মুনি ওজা গুরু

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা মহারাজারে সম্ভাষণে আসন দান করেছে। সম্ভাষণ অভ্যাগত সেবা রীতি পরম্পরা শৈলী।

ব্রজর শ্রীমতি রাধিকাই আয়োজিত রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত অইলে সুদেবী সখী ও কস্তুরী মঞ্জরী দ্বিয়গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে সম্ভাষিতে নিকুঞ্জ মন্দিরে নিয়া আসন দেছি।

নবদ্বীপ ভাব - সম্ভাসায়াং কুর্য্যাৎ শিবানন্দ বুদ্ধিমান্।

কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু অবতারে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাসরে অষ্টকালিন হরি সংকীর্তন উৎযাপনর য়্যথাং দের। প্রভুর য়াথাং ইলয়া নিজ অঙ্গনে অষ্টকালিন হরি সংকীর্তন আয়োজন করের। হরি সংকীর্তনে চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত, গদাধর, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত ভাবক, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত হাবিরে শিবানন্দ সেন গিরকে সম্ভাষণ করিয়া সংকীর্তন মণ্ডলীত নিজর নিজর সম্প্রদায় অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে বহুয়াছে।

ঔ রীতি ও তত্ত্বর মাতুং ইলয়া আমার পূর্বপুরুষ গিরিগিথানীয়ে আয়োজন করা দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, হরি সংকীর্তন, দশকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম, যজ্ঞ, পূজা আদিত নিমন্ত্রিত অতিথি ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, রাজা, সিজা, লেইমা, গিরি, মুক্তিয়ার, ইমা ইন্দল, ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালাই আয়োজিত কর্মত উপস্থিত অইলে যথারীতি পরিচয় আংকরা আংকরি করিয়া হারপা হারপি অয়া যথারীতি সেবা আদি করিয়া নিয়া সম্প্রদায় অনুযায়ী গুণ ও বয়স অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট সংরক্ষিত আসনে বহুয়ানির রীতি এহান ব্যবস্থা থ দিয়া গেছিগা।

সম্ভাষা গিরকর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নিয়াম গুরুত্বপূর্ণ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেত্ত কলির চৈতন্য মহাপ্রভু পেয়া দৌ মানু, মুনি, তপস্বী, যোগী, ওজা, গুরু উটা-উটি আনা যানা করেছি। দেহা-দেহি অসি। চিনা-চিনি অসি। আগর পরিচয় অন্যই হারপাছি। বর্ত্তমান দ্বাপর যুগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধা, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস গদাধর, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, ভাবক বৈষ্ণব, ওঝা, গুরু আকগও নেই।

গতিকে কিসাদে গিরকে কি স্বরূপ আশ্রয় ও অবলম্বন করিয়া হরি সংকীর্তনে আহের বাহিরেত্ব হারপানি নুয়ারিয়ার। গতিকে আয়োজিত হরি

সংকীর্তনে সম্ভাষা গিরকে উপস্থিত ভাবক বৈষ্ণবর পরিচয় হারপেয়া যথাস্থানে ফিটাত বহুয়ানি থক।

(নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় তথা সাধু সঙ্গ করলে পেইতাঙাই)।

## আরাংপা তত্ত্ব

আরাং মানে সেবা। ফুল, চন্দন, প্রদীপ, ধূপ, দর্পন, তাম্বুল তথা অন্যান্য উপাচারে আয়োজিত পিতৃকর্ম, দেবকর্ম, দশকর্ম, যজ্ঞ, হরি সংকীর্তনে উপস্থিত ভাবক, বৈষ্ণব, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত আদিরে আরাং সেবা ব্যবস্থা এহান আদিত্ব বর্ত্তমান পেয়া ধারাবাহিক চলিয়া আহেছে পরম্পরা রীতিনীতি শৈলীহান।

দ্বাপর যুগে ব্রজর শ্রীমতি রাধিকাই রাসলীলা আয়োজন করিয়া আয়োজিত রাস লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত অইলে সেবার দায়িত্ব মতে শ্রীকৃষ্ণর আরাং সেবা করেছি।

ফুল সেবায় - চম্পকলতা সখী।
চন্দন সেবায় - শ্যামলা মঞ্জরী।
দর্পন সেবায় - শশিরেখা।
তাম্বুল সেবায় - ললিতা সখী।
মাল্য সেবায় - মঙ্গলা দেবী।

কলিযুগে -

শ্লোক

দীপাধিকারী স্যাৎ শ্রীহরিদাস ঠাকুরঃ।
রামানন্দোধিকারোহয়ং গন্ধচন্দন কীর্তনে।।
তাম্বুলস্যধিকার স্যাৎ স্বরূপদামোদরয় স্তথা।
ধূপাদি সৌরভং কুর্য্যাৎ জগদানন্দ প্রিয়োত্তম্।
সম্ভাসায়াঃ বিধিং কুর্য্যাৎ শ্রীশিবানন্দ বুদ্ধিমান্।

কলিকালে চৈতন্য অবতারে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরি সংকীর্তন উৎযাপনর য়্যাথাং শ্রীবাস পণ্ডিতরে দিলে শ্রীবাস প্রভুর য়্যাথাঙে হরি সংকীর্তন আয়োজন করিয়া উক্ত হরি সংকীর্তনে চৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর,

ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত, ভাবক, বৈষ্ণব, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার উপস্থিত অইলে পদধৌত সেবা করেছি।

সেবাত - কালিদাস পণ্ডিত তাম্বুল সেবা, স্বরূপ দামোদর ধূপ সেবা, জগদানন্দ পণ্ডিত দীপ সেবা, হরিদাস গন্ধচন্দন, রামানন্দ ঠাকুর।

গতিকে আরাংপা গিরকর পাঁচহান রূপে এক স্বরূপ। এ লেইতেরেং এহান মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরকে পাঁচ উপচার তিলকরিয়া কোপাঙ (থাল) আহানাত সাজেয়া সিজিল করে দেছে নুয়া লেইতেরেংহান। এ বিধি ব্যবস্থা এহান অন্যান্য জাতর কৃষ্টির লগে না মিলের। এহান সম্পূর্ণ আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরাহান।

ঔ লেইতেরেং ব্যবস্থাল বর্ত্তমান ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালা, ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত আদিরে আয়োজিত কর্মত উপস্থিত অইলে আরাং ব্যবস্থাল সেবা করিয়ার।

## ভাণ্ডারী তত্ত্ব

আদিত্ব বর্ত্তমান পেয়া কোন আয়োজিত দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, দশকর্ম, পূজা, যজ্ঞ, হরি সংকীর্তনর নিমিত্তে জোগাড় করা প্রয়োজনীয় যত দ্রব্য ভাণ্ডারে সংরক্ষণর পরম্পরা রীতিনীতি এহান ধারাবাহিক চলিয়া আহেছেহান। ভাণ্ডার পরিচালন নির্দ্দিষ্ট দায়িত্বশীল শান্ত ধৈর্য্য সম্পন্ন মৃদুভাষী জন আগরাং দেনা অর।

সত্য যুগে ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে লক্ষীদেবীরাং ভাণ্ডারর দায়িত্ব সপেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রই কুবেররাং। শ্রীমতি রাধিকাই বিশাখা সখী, রস মঞ্জরীরাং। চৈতন্য মহাপ্রভুর য়্যাথাঙে শ্রীবাস অঙ্গনে আয়োজিত হরি সংকীর্তনর যত জোগাড় সামগ্রীর ভাণ্ডারী রাঘব পণ্ডিত আছিল।

শ্লোক

ভাণ্ডারীবিধি পাত্রোহয়ং রাঘব পণ্ডিতোত্তম্।
তৎ সাঙ্গোপাঙ্গব গৌরাঙ্গ কীর্তন ধর্মং স্থাপয়েৎ।
কুবেরং লক্ষীং সম্পূজ্য ভাণ্ডারে পূর্ণ সম্ভবেৎ।
তত্র মুর্খ নিরাশস্য সমানং শ্মশানালয়ম।

ধর্মজ্ঞঃ ভক্তিরাচারী কর্মজ্ঞ মৃদুভাষিতঃ।
অক্রোধঃ নিরপেক্ষঃ স্যাৎ ভাণ্ডারী তৎ সুলক্ষণম্।।
তদ্ধস্ত (তৎহস্ত) স্পর্শ মাত্রেন চাশুদ্ধং বস্তু শুদ্ধয়েৎ।
তৃপন্তি সাধবঃ সর্বে গৃহস্তঃ সুফলং লভেৎ।

ভাণ্ডারে ঘট স্থাপনে লক্ষী পূজা ধ্যান করিয়া জল প্রদীপ জ্বলেয়া যত সময় পর্যন্ত আয়োজিত কর্ম সমাপ্ত নাছে তত সময় পেয়া থনি। ভাণ্ডার কর্মত নিমিত্তে জোগাড় করা যত দ্রব্য পুলকরিয়া থনি। বস্তু উতা কর্ম কর্ত্তাই নিজে ছকদেনি থক।

ঔহান অইলে আয়োজিত কর্মত কোন বস্তু কম নার। ভক্ত বৈষ্ণবর আহার কম নার।

## রন্ধনশাল তত্ত্ব

নারদ পঞ্চ রাত্র -

হরিনাম সংকীর্তনে অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী মতান্তরে বিজ্ঞ বিপ্রই হরি সংকীর্তনে পুলসি যত ভাবক বৈষ্ণব ভক্তর অন্ন রন্ধন ভোজন করুয়াছি।

রন্ধন তত্ত্ব এহান নিয়াম গভীর লুহান। সত্য যুগে জগত মাতা লক্ষী দেবীয়ে রন্ধন করিয়া প্রভু শ্রীবিষ্ণুরে ভোজন করুয়াছে।

শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে, মহারাজা যুধিষ্ঠিরর রাজসূয় যজ্ঞত ভীম ভল্লব পুজারীয়ে রন্ধন করিয়া যত মুনিঋষি রাজা গুরু পণ্ডিত আদিরে ভোজন করুয়াছে। রন্ধনর আগে রন্ধনশালা শুদ্ধ করিয়া অগ্নি দেবতারে আহ্বান করিয়া পূজা আদি করিয়া কাষ্ঠত অগ্নি সংযোগ করানি।

ঔহান অইলে কোন অভাব নার। ভোজনর অন্ন কম নার। বার বেদে অগ্নি ও জল দেবতা তত্ত্ব হারপেয়া ঔ মতে আহ্বান করিয়া অগ্নি সংযোগ করানি থক।

## কীর্তনমাপু তত্ত্ব

কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) হরি সংকীর্তন মণ্ডপর মূল পদফামহান। গিরকর গজে হরি সংকীর্তন পরিচালন ও পরিবেশনর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করানি (সপানি) অর। হরি সংকীর্তনর যত প্রক্রিয়া জোগাড় লেইতেরেং

কীর্তনমাপু গিরকে চিনকরিয়া করানি থক। হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, পালায় যদি সংকীর্তনর ধারাবাহিক রাগ রাগিনী ছন্দ, তাল, মান, লয়, রস আদি ভঙ্গ করলে কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) গিরকর নেতৃত্ব বারো নির্দ্দেশনাক্রমে শুদ্ধ করানি অর। সংকীর্তন শৃঙ্খলা গিরকর পরিচালনাত চলের। কীর্তনমাপু (কীর্তন প্রধান) হরি সংকীর্তনর নিয়ন্ত্রন কর্তা। প্রয়োজন সাপেক্ষে যদি কোন সমস্যা দেহা দিলে কীর্তনমাপু গিরকে চিনকরিয়া ওঝা, গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার তথা ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত মুক্তিয়ার আদির লগে তত্ত্বর আলোচনা মাধ্যমে সমাধা করানি থক।

যে কোন আয়োজিত অনুষ্ঠান কর্ম আদি পরিচালনার দায়িত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট সন্মানিত গিরক আগরাং ন্যস্ত করিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানর সম্পন্ন করিয়ার। এ পরম্পরা রীতি-নীতি এহান ধারাবাহিক চলিয়া আহেছেহান।

নিগুঢ় তত্ত্বই মাতের -

বেদ, ভাগবত, শাস্ত্র, পুরাণে প্রকাশ সমস্ত সৃষ্টি জগত এহানরে পারিচালনা ও নিয়ন্ত্রন স্বয়ং জগদ্বীশ্বর শ্রীহরি নিজে করের। প্রভুর আশ্রয় ও অবলম্বনে জগত চলের।

*(নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় বৈষ্ণব সাধুসঙ্গ করলে হারপেইতাঙাই)।*

## কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) নির্ণয় তত্ত্ব

কীর্তন মাপু (মণ্ডপ প্রধান) নির্ণয় তত্ত্ব এহানল দ্বিমত অনাই আমার সমাজে নিয়াম ক্ষতি বারো হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অয়া হরি সংকীর্তনর লেইতেরেং ধারাবাহিক নষ্ট অর। যেহানরকা ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্তই হরি সংকীর্তনর রস শ্রবণে (হুনানিত) ব্যাঘাত জন্মের। যেহান অনা থক নেই। অপরাধ বুলিয়া ভাগবতে উল্লেখ আছে।

তথা যে উদ্দেশ্যল কর্মকর্তাই হরি সংকীর্তন ঠৌরাং (আয়োজন) করিয়া মৃতা তথা পিতৃপুরুষর আত্মার সদ্গতির কামনাই লেংকরেছে, ঐ উদ্দেশ্যত ব্যাঘাত, নিষ্ফল বরং অপরাধর বকচা খকরানি অর। যেহান বর্জনীয়। দেহ মন বাক্যে পুংনিং চিলয়া হুনানি থক।

শুধু আমার সমাজে নাগই স্বয়ং পঞ্চ তত্ত্ব চৈতন্য মহাপ্রভু পারিষদ (সদস্য), যেতাই চৈতন্য মহাপ্রভুর লগে হরি সংকীর্তন উৎযাপন করিয়া গেছিগা। ঔ ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত পারিষদর ভিতরেও আগর মতর লগে আরাক আগর মত না মিলেছে। তথা বৈষ্ণব কবি লেখকেও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গেছিগা।

এমন কি মনিপুরে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুক্তিয়ার, ওঝা, গুরু, ইশালপা, ঢাকুলা, দোহার, সুধীমণ্ডলীর ভিতরে আগর মতর লগে আরাক আগর মত না মিলানিয়ে বিশৃঙ্খলা, সংকীর্তনর লেইতেরেং নষ্ট অসে। ঔহান দেহিয়া স্বয়ং চূড়াচান্দ সিংহ মহারাজাই রাজসভাত জ্ঞানী-গুণী, ব্রহ্মণ, পণ্ডিত, ওঝা, গুরু, ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, হাঞ্জাবা সুধী মণ্ডলীরে নিমন্ত্রণ করিয়া হরি সংকীর্তনে দেহা দেছে সমস্যার গজে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া হাবির মতামত লয়া সর্ব্ব সন্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া হরি সংকীর্তন শৃঙ্খলা সংকীর্তন মণ্ডপে কোন গিরকে কোন ফালুত বহানির লেইতেরেং (সিজিল) করে দেছে। তদুপরি, নৃত্য, বাদ্য, এলা, পরিবেশন, ফিজাং ফিজেত, বার্তন, লেইচন্দন পরিবেশন (দেনা) লনা কীর্তনমাপু ফাম ফিটা দিক নির্ণয় তথা কিসাদে গিরকে অনা থক পঞ্চ তত্ত্ব বিচারে সর্বসন্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়া সিজিল শৃঙ্খলা লেইতেরেং লেপ করে দিয়া গেছেগা।

ঔহানেই আমার মনিপুরী বৈষ্ণব সম্প্রদায়র (সমাজর) জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকীর্তন পরিবেশন ও পরিচালন সমাজ ব্যবস্থা ধর্ম নীতি। অন্য সমাজর সংস্কৃতির লগে না মিলের। এহানাত বৈষ্ণব গন্ধর্ব ধারাবাহিক নীতি দ্বিয়হানির মিশ্রণে সিজিল করা আলাদা লেইতেরেংহান। বর্ত্তমানেও চলেছে ভবিষ্যতেও চলতৈ।

**প্রথম মত**

কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) - নিত্যানন্দ

**২য় মত**

কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) - মাধবেন্দ্রপুরী।

১নং মতর তত্ত্ব -

শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ভক্তমাল গ্রন্থ, প্রভাস খণ্ড, বৃহৎ সারাবলী, চৈতন্য চরিতামৃত, নারদ পঞ্চ রাত্র তথা অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থত প্রকাশ যে পূর্ব্ব জন্মর পরিচয় তত্ত্ব মতে নিত্যানন্দ প্রভু -

সত্য যুগে - অনন্ত দেব।
ত্রেতা যুগে - লক্ষণ।
দ্বাপর যুগে - বলরাম।
কলিত - নিত্যানন্দ।

সত্য, ত্রেতা যুগে সেবা ও আত্মনিবেদন। দ্বাপর কলিত পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ।

ত্রেতা দ্বাপর দ্বিয় যুগে বিমাতা পুত্র আছিল।

ত্রেতায় - সুমিত্রা পুত্র লক্ষণ।

দ্বাপরে - রোহিনী পুত্র বলরাম।

সত্যযুগে অনন্তদেব ভগবান শ্রীবিষ্ণুরে নিজর দেহাগর অনন্ত শয্যাল সেবা করিয়া সেবাত তুষ্ট করানির ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে বর দেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, অনন্তদেবে আত জোরে নিবেদন করিয়া মাগেছে যে হে প্রভু জগত ঈশ্বর যদি বর প্রদান করর তবে মোরে দয়া করিয়া শ্রীচরণ সেবাত্ব বঞ্চিত নাইং। প্রভুর শ্রীচরণ সেবাই সর্বদা থাইং। ভক্তর বাঞ্ছা পূরণকারী শ্রীহরি অনন্তদেবরে ঔ বর প্রদান করের।

প্রভুর বর মতে - ত্রেতা যুগে রাম অবতারে অনুজ লক্ষণ অয়া সুমিত্রা গর্ভে জরম অর। পিতৃ সত্য পালনার্থে ভগবান শ্রীরাম ১৪ (চৌদ্দ) বছর বনবাসে যারগা। লগে সীতাদেবী অনুজ লক্ষণ। ঔ ১৪ (চৌদ্দ) বছর বনবাস কালে অনুজ লক্ষণ অনাহারে অনিদ্রায় নারী মুখ দর্শন না করিয়া জেঠা বেয়ক শ্রীরামর সেবা করেছিল। তথা বনবাস কালে রাক্ষস রাজ রাবণে সীতা দেবীর হরণ করলে সীতা দেবীর উদ্ধারর নিমিত্তে রাম রাবণর যুদ্ধ অর। যুদ্ধত রাবণরে জিঙিয়া হত্যা করিয়া সীতাদেবীরে উদ্ধার করের।

ঔ যুদ্ধত দৌর বরে ইন্দ্রজীত অমর যদিও লক্ষণর সাদানে গুণ সম্পন্ন গিরকে হত্যা করে পারতারা।

ঔ গুণ থানাই লক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড যুদ্ধত ইন্দ্রজীতরে হত্যা করেছে। ফলে রামচন্দ্র সীতাদেবীরে উদ্ধার করিয়া ১৪ (চৌদ্দ) বছর বনবাস কাল সম্পূর্ণ করিয়া সীতাদেবী অনুজ লক্ষণ পরিষদ ভক্ত হনুমান সহ অযোধ্যায় ফিরিয়া আইলে রাজ্য অভিষেক করিয়া শাসনভার গ্রহণ করের। রাজসভাত শ্রীরাম বনবাসকালর লঙ্কাবিজয় রাবণ বধ, সীতা উদ্ধারর য়্যারী প্রকাশ কালে আত্ম গৌরবে বীরত্বর য়্যারি বিশ্লেষণ করের। অনুজ লক্ষণর অনাদানর য়্যারী গুণাক্ষরে উল্লেখ না করানিয়ে সভাত উপস্থিত অগস্ত্য মুনিয়ে অন্তরে দুঃখ পেয়া রাজসভাত শ্রীরাম প্রভুরে আতজোর করিয়া অনুজ লক্ষণর বীরত্ব রাবণ পুত্র ইন্দ্রজীত বধ রাম সেবা তথা ১৪ (চৌদ্দ) বছর অনাহারে অনিদ্রায় নারীমুখ দর্শন নাকরানির য়্যারি অবগত করের। যেহানরকা রাম লঙ্কা বিজয় রাবণ বধ সীতা উদ্ধারে সমর্থ অর। অগস্ত্য মুনির শ্রীমুখেত্ব অনুজ লক্ষণর অপূর্ব অনুদানর কথা হুনিয়া মুকসি দিয়া লক্ষণরে রাজসভাত ডাহিয়া আংকরলে অনুজ লক্ষণ মহামুনি অগস্ত্যদেবে প্রকাশ করানি মতে য়্যারী ঔহান নিবেদন করের।

অনুজ লক্ষণর শ্রীমুখেত্ব য়্যারী ঔহান হুনিয়া পবনপুত্র ভক্ত মহাবলী হনুমানরে য়্যাথাং দিয়া ফল উতা বনেত্ব আনিয়া গণনা করলে ৫ (পাঁচ)গ ফল হিসাবে কম পেইলা।

ঔবাকা অনুজ লক্ষণে আত জোর করিয়া রাসসভাত পাঁচগ ফল কিয়া কম অইল ঔহানর হিসাব দিল।

১। পিতৃদেব দশরথ মহারাজর মৃত্যুর ঔ দিন।

২। পিতৃ পিণ্ড দেনার ঔ দিন।

৩। লঙ্কারাজ রাবণে দেবী সীতারে হরণর ঔ দিন।

৪। শক্তিশেলে পরানির ঔ দিন।

৫। মহি রাবণে পাতালে প্রবেশ করিয়া নেছিলগা ঔ দিন।

এসাদে করিয়া অনুজ লক্ষণে হিসাব দেনাই রাম অত্যন্ত তুষ্ট অয়া সভাত প্রকাশ করল যে লক্ষণর অবদানর ঋণ পর জন্মে দ্বাপর বারো কলি যুগে জেঠা বেয়ক অয়া জরম অইলে নিজে অনুজ অয়া সেবা করিয়া এ ঋণ পরিশোধ করতৌ।

ঐ প্রতিশ্রুতি মতে লক্ষণ দ্বাপর যুগে রোহিনী দেবীর গর্ভে বলরাম বারো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীরাং জরম অর। সম্প্রতি দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে বলরাম (জেঠা বেয়ক) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণর নেতৃত্বর ভার লয়া লীলাত সহায় করেছে।

সম্প্রতি কলিযুগে নিত্যানন্দ বয়সে জেঠা।

চৈতন্য অবতারে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে পঞ্চতত্ত্ব, ছয় গোসাই, চৌষট্টি মহন্ত সমন্বিতে শ্রীবাস অঙ্গনে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে সংকীর্তন মণ্ডপ -মণ্ডলী পরিচালন ও পরিবেশনর নেতৃত্ব ভার লয়া হরি সংকীর্তনে ভাবক বৈষ্ণব, গুরু, ভক্ত, সম্প্রদায়, গোসাই, মহন্ত আদিরে সংকীর্তন রস আস্বাদন ও হুনানিত ব্যাঘাত নার তথা হরি সংকীর্তনর অংগহানি ও রস ভঙ্গ নার ঔহানর সিজিল করেছে। তত্ত্বত প্রকাশ। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, ভক্তমাল গ্রন্থত উদ্ধৃতি আছে।

শ্লোক

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণ ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং।।

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বই হরি সংকীর্তনর মূল কলেবর (সদস্য)। পঞ্চতত্ত্বই হরি সংকীর্তনর মূল বৃক্ষ। চৈতন্য মহাপ্রভু বৃক্ষর মূল। নিত্যানন্দ কাণ্ড। অদ্বৈত প্রভু শাখা। শ্রীবাস প্রশাখা। গদাধর ফল স্বরূপ।

কাণ্ডই যেসাদে গাছর ডালপালা পত্র ফুল ফলর ভার গ্রহণ (ধারণ) করিয়া উবা করিয়া থর। ঠিক ঔসাদে নিত্যানন্দ প্রভু সংকীর্তনর পারিচালনা ও পরিবেশনর নেতৃত্ব ভাব গ্রহণ করিয়া অতি শৃঙ্খলা বাবে সংকীর্তন মণ্ডপে উপস্থিত ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, ওঝা, গুরু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদিরে শ্রবণ (হুনুয়াছে) করুয়াছে।

দেহ তত্ত্ব মতে—

সমস্ত দেহ এগ যেসাদে মেরুদণ্ডই ধরিয়া উবা করিয়া থছে। ঠিক অনুরূপ নিত্যানন্দ প্রভুয়ে হরি সংকীর্তন নেতৃত্ব লয়া পরিচালন ও পরিবেশনর সিজিল শৃঙ্খলার লেইতেরেং করেছে। নিত্যানন্দ প্রভু বিনে হরি সংকীর্তন অনা নুয়ারের। নিতাইর আশ্রয় ও অবলম্বন ছাড়া হরি সংকীর্তন শ্রবণ নিষ্ফল।

চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে নিজে মাতেছে।

শ্লোক

হেন নিতাই বিনে গতি নাই।
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই নামে ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগি খাব।
হরি বলবে মুখে থাকবে সুখে।
সব জ্বালা দূরে যাবে।
নিত্যাই চৈতন্য বিনে গতি নাই।
হরি বল বল বলে রে মাধায়।

পঞ্চতত্ত্বই হরি সংকীর্তনর অঙ্গ। পঞ্চতত্ত্বর যে কোন কলেবর (সদস্য) কম অইলে হরি সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ নার। যদি কম অর উহান অইলে ঔ সংকীর্তনরে মৃত সংকীর্তন বুলিয়া আখ্যা দেছি। ঔসাদে হরি সংকীর্তন করলে সংকীর্তনর অঙ্গহানি দোষ থার। নামাপরাধ অর। হরি সংকীর্তনর পূণ্যফল প্রাপ্তি নার। শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছা সম্পূর্ণ নার।

হেন নিতাই বিনে রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। অর্থাৎ নিত্যাইর আশ্রয় ছাড়া কৃষ্ণ প্রাপ্তি নার। তত্ত্বই মাতের।

এ তত্ত্ব অনুসারে ও অবলম্বনে হরি সংকীর্তনর কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) নিত্যানন্দ প্রভু নির্ণয় করেছি। ফালু - দক্ষিণ দিকে —

**দ্বিতীয় মত**

কীর্তনমাপু - মাধবেন্দ্রপুরী।
আসন ও ফালু - পশ্চিম দিক।

**পদ্মপুরাণ তত্ত্ব মতে**

শ্লোক

কৃতে ব্রহ্মারস জ্ঞানে ত্রেতায়া অগস্ত্যঋষিঃ।
গর্গন্তু দ্বাপরৌশ্চৈব কলে মাধবেন্দ্রপুরী।

ভাবার্থ - সত্যযুগে ব্রহ্মা। ত্রেতায় অগস্ত্য ঋষি। দ্বাপরে গর্গমুনি। কলিতে মাধবেন্দ্রপুরী। সত্য যুগে ব্রহ্মা ৪ (চারি) বেদ রচনাকারী। ত্রেতায় অগস্ত্যমুনি

যে গিরকর প্রভাবে বিন্ধ্য পর্ব্বতর দর্প চূর্ণ করিয়া সূর্য্য উদয় অস্তমিত করে পারেছে। দ্বাপরে গর্গমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা বলরামর নামকরণ করেছে গিরক। কলিতে মাধবেন্দ্র পুরী দিব্যজ্ঞানী। পূর্ব্ব জন্ম তত্ত্ব বৃত্তান্ত নিজে হারপাছে গিরক। নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, ঈশ্বরী পুরী, ভারতী গোসাই আদির দীক্ষা গুরু। অর্থাৎ ভারতী গোসাই চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরু। গুরু পুরেল হিসাব করলে মাধবেন্দ্র পুরী চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরুর দীক্ষা গুরু। অর্থাৎ পরমগুরু।

তদুপরি তত্ত্ব মতে - (মতান্তরে)

শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎ সারাবলী, প্রভাস খণ্ড, কৃষ্ণলীলা সমগ্র, ভক্তমাল গ্রন্থ, চৈতন্যচরিতামৃত, নারদ পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্য, গ্রন্থ আদিত প্রকাশ যে - সত্যযুগে মহামায়া ভগবান জগত ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সৃষ্টি জগতর সহায়কারিণী। ত্রেতায় পার্ব্বতী দূর্গা। দ্বাপর যুগে যোগমায়া কৃষ্ণলীলা সহায়কারিণী। মতান্তরে ব্রাহ্মণ্য দেবপত্নী পৌর্ণমাসী (বড়াই সখী) সম্পর্কত শ্রীকৃষ্ণর ভবাক। কলিযুগে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি মাধবেন্দ্র পুরী।

অন্য তত্ত্বই মাতের -

ত্রেতা যুগে লঙ্কার রাক্ষস রাজ রাবণে সীতাদেবীরে হরণ করলে সীতা বিয়োগ বিরহে শ্রীরাম কাঁদিয়া তপোবনে বহিয়া আসে। ঔহান দেহিয়া দেবাদিদেব মহাদেবে দেবী দূর্গারে য়্যাথাং দেছে সান্ত্বনা দেনারকা। শিবর য়্যাথাং ইলয়া দেবী দূর্গাই মায়াবলে সীতাদেবীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরামর বিরহ জ্বালা দুর করানির নিমিত্তে রামর সন্মুখে (মুঙে) দর্শন দিলে রাম মায়াবালে সীতাদেবী রূপ ধারিণী দূর্গারে অবলোকন (চার) করের। মায়া বলে সীতাদেবী রূপী দূর্গা ইমারে চিনে পারল কপলার ত্রিনয়ন দেহিয়া ঔবাকা রাম প্রভুয়ে আতজোড় করিয়া নিবেদন করিয়া প্রকাশ করানি অকরল হে! জগত মাতা দূর্গতিনাশিনী সর্ব্ব ভূতেশ্বরী। সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী। যোগমায়া তোর অভিপ্রায় মি হারপেইলু। যদিও এ যুগে পূরণ নাইতৈ। পর জন্মত দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে ইচ্ছা পূরণ অইতৈ। ঔবাকা তি ব্রজে ব্রাহ্মণ্য দেব পত্নী পৌর্ণমাসী (বড়াই) অয়া জরম অইতেই ঔবাকা দেহা দেহি (উনা) অইতাঙাই।

যদিও কৃষ্ণলীলাত অংশ গ্রহণ করে নুয়ারতেই। শুধু রাসলীলা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া তৃপ্তি অইতেই। ইহ কলি যুগে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে চৈতন্য অবতারে চৈতন্য লীলার সহায়কারী তথা দীক্ষা গুরুর দীক্ষা গুরু বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র পুরী। এ তত্ত্ব অবলম্বন ও অনুস্মরণে মাধবেন্দ্র পুরী হরি সংকীর্তনর কীর্তনমাপু।

তবে তত্ত্বই মাতের, মাধবেন্দ্র পুরী তত্ত্বদর্শী বিদ্যজ্ঞানী সর্ব্ব শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ - পূর্ব্ব জন্মর বৃতান্ত ও বর লাভর তত্ত্ব মাতুং ইলয়া পঞ্চ তত্ত্বরেল হরি সংকীর্তনর মণ্ডপ শৃঙ্খলা তথা যাবতীয় আয়োজন করুয়াছে। এ তত্ত্ব ছাড়াও বৈষ্ণব কবি জ্ঞানী গুণী বামুণ পণ্ডিতে লেংকরেছি গ্রন্থত হরি সংকীর্তন মণ্ডলী তত্ত্ব মণ্ডপ ব্যবস্থা লেইতেরেং মতামত আহান আহান করে সংক্ষেপে সুধীমণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে দেনা অইল।

১। রঘুনাথ ভট্ট বিরচিত (লেংকরা) "সংকীর্তন চিন্তামনি" গ্রন্থ বৈদিক শাস্ত্র বিধি - যোগীঋষি মুনিঋষিয়ে বিষ্ণু যজ্ঞ করানি কালে বিঘ্নি নাশর নিমিত্তে ৪ (চারি) কোণে ৪ (চারি) দেবতার ঘট স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণে পূজা আসন দিয়া প্রতিষ্ঠা করেছি।

ঈশান কোণে - গনেশ।
বায়ু কোণে - অনন্তদেব।
নৈঋত কোণে - কেশব।
অগ্নি কোণে - মহেশ্বর।

মধ্যে জগত ঈশ্বর শ্রীহরি বিষ্ণুর মূল ঘট স্থাপন ও আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণে আহ্বান করিয়া লিংখাত করেছি। ঐ তত্ত্ব অবলম্বনে-হরি সংকীর্তন মহাযজ্ঞ হৌকরানির কালে মণ্ডপর চারি কোণে -

ঈশান কোণে - গনেশর ঘট আসন।
বায়ু কোণে - অনন্তদেবর ঘট আসন।
নৈঋত কোণে - কেশবর ঘট আসন।
অগ্নি কোণে - মহেশ্বরর ঘট আসন।

মধ্যে শ্রীহরি বিষ্ণুর মূল ঘট আসন দেছি।

তথা- দক্ষিণে - নিত্যানন্দ প্রভুর আসন।
পশ্চিমে - মাধবেন্দ্র পুরীর আসন ও ঘট।

উত্তরে - অদ্বৈত মতান্তরে শ্রীবাস আসন ও ঘট।

পূর্ব্বে - মুকুন্দ মতান্তরে - বজহরি - মতান্তরে মুরারী আসন ও ঘট স্থাপন প্রতিষ্ঠা করেছি।

পদধৌত সেবাই - কালিদাস।

ভাণ্ডারী - রাঘব পণ্ডিত।

রন্ধনে - অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী মতান্তরে বিজ্ঞ বিপ্র বুলিয়া মাতেছে।

জয়ধ্বনিত - নিত্যানন্দ প্রভু।

নিগুঢ় তত্ত্ব মতে নিত্যানন্দ প্রভুর জয়ধ্বনি ছাড়া অদ্বৈত প্রভুয়ে রাগ সঞ্চার করে নুয়ারের। রাগ মানে অংগ নিরূপন। দেহর রূপ বর্ণনা। সঞ্চার মানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত (লেংকরা) "হরি সংকীর্তন নির্ণয়" পুস্তিগত প্রকাশ করেছে।

গায়ক - শ্রীবাস।

দোহার - মুকুন্দ।

ডাকুলা - অদ্বৈত, গোবিন্দ।

কীর্তন প্রধান নিত্যানন্দ প্রভু।

৩। তুলসীদাস ঠাকুরে লেংকরা "নবদ্বীপ সংকীর্তন বিচার" কাব্যত প্রকাশ করানি মতে -

গায়ক - শ্রীবাস।

দোহার - মুরারী।

ঢাকুলা - অদ্বৈত প্রভু।

বৈষ্ণব প্রধান-মাধবেন্দ্র পুরী।

৪। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত কীর্তন ১৪ (চৌদ্দ) বাদন ধুমেল হরি সংকীর্তন গ্রন্থত প্রকাশ-

গায়ক - শ্রীবাস।

দোহার - নিত্যানন্দ।

ঢাকুলা - অদ্বৈত, গোবিন্দ।

ভাবক প্রধান - গদাধর।

বৈষ্ণব প্রধান - মাধবেন্দ্রপুরী।

কীর্তন প্রধান - চৈতন্য মহাপ্রভু।

৫। গিরকর অন্য লেইরিক-

"সংকীর্তন চিতোলাসিনী" গ্রন্থত কীর্তন প্রধান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। পঞ্চ তত্ত্বই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তনর মুল কলেবর। পঞ্চ তত্ত্বই হরি সংকীর্তন প্রচার ও প্রকাশ করেছি কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে।

মণ্ডপ পরিচালনায় নিত্যানন্দ প্রভু।

৬। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যত প্রকাশ যে-

শ্লোক

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং।।

৭। নরোত্তম গোস্বামী বিরচিত -

(ক) "গৌর প্রেমামৃত লহরি"।

(খ) "সংকীর্তন সপ্তবারং" গ্রন্থত প্রকাশ করেছে।

ঢাকুলা - অদ্বৈত, গদাধর।

কীর্তন পরিচালনাত - নিত্যানন্দ প্রভু তথা পঞ্চ তত্ত্বই শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মূল কলেবর। প্রকাশক ও প্রচারক।

৮। রঘুনাথ গোস্বামী বিরচিত-

(ক) "হরি সংকীর্তন রহস্য"।

(খ) "কীর্তন মাহাত্ম্য"।

(গ) "নারদ পঞ্চরাত্র"।

(ঘ) "নারদ শিব সংবাদ"

কাব্যও প্রকাশ - চন্দন ।

সেবায় - রামানন্দ রায়।

দীপ সেবায় - ভক্ত হরিদাস।

ধূপ সেবায় - জগদানন্দ।

তাম্বুল সেবায় - স্বরূপ দামোদর।

পদধৌত সেবায় - কালিদাস মতান্তরে গৌরীদাস।

৯। ভবিষ্য পুরাণে -

ভাণ্ডারী - ভাগবতী, লক্ষী, কুবের।

পদধৌত সেবায় - শ্রীকৃষ্ণ - মহাভারতর রাজসূয় যজ্ঞ তত্ত্বমতে।

পদধৌত স্থান - রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পার। উত্তর মুখে।

১০। নন্দকিশোর মুখার্জী (চেংকুরি) বিরচিত "সাধন ভক্তি প্রকাশিকা" পুস্তিকাত মাতেছে -

১। কীর্তনমাপু - মাধবেন্দ্র পুরী।
২। ইশালপা - গোরীদাস।
৩। ঢাকুলা - অদ্বৈত প্রভু।
৪। দোহার - গদাধর।
৫। পালা দোহার - মুকুন্দ।
৬। তাম্বুল সেবায় (আরাংপা) - রাম পণ্ডিত।
৭। সম্ভাষা - শিবানন্দ সেন।
৮। ভাণ্ডারী - রাঘব পণ্ডিত।
৯। পদধৌত সেবায় - কালিদাস।
১০। দীপ সেবায় - হরিদাস।
১১। রন্ধন সেবায় - অদ্বৈত, পত্নী সীতা দেবী মতান্তরে বিজ্ঞ বিপ্র।

১১। সৌরভ বিলাস "কীর্তন চিন্তামনি"

(পুরানা পুস্তক লেখক অজ্ঞাত) প্রকাশ -

অগ্নিকোণে - মহেশ্বর।
নৈঋতে - কেশব।
বায়ুতে - অনন্তদেব।
ঈশান - গনেশ।
পদধৌত সেবায় - কালিদাস।
রন্ধনে - বিজ্ঞ বিপ্র, লক্ষীরূপা অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী।
দ্রব্য মণ্ডপে - ভাগবতী, লক্ষী, কুবের।

দক্ষিণে - নিত্যানন্দ প্রভু।
পশ্চিমে - মাধবেন্দ্র পুরী।
উত্তরে - শ্রীবাস।
পূর্ব্বে - মুকুন্দ।
হরি সংকীর্তন জয়ধ্বনীত নিত্যানন্দ প্রভু।

১২। লালবাবু ওরফে - লোকনাথ বিরচিত -
"ভক্তি তত্ত্ব মালা" পুস্তিকাত মাতেছে।
দক্ষিণে - নিত্যানন্দ প্রভু পঞ্চ তত্ত্ব প্রধান।
পশ্চিমে - মাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব প্রধান।
উত্তরে - শ্রীবাস মতান্তরে ব্রজহরি।
মধ্যে - চৈতন্য মহাপ্রভু হরি সংকীর্তন কল্পতরু।
রাধাকৃষ্ণ ভাব মূর্ত্তি।

১৩। চিত্রেশ্বর শর্ম্মা (মনিপুর) বিরচিত -
"সংকীর্তন বিচার" মনিপুরর গোবিন্দজীউ মন্দির পরিচালনা কমিটি দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও গৃহীত পুস্তিকাত প্রকাশ করানি মতে পঞ্চতত্ত্ব বিচারে-নিত্যানন্দ প্রভু মণ্ডপে প্রধান বুলিয়া মাতেছে।

১৪। মনিপুর তত্ত্ব মতে -
কীর্তনমাপু কীর্তন প্রধান - চৈতন্য প্রভু। থাংজিং বুলিয়া প্রকাশ।

১৫। বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে বিরচিত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চুড়ামনিত মাতেছে ব্রজভাব শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছা কৃষ্ণ প্রেম ভাব, কান্তি, বিলাসই হরি সংকীর্তন। কলিকালে কলি জীব উদ্ধারর নিমিত্তে পঞ্চ তত্ত্বই প্রকাশ ও প্রচার করেছি বুলিয়া ইঙ্গিত দেছে।

তত্ত্ব মতে হরি সংকীর্তন মণ্ডপ ব্রজভাব অবলম্বনে অষ্ট দিক জুড়িয়া (বেরেয়া) (বেষ্টন) করিয়া চৈতন্য প্রভুর য়্যাথাঙে সাজাসি।

দক্ষিনে- নিত্যানন্দ প্রভু তদীয় পন্থী পরিষদ সম্প্রদায় অনুগত ভাবক বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ।

পশ্চিমে - মাধবেন্দ্রপুরী তৎ অনুগত ভক্ত, শিষ্য, সম্প্রদায়, ভাবক, বৈষ্ণববৃন্দ।

উত্তরে - ব্রজহরি তদীয় পন্থী পরিষদ সম্প্রদায় তৎ অনুগত ভাবক

বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলী।

পূর্ব্বে - অদ্বৈত প্রভু তদীয় পন্থী পরিষদ সম্প্রদায় তৎ অনুগত ভাবক বৈষ্ণব ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালা পরিষদ মণ্ডলী।

ঈশান - মুকুন্দ তদীয় পন্থী সম্প্রদায় অনুগত ভাবক, বৈষ্ণব ভক্ত গোসাই।

বায়ুতে - শ্রীবাস তদীয় পন্থী পরিষদ সম্প্রদায় ভাবক বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ।

নৈঋতে- চৈতন্য মহাপ্রভু হরিসংকীর্তন কল্পতরু রাধাকৃষ্ণ যুগল মুর্ত্তি তদীয় পন্থী সম্প্রদায় ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলী। হরি সংকীর্তন প্রধান।

অগ্নিতে- মুরারী তদীয়পন্থী পরিষদ সম্প্রদায় তৎ অনুগত ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত গোসাই।

সুধী মণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে তত্ত্ব এতা প্রকাশ করানি অইল। হেইচা থাইল পঞ্চ তত্ত্ব বিচারে হরি সংকীর্তন মণ্ডপ লেইতেরেং সিজিল ব্যবস্থা লেপকরানির বাঞ্ছায়। তথাপি সুধী মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সমাজর মতে মত।

*(মণ্ডপ লেইতেরেং চিত্র আগে দেনা অসে) সুধীমণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে।*

## অদ্বৈত পূজা (পঞ্চতত্ত্ব পূজা)

ভাগবত, কীর্তন চিন্তামণি, নারদ পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থত অদ্বৈত পূজার বিধি ও তত্ত্ব প্রকাশ করেছি।

আশ্রয় ও অবলম্বন ছাড়া স্থিতি ও মূর্ত্তি পাল নার। প্রাপ্তি ও মুক্তি নার। হরি সংকীর্তনে ইশালপা, ঢাকুলা দোহর তথা সম্প্রদায় বৈষ্ণব আদিয়ে সংকীর্তনর তাল মান লয় সঞ্চারর কারণে ব্যবহার নিমিত্তে আনতারা বাদ্যযন্ত্র সম্প্রদায় গুরু অদ্বৈত প্রভুর অবলম্বন ও আশ্রয়ে পূজা করানি থক। কারণ রাগ সঞ্চার অদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কার নাইলে অনা নুয়ারের। যন্ত্র বাদ্যর অধিকর্তা স্বয়ং অদ্বৈত প্রভু। অদ্বৈত গোবিন্দ অবলম্বনে ও আশ্রয়ে ফুলর মালার ন্যায় দোহার পালা আদিয়ে হরি সংকীর্তন পালা মণ্ডলী সাজেয়া নিজ নিজ বাদ্য যন্ত্র আতে ধরিয়া তাল মান লয় বাজনে (রহেয়া) হরি গুণ গান করতারা। প্রকাশ করতারা। ঔ তত্ত্ব মতে অদ্বৈত প্রভুরাং সপিয়া প্রভুর আশ্রয়ে ও

অবলম্বনে। প্রভুর অনুগত অয়া বাদ্যযন্ত্র পূজা করানি থক। ঔহান অইলে সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ অর।

বিধি

যে মণ্ডপে হরি সংকীর্তন অর ঔ মণ্ডপর মেয়ুমর উত্তরে দীঘল কলা পাতা আহানাত ঢাক করতাল আদি থয়া ধলা ফুতি (শুদ্ধ) আহানল ডাকিয়া (গুরিয়া) মন্ত্র সলকরিয়া পূজা করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ নমস্তে মৃদাঙ্গায় দক্ষিণকর্ণে শ্লীং বাম কর্ণে ক্লীং।

ওঁ কৃষ্ণচৈতন্য চানুদ্ভবায় বিদ্মথে মৃদাঙ্গ রূপায় ধিমহে তন্নো মৃদঙ্গ প্রচুদয়াত ক্লীং মৃদাঙ্গায় নমঃ।

ওঁ করতাল নমঃ।

স্তুতি

আতজোড় করিয়া পুংনিং চিলয়া অদ্বৈত প্রভুরে ধ্যান করানি থক।

মন্ত্র

নমস্তে শ্রীজগন্নাথায় গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।

নমস্তে খুল করতালায় নম ক্লীং ক্লীং স্বাহা।

অদ্দৈত পূজ মণ্ডপ মাপুগিরকে করানি থক। তথা পুরোহিতগিরকে করে পারের। ঔহান অইলে কোন দোষ নাথার। সংকীর্তন পূর্ণাংগ অর।

## খুল (পুং) তত্ত্ব

১৫৪ খৃষ্টাব্দত মনিপুরর গন্ধর্ব রাজা খুয়োই তোমলোক গিরকে চর্ম বাদ্য যন্ত্র অর্থাৎ ঢাক এগ আবিষ্কার করেছে বুলিয়া মনিপুর ইতিহাসে উল্লেখ আছে। মহাভারতে মনিপুররে গন্ধর্ব রাজ্য বুলিয়া অভিহিত করেছে। গন্ধর্ব মানে নৃত্য সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুন পারদর্শী উপ-দেবতা। স্বর্গর অপ্সরা তথা শিব পার্ব্বতীর কৃপা প্রাপ্ত জাতহান।

মনিপুরে ঢাক এগরে পুং বুলতারা।

ঢাক (খুল) - এগরে ভাগবত ও পুরাণ তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ বুলিয়া প্রকাশ করেছে।

ঢাকুলা (বাদক) - শ্রীমতি রাধিকা স্বরূপ। রাধার হস্ত স্পর্শ মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

প্রেমে বিভুলা অয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনিত প্রেমর আদান প্রদান করের।
দুই চুরি (কড়া) - ভগবান শ্রীকৃষ্ণর আতর খারউ (চুড়ী) স্বরূপ।
দক্ষিণ বারাদে পার্ব্বতী স্বরূপ উত্তর বারাদে শিবর অস্থি স্বরূপ।
মারেই (টানা), লিহউ - ভগবান শ্রীকৃষ্ণর। ব্রহ্মগ্রন্থী ছিংলেই (নাড়ী)। প্রকাশ করের নিজর নাঙ মহিমা শ্রীমতি রাধিকার আশ্রয় ও অবলম্বনে। কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে। পুং (খুল) রাধাকৃষ্ণর আত্মা-পরমাত্মা প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধ ভক্তি প্রেম রসর যোগসূত্র বিনা সূতার মালা। যেগর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত দেহ মন হাবি উজার করিয়া হরণ করিয়া নেরগা। দেহত ভক্তি রস সঞ্চার অর।

তত্ত্বত প্রকাশ যেবাকা খুল (ঢাক)র অঙ্গর দ্বিয় মুখে আতর আঙুলিদ্বারা স্পর্শ করানির লগে লগে নানা ধ্বনি প্রতিধ্বনি সঞ্চার অর। উবাকা ভগবান শ্রীহরি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাগিয়া উঠের (হজাক) অর। রাধার প্রেমে ব্যাকুল অর। তথা ভক্তর অধীন ভগবান গোলোকে থা নুয়ারের। লগে লগে শ্রীহরি আয়া সংকীর্তনে অবস্থান করের। স্কন্ধ পুরাণে ভগবান শ্রীহরিয়ে নারদরাং মাতেছে —

শ্লোক (স্কন্ধপুরাণ)

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে নচ যোগীনাং হৃদয়ে।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।

হে নারদ মি বৈকুণ্ঠে নাথাওরী যোগীঋষির হৃদয়েও নাথাওরী। যেপেইত মোর ভক্তই মোর গুণ গান করতারা ঔপেইত মি অবস্থান করৌরী।

অর্থাৎ হরি সংকীর্তন ভক্তই যেপেইত করতারা ঔপেইত ভগবান থার।

খুল (পুং) - মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জীব ন্যাস-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করানি থক। নাইলে রাগ মূর্ত্তিপাল নার। হরি সংকীর্তন পূর্ণাঙ্গ নার। পবিত্র নার। হরি সংকীর্তনর ভাব রস সঞ্চার নার।

খুমেল পুরাণে ঢাক (খুল) (পুং) এগ মনিগ বুলিয়া মাতেছে। নাঙহান য়াইবুং।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে কৌওয়া রূপ ধরিয়া অসহায় আতিয়াগুরু (লিকলাখম্বা/কাংলারে) কৃপা করিং বুলিয়া বনে দান করেছেগ। যেগর কৃপাই আতিয়াগুরু নুঙেই অয়া রাজা পালয়া সুনাম অর্জন করেছিল। আমার ঢাক

এগ ৪২ (বিয়াল্লিশ) মারই (টানা) লাইহৌ আছে। অর্থাৎ ৬ (ছয়) রাগ ৩৬ (ছয়ত্রিশ) রাগিনীপূর্ণ। মণিপুরে লাই হৌ বুলতারা, লাই মানে দৌ হৌ মানে জাগানি (উঠানি, হজাক করানি)।

পরে খুমেল তোমুর রাজত্বকালে খুল্লা বেয়ক খুমেল আতলে চর করিয়া মেইতেই রাজারাং দের। বহুদিন পরে মৈতৈ রাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) বারো খুমেল রাজা মৈমুরে বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা লয়া হরি সংকীর্তন উৎযাপন করতে হপনে ঔ ঢাক (পুং) ঔগই দেহুয়েয়া নাম সংকীর্তনে পালা কীর্তনে রহাছি। আমার ঢাক এগ অন্য সমাজে নেই।

## ন্যাস মন্ত্র

শ্রীং দ্রীং ঠ্রীং স্বাহা

এ মন্ত্র সলকরিয়া ১০ (দশ) বার খুল (পুং) জীবন্ন্যাস করানি থক। পিছেদে গায়ত্রী জপ করিয়া ১০ (দশ) বার মালিচ করানি থক। পুংনিং চিলয়া।

মন্ত্র

ক্লীং মৃদাঙ্গায় বিদ্মহে নিরাকারায় ধীমহি তন্ত মৃদঙ্গং প্রচোদয়াৎ।

ঔহান অইলে ভগবান শ্রীহরি খুল (পুং) গত আহিয়া অবস্থান করিয়া হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে রাগ রাগিনী সঞ্চারে নিজর কীর্তন নিজে করিয়া, ভাবক বৈষ্ণব ভক্তরে প্রেম বিতরণ করের।

রাধার অবলম্বনে ও রাধারে আশ্রয়। তিন বাঞ্ছার মাধ্যমে প্রকাশ নাম রূপে।

বিধি

খুল (পুং) দুগই বাজানি থক। কারণ প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া প্রেমর সঞ্চার নার। অর্থাৎ ভাব ভক্তি সম্বন্ধ নাইলে ধ্বনি নার। বায়ুরূপে শ্রীহরিশক্তি রূপে দ্বিয়গির প্রেম স্পন্দনে ই থার তরঙ্গ (বায়ু) লহ্রীত মধুর শব্দ (ধ্বনি) বাহিয়া কানর রন্ধ্রে ভাবক বৈষ্ণব ভক্তর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রেম ভক্তি রস বিততরণ করের।

তত্ত্বত প্রকাশ - বায়ু ভগবান শ্রীহরি জগত ঈশ্বর। প্রভুরাং আশ্রয় অবলম্বনে সপ্ত জগত বিরাজমান। ভগবানর শক্তিই শ্রীমতি রাধিকা আশ্রয়ে ও অবলম্বনে হরিরে প্রেম বিতরণ করের।

*[ নৃত্য মৃদাঙ্গাচার্য্য শ্রীনীলমাধব মুখার্জী এইগা গিরকে লেংকরা "মৃদঙ্গ মঞ্জুরী" পুস্তিকাত হবা করে বর্ণনা করে দেছে। তথা গুরু আশ্রয় ও ভাবক বৈষ্ণব সাধু সঙ্গ করলে নিগুঢ় তত্ত্ব হার পেইতাঙাই ]।*

## করতাল তত্ত্ব

ভাগবত, বৃহৎ সারাবলী, প্রভাস খণ্ড, নারদ পঞ্চ রাত্র, আদিত করতাল এহানরে শ্রীমতি রাধার অঙ্গ বুলিয়া প্রকাশ করেছি।

তথা খুমেল পুরাণে মহারাজ দত্তমণি সিংহই ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিংকরানির সময়ত করতাল এহান রহেয়া ভগবানর গুণ মহিমা কীর্তন করেছে বুলিয়া উল্লেখ করেছে।

পূর্ব্ব জন্মে ভগবান শ্রীহরি রাধা রাণীরে ধরাধামে অবতীর্ণ (জরম অনার) য়্যাথাং করলে শ্রীমতি রাধিকাই প্রভুর সেবা ও সঙ্গত্ব দুরেইত থানাত পরলি। ঔহান হারপেয়া আতজোড় করিয়া নিবেদন করানি অকরল। হে প্রভু যদি মি ভবত (মর্তত) গিয়া জরম অউরীগা ঔহান অইলে প্রভুর সেবা ও প্রেমেত্ব বঞ্চিত অইতৌ। প্রভুর দর্শন সঙ্গ ছাড়া অইতৌ। গতিকে প্রভু মরে এ বর এহান দে করতাল রূপে জরম অইংগা। ভাবক, বৈষ্ণব, সম্প্রদায় ইশালপা, দোহার, পালায় (পরিষদে) তর গুণ গান মহিমা প্রকাশ করতাই ঔবাকা তানুর আতে অবস্থান অয়া প্রভুর গুণ গান মহিমা তাল মান, লয়, ছন্দ প্রকাশ করিং। ভক্তর অধীন ভগবান। ভক্তর দুঃখ হারপেইল। ভক্তর আশা পূরণরকা বর দিল। বর মতে রাধা করতাল রূপে ভবে জরম অইরী। ঔ বর মতে ভক্ত, ভাবক, বৈষ্ণব আদিয়ে হরি সংকীর্তন উৎযাপনকালে করতাল ধরিয়া রাগ রাগিনী সঞ্চারে কীর্ত্তন করতারা। ভগবানর মহিমা গুণ পান করতারা।

করতাল দ্বিয়হানি - শ্রীমতি রাধিকার বক্ষ স্বরূপ। করতাল বাজনে ভক্তি প্রেম হৃদয়ে সঞ্চার অর। ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধু, গায়ক (ইশালপা) দোহার, পালা পরিষদে আত দ্বিয়হানিল করতাল দ্বিয়হানি ধরিয়া বাজেইতারা ঔবাকা বায়ুরে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া বায়ু তরঙ্গর ডেউত প্রবাহিত অয়া কানর রন্ধ্র (পথে) গিয়া ভক্ত, ভাবক, বৈষ্ণবর হৃদয় মন্দিরে গিয়া ভক্তি প্রেম বিলেয়া কৃষ্ণ প্রেমে আকৃষ্ট করের।

করতালর জতা - শ্রীমতি রাধিকার মুরর চুলর বেনী স্বরূপ। ঔ তত্ত্ব অবলম্বনে করতালর জতা এক আত দীঘল বার আলাদা বেজুরি (রঙর) সূতাল সাজেইতারা। আতল ধরানির জাগা ঔহানীত কালা ফুতিল বেরেইতারা। অর্থাৎ জুরা বন্ধন।

বিধি

করতাল জীবন্যাস করানি থক। নাইলে মূর্ত্তিগ পাল নার। রাগ রাগিনী তাল মান লয় প্রকাশে ব্যাঘাত অর।

ন্যাস মন্ত্র

খ্রীং স্রীং দ্রীং হ্রীং স্বাহা।

এ মন্ত্র সলকরিয়া বাদক গিরকে ১০ (দশ) বার মালিচ করিয়া জীবন্যাস করানি। পরে ১৬ (ষোল) নাম ৩২ (বত্রিশ) অক্ষর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চৈতন্য নিতাই বুলিয়া ৩ (তিন) বার সলকরানি। শ্রীমতি রাধারে পুংনিং চিলয়া ভক্তি করিয়া রাধার স্মরণে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ে জপিয়া বাজানি থক। ঔহান অইলে হরি সংকীর্তন রাগ সঞ্চার পূর্ণাঙ্গ অর। তাল মান ভঙ্গ নার বুলিয়া তত্ত্বই মাতের। রাধা রূপ করতালর বাজনে ভগবান বৈকুণ্ঠে থা নুয়ারিয়া রাধার প্রেমে বিভুলা অয়া আয়া হরি সংকীর্তনে অবস্থান করিয়া প্রেম বিতরণ করের। নিজর নাম নিজে প্রচার করিয়া কলি জীব উদ্ধার করের।

(নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় ও বৈষ্ণব সঙ্গত পেইতাঙাই)।

## হরি সংকীর্তন তথা রাসলীলা মণ্ডপে পঞ্চ দেবতা পূজা ও ঘট স্থাপন তত্ত্ব

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ঋষি; মুনি আদিয়ে পূজা পার্বন তথা যজ্ঞ উৎযাপন কালে পঞ্চ দেবতা আহ্বান ঘট স্থাপন আসন দেছি। কারণ কোন বিঘ্নি না ঘটিয়া সু-শৃঙ্খলা ভাবে কৃতকর্ম অনুষ্ঠিত যজ্ঞ পূজা সম্পূর্ণ অনার নিমিত্তে।

তদুপরি দ্বাপর যুগে শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ পানার মানসে সূর্য্যপূজা করানির সময়ত পঞ্চ দেবতারে আহ্বান করিয়া পূজা ধ্যান করেছে। যাতে কোন বিঘ্নি নায়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ নাথরে পেইঙ বুলিয়া।

ঐ তত্বর মাতুং ইলয়া শ্রীবাস অঙ্গনে কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে শাস্ত্র বিধি অবলম্বনে পঞ্চ দেবতার ঘট স্থাপন আসন দিয়া পঞ্চদেবতা পূজা করেছে। বর্ত্তমানেও ঐ বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে চলেছে। ভবিষতেও চলতৈ।

পঞ্চদেবতা পূজা তত্ব হরিভক্তি বিলাস তথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত" গ্রন্থত বর্ণনা করেছে।

*(শাস্ত্রজ্ঞ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব সাধুসঙ্গ করলে হার পেইতাঙাই)।*

## হরি সংকীর্তনে ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার পালা প্রবেশ তত্ত্ব

"নারদ পঞ্চ রাত্র" কাব্যত উদ্ধৃতি আছে নিমন্ত্রিত ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালা, পরিষদ, অদ্বৈত, গোবিন্দ, গৌরীদাস, গদাধর স্বরূপ। আয়োজিত হরি সংকীর্তন মণ্ডপে ভগবান শ্রীহরি গুণ গান মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত হাবিরে হুনুয়ানির নিমিত্তে উপস্থিত অইলে সম্ভাষা গিরকে চিনকরিয়া মুঙর (পূব) ফালুত অদ্বৈত প্রভুর পরিষদ নিংকরিয়া বহয়ানি থক। বহানির আগে যথা বিধি মতে হরি সংকীর্তন মণ্ডপে ৮ (অষ্ট) দিক বেষ্টন করিয়া (ফালুত) বহেছি। সম্প্রদায়, ভাবক, বৈষ্ণব, মণ্ডপ মাপু আদিরে যথা বিধি মতে হমা কাতকরিয়া প্রেমর ভক্তি আদান প্রদান করানি থক। পরে যাবতীয় জোগাড় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অইলে সময় বুঝিয়া মণ্ডপ মাপু গিরকে সঙ্গত করলে মণ্ডপ মাপুর য়্যাথাংর মাতুং ইলয়া ঢাকুলা, ইশালপা, দোহার, পালা হাবিয়ে আকসাদে উবা অয়া মনে মনে শ্রীহরি নিংকরিয়া শ্রীমতি রাধিকা তথা সখী হাবিরে ধ্যান করিয়া পুংনিং চিলয়া ভাতর আতহানল তিন খুরুম মণ্ডলী হমা দিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ বুলিয়া পয়লা অদ্বৈত রূপী ঢাকুলা গিরকে চিনকরিয়া মুঙেদেত্ত্ব (পূর্ব দিকে) উত্তর দিকে বুলিয়া পশ্চিম দিক এরা দিয়া নৈঋত দিকে বার দ্বিতীয় গোবিন্দরূপী ঢাকুলা গিরকে মুঙেদেত্ব (পূর্ব্ব দিক) দক্ষিণ দিক অয়া নৈঋত দিকে আইয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গাই উবা অনি। লগে লগে ফুলর মালার সাদানে দোহার গদাধররূপী গিরকে চিন করিয়া যত পালা পরিষদ লগে করিয়া বৃত্তাকারে (গোল) অয়া পালা মণ্ডলী সাজানি। লগে লগে গৌরীদাস রূপ ইশালপা গিরকে খলপাংপা (রতি মঞ্জরীরূপী) লগে করিয়া

ঢাকুলা অদ্বৈতরূপী ও গোবিন্দরূপী দ্বিয়গির হমবুকেদে গিয়া মণ্ডলী বুলিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া উবা অইলে হাবিয়ে আকসাদে পুংনিং চেলয়া ভগবান শ্রীহরি স্মরণ করিয়া মণ্ডলী পঞ্চাঙ্গ পাতে প্রণাম কাতকরানি।

পরে কীর্তনমাপু (মণ্ডপ প্রধান) গিরকে চিনকরিয়া কর্মকর্তা শ্রীবাস, অদ্বৈত, রাঘব পণ্ডিতরূপী গিরকে লেইচন্দন, গলবস্ত্র, তাম্বুল আদি উপচারে বরণ করিয়া ভাগবত বিধি মতে সময়সূচী অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া মণ্ডপ প্রধান নিত্যানন্দ প্রভুয়ে জয় ধ্বনি করলে শুভ লগ্নত হরি সংকীর্তন রাগ সঞ্চারে আরম্ভ করানি।

*(নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় ভাবক বৈষ্ণব সাধুসঙ্গত পেইতাঙাই)।*

## হরি সংকীর্তন মণ্ডপ নির্মাণ তত্ত্ব

অস্থায়ী

শ্লোক

গীত মণ্ডলী মণ্ডপে রম্ভা পত্রাম্রে নির্মিতং।
মধ্যে কল্পদ্রুম স্তম্ভাবয়বং মণ্ডালাকৃতিং।।
দ্বাদশস্বাষ্টমং স্তম্ভং দীর্ঘদিক্‌চাষ্টমং কৃতং।
প্রপূর্ণং পল্লবী অধিবাসং তদুচ্যতে।। (নারদ পঞ্চ রাত্র)

গীত মণ্ডলী মণ্ডপ রম্ভা (কলা গাছ) ও আম পাতা দ্বারা নির্মাণ করানি থক। মধ্যে মণ্ডলাকৃতি (গোল) স্তম্ভ (বেদী) নির্মাণ করিয়া শ্রীহরি কল্পদ্রুম স্থাপনা (আসন) স্থাপন করানি থক। শুভদিনে শুভ লগ্নে ৮(অষ্ট) দিকে ৮(অষ্ট) খাম্বা মধ্যে মুল খাম্বা দ্বারা হরি সংকীর্তন মণ্ডপ নির্মাণ করানি লাগের। মণ্ডলীর অষ্ট দিক বেষ্টনে মালার ন্যায় আম্রপত্র দ্বারা মণ্ডপ বেরানি থক। গো গোবর দ্বারা লেপানি লাগের। নির্দ্দিষ্ট দিনে পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত গঙ্গাজলে সিটেয়া শুদ্ধ করানি থক। তবে স্থায়ী মণ্ডপে প্রভু বিগ্রহ মূর্তি মন্দিরে থানাই শুধু আম্র পাত্র বেষ্টন করিয়া শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন মণ্ডপ সাজানি থক- বেদ শাস্ত্র বিধি মতে।

# নাম কাকরানি

## (নাম ধ্বনি স্তোত্রম্)

নাম কাকরানি আমার সমাজে মাতিয়ার এহান আসলে নরোত্তম গোস্বামীর প্রার্থনা (স্তোত্রম্) হান। হরি সংকীর্তনর অঙ্গ আগ। এ বন্দনা এহান নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বরর কীর্তন করিয়া তীর্থ, মহাতীর্থ, পূণ্যভূমি, ক্ষেত্র, বন, তপোবন, উপবন, গিরি, পর্ব্বত, নদ-নদী, সাগর, সমুদ্র, সরোবর, কুণ্ড, মহাকুণ্ড, ঋষি, মহা ঋষি, মুনি, মহামুনি, ভাবক, বৈষ্ণব, ভক্ত, মহন্ত, গোসাই, পঞ্চতত্ত্ব আদির নাম উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করলে বা অন্যরে শ্রবণ (হুনুয়েইলে)/করুয়েইলে সোণা সোহাগাত বুরেয়া জিগত পুরলে যত ময়লা জ্বিগই পুড়িয়া পবিত্র (খাটি) অর। চুম্বকে লোহা যেসাদে ধরিয়া নিজর চুম্বক শক্তি দান করের ঠিক ঔসাদে তীর্থ, মহাতীর্থ আদি গুণ গান করলে সর্ব্ব পাপ, মহাপাপ ধয়া আত্মা পবিত্র করের। ঈশ্বর পানার পথ উজ্জ্বল অর। এ তত্ত্ব জ্ঞানে নাম কাকরানি সলকরানি অর। এহানেও কীর্ত্তন আহান বুলিয়া ইঙ্গিত দেছে। ঔ পথ ইলয়া নরোত্তম ঠাকুরর স্তোত্রম্ সলকরিয়ার। পরে মাতাগুরু, পিতাগুরু, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, আশ্রয়গুরু, অবলম্বন গুরু, কুলগুরু, সম্প্রাদয়গুরু, গোত্রগুরু সলকরিয়া প্রভুর শ্রীচরণে সেবায় (লেইসিধারী) কাতকরানি। ঔহানেই মুক্তি বুলিয়া তত্ত্বই মাতের। নামের গুণে পাষণ জলে ভাসে। প্রমাণ রামায়ণে মাতের।

১। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি!
২। ” নিত্যানন্দ প্রভু কি!
৩। ” অদ্বৈত প্রভু কি!
৪। ” গৌর গদাধর কি!
৫। ” রাম নরহরি কি!
৬। ” ছয় গোসাই কি!
৭। ” গৌর ভক্তবৃন্দ কি!
৮। ” চৌষট্টি মহন্ত কি!
৯। ” দ্বাদশ গোপাল কি!
১০। ” অষ্ট কবিরাজ কি!
১১। ” ছয় চক্রবর্তী কি!
১২। ” নবদ্বীপধাম কি!
১৩। ” নবদ্বীপবাসী কি!
১৪। ” গঙ্গা ভাগিরথী কি!
১৫। ” গঙ্গা গঙ্গা কি!
১৬। ” গয়া গঙ্গা কি!
১৭। ” ত্রিবেণী সঙ্গম কি!
১৮। ” শ্বেত গঙ্গা কি!
১৯। ” গোদাবরী গঙ্গা কি!
২০। ” মানসী গঙ্গা কি!
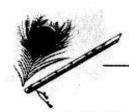
২১। " জগন্নাথ প্রভু কি!
২২। " বলভদ্র কি!
২৩। " সুভদ্রা মাই কি!
২৪। " সুদর্শন চক্র কি!
২৫। " বটোকৃষ্ণ কি!
২৬। " মহাপ্রসাদ কি!
২৭। " নীলাচল ধাম কি!
২৮। " নীলাচল বাসী কি!
২৯। " নীল চক্র কি!
৩০। " নীল কবচ কি!
৩১। " নীলমণি কি!
৩২। " নীলমন্দির কি!
৩৩। " পাদচিহ্ন কি!
৩৪। " পাদচক্র কি!
৩৫। " ভুবনেশ্বর শ্রীহরি কি!
৩৬। " স্বাক্ষীগোপাল কি!
৩৭। " ক্ষীরচোরা গোপীনাথ কি!
৩৮। " গোপেশ্বর গোপীনাথ কি!
৩৯। " গোপেশ্বর মহাদেব কি!
৪০। " রাধা গোবিন্দ কি!
৪১। " রাধা গোপীনাথ কি!
৪২। " শ্রীবাস ঠাকুর কি!
৪৩। " রাধা দামোদর কি!
৪৪। " রাধা রমণ কি!
৪৫। " রাধা বিনোদ কি!
৪৬। " রাধাগোবিন্দ কি!
৪৭। " রাধা গিরিধারী কি!
৪৮। " রাধা বল্লভ কি!
৪৯। " রাধাকান্ত কি!
৫০। " রাধা বঙ্গ বিহারী কি!
৫১। " রাধা কুঞ্জ বিহারী কি!
৫২। " মথুরা ধাম কি!
৫৩। " ভূতনাথ কি!
৫৪। " কৃষ্ণ গঙ্গা কি!
৫৫। " বংশী ঘাট কি!
৫৬। " কেশব ঘাট কি!
৫৭। " ধ্রুব ঘাট কি!
৫৮। " ভ্রমর ঘাট কি!
৫৯। " পাপ মোচন ঘাট কি!
৬০। " ঋন মোচন ঘাট কি!
৬১। " ক্রোধ মোচন ঘাট কি!
৬২। " কাম মোচন ঘাট কি!
৬৩। " লোভ মোচন ঘাট কি!
৬৪। " মোহ মোচন ঘাট কি!
৬৫। " ধ্রুব টিকা কি!
৬৬। " ধ্রুবজী কি!
৬৭। " রাধা কুণ্ড কি!
৬৮। " শ্যাম কুণ্ড কি!
৬৯। " ললিতা কুণ্ড কি!
৭০। " নারদ কুণ্ড কি!
৭১। " শান্তনু কুণ্ড কি!
৭২। " গিরিরাজ গিরি গোবর্ধন কি!
৭৩। " কুসুম সরোবর কি!
৭৪। " কাম্যবন কি!
৭৫। " বৃন্দদেবী কি!
৭৬। " বুজন বাড়ী কি!

৭৭। " বৃষভানু পুর কি!
৭৮। " বৃষভানু নন্দিনী কি!
৭৯। " প্রেম সরোবর কি!
৮০। " নন্দগ্রাম কি!
৮১। " নন্দ নন্দন কি!
৮২। " বসুদেব নন্দন কি!
৮৩। " রোহিনী নন্দন কি!
৮৪। " নিকুঞ্জ বন কি!
৮৫। " মৃদু বন কি!
৮৬। " কপিলা বন কি!
৮৭। " যমুনা পুলিন কি!
৮৮। " যমুনা পাবরাণী কি!
৮৯। " যমুনা রাজরাণী কি!
৯০। " ব্রজমণ্ডল কি!
৯০। " ব্রজবাসী কি!
৯১। " আঠারো নালা কি!
৯২। " চৌরাশি খাম্বা কি!
৯৩। " চৌরাশি ধাম কি!
৯৪। " চারি ধাম কি!
৯৫। " চারি সম্প্রদায় কি!
৯৬। " বৈরাগ্য ঠাকুর কি!
৯৭। " জগন্নাথ ধাম কি!
৯৮। " বিশ্বামিত্র মুনি কি!
৯৯। " সাণ্ডল্য মুনি কি!
১০০। " অংগীরাজ্য মুনি কি!
১০১। " কাশ্যপ মুনি কি!
১০২। " মৎগুল্য মুনি কি!
১০৩। " বৈয়াঘ্রা মুনি কি!
১০৪। " ভরদ্বাজ মুনি কি!
১০৫। " বশিষ্ঠ মুনি কি!
১০৬। " অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি!
১০৭। " হরিনাম সংকীর্তন কি!
১০৮। " হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কি!
১০৯। " পরশুরাম কুণ্ড কি!
১১০। " লোকনাথ বাবাজী কি!
১১১। " ভূ-গর্ভ ঠাকুর কি!
১১২। " ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি!

আপন আপন গুরুবর্গাদ্দি .......... মাসে .......... দিবসে ............ দেব তদানুগত ............. মঞ্জরী ............... সখী অনুগা শ্রীকৃষ্ণ চরণে বৃন্দাবন প্রাপ্তি হরি হরি বল বল হরি।।

হরি সংকীর্তন সমাপ্তিত তর্পন করানি থক তর্পন বিধি পরে দেনা অসে।

ইতি ......................

## 'খ' অংশ

## শারদীয় রাসলীলা

আদি কবি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতর ১০ম (দশম) স্কন্দর ২৯(উনত্রিশ) অধ্যায়েত্ব ৩৩(তেত্রিশ) অধ্যায়র মোট ১৭২ শ্লোক তথা শ্রীমহাভাগবতম্ ত্রিপঞ্চাশোধ্যায়ঃ মোট ৫৩ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শারদীয় পূর্ণিমা মহারাস লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতর পাঁচ অধ্যায়রে "রাসপঞ্চম্" অধ্যায় বুলিয়া আখ্যা দেছি। তদুপরি যোগীঋষি, মুনিঋষি, দেবতা হাবিরে মুক্তির একমাত্র মার্গ তথা ঈশ্বৰ প্রাপ্তির মহাভাণ্ড বুলিয়া শ্রদ্ধারে প্রকাশ করেছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপিনীর লগে নিকুঞ্জ নিভৃতি বনর যমুনা পারে শরৎকালর পূর্ণিমা রাত্রিকালীন যে লীলা-খেলার ভাবর আদান প্রদান প্রেম বিনিময় করেছি ঔহানেই শারদীয় মহারাসলীলা।

রাসলীলা শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীর নিষ্কাম ভক্তি ত্যাগ ও সমর্পণে আত্মা-পরমাত্মার মহামিলনর প্রয়াস উদ্দীপনা। যেপেইত বাহ্যিক দৈহিক সম্বন্ধ লেশমাত্র ভাব নেই।

তদুপরি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ ব্রজর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু-পক্ষী, সরোবর হাবি পূর্ব্ব জন্মর কৃত কর্মর পূর্ণফলে বর পেয়া ব্রজে জরম অসিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণর সেবা পানার নিমিত্তে। বিশেষভাবে শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীরে ভগবান শ্রীহরিয়ে নিজর দেহাগত্ব সৃজন করেছে লীলার কারণে। ভাগবতে প্রকাশ।

নিগুঢ় তত্ত্ব বিচারে সমস্ত সৃষ্টি জগত তথা জীবজন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, মানব-দানব, ঋষিমুনি হাবিরে জগত ঈশ্বর শ্রীহরিয়ে সৃষ্টি করেছে। প্রভু আছে বুলিয়া সৃষ্টি আছে। প্রভুরাং আশ্রয় করিয়া যত গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ বিরাজ করিয়া আছি। তথা প্রভু হৃদয়ে প্রাণ রূপে অবস্থান করিয়া আছে বুলিয়া জীব জীবিত। নাইলে মৃত। বাহিরে বায়ুরূপে থায়া জগতরে ধারণ করিয়া আছে।

ব্রজর শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীনি হাবিয়ে হারপাছিলা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সৃষ্টি জগতর ঈশ্বর। প্রভুয়ে হাবিরে নিয়ন্ত্রণ করের। রাসলীলাও প্রভুর ইচ্ছায় শরৎকালর প্রফুল্ল রজনী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত।

বৃন্দাবনর তরু - লতা নবপল্লব (নুয়াপাতা) তথা নানা রং বিরঙর ফুল প্রস্ফুটিত অয়া চারিদিকে গন্ধয় আমোদিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বস্ত্রহরণ কালে ব্রজগোপীনি তথা শ্রীমতি রাধিকারে যে প্রতিশ্রুতি দেছিল ঔ য়্যারী প্রভুর মনে উদয় অইল। আদি কবি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতর দশম স্কন্ধর ১ম শ্লোকে শুকদেব মুনিয়ে পরীক্ষিত মহারাজারাং প্রকাশ কালে -

## উনত্রিংশ অধ্যায়

শ্লোক নং - ১

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ।।১।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাসলীলা করানির ইচ্ছায় নিজে সৃজন করেছে যোগমায়ারে আহ্বান করিয়া (ডাহিয়া) য়্যাথাং দিল ব্রজবাসী হাবিরে গভীর নিদ্রায় (ঘুমে) জাপদিয়া থনারকা। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনর তমাল বৃক্ষ ডালে বহিয়া শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীনিরে উদ্দেশ্য করিয়া মোহন বাঁশী বাজানি (রহানি) অকরল। মোহন বাঁশীর এতই গুণ বংশীধ্বনি ব্রজগোপীনি ছাড়া অন্য কোনগও না হুনতারা। বাঁশীর সুর হুনিয়া ব্রজগোপীনির হৃদয়েও মধুর প্রেমভাব জাগিয়া উঠের। প্রভু দর্শনর নিমিত্তে উন্মাদিনী প্রায়। হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য। গভীর রাতি হাবিয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া নিকুল্লা। সখী হাবিয়ে প্রভুর বংশীধ্বনি অনুসরণ করিয়া হা নাথ হা গোবিন্দ বুলিয়া কাল-বিলম্ব (ডিল) না করিয়া যাত্রা করলা। শ্রীমতি রাধিকারে মুঙে দিয়া যিতেগা যিতেগা অবশেষে নিগুঢ় বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দর্শন পেইলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রজগোপী তথা শ্রীমতি রাধিকারে দেহিয়া সম্বোধন করিয়া মাতানি অকরল -

শ্লোক নং - ১৮

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমনকারণম্।।

হে ভাগ্যবতী ব্রজগোপীবৃন্দ তোমার আগমন শুভ অক। ব্রজর হাবি কুশলে আছি নাই? তদুপরি ছলনা করিয়া শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীনিরে আংকরানি অকরল - হে! ব্রজগোপী ব্রজাঙ্গনা বনমধ্যে আহানির অভিপ্রায়

কিয়া? কারণ এ গভীর রাতি বনর ভিতরে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ যে কোন মুহূর্ত্তত বিপদ আইতে পারে। গতিকে অবলা জাতি আহানি থক নেয়ছিল। তদুপরি সৌ, জিপুত, মালক, বাপক, স্বামী তথা গৃহ কর্ম আদি ত্যাগ করিয়া আহেছ। হয়তো তানু তোমারে বিছারে থাইবা।

শ্লোক নং - ২০

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।

বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধু সাধ্বসম্ ।।২০।।

তদুপরি কুলনারী অয়া অন্য পতি সেবা ধর্ম্মসঙ্গত নাগে। ধর্ম্ম পরায়ণ নারীর কর্ত্তব্য অইলতাই নিজর পতি তথা সৌ জিপুতর সেবা বারো গৃহকর্ম সম্পাদন করানি। অন্য পতি সেবা মহাপাপ। গতিকে নিজর নিজর গৃহে গমন কর।

শ্লোক নং - ২৬

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ।।২৬।।

এসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রজগোপীনিরে নানা নীতি বাক্যল বুঝেয়া ঘরে ফিরিয়া জানার উপদেশ দিলে ব্রজগোপীর হৃদয় ভাগিয়া পরের -

শ্লোক নং - ২৮

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।

বিষন্না ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্।।২৮।।

অবশেষে ব্রজগোপীনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ কামনা বঞ্চিত অনা লেপইল ঔহান দেহিয়া আহ্রি পানি মুছিয়া খানি অভিমান (য়ারৌ) করিয়া আবেগে নানা বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণরে সম্বোধনে কাঁদে কাঁদে মাতানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৩০

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণম্

কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।

নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ

সংরম্ভগদ্গদগিরোহব্রুবতানুরক্তাঃ।।৩০।।

হে গোবিন্দ এ হেন (এসাদে) নিষ্ঠুর বাক্য মাতানি থক নেই। আমি

সমস্ত বিষয় ত্যাগ (এরাদিয়া) করিয়া তোর শ্রীচরণ কমলে দেহ, মন, হাব্বি সপেছি। আমারতা বুলতে কিত্বাও নেই। সমস্ত জগতর পতি প্রভু স্বয়ং তি, বাকী পতি অবলম্বন (নিমিত্ত) মাত্র। আমার দেহ এগও প্রভু তোরগ। গতিকে প্রভু আমারে পাদপদ্ম সেবাত্ব বঞ্চিত নাকরেদি। কৃপা করিয়া শ্রীচরণ সেবা দে। আমি হাবি প্রভুর বিনামূল্যর দাসী। প্রভু সেবাই আমার ধর্ম।

শ্লোক নং - ৩১

মৈবং বিভোহর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃসংশং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দূরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো মুমুক্ষুন্।।

হে জগত পতি শ্রীহরি। ব্রহ্মা আদি দেবগনেও যেগর কৃপাদৃষ্টি পানার অভিলাষী। স্বয়ং জগত মাতা লক্ষীদেবী প্রভুর বক্ষত (বুকগত) স্থান পেয়াও প্রভুর পাদ যুগল সেবায় আত্ম সমর্পণ করেছে। আমিতে তুচ্ছ শুধু প্রভুর পাদ পদ্ম রেনু তথা পদাশ্রয় আকাংক্ষী।

শ্লোক নং - ৩৭

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেহন্যসুরপ্রয়াস
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।।

এতাদৃশ শুকদেব মুনিয়ে পরীক্ষিত মহারাজারাং রাসলীলা বর্ণনা কালে ভগবান শ্রীহরি গুণ-কীর্তন মহিমা প্রকাশ করেছে।

শ্লোক নং - ৪২

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ।।

যোগীঋষি, মুনিঋষির অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরি গোপীনির এতাদৃশ বিলাপ শ্রবণে কৌতুকে স্বয়ং নৃত্যাবিলাসী সত্ত্বেও এসাদে হাস্যরস প্রদর্শন করেছে।

ব্রজগোপীয়ে প্রভুরে বনে আহানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে মাতানি
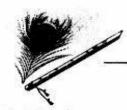
অকরলা। হে প্রাণনাথ এজগতর গতি স্বয়ং প্রভু তি। আমার হৃদয়ে নানা রূপে বিরাজ করেছত। প্রভু তি নিজে হরণ করেছত আমার মন চিত্ত। আমি প্রভুর শ্রীচরণে সমর্পন করেছি। এ জগতর কোন কিছু হার নাপেয়ার প্রভু তি ছাড়া। এ দেহ প্রভু তোরগো। প্রভুর নিমিত্তে আমার জন্ম। প্রভুর দেহ প্রভুরাং কাতকরেছি। আমারতা কিত্তাও নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রজগোপীর এতাদৃশ একাগ্রচিত্ত কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ ও সমর্পণর পুংনিংয়ৌপা নিবেদন স্বীকার করিয়া ভক্তর অধীন ভগবান শ্রীহরি সখী প্রেমে বিভোর অয়া বংশীধ্বনিল রাসলীলার সঙ্কেত করল। সঙ্কেত পেয়া আনন্দে আত্মহারা অয়া ব্রজগোপী হাবিয়ে ৮(অষ্ট) দিকে ফুলর মালাকৃতি বেষ্টন করিয়া রক্ত কমল (রঙা থাম্পাল) সদৃশ (সাদানে) মধ্যে (হম্বুকে) রাধাকৃষ্ণরে থয়া নৃত্য, সংগীত, বাদ্য, পুষ্প, মাল্য, অর্ঘ তথা নানা ভূষানে (ফিজাৎ / ফিজেতে) সাজেয়া রাস কেলি আরম্ভ করলা।

অন্যদিকে কোন কোন গোপী নিজ স্বামীর সতর্কতা তথা নানা কারণে ঘরর ভিতরে আবদ্ধ অয়া থাইলা। যদিও তানুর চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং সমর্পন করেছি। নিরুপায় অয়া আহি জিপেয়া স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে পুংনিং চিলয়া আহ্বান করানি অকরলা। হাঁ! প্রাণনাথ ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী আমারে এ গুঢ় সঙ্কটেত্ব রক্ষা কর। ভক্তর কাতর আহ্বান হুনিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্ন্তযামী থা নুয়ারল। প্রভুর মহিমা অপার বুঝানি কঠিন, ভক্ত বাঞ্ছা পূরণরকা প্রভু ক্ষণকালর মধ্যে যোগমায়ার নেতৃত্বে মায়া বলে অন্য কায়া হংকরিয়া উক্ত গোপীর স্বামীর কাদাত শয়ণরত অবস্থাত থ দিয়া কৃপা করেছে।

শ্লোক

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্‌গোপ্যেহববধবি নির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তন্তিরনাপুক্তা ধ্যুয়ীলিত লেচতাঃ।

অনন্তর ব্রজ গোপীর লগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাসলীলা কালে নানা নৃত্য সঙ্গীত আদি করতে গোপীনির অন্তরে অহং ভাব উদয় অয়া। নিজরে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমী তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তানুর প্রেম বন্ধনে বশ অয়া আছে। এসাদে ভাবর উদয় অর।

শ্লোক নং - ৪৭

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি।।

অর্ন্তযামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীনির অভিমান হারপেয়া দর্পচূর্ণ অভিপ্রায়ে যমুনা পুলিনে (তীরে) বনোমধ্যে (হাদিত) অর্ন্তদ্ধান অর।

শ্লোক নং - ৪৮

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।।

## ত্রিশ অধ্যায়

রাস মণ্ডলীত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান অইলে ব্রজগোপী হাবিয়ে হাহাকার করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন নাপেয়া দিশাহারা অয়া বন মধ্যে (ভিতরে) হস্তিনীয়ে যেসাদে করিবর (মুনি আত্তীগর) সঙ্গ পানারকা পাগলিনীর সাদানে বিছারেরী ঠিক ঔসাদে ব্রজগোপীনিও কৃষ্ণরে বিছারানি অকরলা।

শ্লোক নং - ১

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।

অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যুথপম্।।

সম্প্রতি গোপীহাবিয়ে তিলয়া হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ বুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাগলীনি প্রায় কৃষ্ণনাম গুণ কীর্তন করে করে বনে বনান্তরে অন্বেষন (বিছারানি) করানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৪

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতিন্।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ কালে পথে নানা সম্বোধনে তুলসী, অশ্বত্থ, বেল, কদম্ব, তমাল, পারিজাত, মালতি, মল্লিকা, জাতি-যুথি, ময়ূর-ময়ূরী, কোকিল-কোকিলা, বিহঙ্গ (পাহিয়া) তথা মৃগ আদিরে আলিঙ্গন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিতেগা দেহা পাছি কিনা বা প্রভুর করকমল বা পাদ পদ্ম স্পর্শ করেছি কিনা আংকরানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৮

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।।

গোপী হাবিয়ে বনর পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে বিছারতে বিছারতে সহসা পাদচিহ্ন দর্শন পেইলা।

শ্লোক নং - ২৪

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।

ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পদচিহ্ন দর্শন পেয়া ব্রজগোপী হাবিয়ে আগরে আগই সম্বোধন করিয়া মাতানি অকরলা। সইনেই এ পদ চিহ্ন নন্দ সূত প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণর। যেহেতু ধ্বজ পদ্ম বজ্র অঙ্কুশ মরাদি চিহ্ন অলংকৃত আছে।

শ্লোক নং - ২৬

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোহগ্রতোহবলাঃ।

বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্।।

এসাদে ব্রজগোপী হাবিয়ে পাদ চিহ্ন চেয়া চেয়া কৃষ্ণর গমন মার্গ (পথ) অন্বেষণ করিয়া যিতেগা যিতেগা সহসা মুণ্ডহানাত কুলবধু শ্রীমতি রাধিকার পদচিহ্ন যুগল দেহা পেইলা। সখী বিরহে আরাকৌ কাঁদানি অকরলা।

শ্লোক নং - ২৮

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ।।

ব্রজগোপী হাবিরে এরা দিয়া শ্রীমতি রাধিকার প্রেমে বশ অয়া নির্জ্জন স্থানে নিয়া গেছেগা। কৃষ্ণ প্রেম বিরহ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল গোপীর হৃদয়ে।

শ্লোক নং - ২৯

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙঘ্র্যজরেণবঃ।

যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দুধুর্মূর্দ্ধ্ন ঘনুওয়ে।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পাদপদ্ম চেয়া চেয়া আগরে আগয় সম্বোধন করিয়া বিলাপ করানি অকরলা প্রভুর এ পাদপদ্ম রেণু অতিশয় পবিত্র ব্রহ্মা মহাদেব

তথা স্বয়ং লক্ষীদেবীও পাপ নাশর নিমিত্তে মস্তকে ধারণ করেছি। ধন্য ধন্য বুলিয়া গোপী হাবিয়ে নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৩০

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈ কাপুহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেহচ্যুতাধরম্।।

শ্লোক নং - ৩১

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নুনং তৃণাঙ্কুবৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলা মুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ।।

অনন্তর পাদ চিহ্ন চেয়া চেয়া বিলাপ করে করে মাতানি অকরলা শ্রীমতি রাধিকাই আকখুলিগই গোপীজন প্রাণধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে প্রেমল হরণ করিয়া দূরেইত নিয়া আনন্দ উপভোগ করিরি।

সম্প্রতি পদচিহ্ন অনুসরণে বনোমধ্যে যিতেগা যিতেগা সহসা শ্রীমতি রাধার পদচিহ্ন দেহা নাপানিয়ে আরাকৌ দ্বিগুণ সন্দেহ জাগিল গোপীর হৃদয়ে। আগরে আগই চেয়া মাতানি অকরলা নিশ্চয় তৃণর অঙ্কুরে (নুয়া চহা গাছর আগাই) শ্রীমতি রাধার কঙালা জাঙর পাতাত খুচানিয়ে ব্যথা (দুহেয়া) অয়া আটে নুয়ারানিয়ে প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দয় নিজর লেম্পালে তুলিয়া নেছেগো।

শ্লোক নং - ৩২

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধুম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভ্যারাক্রান্তস্য কামিনঃ।।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।।

সম্প্রতি সখী হাবিয়ে আগরে আগই য়্যারী দিয়া যিতেগা যিতেগা দেহা পেইলা যে পদচিহ্ন নিয়াম টাঙইয়া হবা অয়া উঠেছে। সখীর মনে সন্দেহ নিয়াম প্রকট অইল। লেপইলা নিশ্চয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাধারাণীরে স্কন্ধে (লেম্পালে) ধারণ করানিয়ে দেহ ভরে পদ চিহ্ন স্পষ্ট অয়া উঠেছে।

শ্লোক নং - ৩৮

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবম ব্রবীৎ।

ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র-তে মনঃ।।

অন্তর শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে যিতেগা যিতেগা সহসা অন্তরে গর্ব সঞ্চার অইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং (সমীপে) প্রকাশ করানি অকরল যে পদব্রজ (আটানি) আর সহ্য করে নুয়ারলু। গতিকে ইচ্ছানুরূপ স্থানে নিয়া যানারকা।

শ্লোক নং - ৩৯

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত।।

শ্রীমতি রাধিকার শ্রীমুখেত্ব পাদ ব্রজ অসমর্থর য়্যারী শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতল হে! রাধিকা যদি আটে নুয়ারলে তবে মোর স্কন্ধত (লেম্পালে) উঠ মি ধারণ করিয়া নিংগা।

শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লেম্পালে উঠানিত উদ্ধত অইলে অর্ন্তযামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হারপেইল নিশ্চয় শ্রীমতি রাধিকার অন্তরে অহং ভাব উদয় অইল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকার অহং ভাব চূর্ণ তথা ভক্তি জ্ঞান দেনার অভিপ্রায়ে কালবিলম্ব নাকরিয়া অন্তর্দ্ধান অইল।

শ্লোক নং - ৪০

হা নাথ রমন প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।

দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান অনাই শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ বিছারেয়া নাপেয়া বিরহে বিলাপ করানি অকরল - হে প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ দয়া করিয়া এ দাসীরে দর্শন দে। কৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতি রাধিকা বিলাপ করতে করতে বনো মধ্যে পরিয়া থাইলি।

অনন্তর ব্রজ গোপী হাবিয়ে.পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে অবশেষে দূরেইত্ব শ্রীমতি রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে কাঁদিয়া আছে ঔহান দেখলা।

শ্লোক নং - ৪১

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোহবিদূরতঃ।

দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্।।

অনন্তর ব্রজগোপী হাবিয়ে শ্রীমতি রাধিকার সান্নিধ্য পেইলাগা, শ্রীমতি রাধিকায় অন্তরে আত্ম গরিমা ভাব উদয় অনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহং ভাব চূর্ণ করানির উদ্দেশ্যত অন্তর্দ্ধান অর। শ্রীমতি রাধিকার শ্রীমুখেত্ব য়্যারী ওহান শ্রবণ (হুনিয়া) করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিলাপ করে করে বিছারানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৪২

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।।

এসাদে গোপীহাবিয়ে যতদূর জোনাকর মিঙালে দেহা পাছি ততদূরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করতে করতে (বিছারতে বিছারতে) অবশেষে ঘন বনে জোনাকর পহর নেয়নিয়ে আধার অনাই ক্ষান্ত অয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে বিছারানি বাদ দিলা।

শ্লোক নং - ৪৪

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরু।।

কৃষ্ণগত প্রাণা ব্রজগোপী হাবিয়ে কৃষ্ণগুণ গান করতে করতে নিজর নিজর ঘরে ফিরানির কথা চিন্তা করানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৪৫

পুণঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ।।

অতঃপর পুনঃ ধীরে ধীরে গোপী হাবিয়ে যমুনা পুলিনে (পারে) আহিয়া পুলইলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ আগমনর অভিলাষে স্মরণ করিয়া গুণ গান করিয়া প্রভুরে ডাহানি অকরলা।

## একত্রিশ অধ্যায়

শ্লোক নং ১

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।

অতপর ব্রজগোপী হাবিয়ে অত্যন্ত কাতর অয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে আহ্বান (ডাহানি) করানি অকরলা। হে প্রভু! প্রাণনাথ ত্রানকর্তা তোর আবির্ভাবে সমস্ত ব্রজমণ্ডলী বৈকুণ্ঠত্বও অধিক জয়ী। হে প্রভু তোর নিমিত্তে (সালে) ব্রজগোপী জিংতা অয়া আসি। প্রভু অবিহনে (ছাড়া) থা নুয়ারতাঙাই। চারিদিকে বিছারেয়াও অন্ত নাপেইলাঙ। হে প্রভু ভক্ত শিরোমণি আর কষ্ট নাদি। দয়া করিয়া দর্শন দে। তাপিত প্রাণ শীতল কর।

শ্লোক নং - ৩

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানাৎ।
বৃষ ময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।।

হে প্রভু! পুরুষ শ্রেষ্ঠ কালিয় সর্প বিষ পান করিয়া ব্রজর জীবজন্তু রক্ষা করেছিলে। হে ত্রাণকর্তা প্রভু জগত ঈশ্বর অঘাসুর, তৃণাবর্ত্ত, অরিষ্ট, ব্যোমাসূর, বিশ্বগত তথা ইন্দ্রর বজ্রর সংহারেত্ব ব্রজবাসী হাবিরে ত্রাণ করেছিলে।

শ্লোক নং - ৪

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।

হে প্রাণনাথ তি যে হুদ্দা গোপীকা যশোদার পুতক নাগই সমস্ত জগত তথা প্রাণীর ভব ভার হরণ ও পালনার্থে অবতীর্ণ এ জগতে। আর বিলম্ব না৲ করি প্রভু আর জ্বালা নাদি অবলা ব্রজ সখী বামা জাতি আমারে।

## বত্রিশ অধ্যায়

শ্লোক নং - ১

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।।

কৃষ্ণ দর্শনর আকাঙ্খী গোপী হাবিয়ে অনুরূপ বিলাপ করতে করতে কৃষ্ণরে আহ্বান করিয়া সুমধুর স্বরে কাঁদে কাঁদে এলা দেনা অকরলা।

শ্লোক নং - ২

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।।

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজগোপীর অহং (দর্প) ভাব চূর্ণ অইল হারপেয়া মৃদু হাস্য বদনে পীতাম্বর মুরলীধারী বনমালী মদন মোহন আহিয়া বীরঙ্গনা ব্রজগোপী মধ্যে আর্বিভাব অর।

শ্লোক নং - ৩

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোহবলাঃ।
উত্তস্থু র্যগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্।।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণর আগমন দেহিয়া বিরহরত গোপী হাবিয়ে আনন্দে উৎফুল্লিত অয়া নৃত্য সঙ্গীতে বিলাস করানি অকরলা। নূয়া বরণ পেয়া বৃক্ষ লতা আদিয়ে নব পল্লব ধারণ করিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করের অনুরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ পেয়া ব্রজ গোপীর হৃদয়ে আনন্দর মিঙাল প্রতিফলিত অর। মহানন্দে কোন কোন সখীয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর চরণ, হস্ত আদি ধরিয়া অতি ভক্তি ভাবে (পুংনিং চিলয়া) সেবা করানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৬

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেম সংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা।।

শ্রীমতি রাধিকাই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ পেয়া নিয়াম সৌঅয়া কপালে ভ্রূকুটি ধারণ পূর্ব্বক প্রণয় বিহ্বলা উন্মাদিনী দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনে (কামারা) কৃষ্ণরে দর্শন করানি অকরল।

অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সখী হাবিরে নানা প্রবোধ বাক্যে মাতানি অকরল।

শ্লোক নং - ২১

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ্
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েহবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সম্বোধন করিয়া গোপী হাবিরে মাতানি অকরল। হে ব্রজর অবলা সখী তুমি মোর নিমিত্তে লৌকিক তথা বৈদিক ধর্ম্ম, আত্মীয়

স্বজনর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গভীর বনর ভিতরে আহেছ। কিন্তু মি তোমার অন্তরে যে অহং ভাব উদয় অসিল ঔ ভাব চূর্ণ করানির নিমিত্তে অন্তর্দ্ধান অসিলো যদিও মি তোমার প্রেম আলাপ শ্রবণ করলো।

শ্লোক নং - ২২

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।

হে ব্রজাঙ্গনা সখীবৃন্দ শ্রবণ কর (হুন) তোমার লগে মোর প্রেম শুদ্ধ প্রেম। ত্যাগ ও সমর্পণর প্রেম মুক্তি অভিলাষ।

## তেত্রিশ অধ্যায়

শ্লোক নং - ১

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদ্ঙ্গোপচিতাশিষঃ।।

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ সখী হাবিরে সম্বোধন করিয়া নানা প্রবোধ বাক্যল সান্ত্বনা দিলে, সখী হাবিয়ে হারৌ অয়া কোন কোন সখীয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদকমল হস্ত আদি স্পর্শ করিয়া, কোন কোন সখীয়ে চুমা আলিঙ্গনে বিরহ জ্বালা দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য সঙ্গীত আরম্ভ করলা।

শ্লোক নং - ৩

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।

শ্লোক নং - ৪

যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমান শত সঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসু ক্যাপহৃতাত্মানাম্।।

এসাদে ব্রজগোপী লগে পুনঃ রাস কেলি আরম্ভ করলে গোপী হাবিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লগে নৃত্য সঙ্গীতে মত্ত। ঔ দৃশ্য দর্শন অভিলাষী স্বর্গর

দৌ হাবিয়ে দুন্দুভি নিনাদে (বাজেয়া) তথা নানা পুষ্পে বরিষন (ছিটানি) তথা শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনিল মহানন্দে ভগবান কৃষ্ণর রাসলীলা দর্শন করানি অকরলা।

শ্লোক নং - ৩৯

ব্রহ্মরাত্র উপবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ।।

জগত হরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রজগোপী লগে রাস কেলি করতে করতে ব্রহ্মমূহুর্ত্ত উপস্থিত। ব্রজগোপীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণই য়্যাথাং দিল রাসকেলি সমাপ্ত করিয়া নিজ নিজ গৃহে ধীরে ধীরে গমনরকা।

প্রাণনাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর য়্যাথাং ইলয়া গোপী হাবি ধীরে ধীরে নৃত্য সঙ্গীত করিয়া করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করানি অকরলা।

ধন্য ধন্য ব্রজ বৃন্দাবন। ধন্য, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ। ধন্য পশু পক্ষী কবে গিয়া গরাগরি দিয়া পবিত্র পূণ্য রাধাকৃষ্ণ গোপী পদধূলি অঙ্গে ধারণ করতৌ। জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় গোপী বৃন্দ।

## শারদীয় রাসলীলা

শ্রীমহাভাগবতম্

— ব্যাসদেব বিরচিত

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

প্রথম শ্লোকেত্ব - তৃতীয় শ্লোক পেয়া নারদে মাতেছে ঃ

শ্লোক নং - ১

সংক্ষেপেণ সমাশংস পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ।
দেব্যাঃ শ্রীকৃষ্ণরূপায়াশ্চরিতং মে মহেশ্বর।।১।।

শ্লোক নং - ২

যথা বিহরণঞ্চক্রে গোকুলে সহ রাধয়া।
ন্যপাতয়ংশ্চাপি যথা ভূভারান্ সুবহূন্ রণে।।২।।

শ্লোক নং - ৩

অন্যত্রাপি কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাদ্বাপিচ্ছলেন বা
যথাবাৎসাৎক্ষিতৌ সর্ব্বে কৃষ্ণভির্যদুবংশজা।
আরুরোহ পুনঃ স্বর্গং যথা তদপি শংশমে।।

ভাবার্থ ঃ মহর্ষি নারদ জগতর সর্ব তত্ত্ব অজ্ঞ দেবাদি দেব মহাদেবরাং (সমীপে) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীমতি রাধিকা সমন্বিতে শরৎকালর রাসলীলা তত্ত্ব হারপানির অভিলাষে নানা সম্বোধনে আঙকরানি অকরল। যথা- হে দেবাদিদেব মহাদেব। সর্ব্ব তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। হে পার্ব্বতী প্রাণবল্লভ। দয়া করিয়া সংক্ষেপে মোরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গোকুলে শ্রীমতি রাধিকার লগে বিহার, - কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তথা অন্যান্য স্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ছলনাক্রমে ভূ-ভার হরণর নিমিত্তে বীর মহাবীর নিপাত তথা যদুনন্দন কৃষ্ণরূপে যদুবংশ হাবিরেল ভূমণ্ডলে বাস করেছে। পুনরায় পঞ্চভূতর দেহত্যাগে স্বর্গারোহণ করেছে। ঔ তত্ত্ব মোরে দয়া করিয়া অবগত করেদে।

নারদ মুনির নিবেদনে দেবাদি দেব মহাদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শরৎকালীন রাসলীলা তত্ত্ব প্রকাশ -

## মহাদেব উবাচ ঃ

শ্লোক নং - ৪ত্ব-৫৩ শ্লোকে পেয়া দেবাদি দেব মহাদেবে নারদ ঋষিরাং রাসলীলা প্রকাশ করেছে।

শ্লোক নং - ৪

বিহরন্ গোকুলে কৃষ্ণঃ সমস্তের্গোপ বালকৈঃ।
বাল্যে বয়সি হত্বান্যান্ ধেনুকাদীন্ মহাসুরান্।।

শ্লোক নং - ৫

কালীয় দমনং কত্বা প্রভাবমনুদর্শয়ন্।
রেমে বৃন্দাবনে রম্যে রাধায়া মুনিসত্তম।।

শ্লোক নং - ৬

অন্যৈশ্চ গোপিকা বৃন্দৈর্ভৈরবাংশসমুদ্ভবৈঃ।
লাবণ্যঃ বর্দ্ধয়ামাস কৃষ্ণকাল্যাত্মকঃ পুমান্।।

শ্লোক নং - ৭

গোরক্ষণচ্ছলাদ্গত্বা দিবা বৃন্দাবান শুভে।
বেণুনিঃস্বনসংবাদৈঃ সর্ব্বাংশ্চানীয় গোপিকাঃ।।

শ্লোক নং - ৮

প্রধানমহিষীং কৃত্বা রাধাং রেমে স্বলীলয়া।
বিবিধৈর্বন্য পুষ্পাদ্যৈর্মালাং নির্ম্মায় গোপিকাঃ।।

শ্লোক নং - ৯

কৃষ্ণাঙ্গে সম্প্রদায়াতিহৃষ্টাঃ কৃষ্ণং ব্যলেকয়ন্।
কৃষ্ণোঽপি রুচিরাং মালাং দত্ত্বা-তাভ্যঃ স্মিতাননঃ।।

শ্লোক নং - ১০

ব্যলোকয়ন্ মুখাম্ভোজং সুপ্রসন্নং নিরন্তরম্।
কদাচিদুপবিষ্টস্তু দিব্যসিংহাসনোপবি।।

শ্লোক নং - ১১

বামাঙ্কে সমুপাদায় রাধাং পবম সুন্দরীম্।
বিমৃজ্য শশিকোট্যাভাং বাসসা তন্মুখাম্বুজম্।।

শ্লোক নং - ১২

প্রেমণা চুচুম্বে শ্যামস্তাং কামব্যাকুলমানসঃ।
কদাচিদ্‌যমুনাতীরে কদাচিজ্জলমধ্যতঃ।।

শ্লোক নং - ১৩

সহিতো গোপিকাবৃন্দৈশ্চিক্রীড় যদুনন্দনঃ।
রাত্রৌসংহৃত্য চেতাংসি গোপীনাং বেণুনিস্বনৈঃ।।

শ্লোক নং - ১৪

আনীয় কাননে তত্র বেমে কৃষ্ণঃ স কৌতুকাৎ।
কর্দাচিন্দ্রাধিকাশভ্রুশ্চারু পঞ্চমুখাম্বুজঃ।।

শ্লোক নং - ১৫

কৃষ্ণো ভূত্বা স্বয়ং গৌরী চক্রে বিহরণং মুনে।
এবং স রমমাণস্তু রাধয়া গোকুলে স্বয়ম্।।

শ্লোক নং - ১৬

কৃষ্ণ আনন্দপূর্ণাত্মা সমাবাসীন্ মহামুনে।
একদা সম্প্রবৃত্তে তু শরৎকালে মহানিশি।।

শ্লোক নং - ১৭

বিহর্ত্তুন্তু মনঃ কৃত্ব বৃন্দাবন মুপাগমৎ।

পুস্পতং মল্লিকাকুন্দজাতীচম্পককুন্দকৈঃ।।

শ্লোক নং - ১৮

ললিতং মন্দমন্দায়মানৈর্নৈর্মধুরবায়ু ভঃ।

মধুপৈর্মধুমত্তৈশ্চ গুঞ্জিতং মধুরস্বনৈঃ।।

শ্লোক নং - ১৯

কূজিতং কোকিলৈঃ ক্রৈঞ্চৈঃকামবিহ্বলমানসৈঃ।

সরাংসি চাতিরম্যাণি কান ন তত্র নারদ।।

শ্লোক নং - ২০

সুপুষ্পিতানি কহ্লরকুমুদৈঃ পঙ্কজৈরপি।

অথোদয়মনুপ্রাপ শশাঙ্কোহতি সুনির্ম্মলঃ।।

শ্লোক নং - ২১

হর্ষয়ন্নিব বিশ্বানি দ্রাবয়ন্ কামিনীমনঃ

এবং বনশ্রিয়ং বীক্ষ্য শশাঙ্কণ্ডাতিনির্ম্মলম্।।

শ্লোক নং - ২২

প্রহৃষ্টাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণো বেণুমাবাদয়ন্মুনে।

তচ্ছ্রুত্বা সমুপায়াতাঃ সর্ব্বাগোপবরাঙ্গনাঃ।।

শ্লোক নং - ২৩

সন্ত্যজ্য গৃহ কর্ম্মাণি কৃষ্ণাকর্ষিতমানসা।

রাধা জগাম চার্ব্বঙ্গী তাসামাগ্র ব্যবস্থিতা।।

শ্লোক নং - ২৪

সাক্ষাচ্ছম্ভুঃ পুমান্ পূর্ণো মায়াস্ত্রীরূপমাশ্রিতঃ।

তাঃ সর্ব্বাঃ পরিসংবীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কমল লোচনঃ।।

শ্লোক নং - ২৬

মহাবিহার উদ্যোগং চক্রে স মুনি সত্তম।

আকর্ষ্য বাহুভিঃ সর্ব্বা গোপীঃ কৃষ্ণঃ পৃথক্ পৃথক্।।

শ্লোক নং - ২৭

বেমে রতিপতিং জিত্বা নানামঙ্গলকৌতুকৈঃ
অথাষ্টধাভবৎ কৃষ্ণো নবীনজলদপ্রভঃ।

শ্লোক নং - ২৮

স্মিতান্যঃ পরমানন্দ পূর্ণাত্মা কাম বিহ্বলঃ
তদ্বীক্ষ্য রেজে রাধাপি ভূত্বাষ্টৌ মূর্ত্তয় ক্ষণাৎ।।

শ্লোক নং - ২৯

সহস্রেন্দুপ্রভা স্মেররুচিরা মদবিহ্বলা।
তাভির্মূর্ত্তিভিরষ্টাভিবিহরন্তং মহামুনে।।

শ্লোক নং - ৩০

অষ্টমূর্ত্তিঃ প্রসন্নাত্মা কৃষ্ণঃ সোহন্তর্দ্ধধে ক্ষণাৎ।
ততোহন্তরীক্ষে চক্ষে স রাসক্রীড়াং মহামুনে।।

ভাবার্থ - দেব আদি দেব মহাদেব। সর্ব তত্ত্ব জ্ঞাত। নারদ মুনির প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণর শরৎকালীন রাস লীলা তত্ত্ব প্রকাশ করানি অকরলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে গোকুলে গোপ বালকর লগে খেলা করেছে; ধেনুকাদি মহাসুর, বিনাশ, কালিয় দমন পুর্বক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকট করেছে। তথা রম্য বৃন্দাবনে শ্রীমতি রাধা ও অন্যান্য গোপীকার লগে রমন; কনাকে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গো ধেনু রাহানির ছলে বনে বনে বিহার; প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণর বেনু রবে সর্ব্বগোপীকা সম্মলিত অইলে তন্মধ্যে শ্রীমতি রাধিকার লগে রাস লীলায় রমন; গোপীবৃন্দই বিবিধ পুষ্প মাল্য নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গলে পিদাদিয়া তুষ্ট মনে মুখোবলোকন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সহাস্যবদনে উত্তম পুষ্প মালা সখী গলে অর্পণ করিয়া প্রীতি মনে অবলোক করেছ, কোন কোন সময়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বামে রাধা সহ দিব্য সিংহাসনে উপবেশ করেছে। শত কোটি চন্দ্র যিনি আভা শোভিতা রাধার বস্ত্র প্রান্তে শ্রীমুখ পুছেছে, শ্রীমতি রাধার বদনে চুম্বন দেছে। কদাচিৎ যমুনা তীরে কদাচিৎ যমুনা জলে গোপী বৃন্দসহ যদুনন্দন জল ক্রীড়াই মত্ত; কোন কোন সময়ত রাত্রিকালে বেণু বাজেয়া ব্রজ গোপী হরণে কাননে নিয়া শ্রীকৃষ্ণই কৌতুকে গোপী লগে জলকেলি করেছে, বিহার করেছে।

হে মুনি! কোন কোন সময়ত শ্রীমতি রাধিকার সুন্দর পঞ্চবক্রশালী শম্ভু (শিব) বারো শ্রীকৃষ্ণ গৌরী (দূর্গা) রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিহার করেছি।

হে মহামুনি। এসাদে রাধাসহ রমন করতে করতে মহানন্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে রাসকেলি করিয়া থাইল।

শরৎকালর পূর্ণিমা রাত্রি বিহার করানির অভিপ্রায়ে বৃন্দাবনে গমন করের। বৃন্দাবনে শারদীয় মল্লিকা, কুন্দ, জাতি, চম্পক, উপর আদি নানা পুষ্প প্রস্ফূটিত মৃদু পবনে সুগন্ধ তথা নানা রং বিরঙে মাধুর্য্য মণ্ডিত ভ্রমরা ভ্রমরি মধুমক্ষি আদিয়ে মধু লোভে গুণ গুণ রবে কাম প্রেমে কোকিল কোকিলা কুহু কুহু রবে মত্ত অন্যদিকে সরোবরে অতি সুন্দর কুসুম পঙ্কজ অলংকৃত করেছে। এ দৃশ্য দেহিয়া রাধিকা তথা ব্রজ গোপীর লগে রাস কেলি নিমিত্তে বংশী ধ্বনি করের।

সম্প্রতি প্রাণ গোবিন্দর বংশীধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব গোপঙ্গনা স্ব-স্ব গৃহ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাকৃষ্ট মনে বনো মধ্যে আহিয়া কৃষ্ণ সমীপে দর্শন দিলা। সুন্দরী রাধা সখী হাবির আগে আগে সালইলি। সাক্ষাৎ শম্ভু (শিব) শ্রীমতি রাধা মায়াই রমণীরূপে আবির্ভাব। মায়ার সালে আত্ম প্রকাশ রাধা রূপে। কমল নয়ন কৃষ্ণ ব্রজগোপী সমাগতে আয়া উৎফুল্লিত অয়া সখী সনে (লগে) রমনর ইচ্ছা প্রকাশ করের।

সখীবৃন্দর লগে খেলার নিমিত্তে পৃথক পৃথক রূপে প্রকট অয়া কৌতুকে সখীর লগে রমন করের। সখী সনে কুঞ্জ রমন করতে করতে কাম রতি ভাবে মত্ত অনাই শ্রীমতি রাধিকা প্রভুর অভিপ্রায় হারপেয়া অষ্ট মুর্ত্তি প্রকট অইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট মূর্ত্তিত কাল বিলম্ব নাকরিয়া অন্তর্হিত অইল।

হে মুনি সেইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অন্তরীক্ষে (অর্ন্তধান) শ্রীমতি রাধা সহ রাসক্রীড়া আরম্ভ করলা।

শ্লোক নং - ৩১

অন্যাশ্ছলেন সন্ত্যজ্য সর্ব্বগোপবরাঙ্গনাঃ।
বাহুভ্যাং বাহুমাকৃষ্য রাধায়াঃ কমলেক্ষণঃ।।

শ্লোক নং - ৩২

বক্ত্রেণ ঘটয়ন্ বক্ত্রং মর্দ্দয়ংশ্চ স্তনং করৈ।
কচিদ্বস্ত্রং সমাহৃত্য প্রহসন্ কৌতুকান্বিতাঃ।।

শ্লোক নং - ৩৩

রেমে চিরং পরমানন্দঃ পূর্ণাত্মা নিজলীলয়া।
তত্রাসীৎ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী মুনিসত্তম।।

শ্লোক নং - ৩৪

ভেরীমৃদঙ্গ তুর্য্যাদিনিস্বনৈস্তমুলৈঃ সহ।
তথা বিহরমাণৌ তু রাধাকৃষ্ণৌ নভোহন্তয়ে।

শ্লোক নং - ৩৫

নলোক্য রুরুদুস্ত্বন্যা গোপিকা রম্যকাননে।
তাসাং বিলাপমাকর্ণ্য পুনঃ কৃষ্ণস্ত রাধয়া।।

শ্লোক নং - ৩৬

প্রত্যক্ষং সমভুত্তত্র কাননে মুনিসত্তম।
মনোহভিলাষিতং তাসাং কৃষ্ণঃ কর্ত্তু মলেকধা।।

শ্লোক নং - ৩৭

সম্ভুয় নিজমাহাত্ম্যাদ্রোম তস্মিন্মহাবানে।
দৃষ্টা তু দেবগন্ধর্ব্বাঃ কৃষ্ণক্রীড়াং মহাবনে।।

শ্লোক নং - ৩৮

সম্প্রাপুঃ পরমামোদং চক্রুঃ পুষ্পাভিবর্ষণম্।
এবং বহুদিনং রাত্রৌ গোপীভিঃ সহ কালনে।।

শ্লোক নং - ৩৯

চকার রাসক্রীড়াং বৈ কৃষ্ণো মায়াময়ঃ পুমান্।
অন্যা অপি মহাক্রীড়াশ্চকার পরমেশ্বরী।

শ্লোক নং - ৪০ মহাভাগবত

বস্ত্রাপহরণাদ্যাস্ত যোষিদ্রূপেণ শম্ভুনা।
নন্দাদ্যা গোপবৃন্দাস্তু জ্ঞাত্বা ব্রহ্মেতি চেষ্টিতৈঃ।।

শ্লোক নং - ৪১

স্নেহেন পালয়ামাসুঃ কৃষ্ণং দেব্যাত্মকং মুনে।
রাধাপি পরিসন্ত্যজ্য লজ্জাং তেন নিরন্তরম্।।

শ্লোক নং - ৪২

লাবণ্যং বর্দ্ধয়ন্তীব রেমে কৃষ্ণেন নারদ।
অথ কংসেরিতো দৈত্যো বৃষভাখ্যো মহাবলঃ।।

শ্লোক নং - ৪৩

একদা গোকুলং প্রায়াদ্রামং কৃষ্ণং বিহিংসিতুম্।
তমায়ান্তং বৃষং বীক্ষ্য রজতাদ্রিসমং মুনে।।

শ্লোক নং - ৪৪

দুদ্রুবুঃ পরিতঃ সর্ব্বে পশবো গোকুলস্থিতাঃ।
দুদ্রুবুশ্চাপরে লোকাঃ সিংহং দৃষ্টেব গোগণাঃ।।

শ্লোক নং - ৪৫

দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ভয়ং তস্য দুরাত্মনঃ।
এবং নিরীক্ষ্য সন্ধাবমানা গোকুল বাসিনঃ।।

শ্লোক নং - ৪৬

কৃষ্ণস্তমাসসাদাথ বৃষভাখ্যং মহাসুরম্।
স চাপি বৃষভো বীক্ষ্য কৃষ্ণং সন্মুখমাগতম্।।

শ্লোক নং - ৪৭

ক্ষুরৈঃ প্রচালয়ন্ পৃথ্বীং ননর্দ্দ মুনিসত্তম।
অথ কৃষ্ণস্তমাকৃষ্য শৃঙ্গয়োর্দ্ধরণীতলাৎ।

শ্লোক নং - ৫৩

প্রক্ষিপ্য পাতয়ামাস পৃথ্ব্যাং প্রাণান্ প্রমোচয়ন্।
ততো গোপাঃ পরং প্রাপ্য বিস্ময়ং হৃষ্টমানসঃ
অপূজয়ন তে কৃষ্ণং তং নানাস্ততিভিরাদরাৎ।।

ভাবার্থ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীমণ্ডলীরে ছলে পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ করিয়া শ্রীমতি রাধার লগে নিরলে প্রেম বিতরণ করেছে।

হে মুনিবর। উহান দেহিয়া বাদ্য যন্ত্রর মহাধ্বনি প্রতিধ্বনি, সখীবৃন্দই পুষ্প বৃষ্টি করেছি। এসাদে রাধা কৃষ্ণই বৃন্দাবনে গুপ্ত স্থানে বিহার করলা। অন্য গোপাঙ্গনা রাধাকৃষ্ণরে না দেহিয়া ঔ রম্য কাননে কাঁদে কাঁদে বিছারানি অকরলা।

হে মুনিবর। গোপীবৃন্দর রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ পুনরায় কানন মধ্যে আবির্ভাব অইল। এমতে গোপী হাবির মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাহাত্ম্যে প্রকট অয়া এক গোপী এক শ্যাম নৃত্যে ঔ মহা অরণ্যত রমণ করানি অকরল। ঔহান দেহিয়া দেব, গন্ধর্ব হাবিয়ে ভগবান শ্রীহরি গোপীবৃন্দর লগে রমন ক্রীড়া দৃশ্য দর্শন করিয়া মহানন্দে নানা বাদ্য বাদনে স্বর্গত নানা পুষ্পে বরিষণ করানি অকরলা। এসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী সহ বহুদিন রাতি কাননে মায়াবনে রাসক্রীড়া করেছে।

ঔ সময়ত মহেশ্বরী নারীরূপী শম্ভুর লগে বস্ত্রহরণাদি অন্যান্য মহাক্রীড়াও করেছে। নন্দাদি গোপবৃন্দ দেব্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণরে ব্রহ্ম জ্ঞানে স্নেহে লালন পালন করেছি।

অন্যশ্চ - রাধাকৃষ্ণ পরস্পর লজ্জা ত্যাগ পূর্বক (করিয়া) পরস্পরে পরস্পর লাবন্য বর্দ্ধিতে রমণে প্রবৃত্ত আসি।

অনন্তর - একদা দুষ্ট কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত মহাবলী বৃষদৈত্য রাম কৃষ্ণরে বিনাশর নিমিত্তে গোকুলে উপস্থিত। হে মুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ঔ বৃষ অসুর হত্যা করিয়া গোকুলর পশু পক্ষী রক্ষা করের।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ মহিমা অবর্ণনীয়। ব্রহ্মা, মহেশ্বর আদি দেবতাই যার মহিমা হারনাপাছি। প্রভুয়ে পালন কর্ত্তা ত্রানকর্ত্তা।

রাসলীলা নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝা বর ধায় গুরু আশ্রয় সাধু সঙ্গে পাইবে সুধী জনাই।
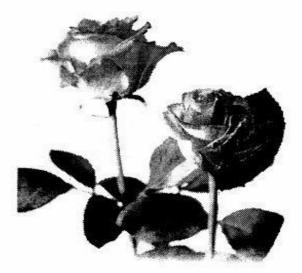
# বসন্ত রাসলীলা

## শ্লোক

মধুরত ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবাঃ।।

ঋতুরাজ বসন্ত (ফাল্গুন-চৈত্র) সমাগতে প্রকৃতি মাতৃ নূয়া ফিজেত অলংকার পরিহিতা নব যৌবনা কুলবধু যেসাদে রূপ লাবণ্য পরিপূর্ণা মনোরমা। দর্শনে চিত্ত আকর্ষণ করের। তাদৃশ বৃন্দাবনে যমুনা তটস্থ বৃক্ষ তাল, তমাল, কদম্ব, শেফালি, কেতকী, কামিনী, জাতি, যোথি, মালতী, মল্লিকা তথা গুল্ম, লতা আদিয়ে নব পল্লব, পুষ্পে বিভূষিত। প্রভুর সেবার নিমিত্তে লিরি লিরি মলয়া পবনর অবলম্বনে মহানন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া সুগন্ধি বিতরণে মত্ত।

কোকিল, কোকিলা, নানা বিহঙ্গ তথা ময়ুরা ময়ুরী বৃক্ষর মাঝে মাঝে মহানন্দে রতির নিমিত্তে পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া নানা নৃত্য কৌতুক প্রদর্শন করতারা। মৌমাছি মধু লোভে গুণ গুণ রবে গাছে গাছে ফুলে ফুলে বুলে বুলে মধু পিনাত মত্ত। নির্মল আকাশ মাঝে মাঝে মেঘ রাজি চন্দ্র, তারার লগে কৌতুকে লুকা লুকি খেলতারা। কি মনোরম দৃশ্য। ঔহান দেহিয়া ভগবান কৃষ্ণর হৃদয়ে মদন জাগের।

বসন্ত ঋতু চৈত্র মাস রজত পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে বৃন্দাবনর যমুনা তটস্থ মধুবনে ব্রজর গোপী তথা শ্রীমতি রাধিকার লগে বসন্ত রাস কেলির ইচ্ছা উদয় অর। যোগ মায়া দেবীরে আহ্বান করিয়া নিবেদন করের যে ব্রজর যত গোপী, কূল বধু, স্বামী তথা অন্যান্য সর্ব্বজনরে নিগুঢ় ঘুমে অচেতন করে দেনার। প্রভুর আজ্ঞায় (য়্যাথাঙে) যোগমায়া কাল বিলম্ব না করিয়া প্রভুর ইচ্ছা পুরণর নিমিত্তে মায়ার প্রভাবে যত ব্রজবাসীরে গভীর নিদ্রায় জাপদিয়া অচেতন করিয়া থইল।

সময় জানিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তমাল বৃক্ষ ডালে বহিয়া মোহন বাঁশী ব্রজ গোপী তথা শ্রীমতি রাধিকা সম্বোধনে পঞ্চ রন্ধ্রে বাজানি অকরল। চরণে নপূর কটিতে কিংকিনী জন জন রবে তালে তাল মিলেয়া রহানি অকরলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মোহন বাঁশী এতই গুণ বাঁশীর সুরে ব্রজ গোপীর মন হরণে, পাগল প্রায়।

রাতিকার হাব্বি গৃহ কর্ম ও স্বামী পুত্র কন্যা আদি পরিত্যাগে বাঁশীর সুর অনুসরণে বনর পথে যাত্রা করলা। অবশেষে যমুনা তটে আহিয়া প্রাণনাথ দর্শন পেইলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী তথা প্রাণ সখি শ্রীমতি রাধিকারে দেহিয়া মহানন্দে আগমনর মঙ্গল বার্ত্তা ও স্বাগতম জানার।

ব্রজগোপী মণ্ডলীয়ে কৃষ্ণ দর্শনে প্রীত (হারৌ) অয়া পুংনিংচিলয়া অর্ঘ্য পাদ্য মাল্য চন্দনে প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ চরণ সেবা করানি অকরলা।

অনন্তর সময় বুঝিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধ্বনীরে রজত বসন্ত রাস কেলির ইঙ্গিত (সঙ্কেত) করলে শ্যামর বামে রাইকিশোরী চারিদিকে ব্রজগোপী মালাকারে বেষ্টন করিয়া মহানন্দে নৃত্য সঙ্গীত করানি অকরলা।

বসন্ত রাসলীলায় প্রধানতঃ নানা রং বিরঙর আবির অঙ্গে অঙ্গে বদনে বদনে আগরে আগই গছিয়া তথা পেচকারি ছিটেয়া একে অন্যর দেহত চিহ্নিত করিয়া আনন্দ উপভোগই বসন্ত রাসর মুখ্য ভূমিকা বা তত্ত্ব।

বসন্তকালিন রজত রাস শরৎকালিন মহারাসর লীলাত্ব নৃত্য সঙ্গীত খানি তঙাল। শরৎকালিন রাসলীলাই ব্রজাঙ্গনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে নানা ফুলে সেবা করেছি নিকুঞ্জ মন্দিরে। কিন্তু বসন্ত রাসে নানা রঙ বিরঙ আবির পেচকারী আদি ছিটেয়া প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ তথা সখী মাঝে নৃত্য সঙ্গীতে আনন্দ উপভোগ করেছি।

শ্লোক

(চৈতন্য চরিতামৃত)

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত সমতা।  
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।  
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেল মান করি।  
তারে না দেখিয়া হই ব্যাকুল শ্রীহরি।।

অন্য তত্ত্ব মতান্তরে -

শ্রীমতি রাধিকাই সখী সহ আয়োজিত রাস কুঞ্জ লক্ষ্য করিয়া রাস কেলি নিমিত্তে আহিতে পথেত্ব ধরিয়া নিয়া চন্দ্রাবলী কুঞ্জত প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণর লগে নৃত্য সঙ্গীত মত্ত অয়া থাইল।

রাত্রি প্রায় শেষ মুঙবারা ঙালনি অকরল, সিঙ্গারেই, কামিনী ফুল কেলয়া পরানি অকরল। শ্রীমতি রাধিকা সখী হাবিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল। প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ দর্শন নাপেয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিলাপ করানি অকরলা। পুষ্প শয্যা আদিরে হাত জোর করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা মাগিয়া আহান আহান করে ছিরিয়া বেলানি অকরল শ্রীমতি রাধিকাই।

এমন সময়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলী লগে নৃত্য বিহার সমাপ্ত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া রাধারাণী কুঞ্জ উদ্দেশ্য করিয়া আহানি অকরল। দূরেইত্ত শ্রীমতি রাধিকা তথা সখী হাবিয়ে দেখলা। শ্রীমতি রাধিকা মদন কুঞ্জর খানি দূরেইত সেচিয়া বৃক্ষতলে বাহিয়া দুর্জয় মনে বহিলি। সখী হাবি কুঞ্জ ভঙ্গত মত্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ উপস্থিত। সখী হাবিয়ে পথগো থেপকরিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে কুঞ্জত আহিতে বাধা দেনা অকরলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমে ব্যাকুল চিত্ত উপাই নাপেয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া করজোরে মাতানি অকরল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সখী হাবিরে। প্রভুর এহেন দুঃখ দেহে নুয়ারিয়া পথগো এরা দিলা। প্রভু আহিয়া শ্রীমতি রাধিকারে দর্শন করের। কৃষ্ণ অবিহনে শ্রীমতি রাধিকা দুর্জয় মান রত। প্রভু হাতজোর করিয়া শ্রীমতি রাধিকারে নিবেদন করানি অকরল। কোন প্রকারে রাধার মান ভঙ্গ করে নুয়ারল। অন্যদিকে নানা বিহঙ্গ রজনী অবসান দেহিয়া কুজন করানি অকরলা। পূর্ব্বে ভানু প্রায় উদয়মান। প্রভু উপায় নাপেয়া অবশেষে নিজ মস্তকে পরিহিত মোহন চূড়া হাতর বাঁশী খুলিয়া শ্রীমতি রাধিকার চরণে কাতকরিয়া নিবেদন করানি অকরল।

শ্লোক - ৬

(গীত গোবিন্দনম্) দশম সর্গ মুগ্ধ মাধব

স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনম্
জনিত রতি রঙ্গ পরভাগম্।
ভণ মসৃণ বাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরল লসধলক্তকরাগম্।।

শ্লোক - ৭

স্মর গরল খণ্ডনং মম্ শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ পল্লব মুদারম্।।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনারুণো (মদন কদনানলো)
হরতু তদুপাহিত বিকারম।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণর বিলাপ শ্রবণে শ্রীমতি রাধিকা আর মান করিয়া থা নুয়ারলি রাধাই মান ভঙ্গ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে আলিঙ্গন করল। রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপ দর্শণে সখী হাবিয়ে মহানন্দে নৃত্য সঙ্গীত আরম্ভ করলা।

অবশেষে সময় বুঝিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাসকেলি ভঙ্গর সঙ্কেত করল। সঙ্কেত পেয়া রাধারাণী ধীরে ধীরে সখী হাবির লগে নৃত্য সঙ্গীত করে করে গৃহাগমণ করানি অকরলা।

মতান্তরে -

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ পেয়া শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজ গোপীর হৃদয়ে অহং ভাব জাগানিয়ে ভগবান অর্ন্তযামী দর্প চূর্ণ অভিপ্রায়ে অর্ন্তদান অয়া চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গমন করিয়া চন্দ্রাবলী লগে বিহার করেছে।

চন্দ্রাবলী কুঞ্জ মদন কুঞ্জত্ব নিয়াম দূরে নেয়ছিল। দূরেইত্ব দেহা পেইতারা। ঔহান দেহিয়া অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রাধা তথা ব্রজগোপীরে এ তত্ত্ব জ্ঞান দান করেছে। যে প্রভু সর্বত্র সর্বজনের হৃদয়ে বিরাজিত। প্রভু কারও দাস নাগই। হাবিয়ে প্রভুর দাস। সর্বজনর নিমিত্তে প্রভু।

বসন্ত রাস প্রধানত বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ বৃহৎ সারাবলী, তথা চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মনোহর দাস, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী, তুলসী দাস, কৃষ্ণ দাস আদি বৈষ্ণব কবি বিরচিত নানা গ্রন্থর কবিতার মূল সারাংশ সঞ্চয়ে মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ গিরকে তৎকালর মণিপুরর বেদক্ষ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, রসজ্ঞ সহায়ত সঙ্গীত নৃত্য রচনা করিয়া বসন্ত রাস করেছে। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্যর শাখা খুলিয়া সমস্ত বিশ্ববাসীরাং পরিচয় করে দেছে।

ইদানিং A. Paul গিরকে লেকংরা City Guide নাঙর পুস্তিকা আহানাত উল্লেখ করা প্রসঙ্গত গিরকে স্পষ্ট বিবরণীত আমার সমাজর যে যে ওঝা, গুরুয়ে মণিপুরী সংস্কৃতি এহানরে বিশ্ব জগতে প্রচার করিয়া গেছিগা ঔ প্রতিবেদন সমাজর সুধী মণ্ডলীর জ্ঞাতার্থে দেনা অইল।

THE MOST WELL KNOWN PERFORMERS AND TEACHERS ARE THE (LATE) GURU BIPIN SINGH AND GURU SINGHAJEET AND HIS WIFE CHARUSHEELA.

Guru Nileshwar Mukherjee from Bangladesh and Guru Senarik Rajkumar from India are well known to Manipuri society as with them the new department of Manipuri Dance was created in the Santiniketon in the early thirties. The present noted Manipuri dancers of Indian and Bangladesh, as well as international fame are Hanjaba Guru Bipin Singh, Guru Chandrakanta Singh, Nartanacharya Guru Nilmadhab Mukherjee, Guru Hari Charan Singh, Bimbhabati Devi, Kalabati Devi etc. Most of them have their dancing tours on the Manipur to England, America, Russia, Australia, Japan, Germany, Italy, France, Hongkong, Thailand, Bhutan, Srilanka etc. and earned great name and fame for their style. Among Non-Manipuri dancers, the names of Preeti Patel, Shruti Banerjee, Tamanna Rahman. In Mumbai the famous performers and teachers are the Jhaveri sisters - Nayana, Suverna, Darshana and Ranjana Javeri. They continue this tradition at their institution 'Manipuri Nartanalaya' in Manipur, Calcutta and Mumbai.

These artiest have spread the beauty of Manipuri dance all over the world and have been honoured both nationally and internationally on this subject.

# রাখাল রাস - (গোপাল রাস)

১৮০৩ খৃঃ মহারাজা মধুচন্দ্র সিংহ গিরকর সময়ত্ব মণিপুরে রাখাল রাসর য্যারী পেয়ার। রাখাল রাসর মূল নায়ক বলরাম কৃষ্ণ দ্বিয়গি। রাখাল রাসে গোপীর কোন ভূমিকা নেই।

রাখাল রাসর মূল সারাংশ অইলতাই ব্রজর রাখাল বালক হাবিয়ে গোচারণর আয়োজন করিয়া আকপেইত তিলয়া কৃষ্ণ, বলরামর অপেক্ষাই থাইলা। অন্যদিকে গো-ধেনু, বাছুর হাবিয়েও হাম্বা হাম্বা রবে মুর তুলিয়া পথগো চেয়া থাইলা।

বহু সময় অপেক্ষা করিয়াও কৃষ্ণ বলরামর দেহা নাপেয়া রাখাল কাতর অয়া, একে অন্যরে মাতানি অকরলা নিশ্চয় ইমা যশোদা, রোহিনী, নন্দ মহারাজাই গোচারণে আনা নাদেছি (নিষেধ করেছি ) পাউরী। অনন্তর রাখাল হাবিয়ে সিদ্ধান্ত লয়া নন্দালয়ে ধীরে ধীরে গমন করানি অকরলা। নন্দালয়ে গিয়া কৃষ্ণ, বলরাম দ্বিয়গিরে সম্বোধন করিয়া ডাহানি অকরলা।

অন্যদিকে যশোদা রোহিণীয়ে ব্রজর রাখাল হাবির নৃত্য সঙ্গীত রব (সুর) শ্রবণ করিয়া ঘরেত্ব নিকুল্লা। ব্রজর রাখাল হাবিয়ে যশোদা, রোহিণী দ্বিয়গিরে দর্শন পেয়া কৃষ্ণ, বলরাম গোচারণে যানার নিমিত্তে নৃত্য সঙ্গীতে কেথক করিয়া কাকুতি মিনতি করানি অকরলা।

রাখালর অনুরোধে যশোদা, রোহিণী দ্বিয়গির মন গলিল। যশোদা রোহিণীয়ে মহারাজ নন্দরাং যাত্রা করলা। যশোদা রোহিণীয়ে মহারাজা নন্দরে উনা অয়া রাখাল হাবির গোচারণর য্যারী অবগত করলা। রাণী দ্বিয়গির অনুরোধে নন্দ রাজাই কৃষ্ণ বলরামরে গোচারণে যানার অনুমতি দের। রাজা নন্দর য্যাথাং পেয়া ইমা যশোদা রোহনীয়ে বালক কৃষ্ণ বলরামরে মনর মত সাজে সাজেয়া মাখন, ননী লারৌ আদি ব্রজর রাখাল তথা বালক কৃষ্ণ বলরামরে ভোজন করোয়েইল।

অবশেষে মাতা যশোদা রোহিনীয়ে বালক কৃষ্ণ বলরামরে রাখাল হাবিরাং সপিয়া বারে বারে সম্বোধন করিয়া মাতানি অকরলা।

শ্লোক -

(বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি)

নীলমণি রতন ধন রাখিয়।
আগে না পাঠায় পাছে না রাখিয়
আমার অঞ্চলর মণিরে মধ্যেতে রাখিয়।

অনন্তর রাখাল বালক হাবিয়ে কৃষ্ণ বলরামরে পেয়া নিয়াম হারৌ অয়া নানা সঙ্গীতে কেথকে হস্তক দিয়া তালে তালে বাঁশী বুলেয়া নাচানি অকরলা।

নন্দালয়র এতাদৃশ আনন্দ দেহিয়া স্বর্গর দেবদেবী মহানন্দে শঙ্খ ঘন্টা ধুমধুবি বাজেয়া নানা রঙর সুগন্ধি পুষ্পে বরণ দেনা অকরলা।

সম্প্রতি যশোদা, রোহিনী, নন্দর আশীর্ব্বাদ লয়া রাখাল হাবি কৃষ্ণ বলরাম সহ গো-ধেনু, ধরলী সবলি, কালি কেয়লি সুরভি কামধেনু আদি মুঙে দিয়া রাখাল হাবি পিছে পিছে গোচারণে যাত্রা করলা। গোচারণে যাত্রা কালে ব্রজপথে রাখাল হাবিয়ে হাতে পাজন ধরিয়া হৈ হৈ রবে গো-ধেনু খেদিয়া নানা নৃত্য সঙ্গীতে বেণু বাজেয়া কৌতুহলে কোলাকুলি আগরে আগই করিয়া যাত্রা করানি অকরলা।

অন্যদিকে যশোদা, রোহিনী, নন্দ উপানন্দই কৃষ্ণ বলরামর পিছে পিছে যাত্রা করিয়া বালক দ্বিয়গির গমন নিরিক্ষণ করিয়া করিয়া আঙর থংচিল পেয়া থিলকরে দিলা।

কৃষ্ণ বলরামেও নানা প্রবোধ বাক্যল বাপক মালকরে সান্ত্বনা দেনা অকরলা। আঙর থংচিলে উবা অয়া হাত তুলিয়া সঙ্কেতে বিদায় দিলা।

অবশেষে রাখাল হাবি বনে গিয়া গো-ধেনু, ধবলী, সবলি, শ্যামলি কালি কেয়লি তথা বাছুর হাবি এরা দিয়া বনোমধ্যে নানা খেলাই প্রবৃত্ত অইলা। কোন কোন সময়ত গো-ধেনু দূরেইত গেলেগা কৃষ্ণই বংশী ধ্বনি করিয়া বারো পুলকরেছে।

অন্যদিকে বনোমধ্যে অতি প্রতাপশালী ধেনুকাসুর, কালিয়া নাগ আদি দমন লীলাও বালক কৃষ্ণই করেছে। এসাদে অলৌকিক লীলা আদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরিত্রাণর নিমিত্তে করেছে।

সূর্য্য অস্তমিত প্রায় খেলা সমাপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদনে গো ধেনু পুলকরিয়া গৃহাগমনর সঙ্কেত করের। সঙ্কেত পেয়া রাখাল হাবিয়ে গো ধেনু মুণ্ডে দিয়া ধীরে ধীরে গৃহ পন্থে যাত্রা করলা। রাখাল রাস প্রধানত কার্তিক মাসর গোষ্ঠ অষ্টমী তিথিত পালন করতারা।

শরৎকালীন মহারাস, বসন্তকালীন বসন্তরাস, নিত্যরাসর আগে মণিপুরে নাটপালা হরি সংকীর্তন করিয়া পরে রাসলীলা করতারা। ঠিক অনুরূপ রাখাল রাসর আগে নাট পালা কীর্তন অর।

শরৎ রাস বারো বসন্ত রাস প্রধানত রাতি ১০.৪৮ মিনিতেত্ব নিশান্ত ৬টা পেয়া উৎযাপন অর। কিন্তু রাখাল রাস প্রাতঃ ৬.২৪ মিনিটেত্ব মাদান ৬টা পেয়া অর্থাৎ গোষ্টত্ব ফিরা গোষ্ট পেয়া। শরৎকালীন মহারাস বসন্ত বারো রাসে ইমা ইন্দল সূত্রধারীয়ে খঞ্জিলা বাজেয়া এলা দিতারা। কিন্তু রাখাল রাসে মুনি সূত্রধারীয়ে জাল, করতাল বাজেয়া এলা দিতারা।

## রাস মণ্ডলীত সখী প্রবেশ পথ তত্ত্ব

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুরে লেংকরা শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চচূড়ামণি পুস্তিকাত চিত্র দিয়া অতি সুন্দর ভাবে বুঝা দেছে।

রাস মণ্ডলীর প্রথম দ্বারে পূর্ণমাসী স্থিতা বামে বীরা ডানে নান্দিমুখী। নান্দিমুখীর ডানে অনঙ্গ মঞ্জরী। অনঙ্গ মঞ্জরীর বামে ললিতা রাস মণ্ডলীত প্রবেশ পথ।

ললিতা ও শ্যামলা মঞ্জরীর বামে বিশাখা প্রবেশ দ্বার। বিশাখা ও পালী মঞ্জরীর বামে চিত্রার প্রবেশ দ্বার। চিত্রা ও মঙ্গলার বামে চম্পকলতা প্রবেশ দ্বার। চম্পকলতা ও রম্ভা বা ধন্যা মঞ্জরীর বামে তুঙ্গবিদ্যা প্রবেশ দ্বার। তুঙ্গবিদ্যা ও ভদ্রা বা তারকা মঞ্জরীর বামে ইন্দুরেখার প্রবেশ দ্বার। ইন্দুরেখা ও গৌরসেনী বা বিমলা মঞ্জরীর বামে রঙ্গদেবীর প্রবেশ দ্বার।

শ্লোক

এতাসাং সঙ্গিনী ভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানু সারতঃ।
রাধা মাধবয়ো সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ।

গুরুর আজ্ঞানুসারে সখীর সঙ্গিনী অয়া রাধা মাধবর সেবার নিমিত্তে নিজরে সমর্পণ করানি থক।

# নিত্য রাস তত্ত্ব

বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'গোবিন্দ লীলামৃত'র ১১ সর্গর অষ্ট শ্লোক তত্ত্ব অবলম্বনে তথা চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি মনোহর দাস, নরোত্তম দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, জয়দেব গোস্বামী, উদ্ধব দাস, বৃন্দাবন দাস আদি বৈষ্ণব কবির লেংকরা নানা পুস্তিকার মূল সারাংশ সংগ্রহ করিয়া ওঝা, গুরু পণ্ডিত রাসধারী আদিয়ে নানা কৌশল নৃত্য সঙ্গীতর সুর তাল মান মিলেয়া রসর ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বিধি মাতুং ইলয়া নিত্যরাস লীলা পরিবেশন করেছি।

বিশেষ ভাবে বাৎসল্য রস, গোষ্ঠ তথা শ্রীমতি রাধিকার তিন বাঞ্ছারে প্রাধান্য দিয়া। নিত্য রাসর কোন নির্দ্দিষ্ট দিন, তিথি, বারো সময়র উল্লেখ নেই। হাবি দিন করানি য়্যাকরের যদিও ঝুলন পূর্ণিমা, শরৎ রাস, বসন্ত রাস, জগন্নাথর রথ যাত্রা তথা চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিত করানি নাকরের বুলিয়া প্রকাশ। উহানরকা নিত্যরাস বলিয়া আখ্যা দেছি। নিত্যরাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর নিত্য নৈমিত্তিক খেলা লীলাই প্রধান তত্ত্বও কাহিনী।

নিত্যরাসর কোন কাহিনী প্রাধান্য প্রায় নেই। শুধু নৃত্য সঙ্গীতর প্রাধান্য থনাই এ রাস লীলা এহানরে কোন কোন পণ্ডিত লেখকে নর্তন রাস বুলিয়া অভিহিত করেছি।

১৮৫০ খৃঃ মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংহ গিরকর সময়ত্ব মণিপুরে নিত্যরাস (নর্তনরাস) আরম্ভ অসে বুলিয়া ইতিহাসে মাতের।

শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজর মাতুং ইলয়া বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর গিরকে লেংকরা শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন চূড়ামণি অবলম্বনে নিত্য লীলা রাস পরিবেশন করানি থক। ধারাবাহিক লেইতেরেঙ -

পয়লা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অভিসার বৃন্দাকর্ত্তৃক রাসমণ্ডলী তথা ফুল শয্যা সাজন। প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভর অপেক্ষাত রাধা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগমনে রাধার প্রেম বিলাস। নৃত্য বিহার কেলি। নানা অর্ঘ্যপাদ্যে সেবা সমন্বিতে খানি হংকরিয়া সিজিল করিয়া ওঝা গুরু রাসধারীয়ে পরিবেশন

করেছি। নিত্য রাসর বেশ ভূষা শরৎরাস, বসন্তরাস আদির লগে মিল নেই। সম্পূর্ণ আর্য্য বেশ ভূষাল প্রদর্শিত অর। তবে মণ্ডলী ব্যবস্থা অনুরূপ। (হানজাবা গুরু বিপিন সিংহ গিরকে লেংকরা পুস্তিকাত (পুরানা) বিশেষ ভাবে বর্ণনা করে দেছে)।

## রাস মণ্ডপে উপবেশন প্রণালী (সজ্জা য়্যারী)

পূণ্যতীর্থ মণিপুর ধামে রাসলীলা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ গিরকে আয়োজন করিয়া গোবিন্দজীউ মন্দিরে উৎসর্গ করানিকালে উক্ত রাস কীর্তন উপভোগ নিমিত্তে সমবেত ব্রহ্মশ্রী, রাজশ্রী, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, মন্ত্রি, মুক্তিয়ার তথা ইমা, ইন্দল, সিজা, লেইমা রাস মণ্ডলীত বহিয়া রাস কীর্তন আস্বাদন করানির ব্যবস্থা সিজিল করে দেছে।

গোবিন্দজীওঁর মন্দির পশ্চিমে থানেই মন্দিরর বাতেদে (ডান দিকে) মণ্ডপর মধ্যস্থল পশ্চিমাংশের ডানদিকে পূর্বমুখী অইয়া সভাপতি মণ্ডপমাপুর আসন। সভাপতির বাতেদে (ডানদিকে) বারো বাংগেদে (বামদিকে) ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, গুণী গুরুজনর আসন। সভাপতির আসন অলংকৃত করের জ্ঞানী গুণী ব্রাহ্মণ গিরক আগই।

মণ্ডপর মধ্যস্থলর উত্তর পূর্বে পূর্বমুখী অইয়া দুগ মৃদঙ্গবাদক (ঢাকুলা) বারো শঙ্খবাদকর আসন।

উত্তরে বংশীবাদক বারো সূত্রধারী দক্ষিণমুখী অইয়া। অন্যান্য যন্ত্রধারী সূত্রধারীর পিছেদে আসন।

প্রধান মৃদঙ্গবাদক অর্থাৎ রাসধারী সূত্রধারীর ডানদিকে (বাতেদে) বহের সহকারী ঢাকুলা তার বাংগেদে (বামদিকে) সূত্রধারীয়ে এলা দিয়া মন্দিরা বাজেয়া তাল নিয়ন্ত্রণ করিরি। যদি রাজা উপস্থিত থার উহান অইলে গিরকে উত্তরমুখী অইয়া দক্ষিণদিকর আসন গ্রহণ করের। রাজাগিরক উপস্থিত থাইলে গিরকরে মণ্ডপমাপুর সন্মান দেনা অর।

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ঔবাকা সহকারীরূপে থার। রাজাগিরকে মণ্ডপর দায়িত্ব লইয়া পরিচালনা করের।

যদি রাজাই মণ্ডপমাপু অয়া আসনে বহের ঔহান অইলে মহারাণী

রাসধারীর খানি পিঠিত পূর্বমুখী অয়া আসন গ্রহণ করিয়া বহানি।

মতান্তরে রাসধারীর ডান (বাতেদে) বহানি। মহারাণীর পিঠিত বাকী রাণী, সীজা।

গোবিন্দজীর মন্দির ছাড়া যদি অন্য মণ্ডপে - উত্তর দক্ষিণ মুখী অয়া রাজার বিপরীতে বহেছি। মণ্ডপর দক্ষিণ পশ্চিমে রাজমাতার আসন নির্দ্দিষ্ট থার। রাজার আশে-পাশে পুরুষর শিল্পী ও অন্যান্যই থাইতারা। উত্তরদিকর অর্ধাংশত পশ্চিম পর্য্যন্ত ইমা ইন্দলর আসন সংরক্ষণ থার। যদি রাজার পিতৃকার্য্য অর তবে গিরকে সভাপতির দায়িত্বত নাথার।

পূর্বপুরুষর প্রতি সন্মান থইয়া নিজে দায় হেতু উত্তর পশ্চিমদিকে ছোট (হুরকাং) আসন আহানাত নতুবা আসনহীন অবস্থাত সেবকর নম্রতা অবলম্বন করিয়া বহিয়া থার।

## বৃন্দাবন তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব মতে রাসলীলা সাধারণ মানব দেহ বারো চর্ম চক্ষুলো দর্শন করানি থক নেই। কারণ যে রাসলীলা স্বয়ং মহাদেবে দুয়ারী অয়া থংচিলহানাত রাহিয়া আছিল। যদিও দর্শনর য়্যাথাং নাপাছে। ব্রহ্মা, নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মার্কণ্ড তথা স্বর্গর দেব-দেবীয়ে নুয়ারেছি। হুব্দা বৃন্দাবনর যমুনা পারর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, পশু-পক্ষী, ভ্রমর আদিয়ে পাছি। গতিকে হে সুধীমণ্ডলী, শ্রীমদ্ভাগবতর তত্ত্ব অলম্বনে রাসলীলা শ্রবণ ও দর্শন তৃণ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশু-পক্ষী, ভ্রমর রূপে করানি থক। নাইলে দোষ থার। নিগূঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয়ে পেইতাঙাই।

## রাসমণ্ডলী সাজন তত্ত্ব

রাসমণ্ডলী মণ্ডলাকারে হুরকাং বেড়া আহানল বেরিয়া মূল মন্দিরর দিক ঔহান এরা দিয়া বেড়ামুক্ত করানি থক।

বৃন্দাবন, মধুবনর অনুকরণে লতা, ফুল, আম পাতাল হবা করিয়া সাজানি থক। মূল মন্দিরর সন্মুখ ভাগ উহান এরা দিয়া বাকী তিনদিক দর্শক গিরিগিথানীয়ে অসন গ্রহণ করানি থক।

এ লেইতেরেং এহান মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র/জয়চন্দ্র সিংহই তৎকালর

মনিপুরর জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত, ওঝা, গুরু আদির লগে শ্রীমদ্ভাগবত, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, নরোত্তমদাস, উদ্ধব দাস, মনোহর দাস, জয়দেব গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী বিরচিত কাব্যর মূল রস অবলম্বনে শ্রীশ্রী রাস লীলা মণ্ডলী সাজেয়ার। এহান আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি শৈলীহান।

শ্রীমদ্ভাগবতর ১০ (দশম) স্কন্ধর ২৯ (উনত্রিশ) অধ্যায়েত্ত ৩৩ (তেত্রিশ) অধ্যায়র তত্ত্ব অবলম্বনে শ্রীশ্রী রাসলীলা বৃন্দাবনর যমুনার দ্বিয় পারে তাল, তমাল, কদম, পারিজাত, কামিনী, টগর, অপরাজিতা, কেতকী, বেল, আম, কদলি (কেলা) আদি বৃক্ষ, গুল্ম, লতা-তৃণর মাঝে মাঝে লতা-পাতা, ফুলর ডালে অস্থায়ী কুঞ্জ হংকরিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে রাসলীলা নৃত্য, সঙ্গীত করেছি। মতান্তরে কুঞ্জ বিহীন (কুঞ্জ ছাড়া) নিষ্কাম প্রেম ভক্তি আদান প্রদান করেছি। ঔ তত্ত্ব, অবলম্বনে রাস মণ্ডলী হংকরানি থক। (নিগুঢ় তত্ত্ব গুরু আশ্রয় সাধু সঙ্গত পেইতাঙাই)।

## 'গ' অংশ

## হারপানি থক

### ত্রি-তত্ত্ব

| | |
|---|---|
| ত্রি-দেবতা | ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। |
| ত্রি-ধাম | ঃ গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড। |
| ত্রি-মহান্ত | ঃ গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব। |
| ত্রি-প্রভু | ঃ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত। |
| ত্রি-নাড়ী | ঃ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। |
| ত্রি-কাল | ঃ ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান। |
| ত্রি-ভুবন | ঃ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। |
| ত্রি-ব্রহ্মা | ঃ ওঁ, তৎ, সৎ। |
| ত্রি-অবলম্বন | ঃ জপ, তপ, ব্রত। |
| ত্রি-গুণ | ঃ সত্ত্ব, রজ, তম। |
| ত্রি-ভাগ | ঃ আদি, অধ্য, মধ্যস্থ। |
| ত্রি-ব্যাধি | ঃ বায়ু, পিত্ত, কফ। |

| | |
|---|---|
| ত্রি-স্থান | ঃ উর্ধ্ব, মধ্য, অধঃ। |
| ত্রি-শক্তি | ঃ আহ্লাদিনী, সন্দিনী, সম্বিৎ। |
| ত্রি-নদী | ঃ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। |
| ত্রি-প্রাণ | ঃ ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান। |
| ত্রি-নায়িকা | ঃ রাধিকা, কুঞ্জ, রুক্মিনী। |
| ত্রি-কাল | ঃ বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ। |
| তিন কুল | ঃ পিতৃকুল, মাতৃকুল, শাশুর কুল। |
| তিন বাঞ্ছা | ঃ ভাব, কান্তি, বিলাস। |
| তিন আত্মা | ঃ দেবাত্মা, জীবাত্মা, ভূতাত্মা। |

**চতু তত্ত্ব**

| | |
|---|---|
| চতুর্ভূজ | ঃ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। |
| চতুর্যুগ | ঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। |
| চতুর্বেত | ঃ ঋক্, সাম, যজু, অর্থব্য। |
| চতুবিধা | ঃ মন, বুদ্ধি, চিন্তা, অহংকার। |
| চতুদেশ | ঃ স্থূল, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধি। |
| চতুবর্গ | ঃ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। |
| চারি সম্প্রদায় | ঃ শ্রী (রামানুজ), ব্রহ্মা (মধ্বচার্য্য), রুদ্র (বিষ্ণু স্বামী), সনক (নিম্বাদিত্য)। |
| চতুবর্ণ | ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। |

**পঞ্চ তত্ত্ব**

| | |
|---|---|
| পঞ্চ রসিক | ঃ জয়দেব, বিলমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, রায়রামানন্দ। |
| পঞ্চ আত্মা | ঃ জীবাত্মা, ভুতাত্মা, পরমাত্মা, আত্মাবাম, আত্মারামেশ্বর। |
| পঞ্চ ভাব বা পঞ্চ রস | ঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। |
| পঞ্চ ভূত | ঃ ক্ষিতি, অপ, রূপ, রস, গন্ধ। (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ভূম)। |
| পঞ্চ বর্ণ | ঃ শ্বেত, রক্ত, পীত, শ্যাম, বিদ্যুৎ। |

| | | |
|---|---|---|
| পঞ্চ আশ্রয় | ঃ | নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয়। |
| পঞ্চ লোভ | ঃ | লোভ, মারুবা, রুচি, আসক্তি, ভাব। |
| পঞ্চ বান | ঃ | মদন, মাদন, পোষণ, স্তম্ভন, মোহ। |
| পঞ্চ প্রাণ | ঃ | প্রাণ, আপান, সমান, ব্যান, উদান। |
| পঞ্চ দীপ | ঃ | গুরু, কৃষ্ণ, সাধু, রাধিকা, বৃন্দাবন। (মতান্তরে গুরু) কৃষ্ণ, সাধু, বৈষ্ণব, সখী। |
| পঞ্চ গব্য | ঃ | দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোবর, গোমুত্র। |
| পঞ্চ তত্ত্ব | ঃ | চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর। মতান্তরে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মনতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব। |
| পঞ্চ শষ্য | ঃ | ধান, তিল, যব, মাষ কালাই, সরষে। |
| পঞ্চামৃত | ঃ | দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়। |
| পঞ্চ পাপ | ঃ | ব্রহ্মবধ, সুরাপান, সুবর্ণ হরণ, গুরুপত্নী গমন, সংসর্গকারী (পরস্ত্রীগমন)। |
| পঞ্চ দেবতা | ঃ | শিব, সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, দুর্গা। |
| পঞ্চ উপচার | ঃ | গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য। |
| পাঁচ পরগনা | ঃ | বিক্রমপুর, যাত্রাপুর, মেহেরপুর, মাসিমপুর, নরসিংপুর। |
| মণিপুরী পঞ্চ | | |
| ইষ্ট দেবতা | ঃ | আপকপা, পাহাংপা, থানজিং, সরারেল, সেনামানিক। |
| পঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়া | ঃ | নিংথৌ, খুমল, মৈরাং, আঙৌ, লোয়াং। |

### ষড় তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| ছয় রিপু | ঃ | কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎশর্য্য। |
| ছয় গোসাই | ঃ | শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস। |
| ছয় চক্রবর্ত্তী | ঃ | শ্রীবাস, শ্রীদাস, শ্যামদাস, গোবিন্দ, রামচরণ, গোকুলা নন্দ। |
| ছয় রাগ | ঃ | ভৈবব, বসন্ত, পঞ্চম, নট নারায়ণ, মেঘ, শ্রী। |

## সপ্ত তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| সপ্ত স্বর্গ | ঃ | ভূলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, গোলোক (বৃন্দাবন)। |
| সপ্ত ধাতু | ঃ | রাং, লোহা, রূনা, রোপা, তামা, সিসা, দস্তা মতান্তরে শুক্র, শোণিত, মজ্বা, মেদ, মাংস, অস্থি ত্বক। |

## অষ্ট তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| অষ্ট সখী | ঃ | ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ইন্দুরেখা, তুঙ্গবিদ্যা। |
| অষ্ট মঞ্জুরী | ঃ | শ্রীরূপ, রস মঞ্জুরী, মঞ্জ মালা, কস্তুরী, বিলাস, গুণ, লবঙ্গ, অনঙ্গ। |
| অষ্ট নায়িকা | ঃ | অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিকা, প্রোষিতবর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃতা, খণ্ডিতা। |
| অষ্ট পাশ | ঃ | ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জৈগীষা, জাতি, কুল, মান। |
| অষ্ট যোগ | ঃ | যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। |
| অষ্টাঙ্গ | ঃ | হস্ত, পদ, জানু, মস্তক, বক্ষ, বাক্য, দর্শন, মন। |
| অষ্ট দেবাস্ত্র | ঃ | বিষ্ণুর সুদর্শন, শিবর-ত্রিশূল, ব্রহ্মার-অক্ষয়, ইন্দ্রর-বজ্র, বরুণর-পাশ, যমর-ডণ্ড, কার্ত্তিকর-শক্তি, দূর্গার-অসি। |
| অষ্ট কবিরাজ | ঃ | রামচন্দ্র, ভগবান, গোবিন্দ, বল্লভদাস, কর্ণপুর, গোকূল, নৃসিংহ, গোপীরমণ। |
| অষ্ট বসু | ঃ | অপ ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস। |
| অষ্ট শক্তি | ঃ | নাম, মন্ত্র, প্রেম, রস, ভাব, গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব। |

## নবম তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| নব দ্বার | ঃ | চক্ষু (দুই), কর্ণ (দুই), নসিকা (দুই), মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, তালু। |

| | | |
|---|---|---|
| নব বিধা ভক্তি | ঃ | শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, আর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। |
| নব রত্ন | ঃ | হীরা, মুক্তা, পোখরাজ, প্রবাল, নীলম, চুণী, মানিক্য, পদ্মরাজ। |
| নব গ্রহ | ঃ | রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, চন্দ্র। |
| নব গুণ | ঃ | উত্তরী, আচার, বিনয়, বিদ্যা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, বেদপাঠ, তপস্যা। |
| নব অরণ্য | ঃ | দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, সৈন্ধেবারণ্য, পুস্করাণ্য, কুরুঞ্জাঙ্গাল, উৎকল, হিমবারন্য, বিন্ধ্যারণ্য। |
| নব রস | ঃ | (ভরত মুনি নাট্য শাস্ত্র) শৃঙ্গার, হাস্য বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত, করুণ। |
| নব ধাতু | ঃ | স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসা, তাম্র, রাং, লৌহ, কাংস্য ও কান্তলৌহ। |

**দশম তত্ত্ব**

| | | |
|---|---|---|
| দশ দশা | ঃ | চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তাণ্ডব, মালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। |
| দশ ইন্দ্রীয় | ঃ | চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, চর্ম, নাসিকা, বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। |
| দশ দিক | ঃ | পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, নৈঋত, অগ্নি, উর্ধ, অধঃ। |
| দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা | ঃ | পূর্ব্বে - কলা, পশ্চিমে - পবণ, উত্তরে-সূর্য্য, দক্ষিণে - বরুণ (প্রচেতা)। উর্ধে প্রজাপতি। ঈশানে-বহ্নি, অধঃ - অনন্ত। নৈঋতে - ইন্দ্র। বায়ু-উপেন্দ্র (বিষ্ণু), অগ্নি-মিত্র (যম)। |
| দশ অবতার | ঃ | মৎস্য, কুর্ম (কচ্ছপ), বরাহ (শূকর), নৃসিংহ (নরসিংহ), বামুণ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি। |

দশোপচার : অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমণীয়, মধুপক, পুণরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য।

দশ কর্ম : গর্ভধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ণ, জাত কর্ম, নিস্কামন, নামাকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ।

মতান্তরে - হেজিবাগানি, ঘর সেংকরানি, ষষ্ঠী নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ, উপনয়ণ, দীক্ষা, আশ্রয়, বিবাহ।

দশ বিধি সংস্কার : জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলী, করণ, আপ্যায়ণ, তর্পন, দীপন, গুপ্তি।

## দেহত্যাগদ্বার ও নিমিত্ত তত্ত্ব

শ্লোক

জলম অগ্নি বিষং ক্ষদ ব্যাধি পতনং শিরে।
নিমিত্তং কেন চিৎ আমাদ্য পানৈ বিমুচ্চতেঃ।।

জল, অগ্নি, বিষ, ব্যাধি, পাহাড় বা বৃক্ষ আদিত্ব পতন বা কোন দুবৃর্ত্ত দ্বার আঘাত যে কোন নিমিত্ত অবলম্বনে জীব প্রাণ ত্যাগ করতারা।

উপনিষদে মাতেছে। দেহা ত্যাগর পরে জীব প্রাণবায়ু (আত্মা) দেহগ এরাদিয়া বায়ুতে আশ্রয় ও অবলম্বনে পরিভ্রমন (বুলিয়া) থার।

শ্লোক

আকাশস্থা নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়।

প্রাণ ত্যাগে আত্মার কোন আকার আকৃতি নেইর বা চর্ম চক্ষুল দৃষ্ট নার। শুধু বায়ুতে আশ্রয় ও অবলম্বনে মুক্তি বা পুনঃ জন্মর অভিলাসে শূন্যতে থার। যেমন পুরাণা বস্ত্র বেলেয়া নূয়া বস্ত্র পিদিয়ার ঠিক অনুরূপ। তা কিন্তু মুক্তি বা কি হিসাবে দেহ পুণঃ ধারণ ও অবলম্বন অইতৈ। ঔহান পূর্ব্ব জন্মর কৃত কর্মর পাপ, পূণ্য ফলাফলর গজে নির্ভর অর। সাধু, গুরু, শাস্ত্রত মাতেছে। জীবর আত্মা চক্রাকারে দেহ পরিবর্তন করিয়া ৮৪(চৌরাশি) লক্ষ যোনি

পরিক্রমণ করিয়া বুলিয়া থার। পিছে কিতা পারা জন্মত পূণ্যকর্ম ফলে মনুষ্য জীবন লাভ অর। গতিকে -

(১)

"মানব জীবন সার এমন পাবে না আর"
বাহ্য দৃশ্যে ভুল নারে মনঃ।

(২)

লোভ লালসা মোহ ছাড়।
চেতন গুরুর সঙ্গ কর।
মানব হয়ে দানব স্বভাব।
মুক্তি পথে পাহাড় সমান।

প্রাণ বায়ু দেহাগর চক্ষুদ্বিয়গি (আহি দ্বিয়গি), নাকর রন্ধ্র দ্বিয়গি, মুখ, লিঙ্গ, গুহ্য, জাঙর আঙুলি, মুরর তালু অবলম্বনে নিকুলিয়া যারগা।

## হারপানি লক্ষণ ঃ-

১। আহি (চক্ষু) পথে প্রাণবায়ু নিকুল্লে আহি (চক্ষু) উল্টা অয়া গজেদে মেলিয়া চেয়া থাইতৈ।

২। মুখেদে প্রাণবায়ু গেলেগা মুখ (থতা) খুলা থাইতৈ।

৩। কাণেদে প্রাণবায়ু নিকুল্লে কাণর রন্ধ্র (ফুটা) ডাঙর অইতৈ।

৪। নাকেদে প্রাণবায়ু নিকুল্লে নাকগো তেরা অইতৈ ফুটা ডাঙর অইতৈ।

৫। লিঙ্গ পথে নিকুল্লে লিঙ্গর ফুটা ডাঙর অইতৈ।

৬। গুহ্যপথে নিকুল্লে গুহ্যদ্বার সালইতৈ। হতরং অইতৈ।

৭। জাঙর আঙুলিদে গেলেকা নখর অগ্রভাগ (আগাগো) গজেদে তেরা অইয়া উবা অয়া থাইতৈ।

৮। নাভিপথে প্রাণবায়ু নিকুল্লে নাভি পথে রকত নুকুলতৈ ফুলতৈ।

৯। ব্রহ্মাপথে অর্থাৎ তালুদে নিকুল্লে ব্রহ্মাতালু ফুটিয়া রকত পরতৈ।

খ্যাল করলে দেখতাঙাই।

ফলাফল ঃ-

১। আহি (চক্ষু), কাণ, নাক, মুখে প্রাণবায়ু নিকুলিয়া দেহ ত্যাগ করলে জীব আত্মা স্বর্গ বাস তথা পবিত্র কুলে জন্ম অর।

২। লিঙ্গ, গুহ্যদ্বারে প্রাণবায়ু নিকুলিয়া জীব দেহত্যাগ করলে নর কুলে জন্ম অয়া তামসিক কর্মত লিপ্ত থাইতৈ। মুক্তি নাইতৈ।

৩। জাঙর আঙুলি পথে প্রাণবায়ু গিয়া জীব দেহ ত্যাগ করলে পশু যোনিত পশুকুলে জন্ম অর।

৪। নাভিরন্ধ্রে প্রাণবায়ু নিকুলিয়া গেলেগা আত্মা মুখ্য লাভ পুন জন্ম প্রাপ্ত নার। মহা ভাগ্য পুণ্যবানর আত্মা নাভি পথে নিকুলের শাস্ত্রই মাতেছে।

৫। ব্রহ্ম তালু রন্ধ্রে প্রাণবায়ু নিকুল্লে বৈকুণ্ঠে বাস হরি সেবাই সেবায়িত অয়া থাইতারা। কোটিতে গুটি মিলে। উপনিষদে বর্ণন।

## দিবা রাত্রি ছয় ঋতু তত্ত্ব

শ্লোক (স্বরূপদামোদর)

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বহ্নে, গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে।
বর্ষাজ্ঞেয়া পূর্ব্বহ্নেতু প্রদোষে শরদুচ্যতে।।
অর্দ্ধরাত্রৌচ হেমন্তঃ শিশিবঃ শেষরাত্রতে।
অন্যেচ ঋতবঃ সর্ব্বে যে প্রাহ্লাদৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বাহ্ন কালে | | - | বসন্ত। |
| মধ্যাহ্ন | ” | - | গ্রীষ্ম। |
| অপরাহ্ন | ” | - | বর্ষা। |
| প্রদোষ | ” | - | শরৎ। |
| (সায়াংরাত্রে) | | | |
| অর্দ্ধরাত্রে | ” | - | হেমন্ত। |
| শেষরাত্রে | ” | - | শীত। |

# দেহত বৃন্দাবন তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| ১। শির (মস্তক) | - | গোবর্দ্ধন। |
| ২। বামহস্তে | - | যাবট। |
| ৩। ডানহস্তে | - | নন্দীশ্বর। |
| ৪। বাম উরু | - | দ্বারাবতী। |
| ৫। দক্ষিণ উরু | - | মথুরা। |
| ৬। বাম কর্ণ | - | কালিন্দ্রী। |
| ৭। দক্ষিণ কর্ণ | - | কালিন্দ্রী। |
| ৮। বাম চক্ষু | - | যমুনা। |
| ৯। ডান চক্ষু | - | রাধুকুণ্ড। |
| ১০। কটিতে | - | দ্বাদশ বন বৃক্ষ অষ্ট বৃন্দাবন। |
| ১১। নাভিতে | - | লীলা বৃন্দাবন। |

উল্লেখ তীর্থ হাবি বৃন্দাবন ধামর অন্তর্গত।

## মন্ত্র (ব্যাখ্যা)

শ্লোক

যত ঃ মননাৎ ত্রায়ন্তে অতোহয়ং মন্ত্রঃ।

যে বাক্য উচ্চারণ করলে মনে শান্তি বিরাজ করের। পাপ ক্ষয় অর। ত্রান অর। ঔহানরে মন্ত্র বুলতারা।

অন্যশ্চ -

যে বাক্যত সাধ্য শক্তি নিহিত আছে উহানরে মন্ত্র বুলতারা। সাধ্য শক্তি বুলতে সাধনর যে জ্ঞান। মন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণে মনে শক্তি বিরাজ অর তথা ঈশ্বর প্রাপ্তি পথ উজ্জ্বল অর। মন্ত্র উচ্চারণে ইষ্ট দেব দেবী আরাধনা, পূজা, যজ্ঞ আদি অর। তবে মহা মন্ত্র বুলতে হরি নাম ১৬ নাম ৩২ অক্ষর বুঝার।

গতিকে মন্ত্র ও মহামন্ত্র দ্বিয়হানির প্রভেদ হারপানি থক। দ্বিয়হানি এক বুলিয়া ধরানি থক নেই।

মন্ত্র - পূজাপার্বনে উচ্চারিত বেদ বাক্য।

বীজ মন্ত্র - গায়ত্রী বুঝার।

মহামন্ত্র - হরি সংকীর্তন, ১৬ নাম ৩২ অক্ষর বুঝার।

## রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড

**পারে পঞ্চপাণ্ডব বাস করিয়া আসি তত্ত্ব য়্যারী আকচুটি।**

পঞ্চ পাণ্ডব বৃক্ষরূপে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পারে জরম অয়া নিত্য রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপ দর্শন করিয়া আসি। রঘুনাথ দাসে হপন দেহিয়া রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড হংকরানি মানসে গিয়া কাম করানি কালে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পারে ৫(পাঁচ) জার বৃক্ষ আসে। ঔ পাঁচ বৃক্ষই রাতি হপন দেহুয়েয়া নিবেদন করেছি যে পূর্ব্ব জন্মে আমি হস্তিনার পঞ্চ পাণ্ডব। বর্ত্তমান বৃক্ষ রূপে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পারে আছি। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা শ্রবণরকা, হে ভক্তপ্রাণ দয়া করিয়া আমারে এ আশাত্ব বঞ্চিত নাকরে দিছ। আগে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দ্বিয়গি আকারে হুরকাং আসিল। বর্ত্তমান অবস্থাত নাছিল পরে পরিকল্পিত বাবে হংকরানি অসে।

*(১৫৩৩ সন রঘুনাথ দাস লেংকরা শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড মহিমা পুস্তক)।*

চূড়ামনি যোগ - রবিবারে সূর্য্য গ্রহণ সোমবারে চন্দ্র গ্রহণ অইলে ঔহানরে চূড়ামনি যোগ বুলতারা।

মলমাস - যে মাহানাত পূর্ণিমা দুহান বা অমাবস্যা দুহান পরের। ঔ মাহানরে মলমাস বুলতারা মল মাসে কোন দেবদেবী তথা মাঙ্গলিক কর্ম করানি নাকরের।

তিন বাঞ্ছা - ভাব, কান্তি, বিলাস।

ভাব - ভগবান শ্রীহরি রসরাস প্রাণ নাথ, প্রাণ গোবিন্দ লাভর অভিপ্রায় উদ্দীপনা, শ্রীমতি রাধিকার হৃদয়ে উদয় অয়া অনুপ্রেরণা সঞ্চার অর ঔহানরে ভাব বুলতারা।

কান্তি - শ্রীকান্ত গোপীশ্বর গোপীকান্ত অন্য নাঙ। শ্রীমতি রাধিকার অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লগে প্রেমলীলা বিনিময়র যে অভিলাষ গভীর প্রেরণা, উহানরে কান্তি বুলতারা।

বিলাস - ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ পেয়া শ্রীমতি রাধিকাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণর

লগে একে অন্যে প্রেম ভক্তি আদান প্রদান (বিনিময়) করেছি ঔহানরে বিলাস বুলতারা।

গোলোক - গো (ধেনু) বিচরণ ভূমি (বৃন্দাবন)।

গোপী - গোপ স্ত্রী, কুল বধু।

দেবাত্মা - দেবতা পঞ্চভূতর দেহধারী নাগই। ইচ্ছাকৃত দেহ পরিবর্ত্তন তথা ত্রিলোক পরিক্রমা করে পারতারা। দেবতার মৃত্যু নেই। অমর।

জীবাত্মা - পঞ্চভূত দেহধারী জীব। জীবাত্মার মৃত্যু অর। মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণ বায়ু চলিয়া যারগা। অর্থাৎ পঞ্চভূতে লীন (তিলর)। জীবাত্মা ইচ্ছাকৃত দেহ পরিবর্ত্তন করে নূয়ারের।

ভূতাত্মা/প্রেতাত্মা- প্রেতরূপ আত্মা। মায়া বলে দেহ লুকেয়া অন্য রূপ ধারণ করিয়া অপকর্ম আদিত লিপ্ত তথা অন্যর অপকার করতারা।

যোগী - মুক্তির অভিলাষে ভগবান শ্রীহরি যোগ ধ্যান যেগই করের।

মুনি - মৌন অবলম্বনে ইষ্ট দেবতারে ধ্যান তপস্যা আদি যেগই করের।

বৈষ্ণব - কাম ক্রোধ বিহিনা যে হিংসা দম্ভ বিবর্জিতা।<br>লোভ মোহ বিহীনশ্চ তে জ্ঞায়া বৈষ্ণব জনাঃ।<br>তৃণদেপি সুনীচেন বৃক্ষদপি সহিষ্ণুণা।<br>অমানিনা মানদেনঃ কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।

বৈরাগী - বিষয় ত্যাগে ভগবান শ্রীহরির সাধনা, তপ জপ যেগই করের।

সন্ন্যাসী - নিজরে ন্যাস অর্থাৎ সংসারর মোহ মায়া ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতর গুহাত আশ্রয় নিয়া বা তপোবন বাস করিয়া ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করের যেগই।

সাধু - যেগই ঈশ্বর সাধনা করের।

পঞ্চ রবি - যে মাহানাত ৫(পাঁচ) রবিবার পরের। ঔ মাসরে পঞ্চ রবি মাস বুলতারা। পঞ্চ রবি মাসে কোন দেবকর্ম, পিতৃকর্ম, মাঙ্গলিক কর্ম করানি নিষেধ।

অনধ্যায় - যে দিন সন্ধ্যায় গগন গর্জন (দিন গুজুরানি), ভূমিকম্প (বৈচাল), উল্কাপাত, বজ্রপাত অর। ঐ দিনে দেবকর্ম, শুভকর্ম নিষেধ। উহানরে অনধ্যায় বুলতারা।

বারবেলা - জ্যোতিষীশাস্ত্র মতে সর্ব্ব কর্ম নিষিদ্ধ কাল। নিক্কা (প্রতিদিন) কোন না কোন সময় আহানাত বার বেলা দোষ থার। দিন এহানরে আট ভাগ করলে এক এক ভাগরে যামার্ধ বুলতারা। সাধারণত যামার্ধ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট কাল। রবিবারে ৪র্থ, ৫ম যামার্ধ সোমবারে, ৭ম, ২য় যামার্ধ মঙ্গলবারে, ৬ষ্ঠ ২য় যামার্ধ বুধবারে, ৫ম, ৩য় যামার্ধ বৃহস্পতিবারে, ৭ম, ৮ম যামার্ধ শনিবারে, ১ম বারো শেষ যামার্ধ থাইলে বার বেলা, বা কাল বেলা বুলতারা।

দগ্ধা - বার তিথির যোগ।
রবিবারে - দ্বাদশী সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ৬ষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া, (মতান্তরে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা শনিবারে ৭মী তিথি পরলে ঔহানরে দিয় দগ্ধা বুলতারা। দিন দগ্ধায় যাত্রা শুভ কর্ম নিষিদ্ধ)।

## হরি সংকীর্তনে তিন প্রভু ভূমিকা

১। নিত্যানন্দ প্রভু - মণ্ডলী প্রধান কীর্তন মাপু, অনন্ত লক্ষণ, বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু।

২। মাধবেন্দ্রপুরী - বৈষ্ণব প্রধান, বৈষ্ণব চূড়ামণি যোগমায়া (মহামায়া) পার্ব্বতী (শঙ্করী) পৌর্ণমাসী (বড়াই) মাধবেন্দ্রপুরী।

৩। অদ্বৈত - প্রথম খুল বাদক, পুং, (ঢাকুলা) (প্রধান) মহাবিষ্ণু।

৪। গোবিন্দ - দ্বিতীয় খুল, পুং বাদক (ঢাকুলা), কলাবতী (মতান্তরে) রঙ্গদেবী।

৫। গৌরীদাস - গায়ক (ইশালপা) সুবল।

৬। গদাধর - দোহার। লক্ষী, সীতা, রাধারাণী।

৭। মুকুন্দ - পালা দোহার বৃন্দাদেবী। মতান্তরে বসুদেব।
৮। শ্রীরূপ গোস্বামী - নিমন্ত্রন বাহক (বার্ত্তনবাহক) (বার্তন উলা) শ্রীরূপমঞ্জরী।
৯। শ্রীবাস - বিষ্ণু ভক্ত নারদ।
১০। কালিদাস - পদধৌত সেবাত (খম্বাম ফাম)। মহাদেব, গোপেশ্বর।
১১। রাঘব পণ্ডিত - ধনিষ্ঠা মঞ্জরী।
১২। স্বরূপ দামোদর - শৈব্যা।
১৩। শিবানন্দ সেন - বীরাদুতি।
১৪। জগদানন সেন - সত্যভামা।
১৫। হরিদাস - ব্রহ্মা।
১৬। রায় রামানন্দ - বিশাখা।

## দ্বাদশ গোপাল কলিযুগে আবির্ভাব তত্ত্ব

১। বলরাম - নিত্যানন্দ।
২। শ্রীদাম - অভিরাম গোস্বামী।
৩। সুদাম - সুন্দরাম ঠাকুর।
৪। বসুদাম - ধনঞ্জয়।
৫। সুবল - গৌরীদাস।
৬। মহাবলী - কমলাক্ষ।
৭। সুবাহু - উদ্ধরণ দত্ত।
৮। স্তোক কৃষ্ণ - পুরষোত্তম ঠাকুর।
৯। মধুমঙ্গল - শ্রীধর পণ্ডিত।
১১। মহাবাহু - মহেশ পণ্ডিত।

## অষ্ট সখী কলিযুগে আবির্ভাব তত্ত্ব

শ্রীমতি রাধিকা - গদাধর।
১। ললিতা - স্বরূপ গোস্বামী।
২। বিশাখা - রায় রামানন্দ।
৩। চিত্রা - শিবানন্দ ঠাকুর।
৪। চম্পকলতা - রাঘব পণ্ডিত।

৫। রঙ্গদেবী - গোবিন্দ ঘোষ।
৬। তুঙ্গবিদ্যা - মাধব ঘোষ।
৭। ইন্দুরেখা - মধুমঙ্গল ঠাকুর।
৮। সুদেবী - বাস ঘোষ।

## মঞ্জরী কলিযুগে আবির্ভাব তত্ত্ব

১। শ্রীরূপ মঞ্জরী - শ্রীরূপ গোস্বামী।
২। লবঙ্গ মঞ্জরী - সনাতন গোস্বামী।
৩। রতি মঞ্জরী - রঘুনাথ দাস।
৪। গুণ মঞ্জরী - গোপাল ভট্ট।
৫। বিলাস মঞ্জরী - শ্রীজীব গোস্বামী।
৬। কস্তুরী মঞ্জরী - কৃষ্ণদাস ঠাকুর।

১। ভারতী গোসাই - অকুর।
২। সার্বভৌম - দেবগুরু বৃহস্পতি।
৩। জগন্নাথ মিশ্র - নন্দ মহারাজ।
৪। পরমানন্দ - উদ্ধব।
৫। সনাতন মিশ্র - সত্রজিত রাজা।
৬। বৃষভানু - পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
সূর্য দিবাকর।
৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজ - কৃষ্ণানন্দ।
৮। মধ্বাচার্য্য - নীলাম্বর।
৯। সদাশিব - জগদীশ পণ্ডিত।
১০। শচীমাতা - অদিতি, কৌশল্যা, যশোদা।
১১। পদ্মাবতী - রোহিনী।
১২। মুকুন্দ (বড়াই) - বাসুদেব।
১৩। কেশব ভারতী - সান্দীপনি মুনি।
১৪। গঙ্গাদাস - বশিষ্ঠ মুনি।
১৫। রত্নাবতী - কীর্তিকা (রাধার মা)।

১৬। সীতা অদ্বৈত পত্নী - যোগমায়া।
১৭। প্রতাপ রুদ্র - ইন্দ্রদ্যুম্ন।
১৮। বল্লভ ভট্ট - শুকদেব মুনি।
১৯। বৃন্দাবন দাস - বেদব্যাস।
২০। রায় ভবানন্দ - পাণ্ডু মহারাজ।
২১। ভাস্কর পণ্ডিত - বিশ্বকর্মা।
২৩। জগাই মাধাই - জয় বিজয়।
২৪। গঙ্গাদাস - দুর্বাসা।
২৫। দৈবকী - কৈকয়ী।
২৭। পুতনা - বলিরাজা পত্নী।

## বিষ্ণু স্মরণ তত্ত্ব

### শ্লোক

ঔষধে চিন্তয়ে বিষ্ণুঃ ভোজনে চ জনার্দন।
শয়নে পদ্মনাভন চ বিবাহে চ প্রজাপতি।।
যুদ্ধে চক্রধর দেব চ প্রভাসে চ ত্রিবিক্রম্।
দুঃস্বপ্নে সনর গোবিন্দ, সঙ্কটে মধুসূদন।
নারায়ণ তনু ত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়া সঙ্গমে।।
কাননে নরসিংহ চ পাবকে জলশায়ীন।
জল মধ্যে বরাও চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।।
গমনে বামন চ সর্ব্ব কার্য্যেসু মাধব।

**ভাবার্থ ঃ** ঔষধে বিষ্ণু, ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধর, প্রভাসে ত্রিবিক্রম, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, সংকটে মধুসূদন, অনুত্যাগে নারায়ণ, প্রিয় সঙ্গ শ্রীধর, কাননে নরসিংহ, পাবকে জলশায়ী, জলে বরাহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, গমনে বামুণ, সর্ব্ব কর্মে মধুসূদন।,

## বার ভেদে সপ্ত দূর্গা তত্ত্ব

রবিবারে - স্বয়ং দূর্গা।

সোমবারে - কাত্যায়ণী।
মঙ্গলবারে - ভৈরবী।
বুধবারে - জয়া।
বৃহস্পতিবারে - বিজয়া।
শুক্রবারে - বামা (ভার্গব)।
শনিবারে - রাক্ষসরূপিনী।

## ব্রজ রসে বিবিধা ভক্তি তত্ত্ব

১। পূর্ব্ব রাগে - শ্রবণ।
২। প্রভাসে - কীর্তন।
৩। প্রেম বৈচিত্তে - স্মরণ।
৪। রাসোল্লাসে - সেবন।
৫। কৃষ্ণলীলায় - অর্চ্চন।
৬। মান রসে - বন্দন।
৭। দাস্য ভাবে - প্রেম সেবা।
৮। নৃত্য রসে - সাম্য ভাব।
৯। সম্বোগ রসে - আত্ম নিবেদন।

## নববিধা ভক্তি তত্ত্ব

### শ্লোক

শ্রবনং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্।।
ইতি সং সর্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চে নব লক্ষণম্।
ক্রিয়তে ভগবত্যাদ্ধা তন্মন্যেহধীত মুক্তমম্।।

১। শ্রবণে - পরীক্ষিত মহারাজা।
২। কীর্তনে - শুকদেব মুনি।
৩। পদসেবনে - লক্ষ্মীদেবী।
৪। পূজনে (পদসেবায়) - পৃথুরাজ।

৫। বন্দনে - অক্রুর।
৬। দাস্য - হনুমান।
৭। সখ্য - অর্জুন, ব্রজর গোপী, রাখাল।
৮। আত্মনিবেদন (দানে) - বলি রাজা।
৯। বাৎসল্য - নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দেবকী, বাসুদেব।

## দেহ তত্ত্বত নববিধা ভক্তি

বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে দুই গলয় করিব।
ধৈর্য্য দ্বারার উপর খাড়া করিব।
আশক্তির তক্তা দিয়ে লইব জুরিয়া।
নববিদ্য ভক্তি বসে ছয় গোড়া বসাব।
তাহাতে আমারই বাহু বাতাব সাব হে।
রাগানুগা ভক্তি কণ্ঠে পাল গোড়া বসাব।
কুটি নাটি বুদ্ধি দিয়ে চড়ক বাদিব।
তাহাতে ভাবের মাস্তুল উঠায়ে দেব।
সাধু সঙ্গ প্রেম নীরসি চৌদিকে বেড়িয়া।
তাহাতে হাল ধরে নাবিক থাকহে বসিয়া।

## মোহন বাঁশী, শারঙ্গ, জয়ন্ত, কোদণ্ড গাণ্ডিব ধনু, সৃজন তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণলীলা সমগ্র আদি কাব্যত শারঙ্গ, কোদণ্ড, গাণ্ডিব ধনুক ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মোহন বাঁশী সৃজন তত্ত্ব লেংকরা আছে।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাদেবে যজ্ঞ আগ করেছিল। ঔ যজ্ঞ স্থলর কাদাত স্বর্ণবর্ণ (হুনার রঙর) অতি মনোরম ৪০১/২ (সাড়ে চল্লিশ) পর্ব্ব (গাঠি) দীঘল বাঁশ (বাহা) আগজার আসিল। ঔ বাঁশজারর ৯(নয়) পর্ব্ব (গাঠি)ল জয়ন্ত ধনুক নির্মাণর (হংকরিয়া) করিয়া ব্রহ্মাই ত্রিশূলধারী শিবরাং দান করেছে।

৫(পাঁচ) পর্ব্ব (গাঠি)ল কোদণ্ড ধনুক নির্মাণ (হংকরিয়া) করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র গিরকরাং দান করেছে।

৩(তিন) পর্ব্ব (গাঠি) দীঘল গাণ্ডিব ধনুক নির্মাণ (হংকরিয়া) করিয়া তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনরে দান করেছে।

মোহন বাঁশী অতি যত্নে ১/২ (অর্ধ) পর্ব গাঠিল নির্মাণ (হংকরিয়া) করিয়া ব্রহ্মাই নিজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরাং দান করেছে।

বাকী ১৬ (ষোল) পর্ব (গাঠি) ২ (দুই) পর্ব (গাঠি)ল তঙাল তঙাল করে ৮ (আট) পাজন হংকরিয়া কৃষ্ণ সখা ব্রজর রাখালররাং আকেইগ করে পাজন দান করেছে।

## হরধনু তত্ত্ব

পয়লা দেবাদিদেব মহাদেবরাং আছিল। পরে জমদগ্নির পুতক নিজর শিষ্য পরশুরামরাং দান করেছে। মহাদেবরাং আছিল বুলিয়া হরধনু নাঙে বিভূষিতা।

## হরধনু ভঙ্গ

ত্রেতা যুগে পরশুরাম তপস্যার নিমিত্তে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন (যানার) কালে পথে জনক রাজার ঘরে উপস্থিত অর। জনক রাজায় মুনিবর আগমনে যথাবিহিত অভ্যর্থনা ও সেবা করের। ঔ সময়ত নাবালিকা দেবী সীতা (জানকী)রে দেহিয়া লহং করানির ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহারাজা জনকে স্বাগতম জানার যদিও দেবী সীতা নাবালিকা গতিকে বর্ত্তমানে বিয়া দেনার সময় নাছে বুলিয়া মুনিবররে নিবেদন করের। যুবতী অইলে দেবী সীতারে নিশ্চয় মুনি পুত্ররাং বিয়া দিতৌ।

পশুরামে রাজা জনকর কথায় তুষ্ট অয়া য়্যাথাং দের যে বর্ত্তমানে মি মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যার নিমিত্তে গমন করৌরী। গতিকে তপস্যারত অবস্থাত যদি সীতা দেবী পূর্ণ যৌবণা অইরি বা ফিরানিত বিলম্ব অর তবে স্বয়ম্বর পাতিয়া এরে হরধুনক ভঙ্গর পণ করিছ।

যে গিরকে এরে হরধনু ভঙ্গ করে পারতৈ (সমর্থ অইতৈ) হারপেইছ ঔ গিরক ঔগ মোরাংত্ব আরাকৌ যোগ্য গুণী প্রতাপশালী পাত্রগ বুলিয়া। ঔ গিরকরাং সীতা দেবীরে বিয়া দিছ। ঔহানাত মোর কোন আপত্তি নেই।

এ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া রাম অবতারে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতা দেবীরে স্বয়ম্বরে বিবাহ করের।

## ময়ূর (শিখি) পুচ্ছ, বাঁশী, নপূর, গুঞ্জামালা সৃজন তত্ত্ব

প্রজাপতি ব্রহ্মাই নারদ ঋষিরাং ময়ূর পুচ্ছ চূড়া, মোহন বাঁশী, নপূর, গুঞ্জামালা সৃজন তত্ত্ব শ্রবণ করোয়াছে।

ভগবান নারায়ণর শক্তিত্ব জগত মাতা লক্ষীদেবীর জন্ম। লক্ষীর নিজর অংশত্ব ষোল সহস্র গোপীনির সৃষ্টি বুলিয়া ভাগবত ও তত্ত্বত প্রকাশ।

ঔ গোপীনি হাবি নিত্যসিদ্ধা। কৃষ্ণগত প্রাণা। শ্রীমতি রাধিকা সর্ব্বসিদ্ধা হাবিরাংত শ্রেষ্ঠা। কারণ সমর্থারতিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেছে। ত্যাগ ও সমর্পণই শ্রীমতি রাধিকার একমাত্র প্রেম। ঔ তত্ত্ব মতে গোপী হাবি শ্রীমতি রাধিকার দাসী। আশ্রিতা। শ্রীমতি রাধিকা লক্ষী স্বরূপ। নারায়ণ রূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমতি রাধিকারে কেন্দ্র করিয়া জগতরে প্রেমধন বিলাসে।

ঔহান দেহিয়া চন্দ্র সূর্য্যই শ্রীমতি রাধার সমর্থা রতিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে আলিঙ্গনর অভিলাষে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলা।

চন্দ্র সূর্য্যর এতাদৃশ কঠোর তপস্যা দেহিয়া স্বর্গর দেবদেবী হাবি ভয়ে নারায়ণর সমীপে গিয়া অবগত করলে ভগবান নারায়ণ দেবদেবী হাবিরে অভয় প্রদান করের। অবশেষে নারায়ণ আইয়া চন্দ্র, সূর্য্যরে দ্বিয়গিরে দর্শন দের। প্রভুরে দর্শন পেয়া দণ্ডবত করলা। প্রভু সন্তোষ অয়া বর দেনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে চন্দ্র সূর্য্যই প্রভুরে আতজোরে নিবেদন করানি অকরলা হে! প্রভু যদি বরদান করর তবে আমারে শ্রীমতি রাধিকার অনুরূপ শ্রীচরণ সেবায় সতত (সর্বদা) লাভ করিক। ভগবান শ্রীহরি নিয়াম প্রসন্ন অয়া সূর্য্যদেবরে সম্বোধনে প্রকাশ করানি অকরল। হে সূর্যদেব দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে মি যেবাকা শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজর গোপিনীর লগে রাসলীলা করতৌ ঔবাকা তি রাস মণ্ডলীর (কুঞ্জর) অষ্টদিকে গুঞ্জামালা অয়া বেরেয়া থাইতেই। তোর রং উজ্জ্বল পদ্মরাগ মণির ন্যায় (সাদানে) হাবিরে মোহিত করতেই। মি ঔবাকা মালা গাথিয়া গলায় ধারণ করতৌ।

### ময়ূর পুচ্ছ

ঠিক ঔসাদে চন্দ্ররে মাতেছে। দ্বাপর যুগে কাম্যবনে ব্রজগোপী তথা

শ্রীমতি রাধিকার লগে নৃত্য বিহার করতৌ ঔবাকা হে চন্দ্র তি পুরুষ জাতীয় ময়ূর অয়া ব্রজত জরম অইতেই। আকৃতি চন্দ্রর মত (সাদানে) উজ্জ্বল অইতৈ। যেবাকা পুচ্ছ সালকরিয়া নৃত্য করতেই (লেজগ) দেহিয়া হাবির মন মোহিত করতেই উবাকা মোর মনহান আকর্ষিত করতেই। মি ঔবাকা তোর পুচ্ছ মোহণ চূড়াত ধারণ করতৌ। মর্যূর পুচ্ছত সূর্য্যর ৮ (আট) রং থার।

## নপূর সৃজন তত্ত্ব

স্বয়ম্ভু মুনিপুত্র চন্দ্রকান্ত ক্ষীরোদ সাগরর পারে হাজার বছর কঠোর তপস্যায় রত। উহান দেহিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল ত্রি-ভূবনর যত দৌ ভয়ে আতঙ্ক অয়া বৈকুণ্ঠত গিয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণুরে দর্শন করিয়া অবগত করলা। বিষ্ণু খবব পেয়া ক্ষীরোদ তীরে আহিয়া চন্দ্রকান্তর ধ্যান ভঙ্গর চেষ্টা করের। কিন্তু চন্দ্রকান্তর ধ্যান ভঙ্গ করে নুয়ারিয়া অবশেষে পঞ্চজন্য শঙ্খ ও বেদ বাণী উচ্চারণে চন্দ্রকান্তর ধ্যান ভঙ্গ করের। চন্দ্রকান্তর তপস্যাত ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন অয়া বর দানর ইচ্ছা প্রকাশ করলে চন্দ্রকান্তই ভগবান শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম সতত (সর্বদা) সেবা মাগের। ভগবান শ্রীহরিয়ে বরদানে মাতের যমুনা তীরে পদ্ম শোভিত সরোবরে নূপুর অয়া জরম অয়া লুকেয়া থাইচ। মি দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবনে ব্রজর গোপী তথা শ্রীমতি রাধিকার লগে বিহার ও জলকেলি করতে তি ঔবাকা মোর পদ্মযুগলে ধরিছ। মি দেহিয়া মোহিত অয়া (হারৌ অয়া) ধারণ করতৌ।

## বেণু, মুরলী, বংশী সৃজন তত্ত্ব

এ তিনগির আকৃতি চেইতে প্রায় এক যদিও প্রকৃততে তঙাল তঙাল।

**বেণুর** - দৈর্ঘ ৮ (আট) আঙুলি।

**ধ্বনি তত্ত্ব** - গোষ্ঠে গোচারণকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সখা লগে নৃত্য সঙ্গীত করতে বেণু ধ্বনি করেছে।

**মুরলীর দৈর্ঘ** - ১২ (দ্বাদশ) আঙুলি।

**ধ্বনি তত্ত্ব** - ইমা যশোদার মুঙে নৃত্য (নাচা) করতে ভগবান (বালক রূপী) শ্রীকৃষ্ণই মুরলী ধ্বনি করেছে।

**বাঁশী** (বংশী)র দৈর্ঘ - ১৮ (আঠারো) আঙুলি।

**ধ্বনি তত্ত্ব** - শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজর গোপীর লগে নৃত্য সঙ্গীত ও বিহার কালে বংশী ধ্বনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই করেছে।

সম্প্রতি -

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বীতয়ে শ্রীমতি রাধিকার সৌভাগ্য দেহিয়া নিজে শ্রীমতি রাধার অনুরূপ জগত ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর সেবা পানার অভিলাষে ক্ষীরোদ সাগরর পারে গভীর তপস্যাই মগ্ন অইলে ভগবান শ্রীহরি শঙ্খ ধ্বনি করিয়া দেবী সরস্বতীর ধ্যান ভঙ্গ করের। বারো তপস্যার কারণ আঙকরিয়া ভগবান শ্রীহরিয়ে হারপেয়া সন্তোষ্ট অয়া বর দান করের। যে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে মি তোরে বংশীরূপে ধারণ করিয়া শ্রীমতি রাধিকা তথা ব্রজ গোপীর উদ্দেশ্যত ধ্বনি করতৌ ঔবাকা তি মোর আধরামৃত মধুর প্রেম রস পান করতেই। বাকী যেতা থাইতে উতা ব্রজগোপী তথা শ্রীমতি রাধিকাই পান করতই।

নিগুঢ় তত্ত্ব মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দেহত ধারণ করেছে যত বেশ ভূষা অলংকার হাবি দৌলিছিং, দৌলাসা, ভক্ত। পূর্ব জন্মর তপস্যার পূণ্য ফলে বর প্রাপ্তি মতে আহিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দেহাবরণ অলংকার রূপে জরম অসিতা।

## চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ তত্ত্ব

**শ্রীমদ্ভাগবতর প্রথম স্কন্ধে**

**শুকদেব পরীক্ষিত ভক্তি সংবাদ**

শ্লোক

স্থাবরং বিংশলক্ষস্তু জলজা নব লক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষস্তু পশবো দশ লক্ষকাঃ।।
অণ্ডজা ত্রিংশলক্ষস্তু চর্তুলক্ষস্তু মানবা।
ন মনষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানাস্তু লভ্যতে।।

| | |
|---|---|
| ১। স্থাবর (বৃক্ষাদি) | ২০,০০০,০০০ |
| ২। জলজ (মৎস্যাদি) | ৯,০০০,০০০ |
| ৩। কৃমিজ (কৃমি আদি) | ১১,০০০,০০০ |
| ৪। পশুজ (পশু জন্ম) | ১০,০০০,০০০ |
| ৫। অণ্ডজ | ৩০,০০০,০০০ |
| ৬। মানব (মনুষ্য) | ৪,০০০,০০০ |
| | মোট - ৮৪,০০০,০০০ |

কৃত কর্মফল অনুযায়ী জীব যোনি পরিক্রমা করিয়া ভব বন্ধনে চক্রাকারে বুলিয়া থাইতারা।

শ্লোক

পুণঃরপি জননম পুণঃরপি মরণম্।
পুণঃরপি জননীর জঠরে শয়নম্।

পুণ জন্ম পুণ মৃত্যু পুণরায় জননীর গর্ভে শয়ন। এহানেই জন্ম মৃত্যুর বিধান। ইহ জীবনর কৃত কর্ম পাপ পুণ্যর গজে জন্ম মৃত্যু নির্ভর করের।

শ্লোক

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ব বাসনা মানসৈঃসহ।
জয়তে জীব এবং হি যাবদাহূত সংপ্লবঃ।।

অবশেষে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম অর পূর্ব্ব জন্মর পূণ্য ফলে। ব্রাহ্মণ কূলে জরম অয়া যদি অপকর্মে লিপ্ত অইলে পুণরায় চক্রাকারে যোনি পরিক্রমা অর।

শ্লোক

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংসারে লভতেদ্বিজ।
বেদাভ্যাসে নভেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ।।

ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম অইলেও শূদ্র অয়া থাইতারা। উপনয়ন সংস্কারর পিছে দ্বিজ। বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে বিপ্র। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করলে ব্রাহ্মণ।

সম্প্রতি এতা হাবি গুণ প্রাপ্তর পরে ঈশ্বর প্রাপ্তি। অর্থাৎ পুণ জন্ম প্রাপ্ত নার বুলিয়া ভাগবত পুরাণে মাতেছে।

## শ্রীমদ্ভাগবতর শ্লোক ও অধ্যায় স্কন্ধ, তত্ত্ব

| | | |
|---|---|---|
| ১ম স্কন্ধ | ১৯ অধ্যায় | ৮৯০ শ্লোক |
| ২য় স্কন্ধ | ১০ অধ্যায় | ৩৯৩ শ্লোক |
| ৩য় স্কন্ধ | ৩৩ অধ্যায় | ১৪১৭ শ্লোক |
| ৪র্থ স্কন্ধ | ৩১ অধ্যায় | ১৪৪৭ শ্লোক |
| ৫ম স্কন্ধ | ২৬ অধ্যায় | ৬৬৪ শ্লোক |
| ৬ষ্ঠ স্কন্ধ | ১৯ অধ্যায় | ৮৫১ শ্লোক |

| | | |
|---|---|---|
| ৭ম স্কন্ধ | ১৫ অধ্যায় | ৭৫১ শ্লোক |
| ৮ম স্কন্ধ | ২৪ অধ্যায় | ৯৩১ শ্লোক |
| ৯ম স্কন্ধ | ২৪ অধ্যায় | ৯৬০ শ্লোক |
| ১০ম স্কন্ধ | ৯০ অধ্যায় | ৩৯৩৬ শ্লোক |
| ১১শ স্কন্ধ | ৩১ অধ্যায় | ১৩৬৭ শ্লোক |
| ১২শ স্কন্ধ | ১৩ অধ্যায় | ৫৬৩ শ্লোক |
| | মোট ৩৩৫ অধ্যায় | ১৪০৯০ শ্লোক |

অপ্রকাশিত (অ সংখ্যাত)

মোট ১৮০০০ শ্লোক

## শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ১৮ (আঠার) অধ্যায়

(যোগ) শ্লোক সংখ্যা ৭০২

১। প্রথমো অধ্যায় ঃ (অর্জ্জুন বিষাদ যোগ)

শ্লোক সংখ্যা - ৪৮ শ্লোক

| | |
|---|---|
| ২। দ্বিতীয়োধ্যায় (সাংখ্য যোগ) | ৭২ শ্লোক |
| ৩। তৃতীয়োহধ্যায়ঃ (কর্ম্ম যোগঃ) | ৪৩ শ্লোক |
| ৪। চতুর্থোহধ্যায়ঃ (জ্ঞান যোগ) | ৪৩ শ্লোক |
| ৫। পঞ্চমোহধ্যায়ঃ (কর্ম্ম সন্ন্যাস যোগঃ) | ২৯ শ্লোক |
| ৬। ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ (অভ্যাস যোগঃ) | ৪৭ শ্লোক |
| ৭। সপ্তমোহধ্যায়ঃ (জ্ঞান বিজ্ঞান যোগঃ) | ৩০ শ্লোক |
| ৮। অষ্টমোহধ্যায়ঃ (অক্ষর ব্রহ্ম যোগঃ) | ২৮ শ্লোক |
| ৯। দশমোহধ্যায়ঃ (রাজবিদ্যা রাজ গুহ্য যোগঃ) | ৩৪ শ্লোক |
| ১০। দশমোহধ্যায়ঃ (বিভুতি যোগঃ) | ৪২ শ্লোক |
| ১১। একাদশোহধ্যায়ঃ (বিশ্বরূপ দর্শন যোগঃ) | ৫৫ শ্লোক |
| ১২। দ্বাদশোহধ্যায়র (ভক্তি যোগঃ) | ২০ শ্লোক |
| ১৩। ত্রয়োদশোহধ্যায় (ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ) | ৩৪ শ্লোক |
| ১৪। চতুর্দ্দশহধ্যায় (গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ) | ১৭ শ্লোক |
| ১৫। পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ (পুরুষোত্তম যোগঃ) | ২০ শ্লোক |
| ১৬। ষোড়শোহধ্যায়ঃ (দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগব যোগঃ) | ২৪ শ্লোক |
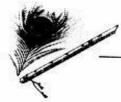
১৭। সপ্তদশোহধ্যায়ঃ (শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগঃ) — ২৮ শ্লোক
১৮। অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ (মোহ যোগঃ) — ৭৮ শ্লোক

অধ্যায় ১৮ (আঠারো) — সর্ব্বমোট ৭০২ শ্লোক

গীতামাহাত্ম্যম ৮৫ শ্লোক

## মহাভারতে ১৮ (আঠার) পর্ব্ব

| পর্ব্ব | কাহিনী |
|---|---|
| ১। আদি পর্ব্ব | ১৮০ কাহিনী |
| ২। সভা পর্ব্ব | ৬৬ কাহিনী |
| ৩। বন পর্ব্ব | ১৩০ কাহিনী |
| ৪। বিরাট পর্ব্ব | ৫২ কাহিনী |
| ৫। উদ্যোগ পর্ব্ব | ৪৪ কাহিনী |
| ৬। ভীষ্ম পর্ব্ব | ৩১ কাহিনী |
| ৭। দ্রোণ পর্ব্ব | ৪৮ কাহিনী |
| ৮। কর্ণ পর্ব্ব | ১২ কাহিনী |
| ৯। শল্য পর্ব্ব | ১০ কাহিনী |
| ১০। গদা পর্ব্ব | ২৩ কাহিনী |
| ১১। সৌপ্তিক পর্ব্ব | ৭ কাহিনী |
| ১২। ঐষীক পর্ব্ব | ৯ কাহিনী |
| ১৩। স্ত্রী পর্ব্ব | ২২ কাহিনী |
| ১৪। শান্তি পর্ব্ব | ২৪ কাহিনী |
| ১৫। অশ্বমেধ পর্ব্ব | ৪৪ কাহিনী |
| ১৬। আশ্রমিক পর্ব্ব | ১০ কাহিনী |
| ১৭। মুষাল পর্ব্ব | ১৭ কাহিনী |
| ১৮। স্বর্গরোহণ পর্ব্ব | ১৯ কাহিনী |
| | মোট ৭৪৮ কাহিনী |

## দশ অবতার আবির্ভাব তিথি তত্ত্ব

১। মীন (মৎস্য) - চৈত্র মাস, শুক্লা তৃতীয়া।
২। কুর্ম্ম (কচ্ছপ) - বৈশাখ মাস, শুক্লা পূর্ণিমা।

| | | |
|---|---|---|
| ৩। বরাহ (শূকর) | - | ভাদ্র মাস, শুক্লা তৃতীয়া। |
| ৪। নৃসিংহ (নরসিংহ) | - | বৈশাখ মাস, শুক্লা ত্রয়োদশী। |
| ৫। বামণ | - | ভাদ্রমাস, শুক্লা দ্বাদশী। |
| ৬। পরশুরাম | - | বৈশাখ মাস, শুক্লা তৃতীয়া। |
| ৭। রাম অবতার | - | চৈত্রমাস, শুক্লা অষ্টমী। |
| ৮। কৃষ্ণ | - | ভাদ্র মাস, কৃষ্ণা অষ্টমী। |
| ৯। বুদ্ধ | - | আশ্বিন মাস, শুক্লা দশমী। |
| ১০। কল্কি | - | আবির্ভাব তিথি অঘোষিত। |

## আঠারো পুরাণর নাঙ

| | | শ্লোক সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ (মহাপুরাণ) | - | ১৮,০০০ |
| ২। ব্রহ্ম পুরাণ | - | ১০,০০০ |
| ৩। পদ্ম পুরাণ | - | ৫৫,০০০ |
| ৪। বিষ্ণু পুরাণ | - | ২৩,০০০ |
| ৫। শিব পুরাণ | - | ২৪,০০০ |
| ৬। নারদ পুরাণ | - | ২৫,০০০ |
| ৭। মার্কণ্ড পুরাণ | - | ৯,০০০ |
| ৮। অগ্নি পুরাণ | - | ১৪,০০০ |
| ৯। ভবিষ্য পুরাণ | - | ১৪,০০০ |
| ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ | - | ১৮,০০০ |
| ১১। লিঙ্গ পুরাণ | - | ১১,০০০ |
| ১২। বরাহ পুরাণ | - | ২৪,০০০ |
| ১৩। স্কন্ধ পুরাণ | - | ৮০,০০০ |
| ১৪। বামুণ পুরাণ | - | ১০,০০০ |
| ১৫। মৎস্য পুরাণ | - | ১৪,০০ |
| ১৬। গরুড় পুরাণ | - | ১৯,০০০ |
| ১৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ | - | ১২,০০০ |
| ১৮। কূর্ম্ম পুরাণ | - | ১৭,০০০ |

মহাভারতর রচনা শ্লোক সংখ্যা ৬০,০০০০০ (যাট লক্ষ), উতারে ৪ (চারি) ভাগ করিছে।

| | |
|---|---|
| দেবলোকে | - ৩০,০০০০০ (ত্রিশলক্ষ) শ্লোক পাছি। |
| পিতৃলোকে | - ১৫,০০০০ (পনরোলক্ষ) শ্লোক পাছি। |
| রক্ষো যক্ষ লোকে | - ১৪,০০০০০ (চৌদ্দলক্ষ) শ্লোক পাছি। |
| নর লোকে মাত্র | - ১,০০০০০ (একলক্ষ) শ্লোক পাছি। |
| মোট | - ৬০,০০০০০ (ষাটলক্ষ) |

## চৈতন্যচরিতমৃতর লীলা শ্লোক পয়ার সংখ্যাসূচী

| লীলা | শ্লোক | উদ্ধৃতশ্লোক | পয়ার | সর্বমুঠ |
|---|---|---|---|---|
| আদিলীলা | ৩৫ | ১৮২ | ২০৮৯ | ২৩০৬ |
| মধ্যলীলা | ৩৩ | ৫৮০ | ৫৩৭৮ | ৫৯৯১ |
| অন্ত্যলীলা | ২৯ | ১৫৩ | ৩০৬৬ | ৩২১৮ |
| সর্বমুঠ | ৯৭ | ৯১৫ | ১০৫০৩ | ১১৫১৫ |

মোট শ্লোক ও পয়ার সংখ্যা -১১৫১৫

### আদিলীলা

| | শ্লোক সংখ্যা | উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা | পয়ার সংখ্যা | মুঠ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | ৮ | ৩৫ | ৬৭ | ১১০ |
| দ্বিতীয় ” | ৩ | ১৫ | ১০৩ | ১২১ |
| তৃতীয় ” | ১ | ২১ | ৯১ | ১১৩ |
| চতুর্থ ” | ২ | ৪৬ | ২২৯ | ২৭৭ |
| পঞ্চম ” | ১ | ২৩ | ২১১ | ২৩৫ |
| ষষ্ঠ ” | ১ | ১২ | ১০৫ | ১১৮ |
| সপ্তম ” | ১ | ৬ | ১৬৪ | ১৭১ |
| অষ্টম ” | ১ | ৪ | ৮০ | ৮৫ |
| নবম ” | ২ | ৩ | ৫০ | ৫৫ |
| দশম ” | ২ | × | ১৬২ | ১৬৪ |
| একাদশ ” | ২ | × | ৫৯ | ৬১ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| দ্বাদশ ” | ২ | × | ৯৩ | ৯৫ |
| ত্রয়োদশ ” | ২ | ১ | ১২০ | ১২৩ |
| চতুর্দ্দশ ” | ১ | ৩ | ৯৩ | ৯৭ |
| পঞ্চদশ ” | ২ | ১ | ৩১ | ৩৪ |
| ষোড়শ ” | ২ | ৪ | ১০৫ | ১১১ |
| সপ্তদশ ” | ২ | ৮ | ৩২৬ | ৩৩৬ |
| মোট | ৩৫ | ১৮২ | ২০৮৯ | ২৩০৬ |

## মধ্যলীলা

| | শ্লোক সংখ্যা | উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা | পয়ার সংখ্যা | মুঠ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | ৫ | ৮ | ২৭৪ | ২৮৭ |
| দ্বিতীয় ” | ১ | ১০ | ৮৪ | ৯৫ |
| তৃতীয় ” | ১ | ২ | ২১৬ | ২১৯ |
| চতুর্থ ” | ১ | ১ | ২১১ | ২১৩ |
| পঞ্চম ” | ১ | × | ১৬০ | ১৬১ |
| ষষ্ঠ ” | ১ | ২৬ | ২৬০ | ২৮৭ |
| সপ্তম ” | ১ | ৩ | ১৫১ | ১৫৫ |
| অষ্টম ” | ১ | ৫১ | ২৬১ | ৩১৩ |
| নবম ” | ১ | ২৫ | ৩৬১ | ৩৬৫ |
| দশম ” | ১ | ৬ | ১৮৩ | ১৯০ |
| একাদশ ” | ১ | ১৩ | ২২৯ | ২৪৩ |
| দ্বাদশ ” | ১ | × | ২২১ | ২২২ |
| ত্রয়োদশ ” | ১ | ৮ | ২০০ | ২০৯ |
| চতুর্দ্দশ ” | ১ | ১৪ | ২৪২ | ২৫৭ |
| পঞ্চদশ ” | ১ | ৭ | ২৯৪ | ৩০২ |
| ষোড়শ ” | ১ | ২ | ২৮৭ | ২৯০ |
| সপ্তদশ ” | ১ | ১৪ | ২১৯ | ২৩৪ |
| অষ্টাদশ ” | ২ | ৮ | ২১৯ | ২২৯ |
| উনবিংশ ” | ১ | ৪০ | ১১৫ | ২৫৩ |
| বিংশ ” | ২ | ৬৫ | ৩৩৭ | ৪০৪ |
| একবিংশ ” | ১ | ২১ | ১২৭ | ১৪৯ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| দ্বাবিংশ ” | ১ | ৬৮ | ৯৫ | ১৬৪ |
| ত্রয়োবিংশ ” | ১ | ৫৬ | ৬৪ | ১২১ |
| চতুর্ব্বিংশ ” | ১ | ৯২ | ২৫৭ | ৩৫০ |
| পঞ্চবিংশ ” | ৩ | ৪০ | ২৩৩ | ২৭৬ |
| মোট | ৩৩ | ৫৮০ | ৫৩৭৮ | ৫৯৯১ |

## অন্ত্যলীলা

| | শ্লোক সংখ্যা | উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা | পয়ার সংখ্যা | মুঠ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | ৫ | ৫১ | ১৬৭ | ২২৩ |
| দ্বিতীয় ” | ১ | ১ | ১৭০ | ১৭২ |
| তৃতীয় ” | ১ | ১২ | ২৫৭ | ২৭০ |
| চতুর্থ ” | ১ | ৮ | ২৩০ | ২৩৯ |
| পঞ্চম ” | ১ | ৮ | ১৫৫ | ১৬৪ |
| ষষ্ঠ ” | ১ | ৭ | ৩২১ | ৩২৯ |
| সপ্তম ” | ১ | ৯ | ১৫৭ | ১৬৭ |
| অষ্টম ” | ১ | ৬ | ৯৪ | ১০১ |
| নবম ” | ১ | ১ | ১৫১ | ১৫৩ |
| দশম ” | ১ | ১ | ১৬০ | ১৬২ |
| একাদশ ” | ১ | × | ১০৭ | ১০৮ |
| দ্বাদশ ” | ১ | × | ১৫৪ | ১৫৫ |
| ত্রয়োদশ ” | ১ | × | ১৩৮ | ১৩৯ |
| চতুর্দ্দশ ” | ১ | ৬ | ১১৬ | ১২৩ |
| পঞ্চদশ ” | ১ | ১২ | ৮৬ | ৯৯ |
| ষোড়শ ” | ১ | ১০ | ১৪০ | ১৫১ |
| সপ্তদশ ” | ১ | ৪ | ৬৭ | ৭২ |
| অষ্টাদশ ” | ১ | ২ | ১১৮ | ১২১ |
| উনবিংশ ” | ১ | ৬ | ১০৫ | ১১২ |
| বিংশ ” | ৬ | ৯ | ১৪৩ | ১৫৮ |
| মোট | ২৯ | ১৫৩ | ৩০৩৬ | ৩২১৮ |

# চতুর্যুগ - সৃষ্টি, স্থিতি, প্রভাব তত্ত্ব

## সত্যযুগ

বেদ, পুরাণ, (শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, পুরাণ, সৃষ্টি তত্ত্ব, রসামৃত সিন্ধু) বৈশাখ মাহর শুক্লাপক্ষ (আধারর) তৃতীয়া তিথি রবিবার (লামইসিং)র দিনে সত্যযুগর আবির্ভাব অর। সত্যযুগর স্থিতি আয়ু কাল পরিমান ১৭,২৮,০০০ সতর লক্ষ আঠাইচ হাজার বছর। ভগবান শ্রীহরি মৎস (মাছ), কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী ভার হরণ করিয়া দুষ্টর দমন সাধু পরিত্রাণ করেছে। মানুর আয়ু ১,০০০০০ (একলক্ষ) বছর। ২১ (একুশ) আত দীঘল। মজ্জাগত প্রাণ। হুনার পাত্রত ভোজন করেছি। সত্যযুগে সামবেদ প্রধান অবলম্বন ধর্মশাস্ত্র। হিংসা, নিন্দা, লোভ মোহ, মায়া, অপকর্ম নেয়ছিল। মজ্জা - আরর ভিতরর ক্ষীর ধাতু। অমৃত।

## ত্রেতাযুগ

কার্তিক মাহর জোনাকর পক্ষর নবমী তিথি সোমবার (নিংথৌকাপা) দিনে ত্রেতাযুগ হমার। ত্রেতা যুগর আয়ু পরিমান ১২,৯৬,০০০ (বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) বছর। ভগবান শ্রীহরি বামন, পরশুরাম, রাম রূপ ধরিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেছে। মানুর আয়ু ১০,০০০ (দশ হাজার) বছর । ৪০ (চল্লিশ) আত দীঘল । অস্থিগত প্রাণ রূপার পাত্রত ভোজন করেছি। ঋগ্বেদ অবলম্বনে চলেছি।

## দ্বাপর যুগ

ভাদ্র মাহর আধারর (কৃষ্ণ) পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি বৃহস্পতি (সাকলসেল)র দিনে দ্বাপর যুগ হমার। স্থিতি কাল (আয়ু) ৮,৬৪,০০০ (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার) বছর। বলরাম, বুদ্ধ, রূপে অবতার অয়া ভার হরণ করেছে শ্রীহরিয়ে। মানুর আয়ু ১,০০০ (সহস্র) বছর। ৭ (সাত) আত দীঘল। রুধিরগত প্রাণ তাম্র পাত্রত ভোজন করেছি। যজুর্বেদ অবলম্বনে চলেছি। কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ।
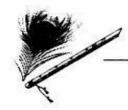
# কলি যুগ

মাঘী পূর্ণিমার শুক্রবারে কলিযুগ হমার। ৪,৩২,০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হেজার বছর আয়ু কাল। ভাগবত, শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দম্ মহাকাব্যত প্রকাশ যে কলিযুগর লেইয়তে কল্কি অবতার অইতৈ। মানুর আয়ু সর্বাধিক ১২০। দীঘল সারে তিন আত অন্নগত প্রাণ। গঙ্গা প্রধান তীর্থ। ভোজন পাত্রর নিয়ম নেই। ধর্ম কর্ম, সত্য প্রায় নেয়ইতৈ। হিংসা নিন্দা কাটাকাটি অয়া আগরে আগই মারতাই। ইমাইন্দলে স্বামী নিন্দায় ব্যস্ত থাইতাই। বৈদিকী পৌরাণিক বিধি ব্যবস্থা তথা লঘুগুরু চিন নেইয়তৈ। অ-খাদ্যত, অসৎ সঙ্গত ব্যস্ত থাইতাই। জেলেই মুনিয়ে নিজরে পাঙ্গুরতাই। ১৮৫৭ শকাব্দ পেয়া কলিযুগর বয়স ৫০৩৬ বছর বুলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রত প্রকাশ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে দৌ, মানু, যোগী ঋষি, মুনি ঋষিয়ে মুক্তির অভিলাষে বেদ মন্ত্র, গায়ত্রী জপ করিয়া নানা উপচার যজ্ঞত আহুতি দিয়া ইষ্ট দেবতারাং কাতকরেছি।

যদিও ইহ কলিযুগে হরিনাম মহা যজ্ঞই মুক্তির একমাত্র পথ। হরিনাম মহাযজ্ঞত কোন উপচারর প্রয়োজন নেই। মন তুলসী, ভক্তিচন্দন বারো প্রেমরূপ ফুলে দেহ, মন, ভগবান শ্রীহরিরাং কাতকরানি পারলেই প্রভুয়ে নিজে কাণ্ডারী অয়া ভব সাগরেত্ত পার করতৈ বুলিয়া নিজে ভাগবত, গীতাত মাতেছে।

কলিযুগে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে সর্ব্ব জীব হইবে উদ্ধার।

কলির জীব উদ্ধারর মহা মন্ত্র হরিনাম ১৬ নাম ৩২ অক্ষর। মাঘী পূর্ণিমা তিথিত ইপুথৌ ভীষ্ম দেবরে তিলদান করেছি। অতি পূণ্য পবিত্র দিন। এদিনে সর্ব্ব কর্ম মাঙ্গলিক কর্ম করানি য়াকরের।

## • 'ঘ' অংশ

# তর্পন তত্ত্ব

তর্পন মানে উৎসর্গ। শাস্ত্র ভাষ্য মতে আমার পিতৃকুল, মাতৃকুলর পূর্ব্ব পুরুষ পঞ্চভূতর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করেছি অর্থাৎ ভবের দেহ ভবে থয়া প্রেত জগত লাভ করেছি। যেতার কোন আকার আকৃতি তথা দেহ ধারণ না করিয়া শূণ্যত (অন্তরীক্ষত) বায়ু ভূত আশ্রয় ও অবলম্বনে অবস্থান (বুলিয়া) আসি। কোন আত জাং নেই। সূক্ষাতি সূক্ষ মণ্ডলাকৃতি।

চর্ম চক্ষুত দৃষ্টি নার। সদায় বংশাবলী ধারা, নালা, সৌ-জিপুত, নাতি-নাতল, জিন-জিনি, মিনজিনিয়ে নিত্য প্রদত্ত তর্পনর উপচার যেহানি অর উহানিয়েই নিমিত্ত মাত্র। ঔহানরে তর্পন বুলতারা।

শাস্ত্র মতে আত্মার গতি ও জগত দ্বি প্রকার - দেহাত্মা (জীবাত্মা) প্রেতাত্মা। ইহজগত - পরজগত। আত্মা যেবাকা পঞ্চভূতর দেহ ধারণে মাতৃ গর্ভত্ব জরম অয়া এ ভবে আহের ঔহানরে জীবাত্মা বুলতারা। বার পঞ্চভূতর কায়া ত্যাগ করিয়া বায়ু ভূত আশ্রয় ও অবলম্বনে থার। কোন আত জাং নেই। মণ্ডল আকৃতি অতি সূক্ষ চর্মচক্ষুত দেহা নার। ঔহানরে প্রেতাজগত (পষিত) ও প্রেতাত্মা বুলিয়া শাস্ত্রত লেখা আছে। পুনঃ জন্ম, সৎগতি নিজ কর্ম পূণ্যফলে প্রাপ্ত অর বুলিয়া তত্ত্বই প্রকাশ। যদিও ঔ পূর্ব্বপুরুষর নিমিত্তে ও নিংশিঙে তর্পন কার্য বিধেয়। বংশ পুরেল লেহেইয়া জিতেগা জিতেগা পেয়ার যে পরমব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীহরি সৃষ্টিকর্তা সর্ব ভূতেশ্বর। প্রভুর স্মরণে জগতর সর্ব্ব জীব পুংনিং চিলয়া নিত্য পূজা অর্চনাই উপচার আদি উৎসর্গ করতারা। ঔ উপচার গ্রহণ করিয়া হাবিরে বিতরণ করের। তত্ত্বই মাতের। এহান সত্য যে আমার পূর্ব্ব পুরুষর পবিত্র পূণ্য আত্মা পঞ্চভূত তথা শোনি (রকত) ধারায় আমার পঞ্চভূতর দেহ তরীর সৃজন। প্রভু প্রাণ রূপে অবস্থানে আমি জীবিত। অংশ দেহত প্রাণরূপে বিরাজে প্রভূয়ে সজীব। তথা বায়ুরূপে বাহিরে বিরাজমান (থায়া) জগতরে ধরিয়া থছে। গতিকে বংশাবলী ধারা নালায় পিতৃপুরুষ ও শ্রীহরি নিমিত্তে তর্পন বিধেয়। ঈশ্বর ও পিতৃপুরুষ প্রীতিয়ে জগত প্রীতি।

নির্দ্দিষ্ট পক্ষ ও তিথিত (পিতৃপক্ষত) ফল, ফুল, তিল, চউল, দুবগাছ, পানা গুয়া, সেলকম, মধু আদি শুভ উপচারে জলাশয়, সরোবর, পহরী, নদী, কুণ্ড আদি অবলম্বনে ও আশ্রয় করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তানুর (পিতৃপুরুষ) আত্মা আহ্বান করিয়া যথা বিধি তর্পন বিধেয়। ঔহান ছাড়াও অন্য কোন বিকল্প অবলম্বনে পবিত্র পাত্র তথা গাত হংকরিয়াও উপরোক্ত বিধি মতে উপচারে পিতৃ তর্পন বিধেয়।

তদুপরি নিত্য স্থান (হিনানীর) পরে সরোবর, নদী, পহরী, জলাশয়র জলে তর্পন বিধেয়। সৃষ্টির আদি ভূত জল। জলর আশ্রয় ও অবলম্বনে জগত শ্রীহরিয়ে সৃষ্টি এহানরে সৃজন করেছেতা। গতিকে জলমাতৃ অবলম্বনে ও আশ্রয়ে তর্পন অইলে পিতৃপুরুষ তথা জগত ঈশ্বরে পার বুলিয়া শাস্ত্রত ইকরা আছে।

উতার গজে সর্প, পক্ষী, বৃক্ষ তথা দেবতা আহ্বানে তর্পন করানি থক। কারণ তর্পন শুধু পিতৃলোকর নিমিত্তে নাগই উপরোক্ত হাবির নিমিত্তে করানি থক।

# তর্পন বিধি

## দেবতর্পন

স্নানর (হিনানির) পরে তিঙা ফুতি পিদিয়া নাভি (খৈতং) পেয়া পানিত বুরিয়া পূর্বমুখে (মুঙেদে) মেইথং দিয়া অথবা শুষ্ক (হুকানা) ফুতি পিদিয়া ঠেং আহান পানিত বুরেয়া আরাক ঠেং আহান পারগত থয়া বহিয়া নকুনগাছ যথারীতি ধারণ করিয়া অর্থাৎ উপবীত অবস্থাত বিধি মতে তিলক (নামসা) শিখা বন্ধন, আচমন, দেহ শুদ্ধি, জল শুদ্ধি, উপাচার শুদ্ধি করিয়া অনন্তর আত দ্বহানি জোর করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতির উপচার ও জল তর্পন করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং,
ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং।

তদুপরি আত দ্বহানি জোর করিয়া দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, সুর আদিরে এক এক অঞ্জলি করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ দেবা যথাস্তথা নাগা গন্ধর্বা স্পেসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মেরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।।

## মনুষ্য তর্পন

অনন্তর নকুল (উত্তরীয়) মালার সাদানে পিদিয়া উত্তর মুখে মুঙ দিয়া বারো সামবেদী ব্রাহ্মণ পশ্চিম মুখে মেইথং দিয়া আতজোর করিয়া কনিষ্ঠার মূলে দ্বি অঞ্জলি জল প্রদান করানি।

মন্ত্র

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢু পঞ্চশিখস্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তি মায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।।

## ঋষি তর্পন

অনন্তর পুর্ব্ব দিকে মুণ্ড দিয়া নকুন যথারীতিত পিদিয়া দেব তীর্থল অর্থাৎ আতর আঙুলিল ঋষি হাবির নিমিত্তে তর্পন বিধেয়।

মন্ত্র

ওঁ মরীচি স্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রি স্তৃপ্যতাং,
ওঁ আঙ্গিরা স্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্য -
স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহ স্তৃপ্যতাং,
ওঁ ক্রতু স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং,
ওঁ বশিষ্ঠ স্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতাং
ওঁ নারদ স্তৃপ্যতাং ওঁ বিশ্বামিত্র স্তৃপ্যতাং।

## দিব্য পিতৃ তর্পন

অনন্তর দক্ষিণেদে মুখ করিয়া পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূলদেশ) যোগে উপাচার তর্পন করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সৌম্যাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মাপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সুকালীনঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

## যম তর্পন

অনন্তর দক্ষিণ মুখা আয়া নকুন ভাঙগুরি লেম্পালে পিদিয়া (অর্থাৎ প্রাচীনারীতিত) ধারণ করিয়া দক্ষিণ আতর অঙ্গুষ্ঠ (বরি আঙুলি) তর্জ্জনীর মধ্যভাগল প্রত্যেক নাঙে তিন অঞ্জলি করিয়া জলে দেনী।

মন্ত্র

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃতুবেচান্তকায়চ।
বৈবস্বতায় কালায়, সর্বভূত ক্ষয়ায় চ।।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায়, পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।।
এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায় নমঃ

## পিতৃ তর্পন

পিতৃ তর্পনর আগে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া যজ্ঞ সূত্র (নকুন) দক্ষিণ লেম্পালে পিদিয়া আত জোর করিয়া পিতৃলোক আহ্বান করানি বিধেয়।

মন্ত্র

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমাং গৃহ্লন্ত্বপোহঞ্জলিম্।

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ মাতামহী মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহী পিতৃকুল মাতৃকুলর ছয় পুরেল মোট ১২ (বার) পুরেলর তর্পন করানি বিধেয়। শাস্ত্রই নির্দ্দেশ দেছে। বাপক মালক জীবিত থাইলে তানুরে বাদ দিয়া গজেত্ব হিসাব করিয়া ১২ পুরেলর তর্পন করানি। তদুপরি বিমাতা, পিতৃব্য খুরতাক, মামাক, বেয়ক, ভনক, তথা বন্ধুবর্গর তর্পন বিধেয়।

## তর্পন নিয়ম

ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র পিতা অমুকদেব শর্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেব শর্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুকদেব শর্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র মাতামহ অমুকদেব শর্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুকদেব শর্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।

ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেব শৰ্ম্মন তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ মাতা অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ পিতামহী অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ প্রপিতামহী অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ মাতামহী অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ প্রমাতামহী অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।
ওঁ বিষ্ণু রোম অমুক গোত্রাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকদেবী শৰ্ম্মনী তৃপ্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।

**নোট ঃ** উপরোক্ত মন্ত্র সলকরিয়া পিতামহরাংত চিনকরিয়া প্রপিতামহী পেয়া প্রত্যেকরে তিন তিন অঞ্জলি তর্পন করানি থক।

পিছে আকখুরুং করিয়া মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহী এরে তিনগিরে এক এক অঞ্জলি তর্পন করানি বিধেয়। অন্যান্য বন্ধু বান্ধবর নাঙ গোত্র সলকরিয়া এক এক অঞ্জলি তর্পন বিধেয়।

## ভীষ্ম তর্পন

আমার ইপুথৌ ভীষ্মদেবর নিমিত্তে পিতৃ তর্পনর রীতি অনুসারে একবার অঞ্জুলি তর্পন করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বৰ্ম্মণেঃ।।

জলাঞ্জলি তর্পনর পরে নিবেদন করানি বিধেয়।

মন্ত্র

ভীষ্ম শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্।

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমী তিথিত ভীষ্মদেবর তর্পন করানি থক। প্রত্যেক দিন নাকরলেও দোষ নেই। ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্য জাতিয়ে পিতৃ তর্পনর পরে ভীষ্ম তর্পন করানি থক।

ভীষ্ম তর্পনর পরে অগ্নিত দগ্ধ অয়া দেহত্যাগ করেছি তানুর নিমিত্তে।

মন্ত্র

ওঁ অগ্নি দগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্য দগ্ধা কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরা গতিম্।।
ও যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্ক্ষিণঃ।।

## রাম তর্পন

মন্ত্র তিনবার সলকরিয়া রাম প্রভুর নিমিত্তে তিন অঞ্জলি সলিল (পানী) তর্পন করানি থক।

মন্ত্র

ওঁ আব্রহ্মভূবনা লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতা মহাদয়ঃ।।
অতীত কলোকোটিনাং সপ্তদ্বী পনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভূবনত্রয়ম্।।

## লক্ষণ তর্পন

রাম তর্পন নাকরলেও লক্ষণ তর্পন অবশ্য কর্ত্তব্য।

মন্ত্র

ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত জগত্তৃপ্যতু।।

এ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার অঞ্জলি কাতকরানি।

বস্ত্র চিপিয়া তর্পনদাতার কুলে জরম অয়া অপুত্রক (শৌ জিপুত নাপেয়া দেহত্যাগ করেছি) ওঁ পিতৃকুলর নিমিত্তে। পানিত্ব পারগত কায়া আতহান উবা (তুলিয়া) করিয়া কহনিগদে চিপিয়া এরা দিয়া তর্পন বিধেয়।

মন্ত্র

ওঁ যে চাস্মাকাং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকম্।।

পুনরায় পানিত নামিয়া পিতৃস্তুতি কৃতাঞ্জলি (আতজোর) করিয়া পুংনিং চিলয়া নিবেদন করানি থক।

স্তুতি বাক্য

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

পিছেদে আতজোর করিয়া মাতানি-
ওঁ মদ্য কৃতৈতং তর্পন-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।
ওঁ মদ্যেতাদি কৃতেহাস্মিন্ তর্পন কর্ম্মানি
যদ্ যদ্ বৈগুন্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায়
ওঁ বিষ্ণুস্মরণং করিষ্যে।
পিছেদে ওঁ বিষ্ণু দশবার সলকরানি

বারো

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেত দাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।
ওঁ প্রীয়তাং পণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্ঠং প্রীণিতং জগৎ।
ময়া যদিদং তর্পন কর্ম্ম কৃতং
তৎ সর্ব্ব ভগবদ্ বিষ্ণু চরণে সমর্পিতম্।

তর্পন বিধি এহান সত্য যুগত্ব বর্তমান পেয়া চলিয়া আহেছে বিধি ব্যবস্থাহান শাস্ত্র সন্মত। রাম প্রভু, ঋষি মুনিরাংত চিনকরিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠির আদিয়েও শাস্ত্র বিধি ইলয়া পিতৃপুরুষর নিমিত্তে তর্পন করিয়া গেছিগা। তত্ত্বই মাতেছে মৃত্যুর পরে মুক্তি অয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত অইলে ও। আত্মাই ধারা নালারাংত তর্পিত জলাঞ্জলী তৃপ্তি অইতারা। গতিকে ধারা নালায় তর্পন করিয়া উপচার জলাঞ্জলী দিতায় বুলিয়া আকাঙ্খা করিয়া থাইতারা বারো ধারা নালায় পিতৃপুরুষর নিমিত্তে তর্পন বিধেয়।

## গায়ত্রী

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ গায়ত্রী"

যে মন্ত্র জপ (গান) করলে সর্বপাপেত্ব ত্রান (মুক্তি) লাভ অর। ঔ মন্ত্রই গায়ত্রী।

শ্লোক

গায়ত্রী বেদ জননী গায়ত্রী পাপ নাসিনী।
গায়ত্রাস্তপরং নস্তি দেবি চহেচগাবনমঃ।।

গায়ত্রী বেদ জননী (মালক)। গায়ত্রী জন্মর পরেই বেদর সৃষ্টি বুলিয়া শাস্ত্র পুরাণে প্রকাশ। গায়ত্রী মহামন্ত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র গিরকে তপ বলে সৃষ্টি করেছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় তথা মহা প্রতাপশালী অভিমানী আছিল।

গিরকে নুয়া সৃষ্টি আহানর সৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন অর। তপস্যার প্রভাব এতই বেশী যে ফলে নুয়া সৃষ্টি রচনা প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ। যেহানে মহাপ্রলয় ক্রমাগত প্রায়। এমন সময় বিষ্ণু মহা বিপদ আসন্ন দেহিয়া বিমুঢ়। নানা কুট কৌশল অবলম্বনে বিশ্বামিত্রর তপস্যা ভঙ্গ করিয়া সঙ্কটেত্ব পরিত্রান করের।

সম্প্রতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে বিশ্বামিত্র ঋষিরে বর দানে ঘোষণা করল। যে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সৃষ্টি গায়ত্রী বিজমন্ত্র বেদ মন্ত্র পাঠ তথা দেবদেবী পূর্জা, আরাধনা পিতৃ কর্ম যজ্ঞ আদিত উচ্চারণ না করলে সফল নাইতৈ। তদুপরি নিজর নাঙে নামাকরণ করিয়া আকর্ষণে সম্বরণ করের। ঔহানল সাবিত্রী গায়ত্রী বুলিয়া বেদত প্রকাশ।

কূর্ম্মপুরাণে আছে -

(কুর্ম্ম পুরাণে)

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্।
দেবা একত্র সাঙ্গাংস্ত গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা।।

দেবতাই গায়ত্রী বারো বেদ চারিহান পাল্লা আহানত ওজন করতে উভয় পাল্লা সমান। অর্থাৎ গায়ত্রী বেদর সমতুল্য গুণ।

ব্যাসদেবে মাতেছে-

শ্লোক

দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্।
ত্রিজন্মজং সহস্রেন গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্।।

গায়ত্রী দশবার জপ করলে ইহজন্মর, শতবার জপ করলে পূর্ব্বজন্মর, বারো সহস্রবার জপ করলে তিন জন্মর যাবতীয় পাপ বিনষ্ট অর।

গায়ত্রী সৃষ্টির পরে বেদর সৃষ্টি বুলিয়া অনেক কাব্যত প্রকাশ।

গায়ত্রী ঈশ্বর উপাসনার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। যে পথ ইলয়া ঈশ্বর তত্ত্বর সন্ধান পেয়ার।

দেবদেবী পূজা যজ্ঞ, মাঙ্গলিক কর্ম, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ, দীক্ষা,

পিতৃকর্ম, হরি সংকীর্তন আদির পূর্বে গায়ত্রী জপ করানির তত্ব নানা শাস্ত্র, বেদ, ভাগবতে প্রকাশ ।

ভীষ্মদেবে যুধিষ্ঠির মহারাজারাং গায়ত্রী মহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া মাতেছে।

সোণা (হুনা) যেসাদে সুহাগত ডালিয়া (জাবুরেয়া) জিগত পুরলে তার উজ্জ্বল তথা আসল রূপ ফুটিয়া উঠের ঠিক তদ্রূপ গায়ত্রী জপ করলে দেহর যত পাপ ক্ষয় অয়া পবিত্র অর। তদুপরি যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে গায়ত্রী জপ করানি য়্যাকরের।

ভগবান ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টি জগতর সৃজনকর্তা প্রাণর সৃতি। প্রভু আছে বুলিয়া জগত আছে।

যে গিরকে গায়ত্রী জপ করের। ঔ গিরকর হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করের। রাম, সীতা, জনক, দেবতা ঋষি, মুনি আদিয়ে গায়ত্রী জপর পুণ্য ফলে ঈশ্বর লাভ করেছি। অভিষ্ট পুরণ অসে।

## গায়ত্রী তত্ব

ওঁ (অ,উ,ম) - অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন স্বরূপে এক রূপ।

ভু-ভু বঃ সঃ - ত্রিভুবনর যাবতীয় পদার্থই যেগর মূর্ত্তি।

তৎ সবিতু - তারে সেবা করানি।

বরেণ্য - বরণ করানি অর্থাৎ প্রার্থনীয়।

ধিয়ো য়ো নঃ - যেগই আমারে বুদ্ধিরে পুরুষার্থ (ইন্দ্রিয়) পরিচালনা করের।

প্রচোদয়াৎ - ঔ দেব সবিতা জগত নির্মাণকারী পরমেশ্বরর।

ভর্গ - অর্থাৎ তেজমি চিন্তা করৌরী (ধিমহি)।

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র মুনিয়ে পরমেশ্বর বিষ্ণুর প্রকৃত স্বরূপ গায়ত্রী সৃষ্টিত প্রকাশ করেছে। বিষ্ণুই সমস্ত জগতর ঈশ্বর। বিষ্ণু প্রাপ্তিই মুক্তি বুলিয়া মাতেছে।

তদুপরি গায়ত্রী গুরুমন্ত্র বুলিয়া শাস্ত্রত প্রকাশ।
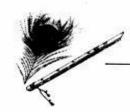
## গায়ত্রী জপ বিধি

গায়ত্রী জপর আগে হাত, জাঙ, মুখ ধয়া শুদ্ধ আসনে বহিয়া কৃতাঞ্জলি করিয়া পয়লা গায়ত্রী আহ্বান ও শাপ মুক্ত পরে আহ্বানর উদ্দেশ্য নিবেদন করানি থক। গায়ত্রী জপ বা পূজা সমাপ্ত অইলে বিসর্জন করানি থক।

### আহ্বান মন্ত্র

ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দ সাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোহস্ততে।।

### গায়ত্রী ঋষ্যাদি (উদ্দেশ্য)

গায়ত্রা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপ নয়নে বিনিয়োগঃ।।

### গায়ত্রী শাপ উদ্ধার

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ বিমোচনমন্ত্রস্যব্রহ্মঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দোং
ব্রহ্মদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচন বিনিয়োগঃ।
ওঁ গায়ত্রী ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদোবিদুস্ত্বাম্।।
পশ্যতি ধীরাঃ সুমনসো বা গায়ত্রী।
ত্বং ব্রহ্ম শাপদ্ বিমুক্তা ভব।।১।।
গায়ত্র্যা বশিষ্ঠাপবিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠশঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো
ব্রহ্ম বিষ্ণু রুদ্র দেবতা বশিষ্ট শাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু বিষ্ণু জ্যোতিরহং শিব।।
গায়ত্রী-ত্বং বশিষ্ঠ শাপাদ্ বিমুক্তা ভব।।২।।
গায়ত্রা বিশ্বামিত্র শাপবিমোচন মন্ত্রস্য
বিশ্বামিত্রঋষিরনুষ্টুপছন্দো, গায়ত্রীদেবতা বিশ্বামিত্র শাপ
বিমোচনে বিনিয়োগং ওঁ অহো দেবী। মহোদেবী।
বিদ্যে সন্ধ্যো সরস্বতী।

অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মাযোনি নমোহস্তুতে।।
গায়ত্রী ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব।।

## গায়ত্রী জপ

ওঁ ভূ র্ভু বঃ সঃ। তৎ সবিতুর্বরেন্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধীয়ো য়ো-নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

## প্রণাম

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা আদিত্য শুক্রৌ প্রীয়তাম্।
ওঁ আদিত্য শুক্রভ্যাং নমঃ।।

## গায়ত্রী বিসর্জ্জন

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বত মুর্দ্ধনি।
ব্রহ্মণৈর ভানু জ্ঞাত্বা গচ্ছ দেবী যথা সুখম্।।

গায়ত্রী জপ মন্ত্র গুরু আশ্রয় করিয়া গুরু মুখেত্ব গ্রহণ করানি। নাইলে মূর্ত্তিপাল নার। অন্যথায় গায়ত্রী জপ নিষ্ফল।

## দীক্ষা বিধি

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।

(বিষ্ণু যমল গ্রন্থ)

যেহানাত্ব দিব্যজ্ঞান লাভ তথা পাপনাশ অর। ঔহানরে দীক্ষা বুলতারা।

শ্লোক

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।

(তত্ত্ব সাগর)

যেমন কাংস্য বা তাম্ররস অর্থাৎ পারা যোগে স্বর্ণতা প্রাপ্ত ঠিক তদ্রূপ দীক্ষা বিধান দ্বারা মানুর দ্বিজত্ব বিপ্রত্ব লাভ অর।

সদ্ গুরু দ্বারা কর্ণে প্রদত্ত গুপ্ত মন্ত্রই দীক্ষা। গুরু আশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য।

(বিষ্ণু যামল)

শ্লোক - ১০

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ।।

গুরু চরণে হাবি নিবেদন পূর্ব্বক শাস্ত্র বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করানি।

শ্লোক

অদীক্ষতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বঃ নিরর্থকম্।
পশু যোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিত জনঃ।।

অদীক্ষিত ব্যক্তির সর্বকর্মই নিষ্ফল। দীক্ষাহীন ব্যক্তি মৃত্যুর পরে পশু জন্ম প্রাপ্ত অর।

## মানব তিন জন্ম তত্ত্ব

প্রথমং মাতৃ গর্ভে চ দ্বিতীয়ং জন্ম দীক্ষয়া।
শিক্ষায়াং তৃতীয়ো জন্ম, বৈষ্ণবানাং প্রকীর্ত্তিতং।।

প্রথম জন্ম মাতৃ গর্ভত্ব, দ্বিতীয় জন্ম দীক্ষা গুরুরাংত, তৃতীয় জন্ম শিক্ষাগুরুরাংত।

মাতৃ গর্ভ - ভূতত্ব
দীক্ষাত্ব - মনুষ্য তত্ত্ব
শিক্ষাগুরুরাংত -দেব তত্ত্ব প্রাপ্ত অর।

শ্লোক

কৃষ্ণমন্ত্র প্রবেশেন মায়াদেহস্য নাশতঃ।
কৃপয়া গুরুদেবস্য দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে।।
কাম্বীজোপাসনেন সখীতঞ্চ সমাশ্রয়েৎ।
রতিরাগং সদা প্রাপ্য প্রেয়া জন্ম তৃতীয়কং।।

দীক্ষা গুরুর কৃপায় কৃষ্ণমন্ত্র দেহত প্রবেশ করলে মায়াদেহ নাশে জ্ঞান ও ভক্তি সঞ্চার অর। উহানরে দ্বিতীয় জন্ম বুলতারা। শিক্ষা গুরুর কৃপায় গায়ত্রী সাধনে জ্ঞান বিজ্ঞানর জ্ঞান প্রাপ্ত অর। সখীর রতি কৃষ্ণ প্রেম জাগ্রত অর।

## শ্লোক (আগম)

দ্বিজানামনু পেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়ণদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয় নাদনু।।
তথাত্রাদীক্ষিতাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিব সংস্তুতম্।।

ভাবার্থ ঃ উপনয়ন বিহীন দ্বিজ কুমার নিজর কর্ম নিত্যকর্ম ও বেদ অধ্যয়ন তথা ইষ্টমন্ত্র জপ বা ইষ্ট দেবতা লাভ করানি অধিকার নেই। উপনয়নর পরে অধিকার প্রাপ্ত অর। তত্ব মতে বিষ্ণুয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিবরে বাখান করেছে।

## শ্লোক (স্কন্ধ পুরাণ)

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্বলবধা হরে দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ।।

যেতাই গুরুরাংত দীক্ষা বিধি অনুসারে দীক্ষা নালসি, বা শ্রীহরির অর্চনা না করেছে ঔগ পশুতুল্য। তার জীবন নিষ্ফল। অতএব ব্রহ্ম বাক্যে দীক্ষা লনা কর্তব্য।

## "সম্প্রদায় বিহিনা যে মন্ত্রস্তে নিষ্ফলা মতা"

সম্প্রদায় বিহিন মন্ত্র নিষ্ফল। কোন ফল নেই। গুরু আশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরু ত্যাগ বা গুরু নিন্দা মহাপাপ। গুরু ভগবান স্বরূপ।

## বিধি

মহামন্ত্র ১৬ (ষোল) নাম ৩২ (বত্রিশ) অক্ষরে দীক্ষা নার।

যদি কোন গিরকে ১৬ নাম ৩২ অক্ষরে দীক্ষা লয়া থার তবে পুনঃরায় ঐ গুরুরাংত ষড়াক্ষর, দশাক্ষর, অষ্ট দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রল মন্ত্রে দীক্ষা লনা থক।

যদি কোন কারণবশত দীক্ষা গুরুরে নাপেইলে ঐ বংশর যে কোন সদস্যরাংত লনা পারের। ঔহান অইলে গুরু ত্যাগর প্রত্যয় নার।

**বেদশাস্ত্র মতে বর্ণ ও গুণ অনুযায়ী যজ্ঞোপবীত ধারণ তত্ত্ব**

গীতাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিজে মাতেছে -

গীতার জ্ঞান যোগর ১৩ নং শ্লোক -

চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।১৩।।

ব্রাহ্মণ - সত্ব গুণর অধিকারী - ৯ গুণ
ক্ষত্রিয় - রজ গুণর অধিকারী - ৬ গুণ
বৈশ্য, শূদ্র - তম গুণর অধিকারী। - ৩ গুণ

তবে বৈষ্ণব মাত্রই নয়গুণ ধারণ করানি থক। বৈষ্ণব ভগবান একই স্বরূপ। বৈষ্ণব সর্বগুণ অধিকারী।

## ধারণ মন্ত্র

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতে নোপনহ্যামি।
ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতে যৎ সহজং পুরস্তাৎ।।
আয়ুষ্যমগ্রৎ প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং চলমস্তু তেজঃ।

## যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধি

পৈতা, যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মসূত্ররে নগুণ (নুকুন) বুলতারা।

তিন দণ্ডিয়ে (তিন ফের সূতায়) গ্রন্থী যজ্ঞোপবীত নগুণ অর। তিলকরিয়া আকসাদে ধারণ করানি নার। দুই বা উতাত্ব নিয়াম ধারণ করানি থক। ছিরা উত্তবী নগুন পিদানি দোষ থার। অন্ন ভোজনর পিছেদে যজ্ঞোপবীত হংকরিয়া ধারণ নিষেধ। মূলমূত্র ত্যাগ কালে দক্ষিণ কানে বা দুই ভাজ করিয়া মালার ন্যায় গলে ধারণ করানি য়্যাকরের। যদি ভূলবশত মলমুত্র ত্যাগ কালে দক্ষিণ কর্ণে বা মালার ন্যায় ধারন নাকরলে নুয়া যজ্ঞোপবীত হংকরিয়া বিধি মত শুদ্ধ করিয়া ধারণ করানি থক।

তৈল মর্দ্দন কালে খুলিয়া থয়লে অপরাধ নেই।

## নগুণ শুদ্ধি

ওঁ অনন্তে বাসুকী চৈব চন্দ্র সূর্য্য নিলানন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরানাং নগুনে ন দেবতা।।

- বিধি -

গায়ত্রী আহ্বান

গায়ত্রী শাপ মুক্ত

গায়ত্রী জপ

ধ্যান

বিসর্জন।

**অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র**

ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপিজন ভল্লবায় স্বাহাঃ

উভয় কর্ণে ৩ (তিন) বার করানি উচ্চারণ করানি। পরে মূল মন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণ করোয়ানি।

(নিগুঢ় তত্ব ও বিধি গুরুয়ে নির্ণয় করতৈ)।

শ্লোক

বিষ্ণুভক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
কীটাদি ব্রহ্মপর্যন্তং গোবিন্দানুগ্রহান্মুনে।।

বিষ্ণু ভক্তি দ্বারা এ ভূলোকে কিহান সিদ্ধ নারতা। গোবিন্দর অনুগ্রহত কীটেত্ব ব্রহ্মা পেয়া সিদ্ধ অনা পারতারা।

**মাস নির্ণয়**

মন্ত্র স্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখ ফল প্রদম্।
বৈশাখে রত্নলাভঃ সাজ্জ্যৈষ্ঠ তু মরণং ধ্রুবম্।।
আষাঢ় বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহম্।
প্রজাহানির্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে।।
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদম্।
পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্।। (আগমে বর্ণিত)

চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ বহু দুঃখ ফল প্রাপ্ত হয়।

বৈশাখ মাসে - রত্নলাভ।
জৈষ্ঠ মাসে - মরণ নিশ্চিত।

| | |
|---|---|
| আষাঢ় মাসে | - বন্ধু নাশ। |
| শ্রাবণ মাসে | - ভয়াবহ। |
| ভাদ্র মাসে | - প্রজাহানি। |
| আশ্বিন মাসে | - সর্ব্বত্র শুভ। |
| কার্ত্তিক মাসে | - ধন বৃদ্ধি। |
| অগ্রহায়ন মাসে | - শুভ পদ। |
| পৌষ মাসে | - মানহানি। |
| মাঘ মাসে | - মেধাবৃদ্ধি। |
| ফাল্গুন মাসে | - সর্ব্ববশীকরণ। |

শ্লোক (অগস্ত্য সংহিতায়)

সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নুনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুনেহপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ।।

শ্রাবণে সমৃদ্ধি নিশ্চিত কার্ত্তিকে জ্ঞান লাভ ফাল্গুনে সমৃদ্ধি তথা মলমাসে নিষিদ্ধ।

(গৌতমী তন্ত্রে)

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত পুরষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জ্যৈষ্ঠে তু মরণম ধ্রুবম্।।
আষাঢ়ে রত্ননাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়ঃ।।
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং পরিত্যজেৎ।।

গৌতমী তন্ত্রে - চৈত্র মাসে দীক্ষাগ্রহণ সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়।

| | |
|---|---|
| বৈশাখ মাসে | - রত্নলাভ। |
| জৈষ্ঠ মাসে | - মরণ নিশ্চিত। |
| আষাঢ় মাসে | - বন্ধু নাশ। |
| শ্রাবণ মাসে | - পূর্ণায়ুলাভ। |
| ভাদ্র মাসে | - প্রজানাশ। |

| | |
|---|---|
| আশ্বিন মাসে | - রত্ন সঞ্চয়। |
| কার্ত্তিক মাসে | - মন্ত্র সিদ্ধি। |
| অগ্রহায়ন মাসে | - মন্ত্র সিদ্ধি। |
| পৌষ মাসে | - শত্রুপীড়া। |
| মাঘ মাসে | - মেধাবৃদ্ধি। |
| ফাল্গুন মাসে | - সর্ব্বকামনা পূরণ হয়। |

**শ্লোক (স্কন্ধ পুরাণে)**

কার্ত্তিকে তু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্মনি কৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষা কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে।।

স্কন্ধ পুরাণে উক্তি আছে -

কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা গ্রহণ করলে মনুষ্যগণ পুনজন্ম নার। অতএব কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা গ্রহণর যত্ন নেনা থক।

## বার নির্ণয়

রবৌ গুরৌ তথা সোম কর্ত্তব্যং বুধ শুক্রয়ো।

গৌতমী তন্ত্র মতে -

রবি গুরু (বৃহস্পতি) সোম বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। তদুপরি -

| | | |
|---|---|---|
| রবিবারে | - | বিত্ত সঞ্চয় (অর্থ লাভ)। |
| সোমবারে | - | শান্তি লাভ। |
| মঙ্গলবারে | - | আয়ুক্ষয়। |
| বুধবারে | - | সৌন্দর্য প্রাপ্তি। |
| বৃহস্পতিবারে | - | জ্ঞান লাভ। |
| শুক্রবারে | - | সৌভাগ্য প্রাপ্তি। |
| শনিবারে | - | যশোনাশ, সর্বনাশ। |

## নক্ষত্র নির্ণয় (নারদতন্ত্রে)

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ঃ।
পূষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।।

নারদতন্ত্রে লিখা আছে - রোহিনী, শ্রাবণ, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তর ফাল্গুনী, পুষ্যা, শতভিষা এতারে দীক্ষা নক্ষত্র বুলতারা।
কুচিচ্চ -

অশ্বিনী রোহিনী - স্বাতি বিশাখা হস্তভেষু চ।
জৈ্যেষ্ঠোওরাত্রয়েস্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রা-ভিষেচনম্।।

অন্যান্য শাস্ত্র মতে -

অশ্বিনী রোহিনী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যোষ্ঠা ও উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপাদ, উত্তর ফাল্গুনীত দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত।

তদুপরি -

| | | |
|---|---|---|
| অশ্রিনী নক্ষত্রত | - | সুখ। |
| ভবাণী নক্ষত্রত | - | মৃত্যু। |
| কৃর্ত্তিকায় | - | দুঃখ। |
| রোহিনী নক্ষত্রত | - | বাক্ পণ্ডিত্ব। |
| মৃগশীর্ষে নক্ষত্রত | - | সুখপ্রাপ্তি। |
| আর্দ্রায় নক্ষত্রত | - | বন্ধুনাশ। |
| পুণবসু নক্ষত্রত | - | ধন, সম্পত্তি নাশ। |
| পুষ্যা নক্ষত্রত | - | শত্রু নাশ। |
| অশ্লেয়া নক্ষত্রত | - | মৃত্যু। |
| মঘা নক্ষত্রত | - | দুঃখ নাশ। |
| পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রত | - | সৌভাগ্য। |
| উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রত | - | জ্ঞান। |
| হস্তায় নক্ষত্রত | - | ধন লাভ। |
| চিত্রায় নক্ষত্রত | - | জ্ঞানসিদ্ধি। |
| স্বাতি নক্ষত্রত | - | শত্রু নাশ। |
| বিশাখা নক্ষত্রত | - | সুখ। |
| অনুরাধায় নক্ষত্রত | - | বন্ধু বৃদ্ধি। |
| জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রত | - | পুত হানি। |
| মূল্যা নক্ষত্রত | - | কীর্ত্তি বৃদ্ধি। |

## পক্ষ নির্ণয়

শুক্ল পক্ষত দীক্ষা গ্রহণ শুভ ফল প্রাপ্তি অর।

কৃষ্ণ পক্ষর পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ য়্যাকরের।

## তিথি নির্ণয়

সার সংগ্রহ -

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামপি চ।।

সার সংগ্রহত লেখা আছে -

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠা, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীত দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য।

শ্লোক

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা।।

পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, দশমী তিথিত সর্বকামনা প্রশস্ত।

| | | |
|---|---|---|
| প্রতিপদে | - | জ্ঞান নাশ |
| দ্বিতীয়া | - | জ্ঞান |
| তৃতীয়ায় | - | শুচি |
| চতুর্থী | - | বিত্ত (সম্পত্তি) নাশ |
| পঞ্চমী | - | বুদ্ধি বৃদ্ধি |
| ষষ্ঠী | - | জ্ঞান হানি |
| সপ্তমীত | - | সুখ |
| অষ্টমীত | - | বুদ্ধি বিনাশ |
| নবমীত | - | শরীর ক্ষয় |
| দশমীত | - | রাজবৎ সৌভাগ্য লার্ভ |
| একাদশীত | - | শুচি |
| দ্বাদশীত | - | সর্বসিদ্ধি |
| ত্রয়োদশীত | - | দরিদ্রতা |
| চতুর্দ্দশীত | - | তিয্যগ মুনি প্রাপ্তি। |

শাস্ত্রত ইকরা আছে -

সূর্য্যগ্রহণ কালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফুলদং ভবেৎ।
ন মাস-তিথি বারাদিশোধনং সূর্য্য পর্ব্বণি।।

শাস্ত্র উক্তি -

সূর্য্যগ্রহণর সমান শুভ লগ্ন দ্বিতীয় আর নেই। ঔ সময়ত যে যে কর্ম করানি অর উতা অনন্তগুণ ফলপ্রদ অর। মাস তিথি বার প্রকৃতির শোধন সূর্য্য গ্রহণে প্রয়োজন নেই।

(দীক্ষা লনার মন্ত্র, বীজ বারো বিধি দীক্ষা দাতা গুরু সম্প্রদায় গিরকে নির্ণয় করতৈ)।

## মালা তত্ত্ব

মালা- মা শব্দে আমারে
লা শব্দে দান করা।

মালা প্রস্তুত করিয়া পঞ্চগব্যল (গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘিল) ধৌত করিয়া মূলমন্ত্র একবার গায়ত্রী আটবার জপ করানি থক। পরে ধূপর ধূয়া স্পর্শ করানি থক।

### মন্ত্র

ওঁ সদ্য জাতং প্রপদ্যাম্ সদ্য জাতায় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবে নদি ভবে ভজ স্বমাম্ ভবদ্ভবায় নমঃ।।

পরে মালা আতে ধরিয়া নিবেদন করানি হে মালা তি কৃষ্ণ প্রিয়া মোরে কৃষ্ণভক্তি দে। বুলিয়া গলায় ধারণ করানি।

## তিলক ধারণ

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম্।
পুণ্যং যশস্য মায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসিদতু।।

এ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চন্দন প্রস্তুত করানি।

## ধারণ মন্ত্র

কান্তি লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখং সৌভাগ্যমতুলং মম্ঃ।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারসম্যহম্।।

## দ্বাদশ তিলক ধারণ

| | | |
|---|---|---|
| ললাটে | - | শ্রীকেশবায় নমঃ |
| উদরে | - | শ্রীনারায়ণায় নমঃ |
| বক্ষস্থলে | - | শ্রীমাধবায় নমঃ |
| কণ্ঠে | - | শ্রীগোবিন্দায় নমঃ |
| দক্ষিণ পার্শ্বে | - | শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ |
| দক্ষিণ বাহুতে | - | শ্রীমধুসূদনায় নমঃ |
| দক্ষিণ স্কন্ধে | - | শ্রীত্রিবিক্রামায় নমঃ |
| বাম পাশ্বে | - | শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ |
| বাম স্কন্ধে | - | শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ |
| বাম বাহুতে | - | শ্রীধরায় নমঃ |
| পৃষ্ঠে | - | শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ |
| কটীতে | - | শ্রীদামোদরায় নমঃ |

## ‘ঙ’ অংশ

## চৈতন্য মহাপ্রভু

১৪৮৬

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ (১৪০৭ শকাব্দর ২৩শে ফাল্গুন) পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী দোল উৎসবর দিনে নবদ্বীপে গঙ্গাপারে নিমাই জরম অর। পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র মাতা শচী দেবী। তের মাস মাতৃ গর্ভে থায়া নিমাই চন্দ্র গ্রহণর সময়ত জরম অসিল বুলিয়া প্রায় জ্ঞানীজনে মহাপুরুষ ধরণীত আহিল বুলিয়া ধারণা করেছিলা। ধারণা অসত্য নাইল বাস্তবে পরিণত অইল। নিমাইর বরণ কাঁচা হুনার সাদানে উজ্জ্বল অছিল বুলিয়া গৌরাঙ্গ নাঙে আদরে ডাহেছি। ৯ (নয়) বছর বয়সে নিমাইর উপনয়ণ অর। নিমাই অতি বুদ্ধিমান। অল্প দিনর ভিতরে পাঠশালা লেইকরিয়া সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাকরেছে। টোলেও

নিয়াম দিন না লাগিল। স্মৃতি শক্তি এতই প্রবল আছিল যে বিদ্যুতর গতিতৌ নিয়াম দ্রুত। কেশব কাশ্মীরি নাঙর দিগ্বিজয় পণ্ডিতরে তর্ক যুদ্ধত পরাস্ত করিয়া সর্ব্বজনরাং খ্যাতি অর্জন করেছে। নিমাইর প্রথম পত্নী লক্ষীদেবী সর্প দংশনে পরলোক প্রাপ্তি অনাই দ্বিতীয় পত্নী সনাতন মিশ্রর জিলক লক্ষীস্বরূপ গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়ারে লহঙ করের। বছর আহান পরে বাপক জগন্নাথ মিশ্র দেহ ত্যাগ করানিয়ে বেদশাস্ত্র বিধি অবলম্বনে গয়ায় পিণ্ড দানর নিমিত্তে গিয়া ঔপেইত বিষ্ণু মন্দির দর্শন করতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন নয়ন গোচর অর। গৌরার হৃদয়ে পূর্ব্বভাব উদয় অয়া দুনয়নে জলধারা বহানি অকরল। এমন সময় পূর্ব্ব পরিচিত গুণবন্ত ঈশ্বরীপরীর সঙ্গ পুনরায় পার। গৌরা বিলম্ব নাকরল স্থির করল বৈরাগ্য ধর্মে দীক্ষা লনাত। শুভক্ষণে শুভ লগ্নত সময় বুঝিয়া দীক্ষা লইল। পিতৃ কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া নবদ্বীপে পুণরায় ফিরিয়া আহের যদিও আগর সাদানে সংসারর কাজকর্মত মন নেয়। কৃষ্ণ প্রেমে বিভোলা অনা অকরল। নিমাইর এতাদৃশ রাধাকৃষ্ণ প্রেম ভাব দেহিয়া অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত লগে আহিয়া মিলানি অকরলা। অনেকে বিরোধীতা করানি অকরলা। অবশেষে ১৩৩১ শকাব্দে (১৫০৯ ইংরেজী) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন (মতান্তরে মাঘ মাসের সংক্রান্তি) রাতি শেষ প্রহরে গৃহ ত্যাগ করিয়া কাটোয়ারর কেশব ভারতীরাঙ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করের। কেশব ভারতীয়ে নিমাইরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাঙে বিভূষিত করের। পরে কলি জীব পাপী তাপী উদ্ধারর নিমিত্তে নগরকীর্তন, শাস্ত্রকীর্তন, পদকীর্তন সর্বশেষে হরি সংকীর্তন আরম্ভ ও প্রচার করের। গৌরার প্রেমে নানা দেশেত্ব ভাবক বৈষ্ণব ভক্ত আহিয়া তিলনি অকরলা। প্রেম সরোবর নবদ্বীপ স্বরূপ অইল। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দর ১লা আষাঢ় (মতান্তরে মাঘ মাস, ১৫৩৩ ইংরেজীত) চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে ধ্যানরত অবস্থাত অদৃশ্য অসে। মতান্তরে কালিন্দ্রী জলে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিভোর অয়া জাঁপ দিয়া অদৃশ্য অছে।

চৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়ার বহু কাজী সম্প্রদায় মুসলমানরে বৈষ্ণব ধর্মত অনুপ্রাণিত করিয়া দীক্ষা দিয়া বৈষ্ণব হঙকরেছে। তার প্রমাণ হরিদাস, শ্রীরূপ সনাতন চৈতন্যচরিতামৃতত প্রকাশ। প্রভুর গুণর য়্যারী মাতিয়াও লেই নাইতৈ। সুধীজনে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলে হারপেইতাঙাই।

## নিত্যানন্দ মহাপ্রভু

পূর্ব্বজন্মত সত্যত অনন্ত, ত্রেতাত লক্ষণ, দ্বাপরে বলরাম, কলিতে নিত্যানন্দ প্রভু। চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তমাল গ্রন্থ তথা তত্ত্বত প্রকাশ।

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দত বীরভূম জিলার অন্তর্গত একচক্রা গাঙে জরম অর। বাপকর নাঙ মুকুন্দ ওরফে হারাই পণ্ডিত। মালকর নাঙ পদ্মবতী। অত্যন্ত রূপবান, বুদ্ধিমান অল্পদিনে পাঠশালা পাশ করিয়া টোল পাকরের। ১২ বছরে ন্যায় শাস্ত্র পাশ করিয়া ন্যায়চূড়ামণি উপাধি লাভ করের। চৈতন্য মহাপ্রভুরাংত প্রায় ১২ বছর জেঠ। বাল্য নাঙ কুবের। যথাকালে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র পুরীরাং দীক্ষা লনাই গুরু তারে সদায় আনন্দ চিত্ত দেহিয়া নিত্যানন্দ বুলিয়া নাঙহান দেছে। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ পেয়া কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে হরি সংকীর্তন, নগরকীর্তন, শাস্ত্র কীর্তন করানি অকরল। নিত্যানন্দ পঞ্চ তত্ত্বর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

অবশেষে ১৫০২ খৃষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর মন্দিরে আরতি করতে করতে মন্দিরের অঙ্গনাই দেহত্যাগ করের।

## অদ্বৈত আচার্য্য

শ্লোক

ব্রজে আবেশরূপত্বদ্ব্যুহো যোঽপি সদা শিবঃ।
স এবাদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।

ব্রজর আবরণরূপত্ব প্রযুক্ত যেগো সদাশিবব্যুহ নাঙে প্রসিদ্ধ। ঔ গিরকেই কলিযুগে পঞ্চ তত্ত্বর তৃতীয় তত্ত্ব।

শ্লোক

যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা।।
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রা মহোৎসবে।
সরাম সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যাদি যত্নবান্।।
নিরীক্ষ্য সদ্ গুরুর্দেবো গোপ ভবাভিলাষ বান্।
প্রিয়েন নর্ত্তিতু মা রবধশ্চক্রভ্রমনলীলয়া।।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভূৎ সদাশিবঃ।

একস্তত্র শিবঃ সাক্ষ্যাদন্যো গোপাল বিগ্রহঃ।।

দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে ব্রজর গোপাল রূপে অবতার অয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণর লগে নৃত্য করেছে।

"শিব তন্ত্র"র ভৈরব বাক্যত প্রকাশ একদা কার্ত্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে গোপাল কৃষ্ণ বলরামর লগে নৃত্য করানির নিমিত্তে কেথক টেংঠা করের। ঔহান দেহিয়া শঙ্কর গোপ ভাবাভিলাসী চক্রভ্রমণলীলায় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণর মুঙে নৃত্য করানি অকরেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও দুইপ্রকার রূপ দেহা দেছিল। একমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব। অন্যরূপে জগত হরি গোপাল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীয়ে "চৈতন্যচরিতামৃত"ত প্রকাশ করেছে।

শ্লোক

মহাবিষ্ণুর্জগৎর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার দ্রবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর।।
অদ্বৈত হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতার মীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রায়ে।।

যে মহাবিষ্ণু মায়াল জগৎ এহানরে সৃষ্টি করেছে। ঐ জগতকর্ত্তা ঈশ্বর অদ্বৈত আচার্য্য। ভগবান শ্রীহরির অভিন্ন তত্ত্ব বুলিয়া অদ্বৈত নাঙ দেছি। ভক্তি শিক্ষা প্রভুরাঙত পাছি বুলিয়া আচার্য্য নাঙে অভিহিত। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ ১৩৫৫ শকাব্দর মাঘ মাহর শুক্ল সপ্তমী তিথিত শ্রীহট্ট জিলার লাউর গ্রামে জরম অর। বাপকর নাঙ কুবের পঞ্চানন ভট্টাচার্য। মালক লাভা দেবী। অদ্বৈত আচার্য্যর পূর্ব্ব নাঙ শ্রীকমলাক্ষ মতান্তরে কমলাকান্ত বেদপঞ্চানন। পিছে নবদ্বীপর শান্তিপুরে স্বপরিবারে আহের।

শান্তিপুরর ফুল্লবাটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশান্তাচার্য্যরাং বেদশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া অল্পদিনে খ্যাতি অর্জন করানিয়ে আচার্য্য উপাধিত বিভূষিত অর।

কিছুদিন পরে বাপক কুবের পঞ্চানন মালক লাভা দেবী পরলোক প্রাপ্ত অনাই পিতৃমাতৃ পরলৌকিক শ্রাদ্ধ কর্মর নিমিত্তে গয়ায় যারগা। গয়াত্ব বৃন্দাবনধামে গমন করেছে। ঔপেইত কৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন অর। ধ্যানে হারপেইল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে ইতিমধ্যে আবির্ভাব অসে। কাল বিলম্ব নাকরিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আহের। নবদ্বীপে আহিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর লগে সঙ্গ পার।

ঔপেইত মাধবেন্দ্রপুরীর লগে সাক্ষাৎ অয়া বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করের। নাম প্রচারে চৈতন্য মহাপ্রভুর লগে মগ্ন অর। অদ্বৈত প্রভুরে ত্রিপুরারী বুলিয়া মাতেছি। ত্রিপুরারীই পরবর্ত্তী অদ্বৈত আচার্য্য আবির্ভাব, শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তনে প্রধান খুল বাদক আছিল।

ভগবান শ্রীহরি নাম জপ করতে করতে অবশেষে ১২৫ বছর বয়সে শান্তিপুরে প্রাণ ত্যাগ করের।

## গদাধর পণ্ডিত

১৪০৮ শকাব্দর বৈশাখ মাসে অমাবস্যা তিথিত চট্টগ্রামর বেলেতী গ্রামে (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) শ্রীগদাধর পণ্ডিত জরম অর। বাপকর নাঙ শ্রীমাধব মিশ্র মালক শ্রীমতি রত্নাবতী দেবী। কাশ্যপ গোত্র। জরম অনার ১২ বছর পিছেদে বেলেতী গ্রামেত্ব আকখুলাগ আহিয়া নবদ্বীপে থার। আজীবন অবিবাহিতা চিরকুমার।

শ্লোক

শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দানেশ্বরী।  
সা শ্রীগদাধয়ো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যাকঃ।।  
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যে ব্রজলক্ষীতয়া যথা।  
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষীঃ শ্যামসুন্দর বল্লভ।।  
সাদ্য গৌরপ্রেমেলক্ষীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।  
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা।।  
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা।।

দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনর কৃষ্ণলীলায় প্রধান অঙ্গ শ্রীমতি রাধিকা। গৌরলীলায় নবদ্বীপে গদাধর পণ্ডিত। প্রেম স্বরূপা ব্রজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে নির্মল প্রেমদান করেছিলি যেসাদে ইহ নবদ্বীপে গৌরপ্রেমে লক্ষ্মী স্বরূপ গদাধর পণ্ডিত। রাধা অনুগত হরি প্রেমে বিভোর সদা। কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে হরি সংকীর্তন উৎযাপন কালে পরিষদম হলী নৃত্য পরিচালনায় প্রধান ভূমিকাত দোহার আসিল। চৈতন্য মহাপ্রভু গদাধর লেম্পালে ধরিয়া ভাবে বিভোর অয়া হরি সংকীর্তন রাধা জ্ঞানে পূর্ব ভাবে আলিঙ্গন করেছে।

১৪৫৬ শকাব্দত জৈষ্ঠ মাসে অমাবশ্যা তিথিত পুরীধামে দেহত্যাগ করের।
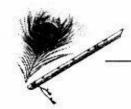
# শ্রীবাস

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে নারদ ঋষি ত্রিজগতে ভগবান নারায়ণ গুণকীর্তনকারী পরম ভক্ত। ১৪৪১ শকাব্দর বৈশাখ মাস পূর্ণিমা তিথি রোহিণী নক্ষত্র মতান্তরে চৈত্র মাস কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী তিথি শ্রীহট্ট জিলায় জরম অর। পিছে অওয়া আহের। বাপকর নাঙ শ্রীজলধর (মতান্তরে গঙ্গাধর পণ্ডিত)। মালকর নাঙ উল্লেখ নেই। ধর্মপত্নী মালিনী দেবী। পঞ্চ তত্ত্ব এক তত্ত্ব। চৈতন্য মহাপ্রভু কলিজীব উদ্ধারর নিমিত্তে শ্রীবাস অঙ্গনে অষ্টকালিন হরি সংকীর্তন উৎযাপন করেছে। আষাঢ় মাহর কৃষ্ণপক্ষত দশমী তিথিত দেহত্যাগ করের। শ্রীবাস পূর্ব্বজন্মর নারদ ঋষি।

**নারদ ঃ** ব্রহ্মাদেবর নাসারন্দ্রে জরম অসে বুলিয়া নারদ নামে খ্যাত। পূর্ব্ব কালে স্বর্গর দেবপত্নী হাবিয়ে পার্ব্বতী যজ্ঞ করেছি।

শিব নারীরূপে ঐ যজ্ঞত অংশ গ্রহণ করেছিল উপেইত পার্ব্বতীয়ে হাব্বিরে তুষ্ট অয়া পুত্র সন্তান লাভর বর দান করিরী। বর পেয়া দেবী হাবিয়ে গর্ভধারণ করলা। শিবও বর মতে গর্ভধারণ করের। ঔপেইত শিবর গর্ভত্ব স্থানান্তর করিয়া ব্রহ্মার গর্ভত পার্ব্বতীয়ে মায়া শক্তিল স্থানান্তর করলে ব্রহ্মা নাসারন্ধ্রে প্রসব করের বুলিয়া নারদ নামে খ্যাত। মতান্তরে সংসারর কোন বন্ধনে রদ করে নুয়ারেছে বুলিয়া নারদ নামে খ্যাত।

মতন্তরে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইকরা আছে ব্রহ্মাই নিজর কণ্ঠত্ব নারদরে জরম দেছে। পরে সংসার করানির য়াথাং দিলে নারদে সংসার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করানিয়ে কুপিত (সৌঅয়া) অয়া শাপ দের। বৈষ্ণবর উচ্ছিষ্ট ভোজনে শাপ মুক্ত অছে। অন্যতত্ত্বত লোমশ মুনি (ঋষির) তপোবনে নিত্য নৈমিত্তিক আহ্নিকক্রিয়া ও পূজার ফুল ছিড়িয়া চয়ণে নিয়োগ করেছে। নিয়তি কেন বাদ্যতেঃ। বিধির লিখন না যায় খণ্ডন। কিতাপারা দিন আহান ঋষি মুনি দাসী সৌবানী দেবীর লগে রতিক্রিয়াত মত্ত অর। ফলে সৌবানীর গর্ভত নারদ জরম অরা। পিছে ঋষির পূজা ফুল চয়ণ ছিড়িয়া দিন যাপন করানি অকরল। ভাগ্য পরিহাস। ঋষি ও মালক সৌবানী দেবীর মৃত্যু অনাই অনাথ অবস্থাত তপোবনে জীবন যাপন করানি অকরল।

সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মার চারিপুত্র সনক, সানন্দ, সনাতন, সনৎ কুমার

তপস্যার নিমিত্তে বনে গমন করলা। বনে বালক নারদর লগে উনা উনি অর। বালক নারদ ব্রহ্মার চারি কুমারর তপস্যার ফুল জোগাড়ে প্রাতঃ মন দের। সম্প্রতি তপস্যা শেষ করিয়া গৃহ গমন কালে ব্রহ্মা চারি কুমারে বর দিতারা সুখে থানার। নারদ পুনরায় সঙ্গহীন অনাত পড়িল উহান হার্পেয়া দুঃখত হৃদয় ভাগিয়া পরিল। ক্রমে ব্রহ্মার চারি কুমারর পিছে পিছে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যানা অকরল। পথে ব্রহ্মা চারি কুমারে নারদর ভক্তি ভাব দেহিয়া বানা পেয়া লগে নিলাগা। অবশেষে ব্রহ্মালোকে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মারাং নিবেদন করলে ব্রহ্মা নারদর ভক্তিত সন্তোষ্ট অয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করের। পরে শিবই নারদর নারায়ণ ভক্তি দেহিয়া প্রসন্ন অয়া বীণা দান করের। ব্রহ্মাণ্ড ত্রিভূবন ইচ্ছা মতে ভ্রমনর বর দের।

## মাধবেন্দ্রপুরী

সত্য যুগে যোগমায়া, ত্রেতায় পার্ব্বতী (দুর্গা), দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্য পত্নী বড়াই (পৌর্ণমাসী) সম্পর্কত কৃষ্ণর ভবাক, কলিত মাধবেন্দ্রপুরী। মতান্তরে সত্যত ব্রহ্মা, ত্রেতায় অগস্ত্য মুনি, দ্বাপরে গর্গমুনি, কলিত মাধবেন্দ্র পুরী।

১৪০০ খৃঃ প্রথমে শ্রীহট্ট জিলার পূর্ণিয়াপাট গাঙে কাশ্যপ গোত্র ব্রাহ্মণ কুলে মাধবেন্দ্রপুরী জরম অর। মালক বাপকর নাঙ চৈতন্য চরিতামৃত তথা অন্যান্য গ্রন্থত উল্লেখ নেই। বাল্যকালেত্ব অতি মেধা ছাত্র আছিল। অল্প বয়সে অল্প দিনে পাঠশালা পাশ করিয়া টোলে পাকরেছে। টোলেও প্রভুত্ব কর্ম নেই। অল্প দিনে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় শাস্ত্র পাণ্ডিত্যর সুনাম অর্জন করেছে। দিনে দিনে ঈশ্বর প্রেম বৈরাগ্য ধর্মর প্রতি মন বহিল। জীব কল্যাণ ও মুক্তির পথ হিসাবে বৈরাগ্য ধর্ম শ্রেষ্ঠ বুলিয়া অবশেষে গোস্বামী পুরীরাঙ সন্ন্যাস ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সাধনায় তন্ময় অর।

মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরীপুরী, ভারতী গোসাই, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভুর দীক্ষাগুরু। চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরুর দীক্ষা গুরু। অর্থাৎ গুরু পিতামহ। চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার ও নাম কীর্তনর প্রধান সহকারী আছিল। অবশেষে মাধবেন্দ্রপুরী ঝাড়খণ্ডত ফাল্গুন মাসর শুক্লপক্ষর দ্বাদশী তিথিত ধ্যানরত অবস্থাত ইহলীলা সাঙ্গ করের।

## ভূবনেশ্বর সাধুঠাকুর

১৮৭০ ইংরেজীর ২৬শে অক্টোবর (১২৭৭ বাংলার ১০শে কার্ত্তিক) বুধবার শুক্লপক্ষ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি আমার সমাজর জাতীয় গুরু মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভূবনেশ্বর সাধুঠাকুর আবির্ভাব অর কাছাড় জিলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত বারপোয়া গাঙে। সাধুঠাকুরর পিতৃদেবর নাঙ সনাতন মালক মালতী দেবী। বাল্যকালেত্ব গিরক কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ তথা শান্ত স্বভাবর আছিল। সাধুঠাকুরে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপর গানতলাত "শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ" মন্দির হংকরেছে তথা পবিত্র গ্রন্থ "শ্রীশ্রীগোবিন্দর্চ্চন চূড়ামনি" লেংকরিয়া ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব সমাজর সাধন ভজন হরি সংকীর্তনর পথ উজ্জ্বল করে দেছে। সাধুঠাকুরর পথ ইলয়া রাধাকৃষ্ণ ভজলে কৃষ্ণ পেইতাঙায় বুলিয়া নিঙকরৌরী। সাধুঠাকুরর জীবন কাহিনী সমাজর সর্ব্বজন জ্ঞাত। ১৯৩৯ ইংরেজী ১৭ জুলাই সোমবার (১৩৪৬ বাংলা, শ্রাবণ মাহর ১লা তারিখ ) শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথির দিনে ইহজীবন লীলা সমাপ্ত করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রণয়ন করের। অনেকে সাধুঠাকুররে বিশ্বামিত্র মুনি পুন জরম অয়া আমার সমাজরে ঙাল করেছে বুলিয়া মাতেছি।

## মধবাচার্য

চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব এক সম্প্রদায়। ১২১৯ খৃষ্টাব্দত দাক্ষিণাত্যর তথাকথিত তুলব প্রদেশর বেলেগ্রাম নাঙর গাঙে জরম অর। বাপকর নাঙ বৈষ্ণবাচার্য মধিজী ভট্ট। মালকর নাঙ বেদবতী দেবী। মাধবাচার্যর আরাক নাঙ আহান বসুদেব।

মধিজী ভট্টর মুনিসৌ দুগ বারো নিঙলসৌ আগ। ভাগ্যর পরিহাস মুনিসৌ দ্বিয়গি হঠাৎ মরানিয়ে মধিজী ভট্ট বার বেদবতী ব্রাহ্মণীর হৃদয় ভাগিয়া পরিল। ঔ দুঃখই অস্থির অয়া কাদাত আছে "অনন্তেশ্বর" মন্দিরে গিয়া প্রায় মুনিসৌ (জিপুত) পানার মানসে পূজা আরতি আদি করানি অকরলা। অবশেষে পূজারত অবস্থাত দশহারা নবমী তিথিত হঠাৎ মেধিজী ভট্টই দৈববাণী হুনল। অতি শীঘ্রে পুত্র সন্তান লাভ করতৈ। ভাগ্য প্রসন্ন অইল বসুদেব (মাধবাচার্য) জরম অইল। কনাক কালেত্ব বসুদেব (মাধবাচার্য) অতি মেধা ছাত্রগো আসিল। অল্পদিনে পাঠশালা পাশ করিয়া টোল পাকরেছে। টোলেও

নিয়াম দিন না লাগিল। টোলর পড়া লেইকরিয়া অদ্বৈত বেদান্তী আচার্য অচ্যুত প্রকাশরাঙ ন্যায়, সংখ্যা, বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করেছে। পরে অদ্বৈত বেদান্তী আচার্য অচ্যুত প্রকাশরাঙ দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার জ্ঞানে গুণে মুগ্ধ অয়া কানাড়াবাসীয়ে "পূর্ণপ্রাজ্ঞ" বুলিয়া নাঙ দেছি। অবশেষে রামেশ্বর ধামে গিয়া তপস্যাই মগ্ন অর। তপস্যাই সিদ্ধি লাভ করানিয়ে তারে মাধবাচার্য নাঙে বিভূষিত করেছি। সাধনায় সিদ্ধি লাভর পরে নানা দেশ পরিক্রমা করতে করতে বানারসীত আহিয়া ফৌঅইলগা। ঔপেইত নিজে লেংকরা গীতাভাষ্য ও ব্রহ্ম সূত্রর স্বীকৃতি পেইল। পুনরায় ঔপেইত ঈশ্বরর গভীর ধ্যান আরম্ভ করল। ধ্যান করতে করতে মহামুনি ব্যাসদেবর দর্শন লাভ করল।

মাধবাচার্য বৈষ্ণব আন্দোলনর নায়ক আসিল। অবশেষে ১৩২৩ খৃঃ শুক্লা নবমী তিথিত ১০৪ বছর বয়সে বৈষ্ণবদেব ব্রহ্ম সম্প্রদায়র প্রতিষ্ঠাতা মহাযোগী মাধবাচার্য প্রাণত্যাগ করের।

## রামানুজ

চারি সম্প্রদায়র অন্যতম সদস্য। ৪২৩ বঙ্গাব্দ ১২ চৈত্র (১০১৭ খৃষ্টাব্দ) আষ্ট্রানক্ষত্রত শুক্ল পক্ষর পঞ্চমী তিথি কর্কট লগ্নে বৃহস্পতিবারে মাদ্রাজর নৈঋতে শ্রীপেরেমবুদুর বর্ধিষ্ণু গাঙে জরম অর। বাপকর নাঙ আসুরি কেশব আচার্য্য। মালক ভূমি পেরাট্টি, ভূদেবী মতান্তরে কান্তিমতী। বহুদিন সন্তানহীনা। পুত্র লাভর মানসে বৃন্দাবন অরণ্যত যজ্ঞ করানির ফলে কেশব আচার্য্য শ্রীপার্থ সারথির বরে রামানুজরে লাভ করেছি। ভগবান শ্রীরামর অনুজ (খুল্লাবেয়ক) লক্ষ্মণর দিন, বার, মাস, রাশি সমতুল্য বুলিয়া নামাকরণে লক্ষ্মণর নাঙে রামানুজ নাঙ থসি।

ঠিক সময়ত অন্নপ্রাশন, কর্ণবেদ, চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন আদি মাঙ্গলিক কর্ম সম্পন্ন করেছি। অল্প দিনর ভিতরে পাঠশালা তথা টোলর অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেছে। রামানুজর দীক্ষাগুরু শ্রীকাঞ্চি পূর্ণ। ১৬ বছর বয়সে শ্রীমতি জমাম্বা দেবীর লগে লহং অর। বিবাহর ১ বছর পরে পিতৃদেবর মৃত্যু অর। পিতৃ বিয়োগর পরে মালক বারো পত্নীসহ কাঞ্চিপুরে আহিয়া থাইল। সংসারর ভোগ বিলাসর প্রতি মোহ এরা দেনা অকরল। নারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করল। রামানুজ শ্রী সম্প্রদায় স্রষ্ঠা। ৫১৩ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে শুক্লা দশমী তিথিত শনিবারে মধ্যাহ্নকালে মহাপূর্ণ মন্দিরর শ্রীবিষ্ণু

পাদপদ্ম দর্শন করতে করতে পঞ্চভূতর দেহ ত্যাগ করিয়া দৌরখয়া লাভ করের। মৃত্যুর আগে রামানুজে শিল্পী দ্বারা নিজর প্রতিমূর্তি হংকরিয়া ঔ মূর্ত্তির ব্রহ্মরন্ধ্রত নিজর আত্মা শক্তি অর্পণ করিয়া থছিল । ঔ মূর্ত্তি আজিও ভক্তই দর্শন ও পূজা করতারা।

## মহারাজা বব্রুবাহন সিংহ

দ্বাপর যুগর শেষে কলিযুগর প্রারম্ভে যুগ দ্বিয়হানির সন্ধিক্ষণে হস্তিনার তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন মনিপুরর চিত্রভানু মহারাজার একমাত্র জিলক চিত্রাঙ্গদাদেবীর অমৃতর পূণ্য ধারায় গন্ধর্ব ক্ষত্রিয় দ্বিয়কুলর মহামিলনে বব্রুবাহনর জন্ম অর। বব্রুবাহনর আবির্ভাবে মনিপুরে নুয়া বেলির উদয় অর। বব্রুবাহনর জন্মর পরে অর্জ্জুন হস্তিনা বেলেয়া যারগা। মতান্তরে গর্ভত থাইতে।

অশ্বমেধ যজ্ঞর ঘড়াগল অর্জ্জুন মনিপুরে আহিয়া উপস্থিত অইল। দ্বিয়গিয়ে পথে উনা উনি অইলা। বব্রুবাহনে দেহিয়া নানা অর্থ পাদ্যল অভ্যর্থনা কালে পিতৃদেব বুলিয়া সম্বোধন করলে অর্জ্জুন নিয়াম সৌঅয়া নানা অকথ্য ভাষাল বব্রুবাহনরে তিরস্কার (ভৎর্সনা) করের। উহানাত বব্রুবাহন নিয়াম লাজ পার।

ক্ষত্রিয় পরম্পরাত বাপক পুতকর যুদ্ধ অর। যুদ্ধত অর্জ্জুন পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করের। খবর পেয়া চিত্রাঙ্গদা উন্মাদিনী প্রায়। কাল বিলম্ব নাকরিয়া আহিয়া উপস্থিত রণক্ষেত্রত। স্বামীর মৃত্যুত শোকে বিলাপ করানি অকরল।

অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনর মৃত্যু সংবাদ পেয়া লগে লগে মনোরথে চরিয়া মনিপুরে উপস্থিত অইল। চারিদিকে কোলাহল চিত্রাঙ্গদার বিলাপ দেখল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই। কৃষ্ণই অর্জ্জুনরে জিঙতা করানির নিমিত্তে পাতালর নাগরাণী উলুপীরাংত সর্প মণি আনানির পরামর্শ দিল। বব্রুবাহন ডিল নাক বিয়া যাত্রা করল পাতালপুরীত সর্প মণি আনানির নিমিত্তে। অবশেষে বব্রুবাহন পাতালে গিয়া বিমাতা উলুপীরে দর্শন দিয়া য়্যারী ঔহান নিবেদন করল। উ লুপী বব্রুবাহনরাংত খবর পেয়া কাল বিলম্ব নাকরল। নাগরাণী উলুপী সর্প মণি লগে করিয়া বব্রুবাহন সহ মণিপুরে য়ৌঅইলি। মণির স্পর্শত অর্জ্জুন পুনঃজীবন লাভ করল।

উলুপী অর্জ্জুনর গৃহিনী। নাগরাজ কৌরব্যের জিলক। পিতা পুত্র সখা শ্রীকৃষ্ণ চিত্রাঙ্গদা উলুপী হাবিয়ে অর্জ্জুনর পুনঃজীবন (জিঙতা অনাই )পানাই

মহানন্দে একে অন্যরে আলিঙ্গন করানি অকরলা। অর্জ্জুন বভ্রুবাহনরে পুতক বুলিয়া স্বীকৃতি দিল।

পুনঃজীবন পেয়া অর্জ্জুনে সখা কৃষ্ণ তথা ধর্ম পত্নী চিত্রাঙ্গদা উলুপীরাং পুতক বভ্রুবাহনর বীরত্ব, যুদ্ধ কৌশল, আক্রমণ পদ্ধতি, ধনুক কার পরিচালনা তথা অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ, সৈন্য নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, ঘোড়া চালনা, রথচালনা অতি চমৎকার যেমন বনরাজ সিংহ সদৃশ অর্থাৎ সিংহ যেসাদে মুঙে শিকার পড়লে পলানির অব্যাহতি নার ঠিক ঔসাদে বুলিয়া প্রশংসা করেছে।

অর্জ্জুনর শ্রীমুখেত্ব বভ্রুবাহনর বীরত্ব য়্যারী হুনিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সিংহ উপাধিল বভ্রুবাহনরে বিভূষিত করের।

ঔ দিনেত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা পিতৃদেব অর্জ্জুনে দিলা সিংহ উপাধিল পরিচিত অর। বভ্রুবাহন পিতামহ (বপাক) চিত্রভানুরাং যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি শিক্ষা করেছিল।

তদুপরি গিরকর কৃপাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেত্ব মনিপুরে পদার্পন করেছে। যেহানরকা মনিপুর পূণ্য তীর্থ বুলিয়া ভারতে প্রকাশ। গিরকে সুদূর হস্তিনাত্ব নিজর মুরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদব্রজে মনিপুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈদিক নীতি অনুসারে পূজা-অর্চনা, বন্দনা আরতি যজ্ঞ আদিল সেবা করেছে। ঔ কালেত্ব আমি বৈষ্ণব। বিষ্ণুর উপাসক। যদিও গিরকর সময়ত হরি সংকীর্তন প্রচলন নাছিল, গিরকর সময়ত দ্বাপর যুগর প্রভাব আছিল।

সম্প্রতি চৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্করদেব আদি মহাপুরুষ আবির্ভাব অনাই কলি জীব মুক্তির অভিপ্রায়ে হরি সংকীর্তন আরম্ভ অর।

গিরকে বিষ্ণু পূজা করলেও মনিপুরর পূর্ব্বপুরুষর ধর্ম এরা নাদেছে। আপকপা, পাহংপা, থানজিং, সরারেল, সেনামানিক আদি দৌর পূজা করেছে। বর্ত্তমানেও আমার সমাজে ঔ প্রথা রীতি-নীতি পরম্পরা চলিয়া আহেছে। ভবিষ্যতেও চলতৈ। বভ্রুবাহনর রাজত্বকাল মনিপুর ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ বুলিয়া আখ্যা দেছি।

চিত্রভানুর মুনি জিপুত নেয়নিয়ে চিত্রভানু মহারাজাই বভ্রুবাহনরে মনিপুরর রাজাগ পালকরের। ঔদিনেত্ব মনিপুরে আর্য্য (ক্ষত্রিয়) বংশর রাজত্ব আরম্ভ অর। বভ্রুবাহনর আগে মনিপুরে গন্ধর্বই রাজত্ব করেছিলা।

ঔহান ছাড়াও দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর রম্য ভূমি। থৈইবী খাম্বার য়্যারীও কম নাগই।

মহাভাগবতম্ তত্ত্ব মতে মনিপুরে রাধার ভূমিকাত শিব কৃষ্ণর ভূমিকাত পার্বতীয়ে শরৎকালে মনিপুরী রাসলীলা করেছে বুলিয়া উদ্ধৃতি আছে।

এতা হাবি গুণ বিদ্যমান থানাই মনিপুর পূণ্যতীর্থ বুলিয়া আখ্যায়িত।

মনিপুরর ভৌগলিক বিবরণ মহাভারতে বর্ণনা করানি মতে মহেন্দ্র পর্ব্বতর কাদাত সাগরর তীরে। মহেন্দ্র পর্ব্বত বর্ত্তমান পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত উড়িষ্যাত। তবে মনিপুরর য়্যারী মহাভারতর আদি পর্ব্বর লগে মিলের। চিত্রভানু মহারাজা, চিত্রাঙ্গদা, অর্জ্জুনর য়্যারী উদ্ধৃতি ও আছে। যদিও ভৌগলিক, আকৃতি সময়ে সময়ে পরিবর্তন অসে। সাগর পর্ব্বতত। পর্ব্বত সাগরে রূপান্তরিত অসে। তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে এহান সত্য যে মনিপুরর ঐশ্বর্য, কলা সংস্কৃতি নৃত্য সঙ্গীতর তত্ত্ব মনিপুরর লগে মিলের। তথা খুমোল পুরাণে আছে। উলুপীর নাগরাজ্য পরশুরাম ধামর কাদাত মতান্তরে নাগাভূমি।

## মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ

১৭১৪ খৃষ্টাব্দত মহারাজা পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) সিংহ রাজা পালয়া মনিপুরর রাজসিংহাসনে বহের। গিরক অত্যন্ত প্রতাপশালী বিচক্ষণ, প্রজাহিতৈষী ন্যায় ধর্মপরায়ণ আছিল। সান্তদাস ঠাকুর গিরকরাংত বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম জাতীয় ধর্ম বুলিয়া স্বীকৃতি দিয়া হরিনাম সংকীর্তনই মুক্তির একমাত্র মুক্তি ও ঈশ্বর প্রাপ্তি পথ বুলিয়া নির্ণয় করিয়া পূর্ব্বর গন্ধর্ব নীতি সমাজ ব্যবস্থা আপকপা, পাহাংপা, থানজিং, সরারেল পূজা অর্চ্চনা এরা দিয়া হরি সংকীর্তন উৎযাপন ও নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বন, শ্রাদ্ধ কর্মাদি করেছে। তথা ঔদিনে বঙ্গদেশেত্ব পালা কীর্তনী আনিয়া মনিপুরে পালা কীর্তন প্রবর্তন করের। অন্যদিকে গুরুর য়্যাথাঙে গুরু দক্ষিণা স্বরূপ মনিপুরর পূর্ব্ব পুরুষে সংগ্রহ করিয়া রাজভবনে থ দিয়া গেছিগা যত পূর্ব্বর কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি, গুণর ইতিহাস মন্ত্র হাবি পুরিয়া মাঙকরেছে।

এপেইত য়্যারী আহান আছে "মহাভারত যুগেত্ব বর্ত্তমান পেয়া" গুরুদক্ষিণা যতগই দেছি হাবিয়ে ক্ষতি করিছে। উদাহরণ স্বরূপ একলব্যই ভাতর বারার আতর ভরি আঙুলি কাঁপিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেছে। মহাবীর

প্রতাপশালী "বরবরিক" গিরকে নিজর মস্তক কাঁপিয়া জগত হরি শ্রীকৃষ্ণরাং গুরু দক্ষিণা প্রদান করেছে। মহারাজা পামহৈবার ভাগ্যেও ঔহান ঘটিল। পূর্ব্ব পুরুষ গন্ধর্ব বিদ্যা, গুণ, মান, মন্ত্র হাবি জিত পুরিয়া শালী করেছে। পিছরকা অবশিষ্ট নেয়ইল। যদিও ঔ দিনর জ্ঞানী গুণী দূরদর্শি গিরিগিথানীয়ে লুকেয়া থ দেছি ঔতাত্ত্ব মাঝে মাঝে প্রকাশ পার। কারণ আগেকার দিনে মুখে মুখে শাস্ত্রজ্ঞান মন্ত্র গুণ তত্ত্ব বিদ্যা শিক্ষা করেছিলা গুরুগৃহে থায়া বর্ত্তমানর সাদানে কাগজ কলম প্রথা (ব্যবস্থা) নেয়ছিল। যেহানরকা গিরকর রাজত্বকাল কলংকিত যুগ বুলিয়া অনেকে আখ্যা দেছি।

তবে এপেইত য়্যারী আহান দেহা দেছে যে মহারাজা পামহৈবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দত রাজসিংহাসনে বহেছে। বারো সান্তদাস বাবাজীর আবির্ভাব ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দর ১০ই জুন। শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জর বামই গাঙে। অর্থাৎ ১৩৫ বছর ব্যবধান অর। দ্বিতীয়ত অদ্বৈত প্রভুর শিক্ষা গুরু শ্রীসান্ত আচার্য্য। অদ্বৈত প্রভু আবির্ভাব ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দ। অন্যথায় পামহৈবার রাজত্বকাল বারো অদ্বৈত আচার্য্যর শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব কালর পার্থক্য প্রায় ২৮০ বছর। তবে এহান সত্য যে মনিপুরে বৈষ্ণব ধর্মর প্রতিষ্ঠাপক মহারাজা পামহৈবা।

## মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দত মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ (চিং থাংখম্বা/জয়চন্দ্র কর্ত্তা) মনিপুরর রাজসিংহাসনে বহের। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ পামহৈবা মহারাজার নাতিয়ক। ন্যায়পরায়ণ যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, ধার্মিক, প্রজাহিতকারী। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দত হপন দেহিয়া ওঝা গুরু রসানন্দ বারো স্বরূপানন্দ দ্বিয়গির সহায়ত ভাগবত ১০ম স্কন্ধর ২৯ অধ্যায়ত্ত্ব ৩৩ অধ্যায়র মোট ১৭২ শ্লোক বারো মনোহর দাসর লেখা এলার রস অবলম্বনে শরৎকালীন রাসলীলা নাটক আকারে নৃত্য, সঙ্গীত, মুদ্রা, তাল, মান, লয় আদিল লেংকরিয়া তৎকালর মনিপুরর ইমা ইন্দলরে গোপীর ভূমিকাত প্রশিক্ষণ দিয়া নিজর একমাত্র জিলক কুমারী সিজা লাইরোম্বী দেবীরে রাধার ভূমিকাত দিয়া মনিপুরর গোবিন্দজীউ মন্দিরে রাসলীলা কাতকরেছে। ঔ রাসলীলায় কৃষ্ণর ভূমিকাত কারোও নাদেছি। মন্দিরর বিগ্রহ বিষ্ণু মূর্ত্তি রাস মণ্ডলীত গোপীর হম্বুকে স্থাপন করিছে।

মহারাজায় গোপীর বেশভূষাও হপনে দেহিয়া হংকরেছে বুলিয়া উদ্ধৃতি আছে। তদুপরি ঔ রাসলীলায় রাসমণ্ডলী আম্রপাত্রর রম্ভা (ফুলর সাদানে মালা) হংকরিয়া অষ্টদিকে বেরেয়া শাস্ত্রগত ভাবে সাজাছে। বারো রাসলীলায় নর্তনকালে যাতে সহজে দৃষ্ট (দেহা) নার ঔ মানসে রাস মণ্ডলি ডাঙর মহরি আহান টাঙিয়া ভিতরে গোপীনি তথা রাধারে বরা দিয়া রাসলীলা উৎসর্গ করেছে। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা গোপীর রাসলীলা আত্মা পরমাত্মার মিলন নির্মল প্রেম ত্যাগ ও সমর্পণর প্রেম সাধারণ অর্থাৎ সাধারণ চর্ম চক্ষুল দর্শন নার। দর্শন থক নেই। তৃণ ও বৃক্ষরূপে শ্রবণ ও দর্শন করানি থক। ঔ তত্ত্ব অবলম্বনে বর্ত্তমান পাতল মৈখম্বী (অর্থাৎ আবরণ) আহান গোপীর শ্রীমুখ ডাকিয়ার সহজে দৃষ্ট (দেহা) নাক বুলিয়া। ঔ রীতি নীতি পরম্পরা বর্ত্তমানেও চলিয়া আহেছে আমার জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ধারাবাহিক সমাজ ব্যবস্থাহান। ভবিষ্যতে ও চলতৈ। তদুপরি মহারাজাই হরি সংকীর্তন সমাজ ব্যবস্থা মণ্ডলী আদিও পূর্ব্বর অবস্থা বাহাল থয়া খানি উন্নত করিয়া সিজিল করে দেছে।

## মহারাজা চূড়াচান্দ সিংহ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দত মহারাজা চূড়াচান্দ সিংহ গিরক মনিপুরে রাজ সিংহাসন অলংকৃত করেছে। গিরকর রাজত্বকাল ১৯৪১ ইংরেজী পেয়া। ন্যায় বিচারক ধর্ম পরায়ণ তথা বীর পুরুষ আছিল। চূড়াচান্দ সিংহ মহারাজার আমার হরি সংকীর্তনর লেইতেরেং শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে করেদিয়া গেছেগা। তথা তাল মান আদিও খানি পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত করে দিয়া গেছেগা। গিরকর রাজত্বকালে রাজ্যর প্রজাই নিয়াম সুখে আছিলা। গিরকর বীরত্বর ধ্বজা (ফিরাল) বিশ্বত খ্যাতি অর্জন করেছে। উহানল গিরকরে মস্তকর চূড়ার লগে তুলনা করিয়া চূড়াচান্দ বুলিয়া আখ্যা দেছি।

## নরোত্তম দাস

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী
পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তম দাস।।

(ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ)

শ্লোক

অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণে ত্রয়োদশ্যাস্তুদ্বাপরম্।

মাঘে চ পৌর্ণমাস্যং বৈ ঘোরাং কলিযুগ স্মৃতম্।।

মাঘী পূর্ণিমা - মঘাযুক্ত পৌর্ণমাসী। মাঘ মাহর পূর্ণিমা তিথিত মঘা নক্ষত্রত যোগ থাইলে উহানরে মাঘী পূর্ণিমা বুলতারা। মাঘী পূর্ণিমার দিনে পইলা কলিযুগ হমাছে (আরম্ভ অছে)। ভগবত তত্বই মাতের -

১৪৫৩ শকাব্দর মাঘী পূর্ণিমা তিথিত রাজসাহী জিলার গড়ের হাট পরগণার খেতরী নাঙর গাঙে নরোত্তম দাস রাজ পরিবারে জরম অর। বাপক রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মালক নারায়ণী দেবী। চৈতন্য চরিতামৃত তত্ত্ব মতে নরোত্তম দাস দ্বাপরে যুগর রাধাকৃষ্ণলীলাত ব্রজর চম্পক মঞ্জরী। নিত্যসিদ্ধা। কলি জীব উদ্দাররকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর য়্যাথাঙে নরোত্তম মানুহর কুলে জরম অয়া বৈষ্ণব কবি রূপে রাধা কৃষ্ণলীলা গুণ মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে নানা পদাবলী রচনা করিয়া সুর ছন্দ তাল মান লয়ে এলা দিয়া ভাবক বৈষ্ণব ভক্তরে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিভোলা করেছে। নরোত্তম দাসর লেংকরা 'প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকাত' প্রকাশ জয়ধ্বনী স্তোত্রম্ তীর্থ, মহাতীর্থ, ধাম, ক্ষেত্র, কুণ্ড, মহাকুণ্ড, সাধু, বৈষ্ণব, ভক্ত, মহন্ত, গোসাই, প্রভু, মহাপ্রভু, নদ-নদী, তপোবন-উপবন, আশ্রম, পূণ্য ভূমি আদি উচ্চৈঃস্বরে (উচ্চারণ) সলকরিয়া নিজে তথা অন্যরে শ্রবণ করোয়েইলে সর্ব্ব পাপ মহাপাপেত্ব মুক্ত অর। ঔ ভাগবত তত্ত্ব অবলম্বনে নামধ্বনি (জয়ধ্বনি) (নাম কাকরানি) স্তোত্রম বন্দনা করেছে। ঔ তত্ত্বর মাতুং ইলয়া মহাজন গত স যেন পন্থা ঃ- আমার হরি সংকীর্তনে নরোত্তম বিরচিত নামধ্বনি স্তোত্রম্ সলকরিয়ার। হুনা সহাগাত বুরেয়া জিগত পুরলে যেসাদে ময়লা ক্ষয় (ধয়া) পরিস্কার করের। আসল রূপ দ্বারর ঔসাদে নামধ্বনি (জয় ধ্বনি) সলকরলে সর্ব্ব পাপর ময়লা (ধয়া) শুদ্ধ অয়া দেহ পবিত্র অর পাপ মুক্ত অর। ঔ তত্ত্ব অবলম্বনে আমার পূর্ব্ব পুরুষে নরোত্তম বিরচিত নামধ্বনি স্তোত্রম (জয়ধ্বনি) সলকরেছি। অর্থাৎ যেগই সলকরের তথা হুনের ঔগরতাও পাপ মুক্ত অর বুলিয়া বৈষ্ণব মহন্ত গোসাই আদিয়ে মাতেছি।

নরোত্তমর ধর্ম গুরু শ্রীলোকনাথ বাবাজী মতান্তরে শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রাবণ মাহর পূর্ণিমা তিথিত বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বাল্যকালেত্ব প্রভু মানায় আছিল। রাজপরিবারে জরম অইলেও সংসারর সুখ ভোগ লালসায় তারে ধরিয়া থ নুয়ারেছে। প্রভুর নাম কীর্তন করতে করতে ১৫০৯ শকাব্দর

কার্ত্তিক মাহর কৃষ্ণ পক্ষর পঞ্চমী তিথিত পঞ্চভূতে দেহত্যাগ করের।

## সান্তদাস বাবাজী

সান্তদাস বাবাজীর বাল্য নাঙ তারাকিশোর চৌধুরী। ১৮৫৯ ইংরেজীর ১০ই জুন (বাংলার ১২৬৬ সনর জেঠ মাহর দশহারা তিথিত) শ্রীহট্ট জিলার হবিবগঞ্জর বামৈ (বামই) গাঙে জরম অর। বাপকর নাঙ শ্রীহরকিশোর চৌধুরী। মালকর নাঙ শ্রীমতি গিরিজা দেবী। সান্তদাস নাঙ এহান ধর্মগুরু শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীয়ে দেছেহান। নিম্বার্ক সম্প্রদায় বৈষ্ণব। কনাক কালেত্ব অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রগ আছিল। ৬ (ছয়) বছর বয়সে রামায়ণ মহাভারতর শ্লোক মুখস্ত করিয়া হাবিরে মুগ্ধ করেছে। ১০ (দশ) বছর বয়সে মালক গিরিজা দেবীর মৃত্যু অর। ১৮৭৪ ইংরেজীত ১৫ (পনর) বছর বয়সে শ্রীহট্ট জিলার মিশন স্কুলেত্ব এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতাত আহিয়া কলেজে পাকরের। পরে দর্শনশাস্ত্রত এম.এ. পাশ করিয়া সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্তি লাভ করিয়া বাগাদের । উতার ভিতরে আইন পাশ করিয়া শ্রীহট্টত ফিরিয়া আহিয়া ওকালতি করের পরে বাপকর য়্যাথাঙে গৃহিণী অন্নদা দেবী সহ কলিকাতাত আয়া হাইকোর্টে ওকালতি করের যদিও সংসারর মায়ায় তারে ধরিয়া থ নুয়ারল ঔহান দেহিয়া ধর্মপত্নী অন্নদা দেবীয়ে আরাকৌ যোগ সাধনার পথগো চিনানিত প্রেরণা দেনাই চালাক করে ঈশ্বর নিঙকরানিত মন দেনা অকরল। পূজা আহ্নিক ক্রিয়া গংগা স্নান আদিত নিয়াম সহায় করেছে অন্নদা গিথানকে। মনে ইহৌ ইহৌ অয়া কৃষ্ণপ্রেম বৈরাগ্য ধর্ম উদয় অনা অকরল। পরে নিয়াম দিন না থাইল ১৩০১ বাংলা শ্রাবণ মাহর জন্মাষ্টমী তিথিত ধর্মগুরু বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ চারি সম্প্রদায়র বৃন্দাবন ধামর নিম্বার্ক সম্প্রদায়র শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজীরাং বৈষ্ণব ধর্মত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুর লগে ব্রজধাম পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়া আহিয়া কলিকাতাত থার। পরে দীক্ষা গুরুর মৃত্যুর খবর পেয়া বৃন্দাবনে যারগা। ঔপেইত ধর্মগুরু শ্রীরাম দাসে আশ্রমর উত্তরাধিকারী মোহান্তরূপে নির্বাচিত করেছে। বারো সন্ন্যাসাশ্রমর নাঙল শ্রীসান্তদাস বুলিয়া থ দিয়া গেছোগো। ঔদিনেত্ব তারাকিশোরর নাঙ সান্তদাস। সান্তদাস বাবাজীর অনেক শিষ্য সেবক আছিলা। ঔতার ভিতরে মনিপুরর পামহৈবা (গরীব নেওয়াজ) মৈতৈ রাজা বারো খুমেল রাজা মৈমুর আদি প্রধান। ১৯৩৫ ইংরেজী অক্টোবর মাহ (বাংলা ১৩৪২ সনর ২২শে কার্ত্তিক) শুক্রবারে গিবক দেহত্যাগ করের। ❑

১৩৫৪ বাংলা ১৯৪৮ ইংরেজী ১৫ নভেম্বর বিয়ানকার ১১.১৫ মিনিট শুক্ল পক্ষ সোমবার দিনে কাছাড় জিলার দুধপুর গাঙে জরম। বাপক ঁনিতাই শর্ম্মা মালক ঁরাধারাণী দেবী। বর্ত্তমান গৌহাটীর খৃষ্টানবস্তি বিষ্ণুনগরে ঘর করিয়া আছে।